কালানুক্রমিক সূচীপত্র

পত্রাঙ্ক

কৈশোরক [১৩০৩ সাল।]

বাল্মীকিপ্রতিভা [১২৯২ সাল।]

বিষয়

বিষয়		পত্রাঙ্ক

ছবি ও গান [১২৯০ সাল।]

প্রকৃতির প্রতিশোধ [১২৯১ সাল।]

কড়ি ও কোমল [১২৯৩ সাল।]

বিষয়

মায়ার খেলা [১২৯৫ সাল।]

বিষয়		পত্রাঙ্ক

বিষয়		পত্রাঙ্ক

বিষয়		পত্রাঙ্ক
হৃদয় হৃদি-রঞ্জন তুমি, নন্দন ফুলহার	...	৯৩
কথা তা'রে ছিল বলিতে	...	৯৪
আমারে করো তোমার বীণা	...	৯৪
কে দিল আবার আঘাত আমার	...	৯৫
এসো গো নূতন জীবন	...	৯৬
পুষ্পবনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে	...	৯৬
ওঠো রে মলিন মুখ, চলো এইবার	...	৯৭

চৈতালী [১৩০৩ সাল।]

আজি, কোন্ ধন হ'তে বিশ্বে আমারে	...	৯৭

(১৩০৩ সনের কাব্য-গ্রন্থাবলীর "গান" অংশ হইতে)

বড়ো বেদনার মতো বেজেছো তুমি	...	৯৮
হৃদয়ের একূল ওকূল দু-কূল ভেসে যায়	...	৯৮
এসো এসো ফিরে' এসো, বঁধু হে, ফিরে এসো	...	৯৯
আমার মন মানে না দিন রজনী	...	১০০
ঝর ঝর বরিষে বারিধারা	...	১০১
ওহে নবীন অতিথি	...	১০১
ওলো সই, ওলো সই	...	১০১
মধুর মধুর ধ্বনি বাজে	...	১০২
বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে	...	১০৩
বিশ্ব-বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে ত.বো-প. ১৩০২ মাঘ		১০৩
আহা জাগি' পোহালো বিভাবরী	...	১০৪
তোমার গোপন কথাটি সখী, রেখো না মনে	...	১০৫
চিত্ত পিপাসিত রে গীত-সুধার তরে	...	১০৫
আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী	...	১০৬
আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল	...	১০৭
ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী, মিটলো আমার আশ	...	১০৮
এ কী আকুলতা ভুবনে,	...	১০৮
তুমি র'বে নীরবে হৃদয়ে মম	...	১০৯
সে আসে ধীরে যায় লাজে ফিরে'	...	১০৯
কে উঠে ডাকি'	...	১১০
ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি	...	১১১

বিষয়

বিষয় | পত্রাঙ্ক

বিষয়	পত্রাঙ্ক

বিষয়		পত্রাঙ্ক
কে যায় অমৃতধাম যাত্রী	...	১৮৩
পাদপ্রান্তে রাখো সেবকে ৩-৫-১৩০২ ৮৮		১৮৪
ওহে জীবন-বল্লভ, ওহে সাধন-দুর্লভ	...	১৮৫

কল্পনা [১৩০৭ সাল]

নৈবেদ্য [১৩০৮ সাল]

বিষয়		পত্রাঙ্ক

৺মোহিত সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের ৮ম ভাগ "গান" বই হইতে [১৩১০ সাল]

বিষয়		পত্রাঙ্ক

চিরকুমার সভা [হিতবাদী-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, ১৩১১ সাল]

খেয়া [১৩১৩ সাল]

প্রায়শ্চিত্ত [১৩১৬ সাল]

গীতাঞ্জলি [১৩১৭ সাল]

বিষয় | পত্রাঙ্ক

রাজা [১৩১৭ সাল]

অচলায়তন [১৩১৮ সাল]

উৎসর্গ [১৩২১ সাল]

বিষয়

(১৩২০ সনের "গান" বই হইতে)

ধর্ম্ম-সঙ্গীত [১৩২০ সাল]

গীতি-মাল্য [১৩২১ সাল]

বিষয় পত্রাঙ্ক

বিষয়		পত্রাঙ্ক
গাবো তোমার সুরে	...	৪৩৩
প্রভু, তোমার বীণা যেম্নি বাজে	...	৪৩৪
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে	...	৪৩৫
বসন্তে আজ ধরার চিত্ত		৪৩৬
সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে	...	৪৩৭
যদি জান্‌তেম আমার কিসের ব্যথা	...	৪৩৭
বেসুর বাজেরে	...	৪৩৮
তুমি জানো ওগো অন্তর্যামী	...	৪৩৮
রাজ-পুরীতে বাজায় বাঁশি	...	৪৩৯
আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়	...	৪৪০
আমার ব্যথা যখন আনে আমায়	...	৪৪০
কার হাতে এই মালা তোমার	..	৪৪১
এত আলো জ্বালিয়েছো এই গগনে	...	৪৪২
যে রাতে মোর দুয়ারগুলি	...	৪৪২
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক্ ঝ'রে	...	৪৪৩
তোমার কাছে শান্তি চাবো না	...	৪৪৩
দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার	...	৪৪৪
আমায় ভুল্‌তে দিতে নাইকো তোমার ভয়	...	৪৪৫
জানি নাই গো সাধন তোমার	...	৪৪৫
ওদের কথায় ধাঁদা লাগে	...	৪৪৬
এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে	...	৪৪৭
জীবন আমার চ'ল্‌ছে যেমন	...	৪৪৭
হাওয়া লাগে গানের পালে	...	৪৪৮
আমারে দিই তোমার হাতে	...	৪৪৯
আরো চাই-যে, আরো চাই গো	...	৪৪৯
আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে	...	৪৫০
তুমি-যে চেয়ে আছ	...	৪৫১
তোমার পূজার ছলে তোমায়	...	৪৫১
হে অন্তরের ধন	...	৪৫২
তুমি-যে এসেছো মোর ভবনে	...	৪৫২
আপ্‌নাকে এই জানা আমার	...	৪৫৩
বর্ষো তো এইবারের মতো	...	৪৫৪
আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে	...	৪৫৪

গীতালি [১৩২১ সাল]

বিষয়		পত্রাঙ্ক

ফাল্গুনী [১৩২২ সাল]

বলাকা [১৩২২ সাল]

গীতলিপি ২য় খণ্ড [১৩১৭ সাল]

বিষয় | পত্রাঙ্ক

গীতলিপি ৪র্থ খণ্ড [১৩১৭ সাল]

গীতলিপি ৫ম খণ্ড [১৩১৭ সাল]

গীতলেখা ১ম ভাগ [১৩২৪ সাল]

গীত-পঞ্চাশিকা [১৩২৫ সাল]

বিষয়		পত্রাঙ্ক
ওহে সুন্দর, মরি মরি	...	৫৪৮
সে কোন্ বনের হরিণ	...	৫৪৯
না হয় তোমার যা হ'য়েছে	...	৫৫০
দুয়ার মোর পথপাশে	...	৫৫০
আমারে বাঁধ্‌বি তোরা	...	৫৫১
ঐ সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে	...	৫৫২
জাগরণে যায় বিভাবরী	...	৫৫৩
আমি পথ-ভোলা এক পথিক এসেছি	...	৫৫৩
তুমি কোন্ পথে-যে এলে	...	৫৫৫
কবে তুমি আস্‌বে ব'লে	...	৫৫৫
ছিল যে পরাণের অন্ধকারে	...	৫৫৬
যে-কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে	...	৫৫৬
তোমার ভুবন-জোড়া আসনখানি	...	৫৫৭
অশ্রুনদীর সুদূর পারে	...	৫৫৮
তুমি একলা ঘরে ব'সে ব'সে	...	৫৫৮
কোন্ সুদূর হ'তে আমার মনোমাঝে	...	৫৫৯
আয় আয়রে পাগল	...	৫৫৯
অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে	...	৫৬০
আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে	...	৫৬০
সবার সাথে চ'ল্‌ছেছিলো	...	৫৬১
আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে	...	৫৬১
কেন রে এই দুয়ারটুকু	...	৫৬২
তরীতে পা দিইনি আমি	...	৫৬৩
ভেঙে মোর ঘরের চাবি	...	৫৬৩
একদা তুমি প্রিয়ে	...	৫৬৪
আমার পাত্রখানা যায় যদি	...	৫৬৪
আজ আলোকের এই ঝর্‌নাধারায়	...	৫৬৫
মাতৃ-মন্দির পুণ্য-অঙ্গন	...	৫৬৬
দেশ দেশ নন্দিত করি'	...	৫৬৭

বৈতালিক [১৩২৫ সাল]

নিশিদিন মোর পরাণে	...	৫৬৯

গীত-বীথিকা [১৩২৬ সাল]

কাব্য-গীতি [১৩২৬ সাল]

অরূপরতন [১৩২৬ সাল]

ঋণশোধ [১৩২৮ সাল]

বিষয় পত্রাঙ্ক

মুক্তধারা [১৩২৯ সাল]

বর্ষা-মঙ্গল [১৩২৯ সাল]

বিষয় | পত্রা

নবগীতিকা ১ম ভাগ—[১৩২৯ সাল]

বিষয় পত্রাঙ্ক

নবগীতিকা—২য় ভাগ [১৩২৯ সাল]

বসন্ত [১৩৩০ সাল]

গীত-বিতান ৩য় খণ্ড

কালানুক্রমিক সূচী

প্রবাহিণী [১৩৩২ সাল]

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

শোধবোধ [১৩৩২ সাল]

চিরকুমার সভা [১৩৩২ সাল]

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

নটীর পূজা [১৩৩৩ সাল]

রক্তকরবী [১৩৩৩ সাল]

গীত মালিকা ১ম খণ্ড [১৩৩৩ সাল]

ঋতুরঙ্গ [১৩৩৪ সাল]

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

শেষ-রক্ষা [১৩৩৫ সাল]

পরিত্রাণ [১৩৩৬ সাল]

তপতী [১৩৩৬ সাল]

গীতমালিকা ২য় ভাগ [১৩৩৬ সাল]

নবীন [১৩৩৭ সাল]

গীতোৎসব [১৩৩৮ সাল]

আধুনিক-সংগ্রহ

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক

পরিশিষ্ট—(ক)

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

অ

বিষয়		পত্রাঙ্ক

বিষয় পত্রাঙ্ক

বিষয়		পত্রাঙ্ক

বিষয় | পত্রাঙ্ক

বিষয়		পত্রাঙ্ক

ই

উ

বিষয়		পত্রাঙ্ক

ঐ

বিষয় পত্রাঙ্ক

ও

বিষয়		পত্রাঙ্ক

ক

বিষয়		পত্রাঙ্ক

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

বিষয় | পত্রাঙ্ক

ঝ

ড

ত

বিষয় পত্রাঙ্ক

বিষয় পত্রাঙ্ক

থ

দ

প

বিষয়		পত্রাঙ্ক

বিষয় | পত্রাঙ্ক

ফ

ব

বিষয়		পত্রাঙ্ক

বিষয়		পত্রাঙ্ক

বিষয়		পত্রাঙ্ক

য

বিষয় পত্রাঙ্ক

র

ল

শ

স

হ

বিষয় | পত্রাঙ্ক

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠাঙ্ক

অ

আ

---

* গানের স্বরলিপি যে বহিতে আছে, তাহার নাম-সঙ্কেত, যথা :—
গী-মা—গীতমালিকা (১ম বা ২য় ভাগ) ।

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয় | পৃষ্ঠাঙ্ক

উ

এ

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক

ক

বিষয় | পৃষ্ঠাঙ্ক

ত

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক

প

ফ

ব

বিষয় | পৃষ্ঠাঙ্ক

য

হ

গীত-বিতান

শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি,
দেখো তোমারি দুয়ার-'পরে
সখী, এসেছে তোমারি রবি।
শুনি' প্রভাতের গাথা মোর
দেখো, ভেঙেছে ঘুমের ঘোর,
দেখো, জগত জেগেছে নয়ন মেলিয়া
নূতন জীবন লভি'।
তবে, তুমি কি রূপসী, জাগিবে নাকো
আমি-যে তোমারি কবি॥

শুন আমার কবিতা তবে,
আমি গাহিব নীরব রবে
ভবে নব জীবনের গান।
প্রভাত-নীরদ, প্রভাত-সমীর,
প্রভাত-বিহগ, প্রভাত-শিশির,
সমস্বরে তা'রা সকলে মিলিয়া
মিশাবে মধুর তান॥
তবে শিশিরে মু'খানি মাজি',
সখী, লোহিত বসনে সাজি',

দেখো বিমল সরসী-আরশির 'পরে
অপরূপ রূপরাশি।
তবে থেকে থেকে ধীরে হুইয়া পড়িয়া
নিজ মুখছায়া আধেক হেরিয়া,
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া
সরমের মৃদু হাসি।
শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি,
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি,
সখী, গাহিছে তোমারি রবি
আজি তোমারি দুয়ারে আসি'॥

বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
তোলো মু'খানি, তোলো মু'খানি,
কুসুম-কুঞ্জ করো আলা॥
বলি, কিসের সরম এত,
সখী, কিসের সরম এত,
সখী, পাতার মাঝারে লুকায়ে মু'খানি
কিসের সরম এত।
হেরো, ঘুমায়ে প'ড়েছে ধরা,
হেরো, ঘুমায় চন্দ্র তারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্‌-বালারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় জগত যত।
সখী, বলিতে মনের কথা,
বলো, এমন সময় কোথা,
প্রিয়ে, তোলো মু'খানি আছে গো আমার
প্রাণের কথা কত।

আমি এমন সুধীর স্বরে,
সখী, কহিব তোমার কানে,
প্রিয়ে, স্বপনের মতো সে-কথা আসিয়ে,
পশিবে তোমার প্রাণে।
তবে, মু'খানি তুলিয়া চাও,
সুধীরে মু'খানি তুলিয়া চাও॥

আঁধার শাখা উজল করি'
শ্যামল পাতা ঘোম্‌টা পরি'
বিজন বনে মালতী-বালা
আছিস্‌ কেন ফুটিয়া।
শোনাতে তোরে মনের ব্যথা
শুনিতে তোর মনের কথা
পাগল হ'য়ে মধুপ কভু
আসে না হেথা ছুটিয়া॥
মলয় তব প্রণয়-আশে
ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে
পায় না চাঁদ দেখিতে তোর
সরমে-মাখা মু'খানি।
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি'
মধুর স্বরে বনের পাখী
লভিয়া তোর সুরভি শ্বাস
যায় না তোরে বাখানি'

শুনহ শুনহ বালিকা,
রাখ কুসুম মালিকা
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখী, শ্যামচন্দ্র নাহি রে।
দুলই কুসুম মুঞ্জরী,
ভ্রমর ফিরই গুঞ্জরি',
অলস যমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহি' রে।
শশী-সনাথ যামিনী,
বিরহ-বিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার হৃদয় তা'র দাহিছে,
অধর উঠই কাঁপিয়া,
সখী-করে কর আপিয়া,
কুঞ্জ-ভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে!
মৃদু সমীর সঞ্চলে
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
চকিত-হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহি' রে;
কুঞ্জপানে হেরিয়া,
অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্য কুঞ্জ—শ্যামচন্দ্র নাহি রে॥

সজনি সজনি রাধিকা লো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
অলস-গমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুম-হার,
নীল নিবিড় আঙিয়া,
পাটলরস-রাগরঙ্গে
করপদতল রাঙিয়া।

সহচরী সব নাচ নাচ,
মিলন গীত গাও রে,
চঞ্চল মঞ্জীর-মন্দ্রে
কুঞ্জ-গগন ছাও রে।
উজ্জ্বল কর মন্দিরতল
কনক দীপ জ্বালিয়া,
নির্ম্মল কর কুঞ্জ-বীথি
গন্ধ সলিল ঢালিয়া।
মল্লিকা চামেলি বেলি
সঞ্চয় কর বালিকা,
যূঁথি, জাতি, বকুল মুকুলে
গ্রন্থন কর মালিকা।
তৃষিত-নয়ন ভানুসিংহ
নিকুঞ্জ-পথ চাহিয়া,
অলস-গমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া॥

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি' ত্রাস লোকলাজে,
সজনি, আও আও লো।
অঙ্গে চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয়-কুসুমরাশ,
হরিণ-নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জ-বনমে আও লো॥
ঢালে কুসুম সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব-সার,

ঢালে ইন্দু অমৃত-ধার,
বিমল রজত-ভাতি রে
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে,
বকুল যূথি জাতি রে ॥
দেখ সজনি, শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃত-সদন,
চন্দ্রমায় নিন্দিছে ;
আও আও সজনি-বৃন্দ,
হেরব সখী, শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ—
ভানুসিংহ বন্দিছে ॥

আজু সখি, মুহু মুহু
গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু
দোঁহার পানে চায়।
যুবন-মদ-বিলসিত,
পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত
মূরছি' জনু যায় ॥
আজু মধু-চাঁদনী
প্রাণ-উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী,
শিথিল ভই লাজ।

বচন মৃদু মরমর,
কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর,
কুসুম-বন-মাঝ ॥

মলয় মৃদু কলয়িছে,
চরণ নহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে,
অঞ্চল লুটায় ।

আধফুট শতদল,
বায়ুভরে টলমল,
আঁখি জনু ঢলঢল
চাহিতে নাহি চায় ॥

অলকে ফুল কাঁপয়ি,
কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি
খসয়ি পড়ে পায় ।

ঝরই শিরে ফুলদল,
যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশি ঢলঢল
ভানু মরি' যায় ॥

মরণ রে,
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান ।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,
রক্ত কমলকর, রক্ত অধর-পুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান ।
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান ॥

আকুল রাধা, রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর,
তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও,
মরণ তু আওরে আও ॥
ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু দেহ তু রোধয়ি,
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয়-হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন,
অতুলন তোঁহার লেহ ॥
এক পলক তুঁহুঁ দূর ন যাওসি
বিজন নিকুঞ্জে বাঁশি বজাওসি
অনুখন ডাকসি অনুখন ডাকসি
রাধা রাধা রাধা !
দিবস ফুরাওল অবহুঁ ম যাওব
বিরহ-তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব
কুঞ্জ-বাট পর অবহুঁ ম ধাওব
সব কছু টুটইব বাধা ॥
গগন সঘন অব, তিমির-মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘরব,
শাল তাল তরু সভয়-তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর।
একলি যাওব তুঝ অভিসারে
তুঁহুঁ মম প্রিয়তম কি ফল বিচারে,

ভয়-বাধা সব অভয় মূর্ত্তি ধরি'
পন্থ দেখাওব মোর ॥
ভক্ত ভণে "অয়ি রাধা ছিয়ে ছিয়ে
চঞ্চল চিত্ত তোহারি,
জীবনবল্লভ মরণ অধিক সো
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি' ॥"

সখি সে গেল কোথায়, তা'রে ডেকে নিয়ে আয়
দাঁড়াবো ঘিরে তা'রে তরুতলায়।
আজি এ মধুর সাঁজে, কাননে ফুলের মাঝে
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তায়।
আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস্ ছুটেছে
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
আয়লো আনন্দময়ী মধুর বসন্ত ল'য়ে
লাবণ্য ফুটাবি লো তরুতলায় ॥

মধুর মিলন।
হাসিতে মিলেছে হাসি নয়নে নয়ন ॥
মর-মর মৃদু বাণী মর-মর মরমে,
কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর সরমে;
নয়নে স্বপন ॥
তারাগুলি চেয়ে আছে, কুসুম গাছে গাছে,
বাতাস চুপি চুপি ফিরিছে কাছে কাছে।
মালাগুলি গেঁথে নিয়ে আড়ালে লুকায়ে,
সখীরা নেহারিব দোঁহার আনন,
হেসে আকুল হ'লো বকুল কানন—
(আ মরি মরি) ॥

নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়।
ধীরে ধীরে অতি ধীরে—অতি ধীরে গাও গো!
ঘুম-ঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!
নিশায় কুহক বলে নীরবতা-সিন্ধুতলে
মগ্ন হ'য়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর;
প্রশান্ত সাগরে হেন, তরঙ্গ না তুলে যেন
অধীর-উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর!
তটিনী কী শান্ত আছে! ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
বাতাসের মৃদু হস্ত পরশে এমনি,
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে-চুম্বন ধ্বনি শুনে' চমকে আপনি!
তাই বলি অতি ধীরে—অতি ধীরে গাও গো!
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো॥

বল্, গোলাপ মোরে বল্,
তুই ফুটিবি সখী কবে?
ফুল ফুটেছে চারি পাশ,
চাঁদ হাসিছে সুধা-হাস,
বায়ু ফেলিছে মৃদু শ্বাস,
পাখী গাইছে মধুরবে,
তুই ফুটিবি সখী কবে॥
প্রাতে পড়েছে শিশির-কণা,
সাঁঝে বহিছে দখিনা বায়,
কাছে ফুলবালা সারি সারি,
দূরে পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা,
মু'খানি দেখিতে চায়।

বায়ু দূর হ'তে আসিয়াছে—
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয়গুলি
র'য়েছে নয়ন তুলি',
তুই ফুটিবি সখী কবে ॥

হায় রে সেই তো বসন্ত ফিরে এলো, হৃদয়ের বসন্ত ফুরায় ।
সব মরুময়, মলয়-অনিল এসে কেঁদে শেষে ফিরে চ'লে যায় ॥
কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝ'রে গেল, আশালতা শুকালো,
পাখীগুলি দিকে দিকে চ'লে যায় ।
শুকানো পাতায় ঢাকা বসন্তের মৃত কায়,
প্রাণ করে হায় হায় ॥
ফুরাইল সকলি ।
প্রভাতের মৃদু হাসি, ফুলের রূপরাশি, ফিরিবে কি আর ?
কী বা জোছনা ফুটিত রে, কী বা যামিনী,
সকলি হারালো, সকলি গেল রে চলিয়া প্রাণ করে হায় হায় ॥

কেহ কারো মন বুঝে না, কাছে এসে স'রে যায়,
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে ম'রে যায় ॥
বাতাস যখন কেঁদে গেল, প্রাণ খুলে' ফুল ফুটিল না,
সাঁঝের বেলায় একাকিনী কেন রে ফুল ঝ'রে যায় ॥
মুখের পানে চেয়ে দেখো, আঁখিতে মিলাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখোনা ঢাকি' ।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না,
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায় হায় ॥

গেল গো—
ফিরিল না, চাহিল না, পাষাণ সে,
কথাটিও কহিল না, চ'লে গেল গো!
না যদি থাকিতে চায়, যাক্ যেথা সাধ যায়,
একেলা আপন মনে দিন কি কাটিবে না?
তাই হোক্ হোক্ তবে,
আর তা'রে সাধিব না! চ'লে গেল গো॥

হ'লো না হ'লো না সই! (হায়)
মরমে মরমে লুকানো রহিল, বলা হ'লো না,
বলি বলি বলি তা'রে কত মনে করিনু
হ'লো না হ'লো না সই!
না কিছু কহিল, চাহিয়া রহিল,
গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিল না,
ফিরাব ফিরাব ব'লে কত মনে করিনু
হ'লো না হ'লো না সই!

ও কেন চুরি ক'রে চায়।
লুকোতে গিয়ে হাসি হেসে পলায়॥
বনপথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে খেলা—
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়॥
কী যেন গানের মতো বেজেছে কানের কাছে,
যেন তা'র প্রাণের কথা আধেকখানি শোনা গেছে।
পথেতে যেতে চ'লে মালাটি গেছে ফেলে—
পরাণের আশাগুলি গাঁথা যেন তায়॥

দু-জনে দেখা হ'লো—মধু যামিনী রে।—
কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে॥
নিকুঞ্জে দখিনা বায়, করিছে হায় হায়—
লতা পাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে॥
দু-জনের আঁখি-বারি গোপনে গেল ঝ'রে—
দু-জনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল ম'রে।
আর তো হ'লো না দেখা, জগতে দোঁহে একা,
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা-তীরে॥

—— —

বাল্মীকি-প্রতিভা

প্রথম দৃশ্য—অরণ্য—বনদেবীগণ

সিন্ধু—কাফি

সহে না সহে না কাঁদে পরাণ,
সাধের অরণ্য হ'লো শ্মশান।
দস্যুদলে আসি' শান্তি করে নাশ,
ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান।
আকুল কানন, কাঁদে সমীরণ,
চকিত মৃগ, পাখী গাহে না গান।
শ্যামল তৃণদল, শোণিতে ভাসিল,
কাতর রোদন-রবে ফাটে পাষাণ।
দেবি দুর্গে, চাহো, ত্রাহি এ বনে,
রাখো অধিনী জনে, করো শান্তি দান।

[প্রস্থান

(প্রথম দস্যুর প্রবেশ)

মিশ্র—সিন্ধু

আঃ বেঁচেছি এখন,
শর্ম্মা ও দিকে আর নন ;
গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েছি কেমন !
লাঠালাঠি কাটাকাটি, ভাবতে লাগে দাঁত-কপাটি,
(তাই) মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সট্‌কেছি কেমন !
আসুক তা'রা আসুক আগে, দুনোদুনি নেবো ভাগে,
হাঁকাহাঁকিতে আমার কাছে দেখবো কে কেমন !
শুধু মুখের জোরে গলার চোটে, লুট-করা ধন নেবো লুটে
শুধু দুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে তুড়ি ক'র্‌বো সরগরম।

(লুটের দ্রব্য লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ)

মিশ্র—ঝিঁঝিট

এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুটের ভার।
ক'রেছি ছারখার।
কত গ্রাম পল্লী লুটে-পুটে ক'রেছি একাকার।

কাফি

১ম দস্যু।—আজকে তবে মিলে সবে ক'র্‌বো লুটের ভাগ,
এ সব আন্‌তে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ যাগ।
২য় দস্যু।—কাজের বেলায় উনি কোথা-যে ভাগেন,
ভাগের বেলায় আসেন আগে (আরে দাদা)।
১ম।—এত বড়ো আস্পর্দ্ধা তোদের, মোরে নিয়ে এ কী
হাসি তামাসা!
এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড খবর্‌দার রে খবর্‌দার।
২য়।—হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো, এ কী ব্যাপার!
আজি বুঝি বা বিশ্ব ক'র্‌বে নস্য, এম্‌নি-যে আকার।
৩য়।—এম্‌নি যোদ্ধা উনি, পিঠেতেই দাগ,
তলোয়ারে মরিচা, মুখেতেই রাগ।—
১ম।—আর-যে এ সব সহে না প্রাণে,
নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া?
দারুণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ,
কোথারে লাঠি কোথারে ঢাল?
সকলে।—হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো, এ কী ব্যাপার!
আজি বুঝি বা বিশ্ব ক'র্‌বে নস্য, এম্‌নি-যে আকার।

(বাল্মীকির প্রবেশ)

খাম্বাজ

সকলে।—এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে।

কে বা রাজা, কার রাজ্য, মোরা কী জানি ?
প্রতি-জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী।
রাজা প্রজা উঁচু নীচু কিছু না গণি !
ত্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে র'য়েছেন কালী, সমুখে র'য়েছে জয়।

পিলু

১ম দস্যু।—এখন ক'র্‌বো কী বল্‌ ?
সকলে।—(বাল্মীকির প্রতি) এখন ক'র্‌বো কী বল্‌ ?
১ম দস্যু।—হো রাজা, হাজির র'য়েছে দল।
সকলে।—বল্‌ রাজা, ক'র্‌বো কী বল্‌, এখন ক'র্‌বো কী বল্‌।
১ম দস্যু।—পেলে মুখেরি কথা, আনি যমেরি মাথা।
ক'রে দিই রসাতল।
সকলে।—ক'রে দিই রসাতল।
সকলে।—হো রাজা, হাজির র'য়েছে দল,
বল্‌ রাজা, ক'র্‌বো কী বল্‌, এখন ক'র্‌বো কী বল্‌।

ঝিঁঝিট

বাল্মীকি।—শোন্‌ তোরা তবে শোন্‌।
অমা-নিশা আজিকে, পূজা দেবো কালীকে,
ত্বরা করি' যা তবে, সবে মিলি' যা তোরা,
বলি নিয়ে আয়।

[বাল্মীকির প্রস্থান

রাগিণী বেলাবতী

সকলে।—ত্রিভুবন মাঝে, আমরা সকলে, কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে র'য়েছেন কালী, সমুখে র'য়েছে জয়।
তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়,
তবে ঢাল্‌ সুরা, ঢাল্‌ সুরা, ঢাল্‌ ঢাল্‌ ঢাল্‌।
দয়া মায়া কোন্‌ ছার, ছারখার হোক্‌।
কে বা কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ !

তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
তবে আন্ বরশা, আন্ আন্ দেখি ঢাল।

১ম দস্যু।—আগে পেটে কিছু ঢাল্, পরে পিঠে নিবি ঢাল,
হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ।

ঝংলা—ভূপালি

সকলে।—(উঠিয়া) কালী কালী কালী বলো রে আজ,
বলো হো, হো, হো, বলো হো, হো, হো, বলো হো।
নামের জোরে সাধিব কাজ,
বলো হো, হো, বলো হো, বলো হো।
ঐ ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গ মাঝারে,
ঐ লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি' শ্যামারে,
ঐ লট্ট পট্ট কেশ, অট্ট অট্ট হাসে রে ;
হাহা হাহাহা হাহাহা।
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয়, জয়,
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়,
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়,
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়।

(গমনোদ্যম ও একটি বালিকার প্রবেশ)

মিশ্র—মল্লার

বালিকা।—ঐ মেঘ করে বুঝি গগনে।
আঁধার ছাইল, রজনী আইল,
ঘরে ফিরে যাবো কেমনে!
চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়
সারা দিবস বন ভ্রমণে।
ঘরে ফিরে যাবো কেমনে?

দেশ

বালিকা।—এ কী এ ঘোর বন!—এনু কোথায়?

পথ-যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না।

কী করি এ আঁধার রাতে?

কী হবে মোর হায়?

ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,

চকিতে চপলা চমকে সঘনে,

একেলা বালিকা

তরাসে কাঁপে কায়।

পিলু

১ম দস্যু।—(বালিকার প্রতি)—

পথ ভুলেছিস্ সত্যি বটে? সিধে রাস্তা দেখ্‌তে চাস্?

এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেবো, সুখে থাক্‌বি বারো মাস।

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ।

২য়।—(প্রথমের প্রতি) কেমন হে ভাই?

কেমন সে ঠাঁই?

১ম।—মন্দ নহে বড়ো,

এক দিন না একদিন সবাই সেথায় হবো জড়ো।

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ।

২য়।—আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে তবে,

আর তাহ'লে রাস্তা ভুলে ঘুর্‌তে নাহি হবে।

সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ।

[সকলের প্রস্থান

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

মিশ্র—ঝিঁঝিট

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়?

আহা ঐ করুণ চোখে ও কাহার পানে চায়?

বাঁধা কঠিন পাশে, অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে,
আঁখি-জলে ভাসে, এ কী দশা হায়!
এ বনে কে আছে, যাবো কার কাছে,
কে ওরে বাঁচায়?

দ্বিতীয় দৃশ্য—অরণ্যে কালী-প্রতিমা।—বাল্মীকি স্তবে আসীন

বাগেশ্রী

রাঙাপদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা।
সুরনর থরহর—ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব করো,
রণরঙ্গে মাতো মা গো, ঘোরা উন্মাদিনী পারা।
ঝলসিয়ে দিশি দিশি, ঘুরাও তড়িৎ অসি,
ছুটাও শোণিত-স্রোত, ভাসাও বিপুল ধরা।
উর কালী কপালিনী, মহাকাল-সীমন্তিনী,
লহো জবা-পুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা।

(বালিকারে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ)

কাফি

দস্যুগণ।—দেখো, হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা।
বড়ো সরেস, পেয়েছি বলি সরেস,
এমন সরেস মছ্‌লি রাজা, জালে না পড়ে ধরা।
দেরি কেন ঠাকুর, সেরে ফেলো ত্বরা।

কানাড়া

বাল্মীকি।—নিয়ে আয় কৃপাণ, রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও, যা ত্বরায়।
লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িৎ খেলে চোখে,
করিয়ে খণ্ড দিক্‌দিগন্ত, ঘোর দন্ত ভায়।

ঝিঁঝিট

বালিকা।—কী দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়?
পথহারা একাকিনী বনে অসহায়,—
রাখো রাখো রাখো, বাঁচাও আমায়।
দয়া করো অনাথারে, কে আমার আছে,
বন্ধনে কাতর তনু মরি-যে ব্যথায়।
বনদেবী।—(নেপথ্যে) দয়া করো অনাথারে, দয়া করো গো,
বন্ধনে কাতর তনু জর্জ্জর ব্যথায়।

সিন্ধু—ভৈরবী

বাল্মীকি।—এ কেমন হ'লো মন আমার?
কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারিনে।
পাষাণ হৃদয়ও গলিল কেন রে,
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে?
কী মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ-যে টুটিল!
সব ভেসে গেল গো—সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে।

পরজ

১ম দস্যু।—আরে, কী এত ভাবনা, কিছু তো বুঝি না।
২য় দস্যু।—সময় ব'হে যায়-যে।
৩য় দস্যু।—কখন্ এনেছি মোরা এখনো তো হ'লো না।
৪র্থ দস্যু।—এ কেমন রীতি তব, বাহ্‌রে!
বাল্মীকি।—না না হবে না, এ বলি হবে না,
অন্য বলির তরে, যা রে যা।
১ম দস্যু।—অন্য বলি এ রাতে কোথা মোরা পাবো?
২য় দস্যু।—এ কেমন কথা কও, বাহ্‌রে!

দেওগিরি

বাল্মীকি।—শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ,
কৃপাণ খর্পর ফেলে দে, দে।
বাঁধন করো ছিন্ন,
মুক্ত করো এখনি রে।

(যথাদিষ্ট কৃত)

তৃতীয় দৃশ্য—অরণ্য—বাল্মীকি

খাম্বাজ

বাল্মীকি।—ব্যাকুল হ'য়ে বনে বনে,
ভ্রমি একেলা শূন্য মনে।
কে পূরাবে মোর কাতর প্রাণ,
জুড়াবে হিয়া সুধা বরিষণে?

[প্রস্থান

(দস্যুগণ বালিকাকে পুনর্ব্বার ধরিয়া আনিয়া)

মিশ্র—বাগেশ্রী

ছাড়বো না ভাই, ছাড়বো না ভাই,
এমন শিকার ছাড়বো না।
হাতের কাছে অম্নি এলো, অম্নি যাবে—
অম্নি যেতে দেবে কে রে!
রাজাটা খেপেছে রে, তা'র কথা আর মান্‌বো না।
আজ রাতে ধুম হবে ভারি,
নিয়ে আয় কারণ-বারি,
জ্বেলে দে মশালগুলো, মনের মতন পূজো দেবো—
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে—রাজাটা খেপেছে রে,
তা'র কথা আর মান্‌বো না।

প্রথম দস্যু।—

কানাড়া

রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ।
তুমি উজীর, কোতোয়াল তুমি,
ঐ ছোঁড়াগুলো বর্কন্দাজ।
যত সব কুঁড়ে আছে ঠাঁই জুড়ে,
কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে।
পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্,
কর্ তোরা সব যে যার কাজ।

দ্বিতীয় দস্যু।—

খাম্বাজ

আছে তোমার বিদ্যে সাধ্যি জানা।
রাজত্ব করা এ কি তামাসা পেয়েছো?
প্রথম।—জানিস্ না কেটা আমি!
দ্বিতীয়।—ঢের্ ঢের্ জানি—ঢের্ ঢের্ জানি—
প্রথম।—হাসিস্নে হাসিস্নে মিছে যা যা—
সব আপন কাজে যা যা,
যা আপন কাজে।
দ্বিতীয়।—খুব তোমার লম্বা চৌড়া কথা!
নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেছে।

মিশ্র—সিন্ধু

তৃতীয়।—আঃ, কাজ কি গোলমালে,
না হয় রাজাই সাজালে।
মর্বার বেলায় মর্বে ওটাই, থাক্বো ফাঁক্তালে
প্রথম।—রাম রাম হরি হরি, ওরা থাক্তে আমি মরি!
তেমন তেমন দেখ্লে বাবা ঢুক্বো আড়ালে।

সকলে।—ওরে চল্ তবে শীগগিরি,

আনি পূজোর সামিগ্‌গিরি।

কথায় কথায় রাত পোহালো, এমনি কাজের ছিরি!

[প্রস্থান

গারা ভৈরবী

বালিকা।—হা কী দশা হ'লো আমার?

কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো।

মুহূর্ত্তের তরে মা গো, দেখা দাও আমারে,

জনমের মতো বিদায়।

(পূজার উপকরণ লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ ও কালী-প্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য)।

ভাটিয়ারি

এত রঙ্গ শিখেছো কোথা মুণ্ডমালিনী?

তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী।

ক্ষান্ত দে মা, শান্ত হ' মা, সন্তানের মিনতি।

রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ও মা ত্রিনয়নী।

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বেহাগ

বাল্মীকি।—অহো আস্পর্দ্ধা এ কী তোদের নরাধম?

তোদের কারেও চাহিনে আর, আর আর না রে—

দূর্ দূর্ দূর্, আমারে আর ছুঁস্‌নে।

এ সব কাজ আর না, এ পাপ আর না,

আর না আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িনু।

প্রথম।—দীন হীন এ অধম আমি কিছুই জানিনা রাজা,

এরাই তো যত বাধালে জঞ্জাল,

এত ক'রে বোঝাই বোঝে না।

কী করি, দেখো বিচারি'।

দ্বিতীয়।—বাঃ—এও তো বড়ো মজা, বাহবা!

যত কুয়ের গোড়া ওই তো, আরে বল্ না রে।

প্রথম।—দূর্ দূর্ দূর্ নির্লজ্জ, আর বকিস্‌নে।

বাল্মীকি।—তফাতে সব স'রে যা। এ পাপ আর না,

আর না আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িনু।

[দস্যুগণের প্রস্থান

ভৈরবী

বাল্মীকি।—আয় মা আমার সাথে, কোনো ভয় নাহি আর।

কত দুঃখ পেলি বনে আহা মা আমার।

নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি মা সহিতে পারি?

কোমল কাতর তনু কাঁপিতেছে বার বার।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য—বনদেবীগণের প্রবেশ

মল্লার

রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষে;

গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা,

ময়ুর ময়ুরী নাচিছে হরষে।

দিশি দিশি সচকিত দামিনী চমকিত,

চমকি' উঠিছে হরিণী তরাসে।

[প্রস্থান

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বেহাগ

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই—

কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে?

যাই দেখি শিকারেতে, রহিব আমোদে মেতে,

ভুলি সব জ্বালা বনে বনে ছুটিয়ে—

কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে?

আপনা ভুলিতে চাই, ভুলিব কেমনে,
কেমনে যাবে বেদনা ?
ধরি' ধনু আনি' বাণ, গাহিব ব্যাধের গান,
দলবল ল'য়ে মাতিব—
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে ?

(শৃঙ্গধ্বনিপূর্ব্বক দস্যুগণের আহ্বান)

দস্যুগণের প্রবেশ

সুরট

দস্যু ।—কেন রাজা ডাকিস্ কেন এসেছি সবে ।
বুঝি আবার শ্যামা মায়ের পূজো হবে ।
বাল্মীকি ।—শিকারে হবে যেতে, আয় রে সাথে ।
প্রথম ।—ওরে, রাজা কী ব'ল্‌ছে শোন্ ।
সকলে ।—শিকারে চল্ তবে ।
সবারে আন্ ডেকে যত দল বল সবে ।

[বাল্মীকির প্রস্থান

ইমন কল্যাণ

এই বেলা সবে মিলে চলহো, চলহো,
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়,
এমন রজনী ব'হে যায় যে !
ধনুর্ব্বাণ বল্লম ল'য়ে হাতে, আয় আয় আয় আয় ।
বাজা শিঙ্গা ঘন ঘন, শব্দে কাঁপিবে বন,
আকাশ ফেটে যাবে, চমকিবে পশু পাখী সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে, চারিদিকে ঘিরে
যাবো পিছে পিছে, হো হো হো হো ।

(বাল্মীকির প্রবেশ)

বাহার

বাল্মীকি।—গহনে গহনে যা রে তোরা, নিশি ব'হে যায়-যে !
তন্ন তন্ন করি' অরণ্য, করী, বরাহ খোঁজ গে,
এই বেলা যা রে।
নিশাচর পশু সবে, এখনি বাহির হবে,
ধনুর্ব্বাণ নে রে হাতে, চল্ ত্বরা চল্
জ্বালায়ে মশাল আলো, এই বেলা আয় রে।

[প্রস্থান

অহং

প্রথম।—চল্ চল্ ভাই, ত্বরা ক'রে মোরা আগে যাই।
দ্বিতীয়।—প্রাণপণ খোঁজ এ বন সে-বন ;
চল্ মোরা ক জন ও দিকে যাই।
প্রথম।—না না ভাই, কাজ নাই,
হোথা কিছু নাই, কিছু নাই
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই।
দ্বিতীয়।—বরা' বরা'—
প্রথম।—আরে দাঁড়া দাঁড়া, অত ব্যস্ত হ'লে ফস্কাবে শিকার,
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয়, অশথ তলায়,
এবার ঠিক ঠাক্ হ'য়ে সব থাক্,
সাবধান ধর্ বাণ, সাবধান ছাড়্ বাণ,
গেল গেল, ঐ ঐ পালায় পালায়, চল্ চল্।
ছোট্ রে পিছে আয় রে ত্বরা যাই।

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

মিশ্র—মল্লার

কে এলো আজি এ ঘোর নিশীথে
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে।

মত্ত করী যত পদ্মবন দলে,
বিমল সরোবর মন্থিয়া ;
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে,
সঘনে খর শর সন্ধিয়া।
তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে ;
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
করুণ নয়নে চাহিছে—
আকুল সরসী, সারস সারসী
শর-বনে পশি' কাঁদিছে।
তিমির দিক্ ভরি' ঘোর যামিনী
বিপদ ঘন ছায়া ছাইয়া—
কি জানি কী হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া।

(প্রথম দস্যুর প্রবেশ)

দেশ

প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে ক'র্‌বি এখন কী,
ওরে বরা, ক'র্‌বি এখন কী!
বাবা রে, আমি চুপ্ ক'রে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি।
এই মরদের মুরদ-খানা, দেখেও কি রে ভড়্‌কালি না,
বাহবা সাবাস্ তোরে, সাবাস্ রে তোর ভরসা দেখি।

(খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আর এক জন দস্যুর প্রবেশ)

গৌরী

অন্য দস্যু।—ব'ল্‌বো কী আর ব'ল্‌বো খুড়ো—উঁ উঁ—
আমার যা হ'য়েছে, বলি কার কাছে—
একটা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ঢুঁ।

প্রথম।—তখন-যে ভারি ছিল জারিজুরি,
এখন কেন ক'র্‌ছো বাপু, উঁ উঁ উঁ—
কোন্‌খানে লেগেছে বাবা, দিই একটু ফুঁ।

(দস্যুগণের প্রবেশ)

শঙ্করা

দস্যুগণ।—সর্দ্দার মশায়, দেরি না সয়,
তোমার আশায় সবাই ব'সে।
শিকারেতে হবে যেতে,
মিহি কোমর বাঁধো ক'সে ;
বন-বাদাড় সব ঘেঁটে ঘুঁটে,
আমরা মরি খেটে খুটে,
তুমি কেবল লুটে পুটে
পেট পোরাবে ঠেসে ঠুসে !

প্রথম।—কাজ কি খেয়ে তোফা আছি,
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি,
শিকার ক'র্‌তে যায় কে ম'র্‌তে,
ঢুসিয়ে দেবে বরা' মোষে।
ঢুঁ খেয়ে তো পেট ভরে না—
সাধের পেট্‌টি যাবে ফেঁসে।

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনঃ প্রবেশ)

বাল্মীকির দ্রুত প্রবেশ

বাহার

বাল্মীকি।—রাখ্ রাখ্ ফেল্ ধনু ছাড়িস্‌নে বাণ ;
হরিণ-শাবক দুটি, প্রাণ-ভয়ে ধায় ছুটি'
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়ান।

কোনো দোষ করেনি তো সুকুমার কলেবর,
কেমনে কোমল দেহে বিঁধিবি কঠিন শর ;
থাক্ থাক্ ওরে থাক্ এ দারুণ খেলা রাখ্,
আজ হ'তে বিসর্জ্জিনু এ ছার ধনুক বাণ।

[প্রস্থান

(দস্যুগণের প্রবেশ)

নটনারায়ণ

দস্যুগণ।—আর না আর না, এখানে আর না।
আয় রে সকলে চলিয়া যাই।
ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা,
এখানে কেমনে থাকিব ভাই,
চল্ চল্ চল্ এখনি যাই।

(বাল্মীকির প্রবেশ)

দস্যুগণ।—তোর দশা, রাজা, ভালো তো নয়।
রক্তপাতে পাস্ রে ভয়,
লাজে মোরা ম'রে যাই।
পাখীটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
না জানি কে তোরে করিল গুণ,
হেন কভু দেখি নাই।

[দস্যুগণের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

হাম্বীর

বাল্মীকি।—জীবনের কিছু হ'লো না হায়—
হ'লো না গো হ'লো না হায়, হায়।
গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব, নিরাশার এ আঁধারে ;
শূন্য হৃদয় আর বহিতে-যে পারি না,
পারি না গো পারি না আর।

কী ল'য়ে এখন ধরিব জীবন দিবস রজনী চলিয়া যায়—
দিবস রজনী চলিয়া যায়—
কত কী করিব বলি' কত উঠে বাসনা,
কী করিব জানি না গো।
সহচর ছিল যারা, ত্যেজিয়া গেল তা'রা, ধনুর্ব্বাণ ত্যেজেছি,
কোনো আর নাহি কাজ—
কী করি কী করি বলি' হাহা করি' ভ্রমি গো—
কী করিব জানি না-যে।

(ব্যাধগণের প্রবেশ)

মিশ্র—পূরবী

প্রথম।—দেখ্ দেখ্, দুটো পাখী ব'সেছে গাছে।
দ্বিতীয়।—আয় দেখি চুপি চুপি আয় রে কাছে।
প্রথম।—আরে ঝট্ ক'রে এইবারে ছেড়ে দে রে বাণ।
দ্বিতীয়।—রোস্ রোস্ আগে আমি করি রে সন্ধান।

সিন্ধু—ভৈরবী

বাল্মীকি।—থাম্ থাম্ ; কী করিবি বধি' পাখীটির প্রাণ ;
দুটিতে র'য়েছে সুখে, মনের উল্লাসে গাহিছে গান।
১ম ব্যাধ।—রাখো মিছে ও সব কথা,
কাছে মোদের এসো নাকো হেথা,
চাইনে ও সব শাস্তর.কথা, সময় ব'হে যায়-যে।
বাল্মীকি।—শোনো শোনো মিছে রোষ ক'রো না ;
ব্যাধ।—থামো থামো ঠাকুর, এই ছাড়ি বাণ।

(একটি ক্রৌঞ্চকে বধ)

বাল্মীকি।—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং ॥

বাহার

কী বলিনু আমি!—এ কী সুললিত বাণী রে!
কিছু না জানি কেমনে-যে আমি, প্রকাশিনু দেবভাষা,
এমন কথা কেমনে শিখিনু রে!
পুলকে পূরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,
এ কী!—হৃদয়ে এ কী এ দেখি!—
ঘোর অন্ধকার মাঝে, এ কী জ্যোতি ভায়,
অবাক্!—করুণা এ কার!

(সরস্বতীর আবির্ভাব)

ভূপালী

বাল্মীকি।—এ কী এ, এ কী এ, স্থির চপলা!
কিরণে কিরণে হ'লো সব দিক্ উজলা।
কী প্রতিমা দেখি এ,
জোছনা মাখিয়ে,
কে রেখেছে আঁকিয়ে,
আ মরি কমল-পুতলা!

[ব্যাধগণের প্রস্থান

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

বনদেবী।—নমি নমি ভারতী, তব কমল-চরণে
পুণ্য হ'লো বনভূমি, ধন্য হ'লো প্রাণ।
বাল্মীকি।—পূর্ণ হ'লো বাসনা, দেবী কমলাসনা,
ধন্য হ'লো দস্যুপতি, গলিল পাষাণ।
বনদেবী।—কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া তুমি-যে,
হৃদয়-কমলে চরণ-কমল করো দান।
বাল্মীকি।—তব কমল-পরিমলে, রাখো হৃদি ভরিয়ে,
চির-দিবস করিব তব চরণ-সুধা পান।

[দেবীগণের অন্তর্দ্ধান

(বাল্মীকি,—কালী-প্রতিমার প্রতি)

রামপ্রসাদী সুর

শ্যামা, এবার ছেড়ে চ'লেছি মা,
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা ব'লেছি মা।
এত দিন কী ছল ক'রে তুই, পাষাণ ক'রে রেখেছিলি,
(আজ) আপন মায়ের দেখা পেয়ে, নয়ন-জলে গ'লেছি মা!
কালো দেখে ভুলিনে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন,
আমায় তুমি ছ'লেছিলে, (এবার) আমি তোমায় ছ'লেছি মা,
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার, মায়ের কোলে চ'লেছি মা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

টোড়ী

বাল্মীকি।—কোথা লুকাইলে?
সব আশা নিভিল, দশদিশি অন্ধকার,
সবে গেছে চ'লে ত্যেজিয়ে আমারে,
তুমিও কি তেয়াগিলে?

(লক্ষ্মীর আবির্ভাব)

সিন্ধু

লক্ষ্মী।—কেন গো আপন মনে, ভ্রমিছ বনে বনে, সলিল দু-নয়নে
কিসের দুখে?
কমলা দিতেছি আসি, রতন রাশি রাশি, ফুটুক তবে হাসি
মলিন মুখে।
কমলা যারে চায়, বলো সে কী না পায়, দুখের এ ধরায়
থাকে সে সুখে,
ত্যজিয়া কমলাসনে, এসেছি ঘোর বনে, আমারে শুভ-ক্ষণে
হেরো গো চোখে।

টোড়ী

বাল্মীকি।—কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা,
তুমি তো নহো সে-দেবী, কমলাসনা—
কোরো না আমারে ছলনা।
কী এনেছো ধন মান, তাহা-যে চাহে না প্রাণ;
দেবী গো, চাহি না চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না,
তাহা ল'য়ে সুখী যারা হয় হোক্—হয় হোক্—
আমি দেবী, সে-সুখ চাহি না।
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসো না এসো না,
এসো না এ দীনজন-কুটীরে।
যে-বীণা শুনেছি কানে, মন প্রাণ আছে ভোর,
আর কিছু চাহি না চাহি না।

[লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধান, বাল্মীকির প্রস্থান

(বনদেবীগণের প্রবেশ)

ভৈরোঁ

বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী;
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে, অন্ধকারে ফেলিলে,
দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবী অয়ি।
স্বপন-সম মিলাবে যদি, কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে, চির মরম-বেদনা,
তোমারে চাহি' ফিরিছে, হেরো, কাননে কাননে ওই।

[বনদেবীগণের প্রস্থান

(বাল্মীকির প্রবেশ। সরস্বতীর আবির্ভাব)

বাহার

বাল্মীকি।—এই-যে হেরি গো দেবী আমারি ;
সব কবিতাময় জগত চরাচর,
সব শোভাময় নেহারি।
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক-রবি উদিছে,
ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে ;
জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে।
এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গো দেবী,
আলোকে আলো আঁধারি' ?
আজি মলয় আকুল, বনে বনে এ কী গীত গাহিছে ?
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী ;
নব রাগ রাগিণী উছাসিছে,
এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি'।
তুমিই কি দেবী ভারতী, কৃপাগুণে অন্ধ আঁখি ফুটালে,
উষা আনিলে প্রাণের আঁধারে,
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে।
তুমি ধন্য গো,
রবো চিরকাল চরণ ধরি' তোমারি !

সরস্বতী।—দীন হীন বালিকার সাজে,
এনেছিনু ঘোর বনমাঝে,
গলাতে পাষাণ তোর মন—
কেন বৎস, শোন্, তাহা শোন্।
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান,
তোর গানে গ'লে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ।
যে-রাগিণী শুনে তোর গ'লেছে কঠোর মন,
সে-রাগিণী তোর কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।

অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণ-তলে,
চারিদিকে দিক্-বধূ আকুল নয়ন-জলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা।
যে-করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়,
শত-স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগতময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে, সেথা তোর নাম র'বে,
যেথায় জাহ্নবী বহে, তোর কাব্য-স্রোত ব'বে।
সে-জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া
শ্মশান পবিত্র করি' মরুভূমি উর্ব্বরিয়া।
মোর পদ্মাসন-তলে রহিবে আসন তোর,
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর।
বসি' তোর পদতলে কবি বালকেরা যত,
শুনি' তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই নে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার,
যে-গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার।

(বাল্মীকি-প্রতিভা সমাপ্ত)

আমার প্রাণের 'পরে চ'লে গেল কে,
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো!
সে-যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত ॥
সে চ'লে গেল, ব'লে গেল না,
সে কোথায় গেল, ফিরে এলো না,
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল,
কী যেন গেয়ে গেল,
তাই আপন মনে ব'সে আছি
কুসুম-বনেতে ॥
সে ঢেউয়ের মতো ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
যেখান দিয়ে হেসে গেছে,
হাসি তা'র রেখে গেছে রে,
মনে হ'লো আঁখির কোণে,
আমায় যেন ডেকে গেছে সে।
আমি কোথায় যাবো, কোথায় যাবো,
ভাব্‌তেছি তাই একলা ব'সে ॥
সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল
ঘুমের ঘোর।
সে প্রাণের কোথা দুলিয়ে গেল
ফুলের ডোর।
সে কুসুম-বনের উপর দিয়ে
কী কথা-যে ব'লে গেল,

ফুলের গন্ধ পাগল হ'য়ে
সঙ্গে তারি চ'লে গেল।
হৃদয় আমার আকুল হ'লো,
নয়ন আমার মুদে এলো,
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে ॥

ওই জানালার কাছে ব'সে আছে
করতলে রাখি' মাথা।
তা'র কোলে ফুল প'ড়ে র'য়েছে
সে-যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু ব'হে যায়,
তা'র কানে কানে কী-যে ক'হে যায়,
তাই আধ' শুয়ে আধ' বসিয়ে
সে-যে ভাবিতেছে কত কথা ॥
চোখের উপর মেঘ ভেসে যায়,
উড়ে উড়ে যায় পাখী,
সারাদিন ধ'রে বকুলের ফুল
ঝ'রে পড়ে থাকি' থাকি'।
মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি ॥

হেদে গো নন্দরাণী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও॥
হেরো গো প্রভাত হ'লো, সূয্যি ওঠে,
ফুল ফুটেছে বনে,
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাবো
আজ ক'রেছি মনে।
ওগো পীত-ধড়া পরিয়ে তা'রে
কোলে নিয়ে আয়।
তা'র হাতে দিয়ো মোহন বেণু,
নূপুর দিয়ো পায়॥
রোদের বেলায় গাছের তলায়,
নাচ্‌বো মোরা সবাই মিলে।
বাজ্‌বে নূপুর রুণুঝুনু,
বাজ্‌বে বাঁশি মধুর বোলে।
বনফুলে গাঁথ্‌বো মালা
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে॥

বুঝি বেলা ব'য়ে যায়,
কাননে আয়, তোরা আয়॥
আলোতে ফুল উঠ্‌লো ফুটে, ছায়ায় ঝ'রে প'ড়ে যায়॥
সাধ ছিল রে পরিয়ে দেবো, মনের মতো মালা গেঁথে,
কই-সে হ'লো মালা গাঁথা, কই-সে এলো হায়।
যমুনার ঢেউ যাচ্ছে ব'য়ে, বেলা চ'লে যায়॥

বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে ?
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো চলো কুঞ্জ মাঝে ॥
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু
মুহুর্মুহু,
আজ কাননে ঐ বাঁশি বাজে।
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে।
আজ মধুরে মিশাবি মধু,
পরাণ-বঁধু
চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে।
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে

মরি লো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।
ভেবেছিলেম ঘরে রবো কোথাও যাবো না,
ঐ-যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বলো কী করি
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনা-তীরে,
সাঁঝের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে,
ওগো তোরা জানিস্ যদি পথ ব'লে দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ॥
দেখিগে তা'র মুখের হাসি,
তা'রে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তা'রে ব'লে আসি, তোমার বাঁশি
আমার প্রাণে বেজেছে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ॥

যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে।
বিভূতি-ভূষিত শুভ্র-দেহ
নাচিছ দিক্-বসনে॥
মহা আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উথলি' উছলি' যায়,
ভালে শিশু-শশী হাসিয়া চায়,
জটাজূট ছায় গগনে॥

মেঘেরা চ'লে চ'লে যায়,
চাঁদেরে ডাকে "আয় আয়"
ঘুমঘোরে বলে চাঁদ, কোথায়—কোথায়!
না জানি কোথা চলিয়াছে,
কী জানি কী-যে সেথা আছে,
আকাশের মাঝে চাঁদ চারিদিকে চায়।
সুদূরে—অতি—অতি দূরে,
বুঝিরে কোন সুরপুরে
তারাগুলি ঘিরে ব'সে বাঁশরি বাজায়।
মেঘেরা তাই হেসে হেসে
আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি ক'রে যায়।

বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই?
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই॥

বিকচ বকুলফুল দেখে-যে হ'তেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায়।
এ নহে কি বৃন্দাবন? কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুর-ধ্বনি বন-পথে শুনা যায়?
একা আছি বনে বসি', পীত-ধড়া পড়ে খসি',
সোঙরি' সে মুখ-শশী পরাণ মজিল, সই।
বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কই॥

একবার রাধে রাধে, ডাক্ বাঁশি মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা, মলিন মালতী-মালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা এ নিশি পোহায়, হায়।
কবি-যে হ'লো আকুল, এ কি রে বিধির ভুল?
মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই!
বাঁশরি বাজাতে গিয়ে বাঁশরি বাজিল কই॥

কখন্ বসন্ত গেল, এবার হ'লো না গান।
কখন্ বকুল-মূল ছেয়েছিলো ঝরা ফুল,
কখন্ যে ফুল-ফোটা হ'য়ে গেল অবসান।
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হ'লো না গান॥

এবার বসন্তে কি রে যূথীগুলি জাগেনি রে,
অলিকুল গুঞ্জরিয়া করেনি কি মধুপান।
এবার কি সমীরণ জাগায়নি ফুলবন,
সাড়া দিয়ে গেল না তো, চ'লে গেল ম্রিয়মাণ;
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হ'লো না গান॥

যতগুলি পাখী ছিল গেয়ে বুঝি চ'লে গেল,
সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাপ-তান।
ভেঙেছে ফুলের মেলা, চ'লে গেছে হাসি খেলা,
এতক্ষণে সন্ধ্যাবেলা জাগিয়া চাহিল প্রাণ।
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হ'লো না গান॥

বসন্তের শেষ রাতে এসেছি-যে শূন্য হাতে,
এবার গাঁথিনি মালা, কী তোমারে করি দান।
কাঁদিছে নীরব বাঁশি, অধরে মিলায় হাসি,
তোমার নয়নে ভাসে ছলছল অভিমান।
এবার বসন্ত গেল, হ'লো না হ'লো না গান॥

ওগো শোনো কে বাজায়।
বন-ফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়॥
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি
চুরি করে হাসিখানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।
ওগো শোনো কে বাজায়॥
কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,
বকুলগুলি আকুল হ'য়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।
যমুনারি কলতান
কানে আসে, কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়।
ওগো শোনো কে বাজায়॥

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন—
আকুল নয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে, করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে॥
কত শারদ-যামিনী হইবে বিফল,
বসন্ত যাবে চলিয়া।
কত উদিবে তপন, আশার স্বপন
প্রভাতে যাইবে ছলিয়া॥
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
মরিব কাঁদিয়া রে।
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে।
আমি কার পথ চাহি' এ জনম বাহি,
কার দরশন যাচি রে?
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া,
তাই আমি ব'সে আছি রে॥
তাই মালাটি গাঁথিয়া প'রেছি মাথায়,
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া,
তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা র'য়েছি জাগিয়া।
ওগো তাই কত নিশি চাঁদ উঠে হাসি',
তাই কেঁদে যায় প্রভাতে।
ওগো তাই ফুল-বনে মধু সমীরণে
ফুটে ফুল কত শোভাতে॥
ওই বাঁশি-স্বর তা'র, আসে বারবার,
সে-ই শুধু কেন আসে না।
এই হৃদয়-আসন শূন্য-যে থাকে,
কেঁদে মরে শুধু বাসনা।

মিছে পরশিয়া কায় বায়ু ব'হে যায়
বহে যমুনার লহরী,
কেন কুহু কুহু পিক কুহরিয়া উঠে
যামিনী-যে উঠে শিহরি' ॥
ওগো যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে
মোর হাসি আর র'বে কি ?
এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া ক'বে কী।
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাতে চরণে ঝরিব,
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল,
দেখে তা'রে আমি মরিব ॥

ওগো এত প্রেম-আশা, প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাসরি'।
তবে, সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী,
সেথা কি বাজে না বাঁশরি ॥
সখী, হেথা সমীরণ লুঠে ফুলবন,
সেথা কি পবন বহে না ?
সে-যে তা'র কথা মোরে কহে অনুক্ষণ,
মোর কথা তা'রে কহে না ॥
যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনী,
আমারে ভুলালে কেন সে।
ওগো এ চির জীবন করিব রোদন,
এই ছিল তা'র মানসে।

যবে কুসুম-শয়নে নয়নে নয়নে
কেটেছিলো সুখ-রাতি রে,
তবে কে জানিত তা'র বিরহ আমার
হবে জীবনের সাথী রে ।।
যদি মনে নাহি রাখে, সুখে যদি থাকে
তোরা একবার দেখে আয়,
এই নয়নের তৃষা পরাণের আশা
চরণের তলে রেখে আয়।
আর নিয়ে যা' রাধার বিরহের ভার,
কত আর ঢেকে রাখি বল্।
আর পারিস্ যদি তো আনিস্ হরিয়ে
এক ফোঁটা তা'র আঁখি-জল ।।
না না এত প্রেম সখী, ভুলিতে যে পারে,
তা'রে আর কেহ সেধো না।
আমি কথা নাহি কবো, দুখ ল'য়ে রবো,
মনে মনে সবো বেদনা।
ওগো মিছে, মিছে সখী, মিছে এই প্রেম,
মিছে পরাণের বাসনা।
ওগো সুখ-দিন হায়, যবে চ'লে যায়,
আর ফিরে আর আসে না ।।

হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন সনে।
এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে ।।
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি'
কে জানে গো কাহার হাসি,
দুটি ফোঁটা নয়ন-সলিল রেখে যায় এই নয়ন-কোণে।

কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।
সারা দিন গাঁথি গান,
কারে চাহে গাহে প্রাণ,
তরুতলের ছায়ার মতন ব'সে আছি ফুলবনে ॥

আজি শরত তপনে, প্রভাত স্বপনে,
কী জানি পরাণ কী-যে চায়।
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে,
বিহগ বিহগী কী-যে গায় ॥
আজি মধুর বাতাসে, হৃদয় উদাসে,
রহে না আবাসে মন হায় ;
কোন্ কুসুমের আশে, কোন্ ফুল-বাসে,
সুনীল আকাশে মন ধায় ॥
আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো ;
তাই চারিদিকে চায়, মন কেঁদে গায়,
"এ নহে, এ নহে, নয় গো।"
কোন্ স্বপনের দেশে, আছে এলোকেশে,
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়।
আজি কোন্ উপবনে, বিরহ-বেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায় ॥
আমি যদি গাঁথি গান, অথির পরাণ,
সে-গান শুনাবো কারে আর!
আমি যদি গাঁথি মালা ল'য়ে ফুল-ডালা,
কাহারে পরাবো ফুল-হার!

আমি আমার এ প্রাণ, যদি করি দান,
দিব প্রাণ তবে কার পায়!
সদা ভয় হয় মনে, পাছে অযতনে,
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়॥

তুমি কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা।
তোমায় কোথায় দেখেছি
যেন কোন্ স্বপনের পারা॥
কবে তুমি গেয়েছিলে,
আঁখির পানে চেয়েছিলে,
ভুলে গিয়েছি।
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে
ঐ নয়নের তারা॥
তুমি কথা কোয়ো না,
তুমি চেয়ে চ'লে যাও।
এই চাঁদের আলোতে
তুমি হেসে গ'লে যাও।
আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,
তোমার আঁখির মতন দুটি তারা
ঢালুক কিরণ-ধারা॥

ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে

আমার ঘরে কেহ নাই-যে।

তা'রে মনে পড়ে যারে চাই-যে ॥

তা'র আকুল পরাণ, বিরহের গান,

বাঁশি বুঝি গেল জানায়ে।

আমি আমার কথা তা'রে জানাবো কী ক'রে,

প্রাণ কাঁদে মোর তাই-যে ॥

কুসুমের মালা গাঁথা হ'লো না,

ধূলিতে প'ড়ে শুকায় রে,

নিশি হয় ভোর, রজনীর চাঁদ

মলিন মুখ লুকায় রে।

সারা বিভাবরী কার পূজা করি

যৌবন-ডালা সাজায়ে,

বাঁশি-স্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়,

আমি কেন থাকি হায় রে ॥

মায়ার খেলা

প্রথম দৃশ্য—কানন—মায়াকুমারীগণ

পিলু—একতালা

সকলে। (মোরা) জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি।
প্রথমা। (মোরা) স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি'।
দ্বিতীয়া। গোপনে হৃদয়ে পশি' কুহক-আসন পাতি।
তৃতীয়া। (মোরা) মদির-তরঙ্গ তুলি বসন্ত-সমীরে।
প্রথমা। দুরাশা জাগায় প্রাণে প্রাণে, আধ-তানে, ভাঙা গানে,
ভ্রমর গুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।
দ্বিতীয়া। নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।
তৃতীয়া। কত ভুল করে তা'রা, কত কাঁদে হাসে।
প্রথমা। মায়া ক'রে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,
আনি মান অভিমান;
দ্বিতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী;
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।
প্রথমা। চল, সখী, চল।
কুহক-স্বপন-খেলা খেলাবে চল।
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। নবীন হৃদয়ে রচি' নব প্রেম-ছল,
প্রমোদে কাটাবো নব বসন্তের রাতি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

গমনোন্মুখ অমর। শান্তার প্রবেশ

ইমন কল্যাণ—একতালা

শান্তা। পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে,
ওগো যাও, কোথা যাও ?
সুখে ঢল ঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে,
তুমি চাও, কারে চাও ?
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়,
কোথা প'ড়ে আছে ধরণী ?
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো
মায়াপুরী পানে ধাও ?
কোন্ মায়াপুরী পানে ধাও ?

মিশ্র বাহার—কাওয়ালি

অমর। জীবনে আজ কি প্রথম এলো বসন্ত ?
নবীন বাসনা-ভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হ'লো জীবন্ত।
সুখ-ভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে ;
তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত।

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ

কাফি—খেমটা

সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও ?

মিশ্র বাহার—কাওয়ালি

অমর। (শান্তার প্রতি) যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে ;
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে।
তেমনি আমিও সখী যাবো,
না জানি কোথায় দেখা পাবো।
কার সুধাস্বর মাঝে, জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে !
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত,
তাহারে খুঁজিব দিক্-দিগন্ত।

[প্রস্থান

কাফি—খেমটা

মায়াকুমারীগণ। মনের মতো কারে খুঁজে মরো,
সে কি আছে ভুবনে,
সে তো র'য়েছে মনে।
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে,
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।

মিশ্র কানাড়া—কাওয়ালি

শান্তা। (নেপথ্যে চাহিয়া)
আমার পরাণ যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর, কেহ নাই কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও, সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে,
আর কিছু নাহি চাই গো।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস,

দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী,
দীর্ঘ বরষ মাস।
যদি আর কারে ভালোবাসো
যদি আর ফিরে নাহি আসো,
তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত দুখ পাই গো।

কাফি—খেম্‌টা

মায়াকুমারীগণ। (নেপথ্যে চাহিয়া)
কাছে আছে দেখিতে না পাও!
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও?
প্রথমা। মনের মতো কারে খুঁজে মরো?
দ্বিতীয়া। সে কি আছে ভুবনে?
সে-যে র'য়েছে মনে।
তৃতীয়া। ওগো মনের মতো সেই তো হবে,
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।
প্রথমা। তোমার আপনার যে-জন, দেখিলে না তারে?
দ্বিতীয়া। তুমি যাবে কার দ্বারে?
তৃতীয়া। যারে চাবে তা'রে পাবে না,
যে-মন তোমার আছে, যাবে তা-ও।

তৃতীয় দৃশ্য—কানন—প্রমদার সখীগণ

বেহাগ—খেম্‌টা

প্রথমা। সখী, সে গেল কোথায়?
তা'রে ডেকে নিয়ে আয়।
সকলে। দাঁড়াবো ঘিরে তা'রে তরুতলায়।
প্রথমা। আজি এ মধুর সাঁঝে, কাননে ফুলের মাঝে,
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তায়।

দ্বিতীয়া। আকাশে তা'রা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে,
পাখীটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।

প্রথমা। আয় লো আনন্দময়ী, মধুর বসন্ত ল'য়ে,

সকলে। লাবণ্য ফুটাবি লো তরুতলায়।

প্রমদার প্রবেশ

দেশ—কাওয়ালি

প্রমদা। দে লো সখী, দে পরাইয়ে গলে,
সাধের বকুলফুল-হার ;—
আধফুট জুঁইগুলি, যতনে আনিয়া তুলি'
গাঁথি' গাঁথি' সাজায়ে দে মোরে
কবরী ভরিয়ে ফুলভার।
তুলে দে লো চঞ্চল কুন্তল
কপোলে পড়িছে বারেবার।

প্রথমা। আজি এত শোভা কেন ? আনন্দে বিবশা যেন ;

দ্বিতীয়া। বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে।
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে।

প্রথমা। সখী, তোরা দেখে যা, দেখে যা,
তরুণ তনু, এত রূপরাশি
বহিতে পারে না বুঝি আর।

মিশ্র ভূপালি—একতাল।

তৃতীয়া। সখী, ব'হে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা,
এ কি আর ভালো লাগে !
আকুল তিয়াষ, প্রেমের পিয়াস,
প্রাণে কেন নাহি জাগে ?
কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,
মধুর হুতাশে মধুর দহন,
নিতি-নব অনুরাগে।

তরল কোমল নয়নের জল,
নয়নে উঠিবে ভাসি'।
সে বিষাদ-নীরে, নিবে যাবে ধীরে,
প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি' উঠিবে,
আশা নিরাশায় পরাণ টুটিবে,
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে,
সরম-অরুণ-রাগে।

খাম্বাজ—একতালা

প্রমদা। ওলো রেখে দে, সখী, রেখে দে,
মিছে কথা ভালোবাসা ;
সুখের বেদনা, সোহাগ যাতনা,
বুঝিতে পারি না ভাষা।
ফুলের বাঁধন সাধের কাঁদন,
পরাণ সঁপিতে প্রাণের সাধন,
লহো লহো ব'লে পরে আরাধন,
পরের চরণে আশা।
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া,
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া
পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রু-সাগরে ভাসা ;
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা।

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে।
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়,
সলিল ব'হে যায় নয়নে।

কুমারের প্রবেশ

ছায়ানট—ঝাঁপতাল

কুমার। (প্রমদার প্রতি) যেও না, যেও না ফিরে ;
দাঁড়াও, বারেক দাঁড়াও হৃদয়-আসনে।
চঞ্চল সমীর-সম ফিরিছ কেন,
কুসুমে কুসুমে, কাননে কাননে।
তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারিনে,
তুমি গঠিত যেন স্বপনে,—
এসো হে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি,
ধরিয়ে রাখি যতনে !
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব,
ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,
তুমি দিবস নিশি রহিবে মিশি'
কোমল প্রেম-শয়নে।

বসন্তবাহার—কাওয়ালি

প্রমদা। কে ডাকে ? আমি কভু ফিরে নাহি চাই।
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে',
আমি শুধু ব'হে চ'লে যাই।
পরশ পুলক-রস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।
উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হা-হুতাশ,
চকিতে শুনিতে শুধু পাই,
চ'লে যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই।

অশোকের প্রবেশ

পিলু—খেম্‌টা

অশোক। এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি,
যারে ভালোবেসেছি।

ফুল-দলে ঢাকি' মন যাবো রাখি' চরণে,
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে,
রেখো রেখো চরণ হৃদি-মাঝে,
না হয় দ'লে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে,
আমি তো ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি।

বেহাগ—খেমটা

প্রমদা। ওকে বল, সখী বল, কেন মিছে করে ছল,
মিছে হাসি কেন, সখী, মিছে আঁখিজল।
জানিনে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা,
কে জানে কোথায় সুধা, কোথা হলাহল।

সখীগণ। কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল,
মুখের বচন শুনে মিছে কী হইবে ফল!
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
ফিরে যাই এই বেলা, চল, সখী, চল।

[প্রস্থান

ঝিলফ—রূপক

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে!
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল ব'হে যায় নয়নে।
এ সুখ-ধরণীতে, কেবলি চাহো নিতে,
জানো না হবে দিতে আপনা,
সুখের ছায়া ফেলি' কখন্ যাবে চলি'
বরিবে সাধ করি' বেদনা।
কখন্ বাজে বাঁশি, গরব যায় ভাসি'
পরাণ পড়ে আসি' বাঁধনে।

———

চতুর্থ দৃশ্য

কানন

অমর, কুমার ও অশোক

বেলাবলী—ঢিমে তেতালা

অমর। মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে,
মনের বাসনা যত মনেই থাকে।
বুঝিয়াছি এ নিখিলে, চাহিলে কিছু না মিলে,
এরা, চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে।
এত লোক আছে, কেহ কাছে না ডাকে।

জয়জয়ন্তী-ঝাঁপতাল

অশোক। তা'রে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ? (খুলে' গো)
কেন বুঝাতে পারিনে হৃদয়-বেদনা?
কেমনে সে হেসে চ'লে যায়, কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়,
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান।
এত ব্যথা-ভরা ভালোবাসা, কেহ দেখে না,
প্রাণে গোপনে রহিল।
এ প্রেম কুসুম যদি হ'তো, প্রাণ হ'তে ছিঁড়ে লইতাম,
তা'র চরণে করিতাম দান;
বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাত অনাদরে,
তবু তা'র সংশয় হ'তো অবসান।

ভৈরবী—রূপক

কুমার। সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কী হবে।
আপন মন যদি বুঝিতে নারি,
পরের মন বুঝে কে কবে।
অমর। অবোধ মন ল'য়ে ফিরি ভবে,
বাসনা কাঁদে প্রাণে হাহা-রবে।

এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো,
কেন গো নিতে চাও মন তবে ?
স্বপন-সম সব জানিয়ো মনে,
তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে ;
যে-জন ফিরিতেছে আপন আশে,
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে ?
নয়ন মেলি' শুধু দেখে যাও,
হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও।

কুমার। তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে,
থাক্ সে আপনার গরবে।

মল্লার—রূপক

অশোক। আমি, জেনে শুনে বিষ ক'রেছি পান।
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।
যতই দেখি তা'রে ততই দহি,
আপন মনোজ্বালা নীরবে সহি,
তবু পারিনে দূরে যেতে, মরিতে আসি,
লই গো বুক পেতে অনল-বাণ।
যতই হাসি দিয়ে দহন করে,
ততই বাড়ে তৃষা প্রেমের তরে,
প্রেম-অমৃত-ধারা যতই যাচি,
ততই করে প্রাণে অশনি দান।

কাফি—কাওয়ালি

অমর। ভালোবেসে যদি সুখ নাহি
তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালোবাসা !

অশোক। মন দিয়ে মন পেতে চাহি।

অমর ও কুমার। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা ?
অশোক। হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।
অমর ও কুমার। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ পিপাসা ?
অমর। আপনি যে আছে আপনার কাছে,
নিখিল জগতে কী অভাব আছে !
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,
কোকিল-কূজিত কুঞ্জ।
অশোক। বিশ্বচরাচর লুপ্ত হ'য়ে যায়,
এ কী ঘোর প্রেম অন্ধ রাহু প্রায়,
জীবন যৌবন গ্রাসে।
অমর ও কুমার। তবে কেন,
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা !

বেহাগড়া—ঝাঁপতাল

মায়াকুমারীগণ। দেখো চেয়ে, দেখো ঐ কে আসিছে ;
চাঁদের আলোতে কার হাসি হাসিছে।
হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে দাও, প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে লও,
ফুল-গন্ধ সাথে তা'র সুবাস ভাসিছে।

(প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ)

মিশ্র ঝিঁঝিট—খেম্‌টা

প্রমদা। সুখে আছি, সুখে আছি (সখা, আপন মনে)।
প্রমদা ও সখীগণ। কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না,
শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি।

প্রমদা। সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ
রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি।
প্রমদা ও সখীগণ। মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাকো,
শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি।
প্রমদা। মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয় বায়;
এই মাধুরী-ধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার মন, আপনার প্রাণ, আপনারে সঁপিয়াছি।

মূলতান—একতালা

অশোক। ভালোবেসে দুখ সে-ও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, ভুলিনে ছলনাতে।
কুমার। মন দাও, দাও, দাও, সখী, দাও পরের হাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে।
অশোক। সুখের শিশির নিমেষে শুকায়, সুখ চেয়ে দুখ ভালো;
আনো, সজল বিমল প্রেম ছলছল নলিন-নয়ন-পাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে।
কুমার। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়,
সুখ পায় তায় সে?
চির-কলিকা জনম, কে করে বহন চির-শিশির রাতে?
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে।

হাম্বীর—কাওয়ালি

অমর। ওই কে গো হেসে চায়, চায় প্রাণের পানে;
গোপনে হৃদয়-তলে কী জানি কিসের ছলে
আলোক হানে।
এ প্রাণ নূতন ক'রে কে যেন দেখালে মোরে,
বাজিল মরম-বীণা নূতন তানে।

এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণ ভরি' বিকশিল,
তৃষা-ভরা তৃষা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল।
কোন্ চাঁদ হেসে চাহে, কোন্ পাখী গান গাহে,
কোন্ সমীরণ বহে লতা-বিতানে।

মিশ্র রামকেলি—তাল ফের্‌তা

প্রমদা। দূরে দাঁড়ায়ে আছে,
কেন আসে না কাছে ?
যা, তোরা যা সখী, যা শুধাগে,
ঐ আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।
সখীগণ। ছি, ওলো ছি, হ'লো কী, ওলো সখী।
প্রথমা। লাজ-বাঁধ কে ভাঙিল, এত দিনে সরম টুটিল।
তৃতীয়া। কেমনে যাবো, কী শুধাবো ?
প্রথমা। লাজে মরি, কী মনে করে পাছে।
প্রমদা। যা, তোরা যা সখী, যা শুধাগে।
ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।

কালাংড়া—খেম্‌টা

মায়াকুমারীগণ। প্রেম-পাশে ধরা প'ড়েছে দু-জনে,
দেখো দেখো সখী চাহিয়া ;
দুটি ফুল খ'সে ভেসে গেল ওই,
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।

মিশ্র সুরট—একতালা

সখীগণ। (অমরের প্রতি) ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুম-ঘোর ?
অমর। আমি কী যেন ক'রেছি পান,
কোন্ মদিরা রস-ভোর।
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর।

সখীগণ। ছি, ছি, ছি।

অমর। সখী, ক্ষতি কী?

(এ ভবে) কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলা মন,

কেহ সচেতন, কেহ অচেতন,

কাহারো নয়নে হাসির কিরণ,

কাহারো নয়নে লোর;

আমার চোখে শুধু ঘুম-ঘোর।

সখীগণ। সখা, কেন গো অচলপ্রায়

হেথা, দাঁড়ায়ে তরুছায়?

অমর। অবশ হৃদয়ভারে, চরণ

চলিতে নাহি চায়,

তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়।

সখীগণ। ছি, ছি, ছি।

অমর। সখী, ক্ষতি কী?

(এ ভবে) কেহ প'ড়ে থাকে, কেহ চ'লে যায়,

কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,

কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো

চরণে প'ড়েছে ডোর।

কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি

সখীগণ। ওকে বোঝা গেল না—চ'লে আয়, চ'লে আয়।

ও কী কথা-যে বলে সখী, কী চোখে-যে চায়।

চ'লে আয়, চ'লে আয়।

লাজ টুটে শেষে মরি লাজে,

মিছে কাজে,

ধরা দিবে না যে, বলো কে পারে তায়।

আপনি সে জানে তা'র মন কোথায়।

চ'লে আয়, চ'লে আয়। [প্রস্থান

কালাংড়া—খেমটা

মায়াকুমারীগণ। প্রেম-পাশে ধরা প'ড়েছে দু-জনে,
দেখো দেখো সখী চাহিয়া।
দুটি ফুল খ'সে ভেসে গেল ওই,
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।
চাঁদিনী যামিনী, মধু সমীরণ,
আধ ঘুম-ঘোর, আধ জাগরণ,
চোখোচোখী হ'তে ঘটালে প্রমাদ,
কুহু-স্বরে পিক গাহিয়া,
দেখো দেখো সখী চাহিয়া।

পঞ্চম দৃশ্য

কানন

মিশ্র সিন্ধু—একতালা

অমর। দিবস রজনী, আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি ;
(তাই) চমকিত মন, চকিত শ্রবণ,
তৃষিত আকুল আঁখি।
চঞ্চল হ'য়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
"কে আসিছে" ব'লে চমকিয়ে চাই,
কাননে ডাকিলে পাখী।

জাগরণে তা'রে না দেখিতে পাই,
থাকি স্বপনের আশে ;
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়,
বাঁধিব স্বপন-পাশে।
এত ভালোবাসি, এত যারে চাই,
মনে হয় না তো সে-যে কাছে নাই,
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে
তাহারে আনিবে ডাকি'।

প্রমদা, সখীগণ, অশোক ও কুমারের প্রবেশ

বাহার—ফের্‌তা

কুমার। সখী, সাধ ক'রে যাহা দেবে তাই লইব।
সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহো প্রাণ মন।
কুমার। দাও যদি ফুল, শিরে তুলে রাখিব।
সখীগণ। দেয় যদি কাঁটা!
কুমার। তাও সহিব।
সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহো প্রাণ মন।
কুমার। যদি একবার চাও সখী, মধুর নয়ানে।
ওই আঁখি-সুধা-পানে,
চিরজীবন মাতি' রহিব।
সখীগণ। যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে!
কুমার। তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চিরজীবন বহিব।
সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারী,
তুমি মনে মনে চাহো প্রাণ মন।

মিশ্র সিন্ধু—একতালা

প্রমদা। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল,
শুধাইল না কেহ।

সে তো এলো না, যারে সঁপিলাম
এই প্রাণ মন দেহ।
সে কি মোর তরে পথ চাহে,
সে কি বিরহ-গীত গাহে,
যার বাঁশরী-ধ্বনি শুনিয়ে
আমি ত্যজিলাম গেহ!

সিন্ধু—কাওয়ালি

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে সরমে বাধিল,
মরমের কথা হ'লো না;
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম-বেদনা।

পিলু—আড়খেম্‌টা

অশোক। (প্রমদার প্রতি)
ওগো সখী, দেখি দেখি, মন কোথা আছে।
সখীগণ। কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে, হেরো কারে যাচে।
অশোক। কী মধু কী সুধা কী সৌরভ,
কী রূপ রেখেছো লুকায়ে!
সখীগণ। কোন্ প্রভাতে কোন্ রবির আলোকে
দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে!
অশোক। সে যদি না আসে এ জীবনে,
এ কাননে পথ না পায়!
সখীগণ। যারা এসেছে তা'রা বসন্ত ফুরালে
নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে।

সরফর্দা—কাওয়ালি

প্রমদা। এ তো খেলা নয়, খেলা নয়;
এ-যে হৃদয়-দহন জ্বালা, সখী,

এ-যে প্রাণভরা ব্যাকুলতা,
গোপন মর্ম্মের ব্যথা,
এ যে, কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা'।
কে যেন সতত মোরে
ডাকিয়ে আকুল করে;
যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারিনে।
যে-কথা বলিতে চাহি,
তা বুঝি বলিতে নাহি,
কোথায় নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা?
যতনে গাঁথিয়ে শেষে, পরাতে পারিনে মালা।

মিশ্র দেশ—খেম্‌টা

প্রথমা সখী। সে-জন কে, সখী, বোঝা গেছে,
আমাদের সখী যারে মনপ্রাণ স'পেছে।
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে, কে?
প্রথমা। ওই যে তরুতলে, বিনোদ মালা গলে,
না জানি কোন্ ছলে ব'সে র'য়েছে।
দ্বিতীয়া। সখী, কী হবে—
ও কি কাছে আসিবে কভু, কথা ক'বে?
তৃতীয়া। ও কি প্রেম জানে, ও কি বাঁধন মানে?
ও কী মায়াগুণে মন ল'য়েছে?
দ্বিতীয়া। বিভল আঁখি তুলে আঁখি পানে চায়,
যেন কী পথ ভুলে এলো কোথায়। (ও গো)
তৃতীয়া। যেন কী গানের স্বরে, শ্রবণ আছে ভ'রে
যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হ'য়েছে।

মিশ্র ভৈরবী—একতালা

অমর। ওই মধুর মুখ জাগে মনে,
ভুলিব না এ জীবনে,
কি স্বপনে কি জাগরণে।

তুমি জানো, বা, না জানো,
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরি বাজে—
হৃদয়ে সদা আছ ব'লে।
আমি প্রকাশিতে পারিনে,
শুধু চাহি কাতর নয়নে।

মিশ্র ভৈরোঁ—কাওয়ালি

সখীগণ। তা'রে কেমনে ধরিবে সখী, যদি ধরা দিলে?
প্রথমা। তা'রে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে?
দ্বিতীয়া। যদি মন পেতে চাও, মন রাখো গোপনে;
তৃতীয়া। কে তা'রে বাঁধিবে, তুমি আপনায় বাঁধিলে?
সকলে। কাছে আসিলে তো কেহ কাছে রহে না।
কথা কহিলে তো কেহ কথা কহে না!
প্রথমা। হাতে পেলে ভূমি-তলে ফেলে চ'লে যায়,
দ্বিতীয়া। হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে।

মিশ্র কানাড়া—ঢিমে তেতালা

অমর। (নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি)
সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে,
সে কি ফিরাতে পারে, সখী?
সংসার-বাহিরে থাকি
জানিনে কী ঘটে সংসারে;
কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়,
তা'রে পায় কি না পায়, (জানিনে)
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো,
অজানা হৃদয়-দ্বারে;

তোমার সকলি ভালোবাসি,
ওই রূপরাশি,
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধু হাসি।
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি
কোথায় তোমার সীমা ভুবন-মাঝারে!

কেদারা—খেম্‌টা

সখীগণ। তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা?
দ্বিতীয়া। কে জানিতে চায়, তুমি ভালোবাসো কি ভালোবাসো না?
প্রথমা। হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কুঞ্জকানন,
হাসে হৃদয়-বসন্তে বিকচ যৌবন
তুমি কেন ফেলো শ্বাস, তুমি কেন হাসো না?
সকলে। এসেছো কি ভেঙে দিতে খেলা,
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা?
দ্বিতীয়া। আপন দুঃখ আপন ছায়া ল'য়ে যাও।
প্রথমা। জীবনের আনন্দ-পথ, ছেড়ে দাঁড়াও।
তৃতীয়া। দূর হ'তে করো পূজা হৃদয়-কমল-আসনা।

বেহাগ—কাওয়ালি

অমর। তবে সুখে থাকো, সুখে থাকো, আমি যাই—যাই;
প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো, মিছে খেলায় কাজ নাই।
সখীগণ। অধীরা হ'য়ো না, সখী,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে।
অমর। ছিলাম একেলা সেই আপন ভুবনে,
এসেছি এ কোথায়।
হেথাকার পথ জানিনে; ফিরে যাই।
যদি সেই বিরাম ভবন ফিরে পাই।

[প্রস্থান

প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো ফিরে ;
মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই।
সখীগণ। অধীরা হ'য়ো না সখী,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে।

[প্রস্থান

সিন্ধু—কাওয়ালি

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে সরমে বাধিল,
মরমের কথা হ'লো না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম-বেদনা।
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ,
পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ,
মেলিতে নয়ন, মিলালো স্বপন,
এমনি প্রেমের ছলনা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গৃহ

শান্তা। অমরের প্রবেশ

কাফি—কাওয়ালি

অমর। সেই শান্তি-ভবন ভুবন কোথা গেল !
সেই রবি শশী তারা, সেই শোক-শান্ত সন্ধ্যা-সমীরণ,
সেই শোভা, সেই ছায়া, সেই স্বপন !
সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল,
গৃহ-হারা হৃদয় লবে কাহার শরণ !

(শান্তার প্রতি) এসেছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে,
এনেছি হৃদয় তব পায়—
শীতল স্নেহ-সুধা করো দান ;
দাও প্রেম, দাও শান্তি, দাও নূতন জীবন।

আলাইয়া—আড়খেমটা

মায়াকুমারীগণ। কাছে ছিলে দূরে গেলে, দূর হ'তে এসো কাছে।
ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো ব'সে আছে।
ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পারিনি ভালো,
এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে।

কুকুভ—কাওয়ালি

শান্তা। দেখো, ভুল ক'রে ভালোবেসো না ;
আমি ভালোবাসি ব'লে কাছে এসো না।
তুমি যাহে সুখী হও তাই করো সখা,
আমি সুখী হবো ব'লে যেন হেসো না।
আপন বিরহ ল'য়ে আছি আমি ভালো,
কী হবে চির-আঁধারে নিমেষের আলো !
আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই,
আমার অদৃষ্ট-স্রোতে তুমি ভেসো না।

ললিত বসন্ত—কাওয়ালি

অমর। ভুল করেছিনু ভুল ভেঙেছে।
এবার জেগেছি, জেনেছি,
এবার আর ভুল নয়—ভুল নয়।
ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে,
জেনেছি স্বপন সব মিছে,

বিঁধেছে বাসনা-কাঁটা প্রাণে,
এ তো ফুল নয়—ফুল নয়।
পাই যদি ভালোবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না ল'য়ে মন ;
ওই প্রেমময় প্রাণে, লইব আশ্রয় সখী,
অতল সাগর এ সংসার,
এ তো কূল নয়—কূল নয়।

প্রমদার সখীগণের প্রবেশ

মিশ্র দেশ—খেমটা

সখীগণ। (দূর হইতে) অলি বার বার ফিরে যায়,
অলি বার বার ফিরে আসে ;
তবে তো ফুল বিকাশে।
প্রথমা। কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, মরে লাজে মরে ত্রাসে।
ভুলি' মান অপমান দাও মন প্রাণ, নিশি দিন রহো পাশে।
দ্বিতীয়া। ওগো আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও,
হৃদয়-রতন-আশে।
সকলে। ফিরে এসো, ফিরে এসো, বন-মোদিত ফুলবাসে ;
আজি বিরহ-রজনী, ফুল্ল কুসুম, শিশির-সলিলে ভাসে।

পূরবী—কাওয়ালি

অমর। ঐ, কে আমায় ফিরে ডাকে !
ফিরে যে এসেছে তা'রে কে মনে রাখে !

কানাড়া—যৎ

মায়াকুমারীগণ। বিদায় ক'রেছো যারে নয়ন-জলে,
এখন ফিরাবে তা'রে কিসের ছলে ?

আজি মধু সমীরণে, নিশীথে কুসুম-বনে,
তা'রে কি পড়েছে মনে বকুল-তলে ?
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে ?

পূরবী—কাওয়ালি

অমর। আমি চ'লে এনু ব'লে কার বাজে ব্যথা ?
কাহার মনের কথা মনেই থাকে ?
আমি শুধু বুঝি সখী, সরল ভাষা,
সরল হৃদয় আর সরল ভালোবাসা ;
তোমাদের কত আছে, কত মন প্রাণ,
আমার হৃদয় নিয়ে ফেলো না বিপাকে।

কানাড়া—যৎ

মায়াকুমারীগণ। সে-দিনও তো মধুনিশি, প্রাণে গিয়েছিলো মিশি',
মুকুলিত দশদিশি কুসুম-দলে,
দুটো সোহাগের বাণী, যদি হ'তো কানাকানি
যদি ঐ মালাখানি পরাতে গলে।
এখন ফিরাবে তা'রে কিসের ছলে ?

ভূপালি—কাওয়ালি

শান্তা। (অমরের প্রতি)
না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে ?
ওগো কে আছে চাহিয়া শূন্য পথ-পানে,
কাহার জীবনে নাহি সুখ, কাহার পরাণ জ্বলে ?
পড়োনি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝোনি কাহার মরমের আশা,
দেখোনি ফিরে,
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছো দ'লে ?

বেহাগ—আড়াঠেকা

অমর। আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি তোমারে ;
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয়-আঁধারে।
ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাইনি তো কারো মন
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে।
এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি',
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি।
কেবল তোমারে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী,
তোমাতে পেয়েছি কূল অকূল পাথারে।

[প্রস্থান

বিভাস—আড়াঠেকা

সখীগণ। প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে',
বিরহ-বিধুর হিয়া মরিল ঝুরে' ;
ম্লান শশী অস্ত গেল, ম্লান হাসি মিলাইল,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর সুরে।

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। চল্ সখী, চল্ তবে ঘরেতে ফিরে,
যাক ভেসে ম্লান আঁখি নয়ন-নীরে ;
যাক্ ফেটে শূন্য প্রাণ, হোক আশা অবসান,
হৃদয় যাহারে ডাকে থাক্ সে দূরে।

[প্রস্থান

কানাড়া—যৎ

মায়াকুমারীগণ। মধু-নিশি পূর্ণিমার, ফিরে আসে বার বার,
সে-জন ফেরে না আর, যে গেছে চ'লে।

ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে।
এখন ফিরাবে তা'রে কিসের ছলে?

সপ্তম দৃশ্য

কানন

অমর, শান্তা, অন্যান্য পুরনারী ও পৌরজন

মিশ্র বসন্ত—রূপক

স্ত্রীগণ। এসো এসো বসন্ত, ধরাতলে।
আনো কুহুতান, প্রেমগান,
আনো গন্ধ-মদভরে অলস সমীরণ;
আনো নবযৌবন-হিল্লোল, নব প্রাণ।
প্রফুল্ল নবীন বাসনা ধরাতলে।

পুরুষগণ। এসো থরথর কম্পিত, মর্ম্মর-মুখরিত,
নব-পল্লব-পুলকিত
ফুল-আকুল মালতী-বল্লী-বিতানে,
সুখছায়ে মধুবায়ে, এসো, এসো।
এসো অরুণ-চরণ কমল-বরণ তরুণ উষার কোলে।
এসো জ্যোৎস্না-বিবশ-নিশীথে,
কল-কল্লোল তটিনী-তীরে,
সুখসুপ্ত সরসী-নীরে, এসো, এসো।

স্ত্রীগণ। এসো যৌবন-কাতর হৃদয়ে,
এসো মিলন-সুখালস নয়নে,

এসো মধুর সরম মাঝারে,
দাও বাহুতে বাহু বাঁধি',
নবীন কুসুম পাশে রচি' দাও নবীন মিলন বাঁধন।

সাহানা—যৎ

অমর। (শান্তার প্রতি) মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে
মধুর মলয়-সমীরে মধুর মিলন রটাতে ;
কুহক লেখনী ছুটায়ে, কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয়-কাহিনী বিবিধ বরণ-ছটাতে।
পুরাণো প্রাচীন ধরণী, হ'য়েছে শ্যামলবরণী,
যৌবন-স্রোত ছুটিছে কালের শাসন টুটাতে ;
পুরাণো বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে।

মিশ্র মূলতান—কাওয়ালি

স্ত্রীগণ। আজি আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে,
মনোমোহন মিলন-মাধুরী যুগল মূরতি।
পুরুষগণ। ফুলগন্ধে আকুল করে, বাজে বাঁশরি উদাস স্বরে,
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে ;—
স্ত্রীগণ। তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল-মূরতি ;
আনো আনো ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে।
পুরুষগণ। হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেম-বন্ধন,
স্ত্রীগণ। চিরদিন হেরিব হে—
মনোমোহন মিলন-মাধুরী যুগল-মূরতি।

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

বেহাগ—কাওয়ালি

অমর। এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া,
এ কি প্রমদা, এ কি প্রমদার ছায়া!

শান্তা। (প্রমদার প্রতি) আহা কে গো তুমি মলিন বয়নে,
আধ-নিমীলিত নলিন-নয়নে,
যেন আপনারি হৃদয়-শয়নে
আপনি র'য়েছো লীন।

পুরুষগণ। তোমা-তরে সবে র'য়েছে চাহিয়া,
তোমা লাগি' পিক উঠিছে গাহিয়া,
ভিখারী সমীর কানন বাহিয়া
ফিরিতেছে সারাদিন।

অমর। এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা, এ কি প্রমদার ছায়া!

শান্তা। যেন শরতের মেঘখানি ভেসে,
চাঁদের সভাতে দাঁড়ায়েছো এসে,
এখনি মিলাবে ম্লান হাসি হেসে,
কাঁদিয়া পড়িবে ঝরি'।

পুরুষগণ। জাগিছে পূর্ণিমা পূর্ণ নীলাম্বরে,
কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে,
হাসিটি কখন্ ফুটিবে অধরে
র'য়েছি তিয়াষ ধরি'।

অমর। এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা, এ কি প্রমদার ছায়া!

মিশ্র—ঝিঁঝিট

সখীগণ। আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,
এত বাঁশি বাজে, এত পাখী গায়,
সখীর হৃদয় কুসুম-কোমল—
কার অনাদরে আজি ঝ'রে যায়।

কেন কাছে আসো, কেন মিছে হাসো,
কাছে যে আসিত সে তো আসিতে না চায়।
সুখে আছে যারা, সুখে থাক্ তা'রা,
সুখের বসন্ত সুখে হোক্ সারা,
দুখিনী নারীর নয়নের নীর,
সুখী জনে যেন দেখিতে না পায়।
তা'রা দেখেও দেখে না, তা'রা বুঝেও বুঝে না,
তা'রা ফিরেও না চায়।

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল

শান্তা। আমি তো বুঝেছি সব, যে বোঝে না বোঝে,
গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহারে খোঁজে;
আপনি বিরহ গড়ি', আপনি র'য়েছো পড়ি',
বাসনা কাঁদিছে বসি' হৃদয়-সরোজে;
আমি কেন মাঝে থেকে, দু-জনেরে রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি ম'জে।

গৌড় সারং—যৎ

অশোক। (প্রমদার প্রতি) এত দিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে,
ভালো যারে বাসো তা'রে আনিব ফিরে'।
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা, দেখিতে না পায় আঁধা,
নয়ন র'য়েছে ঢাকা নয়ন-নীরে।

সোহিনী—খেম্‌টা

শান্তা ও স্ত্রীগণ। চাঁদ, হাসো, হাসো।
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে।
পুরুষ। কত দুখে কত দূরে, আঁধার সাগর ঘুরে',
সোনার তরণী দুটি তীরে এসেছে।

মিলন দেখিবে ব'লে ফিরে বায়ু কুতূহলে,
চারিধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেছে।
সকলে। চাঁদ, হাসো, হাসো।
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে।

ভৈরবী—আড়াঠেকা

প্রমদা। আর কেন, আর কেন,
দলিত কুসুমে বহে বসন্ত সমীরণ।
ফুরায়ে গিয়াছে বেলা, এখন্ এ মিছে খেলা,
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ!
সখীগণ। অশ্রু যবে ফুরায়েছে তখন্ মুছাতে এলে,
অশ্রু-ভরা হাসি-ভরা নবীন নয়ন ফেলে।
প্রমদা। এই লও, এই ধরো, এ মালা তোমরা পরো,
এ খেলা তোমরা খেলো, সুখে থাকো অনুক্ষণ।

মিশ্রখট—ঝাঁপতাল

অমর। এ ভাঙা সুখের মাঝে নয়ন-জলে,
এ মলিন মালা কে লইবে!
ম্লান আলো ম্লান আশা হৃদয়-তলে,
এ চির-বিষাদ কে বহিবে!
সুখনিশি অবসান, গেছে হাসি গেছে গান,
এখন এ ভাঙা প্রাণ লইয়া গলে
নীরব নিরাশা কে সহিবে!

রামকেলি—কাওয়ালি

শান্তা। যদি কেহ নাহি চায় আমি লইব,
তোমার সকল দুখ আমি সহিব।

আমার হৃদয় মন, সব দিব বিসর্জ্জন,
তোমার হৃদয়-ভার আমি বহিব।
ভুল-ভাঙা দিবালোকে, চাহিব তোমার চোখে,
প্রশান্ত সুখের কথা আমি কহিব।

[সকলের প্রস্থান

টোড়ি—ঝাঁপতাল

মায়াকুমারীগণ। দুখের মিলন টুটিবার নয়;
নাহি আর ভয় নাহি সংশয়।
নয়ন-সলিলে যে-হাসি ফুটে গো,
রয়, তাহা রয়, চিরদিন রয়।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

প্রমদা। কেন এলি রে, ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলিনে;
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চ'লে গেলিনে।
সখীগণ। সংসার কঠিন বড়ো কারেও সে ডাকে না,
কারেও সে ধ'রে রাখে না।
যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়,
কারো তরে ফিরেও না চায়।
প্রমদা। হায় হায়, এ সংসারে যদি না পূরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা,
চ'লে যাও ম্লান মুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও,
থেকে যেতে কেহ বলিবে না।
তোমার ব্যথা, তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে,
আর তো কেহ অশ্রু ফেলিবে না।

[প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ

মিশ্র বিভাস—একতালা

সকলে। এরা, সুখের লাগি' চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
প্রথমা। শুধু সুখ চ'লে যায়।
দ্বিতীয়া। এমনি মায়ার ছলনা।
তৃতীয়া। এরা ভুলে যায়, কারে ছেড়ে কারে চায়;
সকলে। তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ,
তাই মান অভিমান,
প্রথমা। তাই এত হায় হায়।
দ্বিতীয়া। প্রেমে সুখ দুখ ভুলে তবে সুখ পায়।
সকলে। সখী, চলো, গেল নিশি, স্বপন ফুরালো,
মিছে আর কেন বলো।
প্রথমা। শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল,
সকলে। সখী, চলো।
প্রথমা। প্রেমের কাহিনী গান, হ'য়ে গেল অবসান;
দ্বিতীয়া। এখন্ কেহ হাসে, কেহ ব'সে ফেলে অশ্রুজল।

মায়ার খেলা সমাপ্ত

এমন দিনে তা'রে বলা যায়,
এমন ঘন-ঘোর বরিষায় ;
এমন মেঘস্বরে, বাদল ঝরঝরে,
তপন-হীন ঘন তমসায় ॥

সে-কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার ;
দু-জনে মুখোমুখী, গভীর দুখে দুখী ;
আকাশে জল ঝরে অনিবার ।
জগতে কেহ যেন নাহি আর ॥

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব ;
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে গেছে আর সব ॥

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি মনোভার ?
শ্রাবণ-বরিষণে, একদা গৃহকোণে,
দু-কথা বলি যদি কাছে তা'র,
তাহাতে আসে যাবে কী বা কার ॥

আছে তো তা'র পরে বারোমাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস ।
আসিবে কত লোক কত না দুখ শোক
সে-কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ ।
জগৎ চ'লে যাবে বারোমাস ॥

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে-কথা এ জীবনে, রহিয়া গেল মনে,
সে-কথা আজি যেন বলা যায়—
এমন ঘন-ঘোর বরিষায়॥

ঐ আঁখি রে।
ফিরে ফিরে চেয়ো না চেয়ো না, ফিরে যাও;
কী আর রেখেছো বাকি রে॥
মরমে কেটেছো সিঁধ, নয়নের কেড়েছো নিদ্,
কী সুখে পরাণ আর রাখি রে॥

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়।
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়॥
চেয়ে থাকে ফুল, হৃদয় আকুল,
বায়ু বলে এসে, ভেসে যাই।
ধ'রে রাখো, ধ'রে রাখো,
সুখ-পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়॥
পথিকের বেশে সুখনিশি এসে,
বলে হেসে হেসে, মিশে যাই।
জেগে থাকো, জেগে থাকো,
বরষের সাধ নিমেষে মিলায়॥

এরা, পরকে আপন করে, আপনারে পর;
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।
ভালোবাসে সুখেদুখে
ব্যথা সহে হাসি মুখে,
মরণেরে করে চিরজীবন-নির্ভর।

বাজিবে সখী, বাঁশি বাজিবে ;
হৃদয়-রাজ হৃদে রাজিবে ॥
বচন রাশি রাশি কোথা-যে যাবে ভাসি',
অধরে লাজ-হাসি সাজিবে ॥
নয়নে আঁখিজল, করিবে ছলছল,
সুখ-বেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মূরছিয়া মিলাতে চা'বে হিয়া
সেই চরণ-যুগ রাজীবে ॥

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে,
বনমাঝে, কি মনমাঝে ॥
বসন্ত-বায় বহিছে কোথায়,
কোথায় ফুটেছে ফুল,
বলো গো সজনী, এ সুখ-রজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে,—
বনমাঝে, কি মনমাঝে ॥
যাবো কি যাবো না, মিছে এ ভাবনা,
মিছে মরি লোকলাজে।

কে জানে কোথা সে বিরহ-হুতাশে
ফিরে অভিসার-সাজে,—
বনমাঝে, কি মনমাঝে ॥

যমের দুয়োর খোলা পেয়ে,
ছুটেছে সব ছেলে মেয়ে।
হরিবোল্ হরিবোল্ ॥
রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা,
মরণ-বাঁচন-অবহেলা,
ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে,
সুখ আছে কি মরার চেয়ে।
হরিবোল্ হরিবোল্ ॥
বেজেছে ঢোল বেজেছে ঢাক্,
ঘরে ঘরে প'ড়েছে ডাক্,
এখন কাজকর্ম্ম চুলোতে যাক্,
কেজো লোক সব আয় রে ধেয়ে।
হরিবোল্ হরিবোল্ ॥
রাজা প্রজা হবে জড়ো,
থাক্‌বে না আর ছোটো বড়ো,
একই স্রোতের মুখে ভাস্‌বে সুখে,
বৈতরণীর নদী বেয়ে।
হরিবোল্ হরিবোল্।

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি অবসর মতো বাসিয়ো।
আমি নিশিদিন হেথায় ব'সে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো॥
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া
রবো বিরহ-শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো।
তুমি চিরদিন মধু-পবনে,
চির বিকশিত বন-ভবনে,
যেয়ো মনোমতো পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখ-স্রোতে ভাসিয়ো।
যদি তা'র মাঝে পড়ি আসিয়া,
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কী,
মোর স্মৃতি মন হ'তে নাশিয়ো॥

বঁধু, তোমায় ক'র্‌বো রাজা তরুতলে।
বন-ফুলের বিনোদ-মালা দেবো গলে॥
সিংহাসনে বসাইতে
হৃদয়খানি দেবো পেতে,
অভিষেক ক'র্‌বো তোমায় আঁখিজলে॥

আমি একলা চ'লেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে ক'বে।

ভয় নেই, ভয় নেই,
যাও আপন মনেই,
যেমন একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে ॥

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।
দশদিক্ আঁধার ক'রে মাতিল দিক্-বসনা,
জ্বলে বহ্নি-শিখা রাঙা-রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে ॥
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকালো তরাসে,
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে ॥

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী ॥
হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা,
শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি ॥
চাহি না অনেক ধন, রবো না অধিকক্ষণ,
যেথা হ'তে আসিয়াছি সেথা যাবো ভাসি'।
তোমরা আনন্দে র'বে, নব নব উৎসবে,
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি ॥

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে যা রে॥
তোরা কোন্ রূপের হাটে, চ'লেছিস্ ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে,
তোদের ঐ হাসিখুসি দিবানিশি দেখে মন কেমন করে॥
আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা লুটেপুটে,
প'ড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে।
যেমন ঐ এক নিমেষে বন্যা এসে ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে॥
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা,
কে আছে নাম ধ'রে মোর ডাক্‌তে পারে।
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে, চিন্‌তে পারি দেখে তা'রে॥

থাক্‌তে আর তো পার্‌লি নে মা, পার্‌লি কৈ।
কোলের সন্তানেরে ছাড়্‌লি কৈ॥
দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি ব'সে ক্ষণিক রোষে,
মুখ তো ফিরালি শেষে, অভয় চরণ কাড়্‌লি কৈ॥

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও,
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি' মরিছে কামনা কত।
আপনা-আপনি কানাকানি করো সুখে,
কৌতুক-ছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমল-চরণ পড়িছে ধরণী-মাঝে,
কনক-নূপুর-রিনিকি ঝিনিকি বাজে॥

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গ-পাশে,
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।
আঁখি নত করি' একেলা গাঁথিছ ফুল,
মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল;
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা,
কী কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা॥

চকিত পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,
ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে, ত্বরা
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও।
যৌবন-রাশি টুটিতে লুটিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছো তায়।
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে ঝলকি' চলকি' উঠে॥

আমরা মূর্খ কহিতে জানিনে কথা,
কী কথা বলিতে কী কথা বলিয়া ফেলি।
অসময়ে গিয়ে ল'য়ে আপনার মন
পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁখি মেলি'।
তোমরা দেখিয়া চুপি চুপি কথা কও,
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও;
বসন-আঁচল বুকেতে টানিয়া ল'য়ে
হেসে চ'লে যাও আশার অতীত হ'য়ে॥

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মতো
আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি।
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে
টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,
আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও,
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি',
চকিত চরণে চ'লে যাও দিয়ে ফাঁকি ॥

অযতনে বিধি গ'ড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধর দেয়নি ভাষায় ভ'রে,
মোহন মধুর মন্ত্র জানিনে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন ক'রে?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি!
কোনো সুলগনে হবো না কি কাছাকাছি?
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে!

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে,
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হ'লো দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে!
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।

খাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী, আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।
বনের পাখী বলে—না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।
খাঁচার পাখী বলে—হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব॥

বনের পাখী গাহে বাহিরে বসি' বসি',
বনের গান ছিল যত।
খাঁচার পাখী পড়ে শিখানো বুলি তা'র,
দোঁহার ভাষা দুই মতো।
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই,
বনের গান গাও দিখি।
খাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী ভাই,
খাঁচার গান লহো শিখি'।
বনের পাখী বলে—না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই,
খাঁচার পাখী বলে—হায়,
আমি কেমনে বন-গান গাই॥

বনের পাখী বলে, আকাশ ঘন নীল
কোথাও বাধা নাহি তা'র।
খাঁচার পাখী বলে, খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারিধার।
বনের পাখী বলে—আপনা ছাড়ি' দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।
খাঁচার পাখী বলে, নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখো আপনারে।

বনের পাখী বলে—না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই
খাঁচার পাখী বলে—হায়,
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই ॥

এমনি দুই পাখী দোঁহারে ভালোবাসে
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে, পরশে মুখে মুখে,
নীরবে চোখে চোখে চায়।
দু-জনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে,
বুঝাতে নারে আপনায়।
দু-জনে একা একা ঝাপটি' মরে পাখা,
কাতরে কহে, কাছে আয়।
বনের পাখী বলে—না,
কবে খাঁচায় রুধি' দিবে দ্বার।
খাঁচার পাখী বলে—হায়,
মোর শকতি নাহি উড়িবার ॥

আমার পরাণ ল'য়ে কী খেলা খেলাবে, ওগো
পরাণ-প্রিয়।
কোথা হ'তে ভেসে কূলে
লেগেছে চরণ-মূলে
তুলে দেখিয়ো ॥

এ নহে গো তৃণদল,
ভেসে-আসা ফুল ফল,
এ যে ব্যথা-ভরা মন,
মনে রাখিয়ো ॥
কেন আসে, কেন যায় কেহ না জানে।
কে আসে কাহার পাশে কিসের টানে।
রাখো যদি ভালোবেসে
চিরপ্রাণ পাইবে সে,
ফেলে যদি যাও তবে
বাঁচিবে কি ও?
আমার পরাণ ল'য়ে কী খেলা খেলাবে, ওগো
পরাণ-প্রিয় ॥

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
আমার নিভৃত নব জীবন-'পরে ॥
প্রভাত-কমলসম
ফুটিল হৃদয় মম
কার দুটি নিরুপম চরণ-তরে ॥
জেগে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী,
পলকে পলকে হিয়া পুলকে পূরি'।
কোথা হ'তে সমীরণ
আনে নব জাগরণ,
পরাণের আবরণ মোচন করে।
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে ॥

লাগে বুকে সুখে দুখে কত-যে ব্যথা,
কেমনে বুঝায়ে কবো না জানি কথা।
আমার বাসনা আজি
ত্রিভুবনে উঠে বাজি',
কাঁপে নদী বনরাজি বেদনা-ভরে।
বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে॥

বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি' তোমারে।
কোথা হ'তে এলে তুমি হৃদি-মাঝারে
ওই মুখ ওই হাসি
কেন এত ভালোবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে॥
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে,
তুমি চির-পুরাতন চিরজীবনে।
তুমি না দাঁড়ালে আসি'
হৃদয়ে বাজে না বাঁশি,
যত আলো যত হাসি ডুবে আঁধারে॥

সুন্দর হৃদি-রঞ্জন তুমি, নন্দন-ফুলহার।
তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার॥
নীল অম্বর চুম্বন-নত,
চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি' সঙ্গীত যত
গুঞ্জরে শতবার॥

ঝলকিছে কত ইন্দু কিরণ পুলকিছে ফুল-গন্ধ।
চরণ-ভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।
ছিঁড়ি' মর্ম্মের শত বন্ধন,
তোমা-পানে ধায় যত ক্রন্দন,
লহো হৃদয়ের ফুল চন্দন
বন্দন-উপহার॥

——

কথা তা'রে ছিল বলিতে।
চোখে চোখে দেখা হ'লো পথ চলিতে॥
ব'সে ব'সে দিবারাতি,
বিজনে সে-কথা গাঁথি,
কত-যে পূরবী রাগে,
কত ললিতে॥
সে-কথা ফুটিয়া উঠে
কুসুম-বনে,
সে-কথা ব্যাপিয়া যায়
নীল গগনে;
সে-কথা লইয়া খেলি,
হৃদয়ে বাহিরে মেলি,
মনে মনে গাহি, কার
মন ছলিতে।
কথা তা'রে ছিল বলিতে॥

——

আমারে করো তোমার বীণা, লহো গো লহো তুলে'।
উঠিবে বাজি' তন্ত্রী-রাজি মোহন অঙ্গুলে॥

কোমল তব কমল-করে
পরশ করো পরাণ-'পরে,
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণ-মূলে॥
কখনো সুখে কখনো দুখে
কাঁদিবে চাহি' তোমার মুখে,
চরণে পড়ি' র'বে নীরবে, রহিবে যবে ভুলে'
কেহ না জানে কী নব তানে
উঠিবে গীত শূন্যপানে,
আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কূলে॥

কে দিল আবার আঘাত আমার
দুয়ারে!
এ নিশীথকালে, কে আসি' দাঁড়ালে,
খুঁজিতে আসিলে কাহারে॥
বহুকাল হ'লো বসন্ত দিন,
এসেছিলো এক অতিথি নবীন,
আকুল জীবন করিল মগন
অকূল পুলক-পাথারে॥
আজি এ বরষা নিবিড় তিমির,
ঝর ঝর জল, জীর্ণ কুটীর,
বাদলের বায়ে, প্রদীপ নিবায়ে,
জেগে ব'সে আছি একা রে॥
অতিথি অজানা, তব গীত-সুর
লাগিতেছে কানে ভীষণ মধুর,
ভাবিতেছি মনে যাবো তব সনে
অচেনা অসীম আঁধারে॥

এসো গো নূতন জীবন।
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব
এসো গো ভীষণ শোভন ॥
এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এসো গো অশ্রু সলিল সিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন, রিক্ত,
এসো গো চিত্ত-পাবন ॥
থাক্‌ বীণা বেণু, মালতী-মালিকা,
পূর্ণিমা নিশি, মায়া-কুহেলিকা,
এসো গো প্রখর হোমানল-শিখা,
হৃদয় শোণিত-প্রাশন।
এসো গো পরম দুঃখনিলয়,
আশা অঙ্কুর করহ বিলয়,
এসো সংগ্রাম, এসো মহা-জয়,
এসো গো মরণ-সাধন ॥

পুষ্প-বনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে।
পরাণে বসন্ত এলো কার মন্তরে ॥
মঞ্জরিল শুষ্ক শাখী, কুহরিল মৌন পাখী,
বহিল আনন্দ-ধারা মরু প্রান্তরে ॥
দুখেরে করি না ডর, বিরহে বেঁধেছি ঘর,
মনঃকুঞ্জে মধুকর তবু গুঞ্জরে।
হৃদয়ে সুখের বাসা, মরমে অমর আশা,
চিরবন্দী ভালোবাসা প্রাণ-পিঞ্জরে ॥

ওঠো রে মলিন-মুখ, চলো এইবার।
এসো রে তৃষিত বুক, রাখো হাহাকার ॥
হেরো ওই গেল বেলা,
ভাঙিল ভাঙিল মেলা,
গেল সবে ছাড়ি' খেলা ঘরে যে যাহার ॥
হে ভিখারী, কারে তুমি শুনাইছ সুর।
রজনী আঁধার হ'লো, পথ অতি দূর।
ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণে,
আর কাজ নাহি গানে
এখন বেসুর তানে বাজিছে সেতার।
ওঠো রে মলিন-মুখ, চলো এইবার ॥

আজি, কোন্ ধন হ'তে বিশ্বে আমারে
কোন্ জনে করে বঞ্চিত,—
তব চরণ-কমল-রতন-রেণুকা
অন্তরে আছে সঞ্চিত।
কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে
মর্ম্ম মাঝারে শল্য বরষে,
তবু প্রাণ মন পীযূষ পরশে
পলে পলে পুলকাঞ্চিত।
আজি কিসের পিপাসা মিটিল না, ওগো
পরম পরাণ-বল্লভ!
চিতে চিরসুধা করে সঞ্চার, তব
সকরুণ কর-পল্লব।
হেথা কত দিনে রাতে অপমান-ঘাতে
আছি নতশির গঞ্জিত।

অধু চিত্ত-ললাট তোমারি স্ব-করে
 র'য়েছে তিলক-রঞ্জিত।
হেথা কে আমার কানে কঠিন বচনে
 বাজায় বিরোধ ঝঞ্চনা।
প্রাণে দিবস রজনী উঠিতেছে ধ্বনি
 তোমারি বীণার গুঞ্জনা।
নাথ, যার যাহা আছে তা'র তাই থাক্,
 আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত,—
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে
 থাকো থাকো চিরবাঞ্ছিত ॥

বড়ো বেদনার মতো বেজেছো তুমি হে আমার প্রাণে,
মন-যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে ॥
তোমারে হৃদয়ে ক'রে আছি নিশিদিন ধ'রে,
 চেয়ে থাকি আঁখি ভ'রে মুখের পানে ॥
বড়ো আশা বড়ো তৃষা বড়ো আকিঞ্চন, তোমারি লাগি'।
বড়ো সুখে বড়ো দুখে বড়ো অনুরাগে র'য়েছি জাগি'।
এ জন্মের মতো আর, হ'য়ে গেছে যা হবার,
 ভেসে গেছে মন প্রাণ মরণ-টানে ॥

হৃদয়ের এ-কূল ও-কূল দু-কূল ভেসে যায়, হায় সজনী,
 উথলে নয়ন-বারি।
যে-দিকে চেয়ে দেখি ওগো সখী,
 কিছু আর চিনিতে না পারি ॥

পরাণে পড়িয়াছে টান,
ভরা নদীতে আসে বান,
আজিকে কী ঘোর তুফান সজনী গো,
বাঁধ আর বাঁধিতে নারি ॥
কেন এমন হ'লো গো, আমার এই নব যৌবনে।
সহসা কী বহিল কোথাকার কোন্ পবনে।
হৃদয় আপনি উদাস, মরমে কিসের হুতাশ,
জানি না কী বাসনা কী বেদনা গো,
আপনা কেমনে নিবারি ॥

এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে ফিরে এসো।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত,
নাথ হে, ফিরে এসো ॥
ওহে নিষ্ঠুর, ফিরে এসো,
আমার করুণ-কোমল এসো,
আমার সজল-জলদ-স্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এসো ॥
আমার নিতি-সুখ ফিরে এসো,
আমার চির-দুখ ফিরে এসো,
আমার সব সুখদুখ-মন্থন-ধন অন্তরে ফিরে এসো ॥
আমার চিরবাঞ্ছিত এসো,
আমার চিতসঞ্চিত এসো,
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজ-বন্ধনে ফিরে এসো ॥
আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো

আমার মুখের হাসিতে এসো,
আমার চোখের সলিলে এসো,
আমার আদরে, আমার ছলনে, আমার অভিমানে ফিরে এসো।
আমার সকল স্মরণে এসো,
আমার সকল ভরমে এসো,
আমার ধরম করম সোহাগ সরম জনম মরণে এসো ॥

আমার মন মানে না—দিন রজনী।
আমি কী কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া
পুলক রাখিতে নারি।
ওগো কী ভাবিয়া মনে এ দুটি নয়নে
উথলে নয়ন-বারি—
ওগো সজনী।
সে সুধা-বচন, সে সুখ-পরশ,
অঙ্গে বাজিছে বাঁশী।
(তাই) শুনিয়া শুনিয়া আপনার মনে
হৃদয় হয় উদাসী,—
কেন না জানি ॥
ওগো বাতাসে কী কথা ভেসে চ'লে আসে,
আকাশে কী মুখ জাগে।
ওগো বন-মর্ম্মরে নদী-নির্ঝরে
কী মধুর সুর লাগে।
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো
জড়ায়ে ধরিছে গলে,
(আমি) এ কথা এ ব্যথা সুখ-ব্যাকুলতা
কাহার চরণ-তলে
দিব নিছনি ॥

ঝরঝর বরিষে বারিধারা।
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা॥
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে
জনহীন অসীম প্রান্তরে,
রজনী আঁধারা॥
অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলা রে, তিমির-দুকূলা রে।
নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে,
চঞ্চল চপলা চমকে নাহি শশী-তারা॥

ওহে নবীন অতিথি,
তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন।
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সঙ্গোপন॥
যতনে কত কী আনি'
বেঁধেছিনু গৃহখানি,
হেথা কে তোমারে বলো ক'রেছিলো নিমন্ত্রণ॥
কত আশা ভালোবাসা গভীর হৃদয়তলে
ঢেকে রেখেছিনু বুকে, কত হাসি অশ্রুজলে।
একটি না কহি' বাণী
তুমি এলে মহারাণী,
কেমনে গোপনে মনে করিলে হে পদার্পণ॥

ওলো সই, ওলো সই,
আমার ইচ্ছা করে তোদের মতো মনের কথা কই॥
ছড়িয়ে দিয়ে পা দু-খানি, কোণে ব'সে কানাকানি,
কভু হেসে, কভু কেঁদে, চেয়ে ব'সে রই॥

ওলো সই, ওলো সই,
তোদের আছে মনের কথা, আমার আছে কই !
আমি কী বলিব—কার কথা, কোন্ সুখ কোন্ ব্যথা,
নাই কথা, তবু সাধ শত কথা কই ॥
ওলো সই, ওলো সই,
তোদের এত কী বলিবার আছে, ভেবে অবাক্ হই !
আমি একা বসি সন্ধ্যা হ'লে, আপনি ভাসি নয়ন-জলে,
কারণ কেহ শুধাইলে নীরব হ'য়ে রই ॥

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়-কমল-বনমাঝে ॥
নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি,
অমৃতমুরতিমতী বাণী,
হিরণ-কিরণ ছবিখানি
পরাণের কোথা সে বিরাজে।
মধু ঋতু জাগে দিবানিশি,
পিক-কুহরিত দিশি দিশি ॥
মানস-মধুপ পদতলে
মুরছি' পড়িছে পরিমলে।
এসো দেবী, এসো এ আলোকে,
একবার হেরি তোরে চোখে,
গোপনে থেকো না মনোলোকে,
ছায়াময় মায়াময় সাজে ॥

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার ক'রে লও খেয়ার নেয়ে॥
ভেঙে এলেম খেলার বাঁশী
চুকিয়ে এলেম কান্না হাসি,
সন্ধ্যাবায়ে শ্রান্তকায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে॥
ও-পারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যা-দীপ জ্বলিল রে,
আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির-'পরে।
এসো এসো শ্রান্তি-হরা,
এসো শান্তি সুপ্তি-ভরা,
এসো এসো তুমি এসো, এসো তোমার তরী বেয়ে॥

বিশ্ব-বীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদী নদে গিরিগুহা পারাবারে,
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীত মধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরস ভঙ্গিমা।—
নব বসন্তে, নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে,
শুনি রে শুনি মর্ম্মর পল্লবে-পুঞ্জে,
পিক-কূজন পুষ্পবনে বিজনে,
মৃদু বায়ু-হিল্লোল-বিলোল বিভোল বিশাল সরোবর মাঝে,
কলগীত সুললিত বাজে।
শ্যামল-কান্তার-'পরে অনিল সঞ্চারে ধীরে,
নদীতীরে শরবনে উঠে ধ্বনি সরসর মরমর,
কত দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা।
আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব॥

অতি গম্ভীর, নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে,
যেন রে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে।
করে গর্জ্জন নির্ঝরিণী সঘনে,
হেরো ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়াল তমাল-বিতানে
উঠে রব ভৈরব তানে।
পবন মল্লার গীত গাহিছে আঁধার রাতে;
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অম্বর-তলে।
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা॥
আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি নির্ম্মল, অতি নির্ম্মল উজ্জ্বল সাজে,
ভুবনে নব শারদ-লক্ষ্মী বিরাজে।
নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে;
অতি নির্ম্মল হাস-বিভাস-বিকাশ আকাশ নীলাম্বুজ মাঝে;
শ্বেত ভুজে শ্বেত বীণা বাজে।
উঠিছে আলাপ মৃদু মধুর বেহাগ তানে,
চন্দ্র-করে উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিল্লীরবে তন্দ্রা আনে রে,
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা,
ঝর ঝর রসধারা॥

আহা জাগি' পোহালো বিভাবরী।
ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরী॥
ম্লান প্রদীপ উষানিল চঞ্চল,
পাণ্ডুর শশধর গত অস্তাচল,
মুছ আঁখিজল, চলো সখী, চলো,
অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্বরি'॥

শরত-প্রভাত নিরাময় নির্ম্মল,
শান্ত সমীরে কোমল পরিমল,
নির্জ্জন বন-তল শিশির-সুশীতল,
পুলকাকুল তরু-বল্লরী।
বিরহ-শয়নে ফেলি' মলিন মালিকা,
এসো নব ভুবনে এসো গো বালিকা,
গাঁথি' লহো অঞ্চলে নব শেফালিকা,
অলকে নবীন ফুল-মঞ্জরী ॥

তোমার গোপন কথাটি সখী, রেখো না মনে।
শুধু আমায়, ব'লো আমায় গোপনে ॥
ওগো ধীর মধুরহাসিনী, ব'লো ধীর মধুর ভাষে,
আমি কানে না শুনিব গো, শুনিব প্রাণের শ্রবণে ॥
যবে গভীর যামিনী, যবে নীরব মেদিনী,
যবে সুপ্তি-মগন বিহগ-নীড় কুসুম কাননে,
ব'লো অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে, ব'লো কম্পিত স্মিত হাসে,
ব'লো মধুর-বেদন-বিধুর হৃদয়ে সরম-নমিত নয়নে ॥

চিত্ত পিপাসিত রে,
গীত-সুধার তরে।
তাপিত শুষ্কলতা
বর্ষণ যাচে যথা,
কাতর অন্তর মোর
লুণ্ঠিত ধূলি-'পরে,
গীত-সুধার তরে ॥

আজি বসন্ত নিশা,
আজি অনন্ত তৃষা,
আজি এ জাগ্রত প্রাণ
তৃষিত চকোর সমান
গীত সুধার তরে ॥
চন্দ্র অতন্দ্র নভে
জাগিছে সুপ্ত ভবে,
অন্তর বাহির আজি
কাঁদে উদাস স্বরে
গীত-সুধার তরে ॥

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী
তুমি থাকো সিন্ধু-পারে ওগো বিদেশিনী ॥
তোমায় দেখেছি শারদ প্রাতে,
তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে,
তোমায় দেখেছি হৃদি-মাঝারে ওগো বিদেশিনী ॥
আমি আকাশে পাতিয়া কান,
শুনেছি শুনেছি তোমারি গান,
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী।
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
আমি এসেছি নূতন দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী ॥

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল।
ভবের পদ্মপত্রে জল
সদা ক'র্‌ছি টলমল।
মোদের আসা যাওয়া শূন্য হাওয়া,
নাইকো ফলাফল॥
নাহি জানি করণ কারণ,
নাহি জানি ধরণ ধারণ,
নাহি মানি শাসন বারণ গো,—
আমরা, আপন রোখে মনের ঝোঁকে
ছিঁড়েছি শিকল॥

লক্ষ্মী, তোমার বাহনগুলি
ধনে পুত্রে উঠুন ফুলি'
লুঠুন্ তোমার চরণ-ধূলি গো,
আমরা স্কন্ধে ল'য়ে কাঁথা ঝুলি
ফির্‌বো ধরাতল॥
তোমার বন্দরেতে বাঁধা ঘাটে,
বোঝাই-করা সোনার পাটে,
অনেক রত্ন অনেক হাটে গো,
আমরা নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা তরী
ভেসেছি কেবল॥

আমরা এবার খুঁজে দেখি
অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভব-সাগরে।
যদি সুখ না জোটে দেখ্‌বো ডুবে
কোথায় রসাতল॥

আমরা জুটে' সারাবেলা,
ক'র্‌বো হতভাগার মেলা,
গাবো গান খেল্‌বো খেলা গো।
কণ্ঠে যদি গান না আসে,
ক'র্‌বো কোলাহল ॥

ওগো। ভাগ্যদেবী পিতামহী, মিট্‌লো আমার আশ,
এবার তবে আজ্ঞা করো, বিদায় হবে দাস ॥
জীবনের এই বাসর রাতি
পোহায় বুঝি নেবে বাতি,
বধূর দেখা নাইকো, শুধু প্রচুর পরিহাস ॥
এখন থেমে গেল বাঁশী
শুকিয়ে এলো পুষ্পরাশি,
উঠ্‌লো তোমার অট্টহাসি কাঁপায়ে আকাশ।
ছিলেন যাঁরা আমায় ঘিরে
গেছেন যে-যার ঘরে ফিরে,
আছ বৃদ্ধা ঠাকুরাণী মুখে টানি' বাস ॥

এ কী আকুলতা ভুবনে,
এ কী চঞ্চলতা পবনে।
এ কী মধুর মদির-রস রাশি,
আজি শূন্য-তলে চলে ভাসি',
ঝরে চন্দ্র-করে এ কী হাসি,
ফুল-গন্ধ লুটে গগনে ॥

এ কী প্রাণভরা অনুরাগে,
আজি বিশ্ব-জগত জন জাগে,
আজি নিখিল নীল গগনে সুখ-পরশ কোথা হ'তে লাগে।
সুখে শিহরে সকল বনরাজি,
উঠে মোহন বাঁশরী বাজি',
হেরো, পূর্ণ-বিকশিত আজি
মম অন্তর সুন্দর স্বপনে॥

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম।
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা-নিশীথিনী সম॥
মম জীবন যৌবন;
মম অখিল ভুবন,
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী সম॥
জাগিবে একাকী
তব করুণ আঁখি,
তব অঞ্চল-ছায়া মোরে রহিবে ঢাকি'।
মম দুঃখ বেদন,
মম সফল স্বপন,
তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী সম॥

সে আসে ধীরে
যায় লাজে ফিরে।
রিনিকি রিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে,
রিনিঝিনি ঝিল্লীরে॥

বিকচ নীপ কুঞ্জে
নিবিড় তিমির-পুঞ্জে,
কুন্তল-ফুল-গন্ধ আসে অন্তর-মন্দিরে,
উন্মদ সমীরে ॥
শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি
অঞ্চল উড়ে চঞ্চল।
পুষ্পিত তৃণবীথি,
ঝঙ্কৃত বনগীতি,
কোমল-পদপল্লবতল-চুম্বিত ধরণীরে,
নিকুঞ্জ কুটীরে ॥

কে উঠে ডাকি'
মম বক্ষোনীড়ে থাকি',
করুণ মধুর অধীর তানে
বিরহ-বিধুর পাখী ॥
নিবিড় ছায়া গহন মায়া,
পল্লবঘন নির্জ্জন বন,
শান্ত পবনে কুঞ্জভবনে
কে জাগে একাকী ॥
যামিনী বিভোরা
নিদ্রা-ঘন-ঘোরা,
ঘন তমালশাখা,
নিদ্রাঞ্জন মাখা।
স্তিমিত তারা চেতন-হারা,
পাণ্ডু গগন তন্দ্রা-মগন,
চন্দ্র শ্রান্ত দিক-ভ্রান্ত
নিদ্রালস আঁখি ॥

ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি
পরমোৎসব রাতি।
রেখেছি কনক-মন্দিরে
কমলাসন পাতি' ॥
তুমি এসো হৃদে এসো,
হৃদি-বল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রু-নেত্রে করো বরিষণ
করুণ হাস্য-ভাতি ॥
তব কণ্ঠে দিব মালা,
দিব চরণে ফুল-ডালা,
আমি সকল কুঞ্জ-কানন ফিরি'
এনেছি যূঁথী জাতি।
তব পদতল-লীনা,
বাজাবো স্বর্ণ বীণা,
বরণ করিয়া লবো তোমারে
মম মানস-সাথী ॥

তুমি যেয়ো না এখনি।
এখনো আছে রজনী ॥
পথ বিজন, তিমির সঘন,
কানন কণ্টকতরু-গহন, আঁধার ধরণী ॥
বড়ো সাধে জ্বালিনু দীপ, গাঁথিনু মালা,
চিরদিনে বঁধু পাইনু হে তব দরশন।
আজি যাবো অকূলের পারে,
ভাসাবো প্রেম-পারাবারে জীবন-তরণী ॥

আকুল কেশে আসে, চায় ম্লান নয়নে,
কে গো চির বিরহিণী,
নিশি-ভোরে আঁখি জড়িত ঘুম-ঘোরে,
বিজন ভবনে, কুসুম-সুরভি মৃদু পবনে
সুখ-শয়নে, মম প্রভাত-স্বপনে ॥
শিহরি' চমকি' জাগি, তারি লাগি' ।
চকিতে মিলায় ছায়াপ্রায়, শুধু রেখে যায়
ব্যাকুল বাসনা কুসুম-কাননে ॥

কী রাগিনী বাজালে হৃদয়ে, মোহন মনোমোহন,
তাহা তুমি জানো হে, তুমি জানো ॥
চাহিলে মুখপানে, কী গাহিলে নীরবে,
কিসে মোহিলে মন প্রাণ,
তাহা তুমি জানো হে, তুমি জানো ॥
আমি শুনি দিবা রজনী, তারি ধ্বনি তারি প্রতিধ্বনি ।
তুমি কেমনে মরম পরশিলে মম,
কোথা হ'তে প্রাণ কেড়ে আনো
তাহা তুমি জানো হে, তুমি জানো ॥

এখনো তা'রে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি ॥
শুনেছি মুরতি কালো, তা'রে না দেখাই ভালো,
সখী, বলো, আমি জল আনিতে যমুনায় যাবো কি ॥

শুধু স্বপনে এসেছিলো সে, নয়ন-কোণে হেসেছিলো সে,
সে অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই, আঁখি মেলিতে
ভেবে সারা হই।
কানন পথে যে খুসি সে যায়, কদম-তলে যে খুসি সে চায়,
সখী, আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাবো কি॥

ওগো তোরা কে যাবি পারে?
আমি তরী নিয়ে ব'সে আছি নদী-কিনারে॥
ও-পারেতে উপবনে,
কত খেলা কত জনে,
এ পারেতে ধূ ধূ মরু বারি বিনা রে॥
এইবেলা বেলা আছে আয় কে যাবি।
মিছে কেন কাটে কাল কত কী ভাবি'।
সূর্য্য পাটে যাবে নেমে,
সুবাতাস যাবে থেমে
খেয়া বন্ধ হ'য়ে যাবে সন্ধ্যা-আঁধারে॥

তবে শেষ ক'রে দাও শেষ গান, তা'র পরে যাই চ'লে।
তুমি ভুলে যেয়ো এ রজনী, আজ রজনী ভোর হ'লে॥
বাহু-ডোরে বাঁধি কারে,
স্বপ্ন কভু বাঁধা পড়ে,
বক্ষে শুধু বাজে ব্যথা, আঁখি ভাসে জলে॥

যাহা পাও তাই লও, হাসি মুখে ফিরে যাও,
কারে চাও কেন চাও, আশা কে পূরাতে পারে।
সবে চায় কেবা পায়, সংসার চ'লে যায়
যেবা হাসে যেবা কাঁদে যেবা প'ড়ে থাকে দ্বারে ॥

সখী, আমারি দুয়ারে কেন আসিল,
নিশি-ভোরে যোগী ভিখারী;
কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল।
আমি আসি যাই যতবার,
চোখে পড়ে মুখ তা'র,
তা'রে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবি লো ॥
শ্রাবণে আঁধার দিশি,
শরতে বিমল নিশি,
বসন্তে দখিন বায়ু, বিকশিত উপবন;
কত ভাবে কত গীতি,
গাহিতেছে নিতি নিতি,
মন নাহি লাগে কাজে, আঁখি জলে ভাসিল ॥

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা,
শুধু আলো আঁধারে কাঁদা হাসা ॥
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চ'লে যায়,
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা ॥

অশেষ বাসনা ল'য়ে ভাঙা বল,
প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙা ফল,
ভাঙা তরী ধ'রে ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে ভাঙা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়,
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে, আধো বিশ্বাসে,
শুধু আধখানি ভালোবাসা॥

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চ'লে।
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা প'ড়ে যায় নব প্রেম-জালে॥
যদি থাকি কাছাকাছি
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি—
তবু মনে রেখো॥
যদি জল আসে আঁখি-পাতে,
একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধু-রাতে,
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ-প্রাতে—
তবু মনে রেখো॥
যদি পড়িয়া মনে,
ছল ছল জল নাই দেখা দেয় নয়ন-কোণে—
তবু মনে রেখো॥

তোমরা সবাই ভালো।
(যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে, সেই আমাদের ভালো।)
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালো॥

কেউ-বা অতি জ্বলজ্বল,
কেউ-বা ম্লান ছলছল,
কেউ-বা কিছু দহন করে, কেউ-বা স্নিগ্ধ আলো ॥
নূতন প্রেমে নূতন বধূ
আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্লমধুর একটুকু ঝাঁঝালো ॥
বাক্য যখন বিদায় করে
চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো ॥

মনে র'য়ে গেল মনের কথা,
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা ॥
মনে করি দু-টি কথা ব'লে যাই, কেন মুখের পানে চেয়ে
চ'লে যাই,
সে যদি চাহে মরি-যে তাহে, কেন মুদে আসে আঁখির পাতা ॥
ম্লান মুখে সখী সে-যে চ'লে যায়, তা'রে ফিরায়ে
ডেকে নিয়ে আয়,
বুঝিল না সে-যে কেঁদে গেল, ধূলায় লুটাইল হৃদয়-লতা ॥

দেখে যা দেখে যা দেখে যা লো তোরা
সাধের কাননে মোর
আমার সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—
(হেথা) জ্যোছনা ফুটে তটিনী ছুটে
প্রমোদে কানন ভোর।

আয় আয় সখী, আয় লো হেথা, দু-জনে কহিব মনের কথা।
তুলিব কুসুম দু-জনে মিলি' রে,
সুখে গাঁথিব মালা গণিব তারা, করিব রজনী ভোর।
এ কাননে বসি' গাহিব গান সুখের স্বপনে কাটাবো প্রাণ।
খেলিব দু-জনে মনের খেলারে
(প্রাণে) রহিবে মিলি' দিবস-নিশি আধো আধো ঘুম-ঘোর ॥

মনে যে-আশা ল'য়ে এসেছি হ'লো না হ'লো না হে,
ওই মুখপানে চেয়ে ফিরিনু লুকাতে আঁখিজল
বেদনা রহিল মনে মনে।
তুমি কেন হেসে চাও, হেসে যাও হে, আমি কেন কেঁদে কেঁদে ফিরি,
কেন আনি কম্পিত হৃদয়খানি ; কেন যাও দূরে না দেখে !

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় (জলে)।
কেন মন কেন এমন করে ॥
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে ॥
চারিদিকে সব মধুর নীরব
কেন আমারি পরাণ কেঁদে মরে,
কেন মন কেন এমন কেন রে ॥
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে,
বাজে তারি অযতন প্রাণের 'পরে।
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে ॥

ক্ষ্যাপা তুই আছিস্ আপন খেয়াল্ ধ'রে।
যে আসে তোরি পাশে সবাই হাসে দেখে তোরে ॥
জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি,
তা'রা পায় না বুঝে তুই কী খুঁজে ক্ষেপে বেড়াস্ জনম ভ'রে ॥
তোর নাই অবসর নাইকো দোসর ভবের মাঝে,
তোরে চিন্‌তে যে চাই সময় না পাই নানান্ কাজে।
ওরে তুই কী শুনাতে এত প্রাতে মরিস্ ডেকে,
এ যে বিষম জ্বালা ঝালাপালা দিবি সবায় পাগল ক'রে ॥
ওরে তুই কী এনেছিস্ কী টেনেছিস্ ভাবের জালে
তা'র কী মূল্য আছে কারো কাছে কোনো কালে।
আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোরে,
তুই কী সৃষ্টিছাড়া নাইকো সাড়া র'য়েছিস্ কোন্ নেশার ঘোরে ॥
এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চ'লে যাবে,
ব'সে তুই আরেক কোণে নিজের মনে নিজের ভাবে;
ওরে ভাই, ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে,
মিছে তুই তারি লাগি' আছিস্ জাগি', না জানি
কোন্ আশার জোরে ॥

আজ তোমারে দেখ্‌তে এলেম অনেক দিনের পরে।
ভয় ক'রো না সুখে থাকো, বেশীক্ষণ থাক্‌বো নাকো,
এসেছি দণ্ড দু'য়ের তরে ॥
দেখ্‌বো শুধু মুখখানি, শুনাও যদি শুন্‌বো বাণী,
না হয় যাবো আড়াল থেকে হাসি দেখে দেশান্তরে ॥

সারা বরষ দেখিনে মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হ'লো নয়ন-তারা ॥
এলি কি পাষাণী ওরে, দেখ্‌বো তোরে আঁখি ভ'রে,
কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা ॥

আমিই শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা গেল চ'লে, রৈলো যা তা কেবল ফাঁকি ॥
আমার ব'লে ছিল যারা আর তো তা'রা দেয় না সাড়া,
কোথায় তা'রা কোথায় তা'রা, কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি ॥
বল্ দেখি মা শুধাই তোরে, আমার কিছু রাখ্‌লি নে রে,
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি ॥

যেতে হবে আর দেরি নাই।
পিছিয়ে প'ড়ে র'বি কত সঙ্গীরা যে গেল সবাই।
আয় রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার ক'রে এসেছে রে,
পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস রে ভাই ॥
খেল্‌তে এলো ভবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা,
হেথা হ'তে আয় রে স'রে নইলে তোরে মার্‌বে ঢেলা।
নামিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা,
আরেক দেশে চল্ রে সোজা,
নতুন ক'রে বাঁধ্‌বি বাসা, নতুন খেলা খেল্‌বি সে-ঠাঁই ॥

আমার যাবার সময় হ'লো, আমায় কেন রাখিস্ ধ'রে।
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে বাঁধিস্‌নে আর মায়া-ডোরে॥
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি,
ফিরিয়ে নে তোর নয়ন ছুটি,
নাম ধ'রে আর ডাকিস্‌নে ভাই, যেতে হবে ত্বরা ক'রে॥

ফিরায়ো না মুখখানি, রাণী, ওগো রাণী;
ভ্রূভঙ্গ-তরঙ্গ কেন আজি সুনয়নী,
হাসিরাশি গেছে ভাসি',
কোন্ দুখে সুধামুখে নাহি বাণী॥
আমারে মগন করো তোমার মধুর কর-পরশে সুধা-সরসে,
প্রাণ মন পূরিয়া দাও নিবিড় হরষে;
হেরো শশী সুশোভন, সজনী, সুন্দরী রজনী,
তৃষিত মধুপ-সম কাতর হৃদয় মম,—
কোন্ প্রাণে আজি ফিরাবে তা'রে পাষাণী॥

গহন ঘন বনে, পিয়াল তমাল সহকার ছায়ে,
সন্ধ্যা-বায়ে তৃণ-শয়নে মুগ্ধ নয়নে র'য়েছি বসি';
শ্যামল পল্লবভার আঁধারে মর্ম্মরিছে,
বায়ুভরে কাঁপে শাখা,
বকুলদল পড়ে খসি'॥
স্তব্ধ নীড়ে নীরব বিহগ
নিস্তরঙ্গ নদীপ্রান্তে অরণ্যের নিবিড় ছায়া।
ঝিল্লিমন্দ্রে তন্দ্রাপূর্ণ জলস্থল শূন্যতল,
চরাচরে স্বপনের মায়া।
নির্জ্জন হৃদয়ে মোর জাগিতেছে সেই মুখ-শশী॥

সাজাবো তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে,
নানা বরণের বনফুল দিয়ে দিয়ে ॥
আজি বসন্ত-রাতে পূর্ণিমা-চন্দ্র-করে,
দক্ষিণ-পবনে, প্রিয়ে,
সাজাবো তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে ॥

মন জানে মনোমোহন আইল, মন জানে সখী।
তাই কেমন করে আজি আমার প্রাণে ॥
তারি সৌরভ বহি' বহিল কি সমীরণ
আমার পরাণ পানে ॥

হিয়া কাঁপিছে সুখে কি দুখে সখী,
কেন নয়নে আসে বারি।
আজি প্রিয়তম আসিবে মোর ঘরে,
বলো, কী করিব আমি সখী!
দেখা হ'লে সখী, সেই প্রাণবঁধুরে কী বলিব নাহি জানি,
সে কি না জানিবে সখী, র'য়েছে যা হৃদয়ে,
না বুঝে কি ফিরে' যাবে সখী ॥

সমুখেতে বহিছে তটিনী, দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া
বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।
সাঁঝের অধর হ'তে, ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া।

দিবস বিদায় চাহে, যমুনা বিলাপ গাহে
সায়াহ্নেরি রাঙ্গা পায়ে কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া।
এসো বঁধু, তোমায় ডাকি, দোঁহে হেথা ব'সে থাকি
আকাশের পানে চেয়ে জলদের খেলা দেখি,
আঁখি-'পরে তারাগুলি একে একে উঠিবে ফুটিয়া॥

গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশদিশি, স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল—কী হবে কে জানে,
ঘোরা রজনী, দিক-ললনা ভয়বিভলা॥
চমকে চমকে সহসা দিক্‌ উজলি',
চকিতে চকিতে মাতি' ছুটিল বিজলী,
থরথর চরাচর পলকে ঝলকিয়া,
ঘোর তিমিরে ছায় গগন মেদিনী;
গুরুগুরু নীরদ গরজনে স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে,
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ কড়কড় বাজ॥

যে-ফুল ঝরে সেই তো ঝরে, ফুল তো থাকে ফুটিতে;
বাতাস তা'রে উড়িয়ে নে যায়, মাটি মেশায় মাটিতে॥
গন্ধ দিলে হাসি দিলে, ফুরিয়ে গেল খেলা।
ভালোবাসা দিয়ে গেল, তাই কি হেলাফেলা॥

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া।
গেছে দুখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া ॥
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দু-জনে যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্বিদিক হারাইয়া ॥
জলধি র'য়েছে স্থির, ধূ-ধূ করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ঘিরে' দুই বাহু প্রসারিয়া ॥

আয় তবে সহচরি,
হাতে হাতে ধরি' ধরি'
নাচিবি ঘিরি' ঘিরি'
গাহিবি গান।
আন তবে বীণা,
সপ্তম সুরে বাঁধ্ তবে তান।
পাশরিব ভাবনা
পাশরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদে ভরি'
মনপ্রাণ দিবানিশি।
আন তবে বীণা,
সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান।
ঢালো ঢালো শশধর
ঢালো ঢালো জোছনা,
সমীরণ ব'হে যা-রে
ফুলে ফুলে ঢলি' ঢলি';
উলসিত তটিনী,—
উথলিত গীতরবে খুলে দে রে মনপ্রাণ ॥

আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই।
প'ড়ে থাকা পিছে, ম'রে থাকা মিছে,
বেঁচে ম'রে কী বা ফল, ভাই।
আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই॥
প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,
দিন ক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় ক'রে পাঁজি পুঁথি ধ'রে
সময় কোথা পাবি, বল্‌ ভাই।
আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই॥

অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
(এ যে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন।
দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মতো
হৃদয়ে বহিয়া বল, ভাই।
আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই॥

দেখো যাত্রী যায়, জয়-গান গায়,
রাজপথে গলাগলি,
এ আনন্দস্বরে, কে র'য়েছে ঘরে,
কোণে করে দলাদলি।
বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়,
মহাবেগবান্‌ মানব-হৃদয়,
যারা ব'সে আছে তা'রা বড়ো নয়,
ছাড়ো ছাড়ো মিছে ছল্‌, ভাই।
আগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই॥

পিছায়ে যে আছে তা'রে ডেকে নাও,
নিয়ে যাও সাথে ক'রে
কেহ নাহি আসে, একা চ'লে যাও
মহত্ত্বের পথ ধ'রে।
পিছু হ'তে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চ'লে যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন—
মিছে নয়নের জল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই॥

চিরদিন আছি ভিখারীর মতো
জগতের পথ-পাশে,
যারা চ'লে যায়, কৃপা-চক্ষে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে।
ধূলিশয্যা ছাড়ি' উঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পারো, চেয়ে দেখো তবে
ওই আছে রসাতল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্, ভাই॥

তোমারি তরে মা, সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা, সঁপিনু প্রাণ,
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল তোমারি কার্য্য সাধিবে,
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন তোমারি পাশ নাশিবে।

যদিও জননী, যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কী জানি যদি মা, একটি সন্তান
জাগি' ওঠে শুনি এ বীণা তান।

চৈত্র ১২৮৪

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া,
বলো, উঠ উঠ সঘনে, গভীর নিদ্রা-মগনে ॥
দেখো তিমির রজনী যায় ওই,
হাসে উষা নব জ্যোতির্ময়ী,
নব আনন্দে, নব জীবনে,
ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগ-কলকূজনে ॥
হেরো, আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয়-অচল পথে,
কিরণ-কিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণ-রথে।
চলো যাই কাজে, মানব-সমাজে,
চলো বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে।
যায় লাজ ত্রাস, আলস বিলাস, কুহক মোহ যায়।
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপন প্রায়।
ফেলো জীর্ণ চীর, পরো নব সাজ,
আরম্ভ করো জীবনের কাজ,
সরল সবল আনন্দ মনে, অমল অটল জীবনে ॥

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না !
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা ॥
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে,
গভীর মরম-বেদনা !
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা ॥
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালী
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা ক'য়ে, মিছে যশ ল'য়ে,
মিছে কাজে নিশি যাপনা।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা ॥

এ কী এ সুন্দর শোভা! কী মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি।
বলো হে প্রেমময়, হৃদয়ের স্বামী,
কী ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহো লহো তুমি, কী বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ॥

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবো নাকো পথহারা।
যেথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়ন জলে ঢালো গো কিরণধারা।
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল-কিনারা।
কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি।
অমনি ও মুখ হেরি' সরমে সে হয় সারা॥
ভগ্নহৃদয় ১২৮৮

অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে।
যে-আঁখি জগত পানে চেয়ে র'য়েছে॥
রবি শশী গ্রহ তারা হয় না কো দিশেহারা,
সেই আঁখি 'পরে তা'রা আঁখি রেখেছে॥
তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই,
হৃদয়-আকাশ পানে কেন না তাকাই।
ধ্রুব-জ্যোতি সে-নয়ন জাগে সেথা অনুক্ষণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে॥

আজি শুভদিনে পিতার ভবনে
অমৃত সদনে চলো যাই।
চলো চলো, ভাই।
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে
আনন্দের নিকেতনে,
চলো চলো, ভাই।
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল,
কী আনন্দ উথলিল;
চলো চলো, ভাই।
দেবলোকে উঠিয়াছে জয়গান
গাহো সবে একতান,
বলো সবে জয় জয়।

আঁধার রজনী পোহাল, জগৎ পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত-কিরণে মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে॥
জগত নয়ন তুলিয়া হৃদয়-দুয়ার খুলিয়া
হেরিছে হৃদয়নাথেরে আপন হৃদয়-আলোকে॥
প্রেমমুখহাসি তাঁহারি পড়িছে ধরার আননে,
কুসুম বিকশি' উঠিছে, সমীর বহিছে কাননে।
সুধীরে আঁধার টুটিছে, দশদিক ফুটে উঠিছে,
জননীর কোলে যেন রে জাগিছে বালিকা বালকে॥
জগৎ যেদিকে চাহিছে, সেদিকে দেখিনু চাহিয়া,
হেরি' সে-অসীম মাধুরী হৃদয় উঠিছে গাহিয়া।
নবীন আলোকে ভাতিছে, নবীন আশায় মাতিছে,
নবীন জীবন লভিয়া জয় জয় উঠে ত্রিলোকে॥

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
দিবস কাটে বৃথায় হে—
আমি যেতে চাই তব পথ পানে,
কত বাধা পায় পায় হে ॥
চারিদিকে হেরো ঘিরিছে কারা
শত বাঁধনে জড়ায় হে,—
আমি ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো
ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে ॥
দাও ভেঙে দাও এ ভবের সুখ,
কাজ নেই এ খেলায় হে—
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মতো
বেলা ব'হে তত যায় হে ॥
হানো তব বাজ হৃদয়-গহনে,
দুখানল জ্বালো তায় হে—
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে,
সে জল দাও মুছায়ে হে।
শূন্য ক'রে দাও হৃদয় আমার,
আসন পাতো সেথায় হে,
তুমি এসো এসো, নাথ হ'য়ে বসো,
ভুলোনা আর আমায় হে ॥

আমার হৃদয়-সমুদ্র-তীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে।
কাতর পরাণ ধায় বাহু বাড়ায়ে ॥
হৃদয়ে উথলে তরঙ্গ চরণ পরশের তরে,
তা'রা চরণ-কিরণ ল'য়ে কাড়াকাড়ি করে।
মেতেছে হৃদয় আমার ধৈরজ না মানে,
তোমারে ঘেরিতে চায় নাচে সঘনে।

সখা, ঐখেনেতে থাকো তুমি যেয়ো না চ'লে,
আজি হৃদয়-সাগরের বাঁধ ভাঙি সবলে।
কোথা হ'তে আজি প্রেমের পবন ছুটেছে,
আমার হৃদয়ে তরঙ্গ কত নেচে উঠেছে।
তুমি দাঁড়াও তুমি যেয়ো না—
আমার হৃদয়ে তরঙ্গ আজি নেচে উঠেছে॥

এ কী সুগন্ধ হিল্লোল বহিল,
আজি প্রভাতে, জগত মাতিল তায়।
হৃদয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি
পাগল প্রায়॥
বরণ বরণ পুষ্পরাজি হৃদয় খুলিয়াছে আজি।
সেই সুরভি-সুধা করিছে পান,
পূরিয়া প্রাণ, সে-সুধা করিছে দান,
সে-সুধা অনিলে উথলি' যায়॥

এখনো আঁধার র'য়েছে, হে নাথ,
এ প্রাণ দীন মলিন, চিত্ত অধীর,
সব শূন্যময়।
চারিদিকে চাহি পথ নাহি নাহি,
শান্তি কোথা, কোথা আলয়।
কোথা তাপহারী পিপাসার বারি—
হৃদয়ের চিরআশ্রয়॥

এ পরবাসে র'বে কে হায়।
কে র'বে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে।
হেথা কে রাখিবে দুখ ভয় সঙ্কটে
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে, হায়রে।

এ মোহ আবরণ খুলে দাও, দাও হে।
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি',
চাও হৃদয়মাঝে চাও হে॥

ত-বো-প-১২৯৮, মা । স্বর - ১, ১১, পৃ: ১৪২

এসেছে সকলে কত আশে, দেখো চেয়ে
হে প্রাণেশ, ডাকে সবে ঐ তোমারে।
এসো হে মাঝে এসো, কাছে এসো,
তোমায় ঘিরিব চারিধারে।
উৎসবে মাতিব হে তোমায় ল'য়ে,
ডুবিব আনন্দ-পারাবারে॥

ওঠো ওঠো রে—বিফলে প্রভাত ব'হে যায়-যে।
মেলো আঁখি, জাগো জাগো, থেকো না রে অচেতন॥
সকলেই তাঁর কাজে ধাইল জগত মাঝে,
জাগিল প্রভাত-বায়ু,
ভানু ধাইল আকাশ-পথে॥

একে একে নাম ধ'রে ডাকিছেন বুঝি প্রভু—
একে একে ফুলগুলি তাই
ফুটিয়া উঠিছে বনে।
শুন সে আহ্বান-বাণী—চাহো সেই মুখপানে—
তাঁহার আশিস্ ল'য়ে
চলো রে যাই সবে তাঁর কাজে॥

কী করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি,
পথ হারাইলি গহনে॥
(ঐ) সময় চ'লে গেল, আঁধার হ'য়ে এলো,
মেঘ ছাইল গগনে।
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না,
বিঁধিছে কণ্টক চরণে॥
গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে,
এখন ফিরিব কেমনে।
পথ ব'লে দাও, পথ ব'লে দাও,
কে জানে কারে ডাকি সঘনে।
বন্ধু যাহারা ছিল, সকলে চ'লে গেল,
কে আর রহিল এ বনে।
(ওরে) জগত-সখা আছে, যা রে তাঁর কাছে,
বেলা-যে যায় মিছে রোদনে।
দাঁড়ায়ে গৃহ-দ্বারে জননী ডাকিছে,
আয় রে ধরি তাঁর চরণে,
পথের ধূলি লেগে অন্ধ আঁখি মোর,
মায়েরে দেখেও দেখিলিনে।

কোথা গো কোথা তুমি, জননী, কোথা তুমি,
ডাকিছ কোথা হ'তে এ জনে।
হাতে ধরিয়ে সাথে ল'য়ে চলো,
তোমার অমৃত-ভবনে ॥

কেরে ওই ডাকিছে,
স্নেহের রব উঠিছে জগতে জগতে—
তোরা আয়, আয়, আয়, আয়।
তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গাহে
প্রভাতে, সে সুধাস্বর প্রচারে।
বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে,
শোককাতর আকুল কেন আজি।
কেন নিরানন্দ, চলো সবে যাই—
পূর্ণ হবে আশা ॥

চ'লেছে তরণী প্রসাদ পবনে,
কে যাবে এসো হে শান্তিভবনে।
এ ভব সংসারে ঘিরেছে আঁধারে
কেন রে ব'সে হেথা ম্লান মুখ'!
প্রাণের বাসনা হেথায় পূরে না,
হেথায় কোথা প্রেম কোথায় সুখ।
এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল,
এ দুখ শোকানল দূরে যাক,
সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে
চল্‌রে শুনে চলি তাঁর ডাক,

বিষয় ভাবনা লইয়া যাবো না,
তুচ্ছ সুখ দুখ প'ড়ে থাক।
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে
তখন কার মুখ চাহিবে।
সাধের ধনজন দিয়ে বিসর্জ্জন,
কিসের আশে প্রাণ রাখিবে।

ডুবি অমৃত-পাথারে,—
যাই ভুলে চরাচর,
মিলায় রবি শশী।
নাহি দেশ, নাহি কাল, নাহি হেরি সীমা,
প্রেমমূরতি হৃদয়ে জাগে, আনন্দ নাহি ধরে ॥

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে।
ডাকিতে এসেছি তাই, চল ত্বরা ক'রে ॥
তাপিত-হৃদয় যারা মুছিবি নয়ন-ধারা,
ঘুচিবে বিরহ-তাপ কতদিন পরে ॥
আজি এ আকাশমাঝে, কী অমৃত বীণা বাজে
পুলকে জগৎ আজি কী মধু শোভায় সাজে।
আমি এ মধুর ভবে মধুর মিলন হবে,
তাঁহার সে প্রেমমুখ জেগেছে অন্তরে ॥

তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম,
ধন্য তোমার জগত-রচনা ॥
এ কী অমৃতরসে চন্দ্র বিকাশিলে,
এ সমীরণ পূরিলে প্রাণ-হিল্লোলে ॥
এ কী প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে,
কুসুমবন ছাইলে শ্যাম পল্লবে ॥
এ কী গভীর বাণী শিখালে সাগরে,
কী মধুগীতি তুলিলে নদী-কল্লোলে।
এ কী ঢালিছ সুধা মানব-হৃদয়ে
তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে ॥

তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে ব'লে
হেরো গো কী দশা হ'য়েছে।
মলিন বদন, মলিন হৃদয়,
শোকে প্রাণ ডুবে র'য়েছে।
বিরহীর বেশে এসেছি হেথায়,
জানাতে বিরহ-বেদনা ;
দরশন নেবো, তবে চ'লে যাবো,
অনেক দিনের বাসনা।
নাথ নাথ ব'লে ডাকিব তোমারে,
চাহিব হৃদয়ে রাখিতে ;
কাতর প্রাণের রোদন শুনিলে
আর কি পারিবে থাকিতে ?
ও অমৃতরূপ দেখিব যখন
মুছিব নয়ন-বারি হে ;
আর উঠিব না, পড়িয়া রহিব
চরণতলে তোমারি হে ॥

তোমায়, যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে।
প্রেম-কুসুমের মধু-সৌরভে—
নাথ, তোমারে ভুলাবো হে।
তোমার প্রেমে, সখা, সাজিব সুন্দর,
হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে।
আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর,
মধুর হাসি বিকাশি' র'বে হৃদয়াকাশে ॥

(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগত মন্দিরে ॥
অনাদি কাল অনন্ত গগন সেই অসীমমহিমা-মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ নন্দ নন্দরে ॥
হাতে ল'য়ে ছয় ঋতুর ডালি পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি',
কতই বরণ কতই গন্ধ, কত গীত কত ছন্দ রে ॥
বিহগ-গীত গগন ছায়, জলদ গায় জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায় গাহে গিরিকন্দরে।
কত কত শত ভকতপ্রাণ হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহবন্ধ রে ॥

তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে ব'য়ে,
এসো সবে নরনারী আপন হৃদয় ল'য়ে।
সে-আনন্দে উপবন, বিকশিত অনুক্ষণ,
সে-আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারতা ক'য়ে ॥

চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়।
সে-আনন্দরস পানে চির প্রেম জাগে প্রাণে,
দহে না সংসার-তাপ সংসার মাঝারে র'য়ে ॥

দুখ দিয়েছো, দিয়েছো ক্ষতি নাই,
কেন গো একেলা ফেলে রাখো ?
ডেকে নিলে, ছিল যারা কাছে,
তুমি তবে কাছে কাছে থাকো ॥
প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়,
রবি শশী দেখা নাহি যায়,
এ পথে চলে যে অসহায়—
তা'রে তুমি ডাকো, প্রভু, ডাকো ॥
সংসারের আলো নিভাইলে,
বিষাদের আঁধার ঘনায়,
দেখাও তোমার বাতায়নে
চির-আলো জ্বলিছে কোথায়।
শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই,
পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই,
অসীম প্রেমের উৎস কই,
আমারে তৃষিত রেখো না কো ॥

দুয়ারে ব'সে আছি, প্রভু, সারা বেলা,
নয়নে বহে অশ্রুবারি।

সংসারে কী আছে হে হৃদয় না পূরে,
প্রাণের বাসনা প্রাণে ল'য়ে,
ফিরেছি হেথা দ্বারে দ্বারে।
সকল ফেলি' আমি এসেছি এখানে,
বিমুখ হ'য়ো না দীনহীনে,
যা করো হে রবো প'ড়ে ॥

বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় ল'য়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্দ্ধমুখে নরনারী ॥
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ,
না থাকে শোক পরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক্,
বিঘ্ন দাও অপসারি' ॥
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান অভিমান।
বিতরো বিতরো প্রেম পাষাণ-হৃদয়ে,
জয় জয় হোক্ তোমারি ॥

বড়ো আশা ক'রে এসেছি গো কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননী।
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তা'রে রাখিবে জানি গো,
আর আমি-যে কিছু চাহিনে চরণতলে ব'সে থাকিব,
আর আমি-যে কিছু চাহিনে জননী ব'লে শুধু ডাকিব।

তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা,
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াবো।
ঐ-যে হেরি তমস-ঘন-ঘোরা গহন রজনী।

বেঁধেছো প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়।
তব প্রেম লাগি' দিবানিশি জাগি, ব্যাকুল হৃদয়॥
তব প্রেমে কুসুম হাসে,
তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেম হাসি তব উষা নব নব,
প্রেম-নিমগন নিখিল নীরব,
তব প্রেম তরে ফিরে হা হা ক'রে উদাসী মলয়॥
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে,
ভুলেছে তোমার রূপে নয়ন আমারি।
জলে স্থলে গগনতলে
তব সুধাবাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে,
আকুল হৃদয় খোঁজে বিশ্বময় ও প্রেম আলয়॥

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চির দিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে,
তোমারে দেখিতে দেয় না।
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে
তোমায় যবে পাই দেখিতে,

হারাই হারাই সদা হয় ভয়,
হারাইয়া ফেলি চকিতে।
কী করিলে বলো পাইব তোমারে,
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে।
এত প্রেম আমি কোথা পাবো নাথ,
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।
আর কারো পানে চাহিব না আর,
করিব হে আমি প্রাণপণ;
তুমি যদি বলো এখনি করিব
বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন।

শুভ্র আসনে বিরাজো অরুণ-ছটামাঝে,
নীলাম্বরে ধরণী-'পরে
কিবা মহিমা তব বিকাশিল।
দীপ্ত সূর্য্য তব মুকুটোপরি,
চরণে কোটি তারা মিলাইল,
আলোকে প্রেমে আনন্দে
সকল জগত বিভাসিল॥

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে,
শোনো শোনো পিতা।
কহো কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে
মঙ্গল বারতা॥

ক্ষুদ্র আশা নিয়ে র'য়েছে বাঁচিয়ে,
সদাই ভাবনা—
যা-কিছু পায় হারায়ে যায়,
না মানে সান্ত্বনা ॥
সুখ-আশে দিশে দিশে
বেড়ায় কাতরে—
মরীচিকা ধরিতে চায়
এ মরু প্রান্তরে ॥
ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা,
সন্ধ্যা হ'য়ে আসে,—
কাঁদে তখন আপন মন,
কাঁপে তরাসে ॥
কী হবে গতি, বিশ্বপতি
শান্তি কোথা আছে—
তোমারে দাও, আশা পূরাও,
তুমি এসো কাছে ॥

সংশয়-তিমির মাঝে না হেরি গতি হে।
প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগপতি হে ॥
বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে,
সতত বিরাজ হৃদয়-পুরে
তোমা বিনে অনাথ আমি অতি হে।
মিছে আশা ল'য়ে সতত ভ্রান্ত,
তাই প্রতিদিন হ'তেছি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে—

নিবারো নিবারো প্রাণের ক্রন্দন,
কাটো হে কাটো হে এ মায়া-বন্ধন,
রাখো রাখো চরণে এ মিনতি হে ॥

সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার,
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই।
চৌদিকে বিষাদ-ঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে,
তোমার আনন্দ-মুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই।
ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায় ;—
তবু সে-মৃত্যুর মাঝে অমৃত মূরতি রাজে,
মৃত্যুশোক পরিহরি' ওই মুখ পানে চাই ॥

অনেক দিয়েছো নাথ,
আমার বাসনা তবু পূরিল না ॥
দীন দশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না—
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না ॥
দিয়েছো জীবন মন, প্রাণপ্রিয় পরিজন,
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ ; নীলকান্ত অম্বর,
শ্যামশোভা ধরণী।
এত যদি দিলে সখা, আরও দিতে হবে হে,
তোমারে না পেলে আমি, ফিরিব না ফিরিব না ॥

অন্ধ জনে দেহো আলো, মৃত জনে দেহো প্রাণ।
তুমি করুণামৃতসিন্ধু করো করুণা-কণা দান!
শুষ্ক হৃদয় মম কঠিন পাষাণসম,
প্রেম-সলিল-ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান ॥
যে তোমারে ডাকে না হে, তা'রে তুমি ডাকো ডাকো,
তোমা হ'তে দূরে যে যায়, তা'রে তুমি রাখো রাখো।
তৃষিত যে-জন ফিরে তব সুধাসাগর-তীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহ নীরে, সুধা করাও হে পান ॥
তোমারে পেয়েছিনু-যে, কখন্ হারানু অবহেলে,
কখন্ ঘুমাইনু হে আঁধার হেরি আঁখি মেলে'।
বিরহ জানাইব কায়, সান্ত্বনা কে দিবে হায়,
বরষ বরষ চ'লে যায়, হেরিনি প্রেম-বয়ান,—
দরশন দাও হে, দাও হে দাও, কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ ॥

আজি বহিছে বসন্ত-পবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে।
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান, চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে ॥
জ্বলে তোমার আলোক দ্যুলোক ভূলোকে গগন উৎসবপ্রাঙ্গণে—
চির-জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা, আঁখি পাইছে অন্ধ হে ॥
তব মধুর-মুখ-ভাতি-বিহসিত প্রেম-বিকশিত অন্তরে—
কত ভকত ডাকিছে, "নাথ, যাচি দিবস রজনী তব সঙ্গ হে।"
উঠে সজনে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে যশোগাথা কত ছন্দে হে,
ঐ ভবশরণ, প্রভু, অভয় পদ তব সুর মানব মুনি বন্দে হে ॥

আনন্দ র'য়েছে জাগি' ভুবনে তোমার
তুমি সদা নিকটে আছ ব'লে।
স্তব্ধ অবাক্ নীলাম্বরে রবি শশী তারা,
গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণমালা॥
বিশ্বপরিবার তোমার ফেরে সুখে আকাশে,
তোমার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে।
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে,
তব স্নেহমুখপানে চাহি চিরদিন॥

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ,
আমার লাজ ভয় আমার মান অপমান সুখ দুখ ভাবনা;
মাঝে র'য়েছে আবরণ কত শত কত মত
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাই হে মনের বেদনা।
যাহা রেখেছি তাহে কী সুখ,
তাহে কেঁদে মরি তাহে ভেবে মরি!
তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই কেন তা দিতে পারি না,
আমার জগতের সব তোমারে দেবো, দিয়ে তোমারে নেবো বাসনা॥

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হ'য়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক-দিন থাকে।
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় ব'লে ওই ডেকেছে কে,
সেই গভীর স্বরে উদাস করে, আর কে কারে ধ'রে রাখে।

যেথায় থাকি যে যেখানে, বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
প্রাণের টানে টেনে আনে সেই প্রাণের বেদন জানে না কে ?
মান অপমান গেছে ঘুচে', নয়নের জল গেছে মুছে',
নবীন আশে হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।
কত দিনের সাধন ফলে মিলেছি আজ দলে দলে,
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয় রে মা-কে ॥

৩

আমি দীন অতি দীন—
কেমনে শুধিব, নাথ হে, তব করুণা-ঋণ।
তব স্নেহ শত ধারে ডুবাইছে সংসারে,
তাপিত হৃদয়মাঝে ঝরিছে নিশিদিন ॥
হৃদয়ে যা আছে, দিব তব কাছে,
তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে—
চিরদিন তব কাজে রহিব জগত মাঝে,
জীবন ক'রেছি তোমার চরণতলে লীন ॥

আমায় ছ-জনায় মিলে' পথ দেখায় ব'লে,
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান্ মুনি বলে,
সংশয়ে তাই দুলি হে ॥
তোমার কাছে যাবো এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে' ঘুচাবো প্রমাদ ;
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ—
শত লোকের শত বুলি হে ॥

কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল ক'রে সবাই দাঁড়ায়ে কাছাকাছি,
ধরণীর ধূলো তাই নিয়ে আছি,
পাইনে চরণ-ধূলি হে ॥
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়,
আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব, এ কী হ'লো দায়,
একা-যে অনেকগুলি হে ॥
আমায় এক করো তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁধার মাঝে প'ড়ে কত মরি কেঁদে,
চরণেতে লহো তুলি' হে ।

———

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গ'লে যাক্,
মুখ তুলে' আজি চাহো রে ।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি',
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত-গগনে কোটি শির তুলি',
নির্ভয়ে আজি গাহো রে ॥

বিশ কোটি কণ্ঠে মা ব'লে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে,
দশ দিক্ সুখে ভাসিবে ।

সেদিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সেদিন আসিবে।

আপনার মায়ে মা ব'লে ডাকিলে,
আপনার ভা'য়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চ'লে,
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্ব্বাদ,
না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে ॥

এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়,
জগতপুরবাসী সবে কোথায় ধায়।
কোন্ অমৃত ধনের পেয়েছে সন্ধান,
কোন্ সুধা করে পান।
কোন্ আলোকে আঁধার দূরে যায় ॥

কী ভয় অভয় ধামে, তুমি মহারাজা,
ভয় যায় তব নামে।
নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায় হে,
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে ॥

তব বলে করো বলী যারে কৃপাময়,
লোকভয় বিপদ মৃত্যুভয় দূর হয় তা'র।
আশা বিকাশে, সব বন্ধন ঘুচে,
নিত্য অমৃতরস পায় হে॥

কেন বাণী তব নাহি শুনি, নাথ হে।
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
বিরহে তব কাটে দিনরাত হে॥
স্বপ্নসম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরমবেদনা।
আপনপানে চাহি শুধু নয়ন-জলপাত হে॥
পরশে তব জীবন নব সহসা যদি জাগিল,
কেন জীবন বিফল করো মরণ শরঘাত হে
অহঙ্কার চূর্ণ করো, প্রেমে মন পূর্ণ করো,
হৃদয়মন হরণ করি' রাখো তব সাথ হে॥

কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ।
নিশিদিন অচেতন ধূলি-শয়ান।
জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে,
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান॥
বিহগ গাহে বনে, ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি;
তব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে,
কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান॥

পাই জননীর অযাচিত স্নেহ,
ভাইভগিনী মিলি' মধুময় গেহ ;
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে,
কেন করি তোমা হ'তে দূরে প্রয়াণ ॥

গাও বীণা, বীণা গাও রে।
অমৃত-মধুর তাঁর প্রেম-গান
মানব সবে শুনাও রে।
মধুর তানে নীরস প্রাণে
মধুর প্রেম জাগাও রে ॥
ব্যথিয়ো না কারে, ব্যথিতের তরে
পাষাণ প্রাণ কাঁদাও রে।
নিরাশেরে কহো আশার কাহিনী,
প্রাণে নব বল দাও রে,
আনন্দময়ের আনন্দ-আলয়
নব নব তানে ছাও রে।
প'ড়ে থাকো সদা বিভুর চরণে,
আপনারে ভুলে যাও রে ॥

চাহি না সুখে থাকিতে হে,
হেরো, কত দীনজন কাঁদিছে ॥
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে,
জীবন-বন্ধন নিমেষে টুটিছে,

কত ধূলিশায়ী জন, মলিন জীবন
সরমে চাহে ঢাকিতে হে।
শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ,
শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হৃদয়বেদন করিতে মোচন
কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে॥
আশার অমৃত ঢালি দাও প্রাণে,
আশীর্ব্বাদ করো আতুর সন্তানে,
পথহারা জনে ডাকি' গৃহপানে,
চরণে হবে রাখিতে হে।
প্রেম দাও, শোকে করিতে সান্ত্বনা,
ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণা
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ,
অশ্রু-আকুল আঁখিতে হে॥

চির দিবস নব মাধুরী নব শোভা তব বিশ্বে
নব কুসুম-পল্লব নব গীত নব আনন্দ॥
নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকাশিত,
নব প্রীতি-প্রবাহ হিল্লোলে॥
চারিদিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য
তব প্রেম-নয়ন-ছটা।
হৃদয়স্বামী তুমি চির প্রবীণ
তুমি চির নবীন, চির মঙ্গল, চির সুন্দর॥

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে।
নয়ন সলিলে ফুটেছে হাসি,
ডাক শুনে সবে ছুটে চলে, তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে।
ফিরিছে যারা পথে পথে, ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে
শুনেছে তাহারা তব করুণা,
দুখী জনে তুমি নেবে তুলে, তাপ-হরণ স্নেহ-কোলে॥

ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু, আসিনু তব পাশে।
আঁখি ফুটিল চাহি' উঠিল চরণ-দরশ আশে॥
খুলিল দ্বার, তিমিরভার দূর হইল ত্রাসে।
হেরিল পথ বিশ্বজগত ধাইল নিজ বাসে॥
বিমল কিরণ প্রেম-আঁখি সুন্দর পরকাশে।
নিখিল তায় অভয় পায়, সকল জগত হাসে॥
কানন সব ফুল্ল আজি, সৌরভ তব ভাসে।
মুগ্ধ হৃদয় মত্ত মধুপ প্রেম-কুসুম-বাসে॥
উজ্জ্বল যত ভকত-হৃদয়, মোহ-তিমির নাশে।
দাও নাথ, প্রেম-অমৃত বঞ্চিত তব দাসে॥

তুমি জাগিছ কে।
তব আঁখিজ্যোতি ভেদ ক'রে সঘন গহন
তিমির রাতি।
চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়নে,
সংশয়চপল প্রাণ কম্পিত ত্রাসে।

কোথা লুকাবো তোমা হ'তে স্বামী,
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ জানিছ,
প্রভু, ক্ষমা করো হে।
তব পদপ্রান্তে বসি' একান্তে দাও কাঁদিতে আমায়,
আর কোথায় যাই ?

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার।
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত-পাথার।
তুমিই তো আনন্দ-লোক, জুড়াও প্রাণ নাশ' শোক,
তাপ-হরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার ॥

তোমা লাগি', নাথ, জাগি জাগি হে,
সুখ নাই জীবনে তোমা বিনা।
সকলে চ'লে যায় ফেলে, চিরশরণ হে,
তুমি কাছে থাকো সুখে দুখে, নাথ,
পাপে তাপে আর কেহ নাহি ॥

তোমারে জানিনে হে তবু মন তোমাতে ধায়।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায় ॥
অসীম সৌন্দর্য্য তব কে ক'রেছে অনুভব হে,
সে মাধুরী চির নব,
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায় ॥

তুমি জ্যোতির জ্যোতি আমি অন্ধ আঁধারে ;
তুমি মুক্ত মহীয়ান্, আমি মগ্ন পাথারে ;
তুমি অন্তহীন, আমি ক্ষুদ্র দীন,
কী অপূর্ব্ব মিলন তোমায় আমায় ॥

তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না,
করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল ॥
আপনি কেটেছে আপনার মূল,
না জানে সাঁতার, নাহি পায় কূল,
স্রোতে যায় ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে,
করে দিবানিশি টলমল ॥
আমি কোথা যাবো, কাহারে শুধাবো,
নিয়ে যায় সবে টানিয়া।
একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে
অকূল পাথারে আনিয়া।
সুহৃদের তরে চাই চারি ধারে,
আঁখি করিতেছে ছলছল ;
আপনার ভারে মরি-যে আপনি,
কাঁপিছে হৃদয় হীন-বল ॥

তোমার দেখা পাবো ব'লে এসেছি-যে সখা!
শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে,
তব গোপন বিজন গৃহে ল'য়ে যাও।

দেহো গো সরায়ে তপন তারকা,
আবরণ সব দূর করো হে, মোচন করো তিমির।
জগত আড়ালে থেকো না বিরলে,
লুকায়ো না আপনারি মহিমা-মাঝে,
তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও ॥

তোমারি মধুর রূপে ভ'রেছো ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন।
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি,
পূর্ণিমা-প্রসন্ন রাতি,
রূপ-রাশি-বিকশিত-তনু কুসুমবন।
তোমা পানে চাহি সকলে, সুন্দর,
রূপ হেরি' আকুল অন্তর,
তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর,
তোমার প্রেম চাহি'।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে,
গগন পূর্ণ প্রেম-গানে,
তোমার চরণ ক'রেছে বরণ নিখিল জন ॥

তার' তার' হরি, দীন জনে।
ডাকো তোমার পথে করুণাময়,
পূজন-সাধন-হীন জনে ॥
অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ,
পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ,

মরণ-মাঝারে শরণ দাও হে,
রাখো এ দুর্ব্বল ক্ষীণ জনে ॥
ঘেরিল যামিনী নিভিল আলো,
বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো
পথ নাহি প্রভু, পাথেয় নাহি,
ডাকি তোমারে প্রাণপণে।
দিক্‌হারা সদা মরি-যে ঘুরে,
যাই তোমা হ'তে দূর সুদূরে,
পথ হারাই রসাতল-পুরে,
অন্ধ এ লোচন মোহ-ঘনে ॥

দীর্ঘ জীবন পথ, কত দুঃখ তাপ, কত শোক দহন—
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান।
খুলে রেখেছেন তাঁর অমৃত ভবন দ্বার
শ্রান্তি ঘুচিবে অশ্রু মুছিবে এ পথের হবে অবসান।
অনন্তের পানে চাহি আনন্দের গান গাহি
ক্ষুদ্র শোক তাপ নাহি নাহি রে—
অনন্ত আলয় যার কিসের ভাবনা তা'র
নিমেষের তুচ্ছ ভারে হবো না রে ম্রিয়মাণ ॥

দুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ
ভুলেছি ও কর-পরশে।
যা-কিছু দিয়েছো, তাই পেয়ে, নাথ,
সুখে আছি, আছি হরষে ॥

আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব,
হেথা আমি আছি, এ কী স্নেহ তব ;
তোমার চন্দ্রমা, তোমার তপন
মধুর কিরণ বরষে ॥
কত নব হাসি ফুটে ফুল-বনে,
প্রতিদিন নব প্রভাতে ;
প্রতিনিশি কত গ্রহ কত তারা
তোমার নীরব সভাতে ;
জননীর স্নেহ, সুহৃদের প্রীতি,
শত-ধারে সুধা ঢালে নিতি নিতি,
জগতের প্রেম, মধুর মাধুরী,
ডুবায় অমৃত-সরসে ॥
ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ
দিয়েছো তোমার অভয় শরণ,
শোক তাপ সব হয় হে হরণ
তোমার চরণ দরশে ।
প্রতিদিন যেন বাড়ে ভালোবাসা,
প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা,
পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা
নব নব নব বরষে ॥

দেবাদিদেব মহাদেব ।
অসীম সম্পদ অসীম মহিমা ।
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে,
কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয় হে ॥

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছো নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে,
হৃদয়ে র'য়েছো গোপনে।
বাসনার বশে মন অবিরত
ধায় দশদিশে পাগলের মতো,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত,
জাগিছ শয়নে স্বপনে।
সবাই ছেড়েছে, নাই যার কেহ
তুমি আছ তা'র, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন, পথ যার গেহ,
সে ও আছে তব ভবনে।
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাহি আর,
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কাল-পারাবার করিতেছ পার,
কেহ নাহি জানে কেমনে।
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,
তুমি প্রাণময়, তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি,
যত জানি তত জানি নে।
জানি আমি তোমায় পাবো নিরন্তর
লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর,
তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই,
কোনো বাধা নাই ভুবনে॥

নিশিদিন চাহ' রে তাঁর পানে।
বিকশিবে প্রাণ তাঁর গুণগানে।
হেরো রে অন্তরে সে-মুখ সুন্দর
ভোলো দুঃখ তাঁর প্রেম-মধু-পানে ॥

নিকটে দেখিব তোমারে বাসনা ক'রেছি মনে।
চাহিব না হে চাহিব না হে দূর দূরান্তর গগনে।
দেখিব তোমারে গৃহ মাঝারে, জননীস্নেহে ভ্রাতৃপ্রেমে,
শত সহস্র মঙ্গলবন্ধনে।
হেরিব উৎসব মাঝে, মঙ্গল কাজে,
প্রতিদিন হেরিব জীবনে।
হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্ত্তি তব শোকে দুঃখে মরণে,
হেরিব সজনে নর-নারী মুখে, হেরিব বিজনে বিরলে হে,
গভীর অন্তর-আসনে ॥

পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যামী,
অন্তরে দেখেছি তোমারে।
চকিতে চপল আলোকে, হৃদয়-শতদল মাঝে,
হেরিনু এ কী অপরূপ রূপ।
কোথা ফিরিতেছিলাম পথে পথে দ্বারে দ্বারে
মাতিয়া কলরবে;
সহসা কোলাহল মাঝে শুনেছি তব আহ্বান,
নিভৃত হৃদয়মাঝে
মধুর গভীর শান্তবাণী ॥

পেয়েছি অভয়-পদ আর ভয় কারে,
আনন্দে চ'লেছি ভবপারাবার-পারে।
মধুর শীতল ছায় শোক তাপ দূরে যায়,
করুণা-কিরণ তাঁর অরুণ বিকাশে।
জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তাঁরে॥

প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুমগন্ধে
বিহঙ্গম গীত-ছন্দে তোমার আভাস পাই॥
জাগে বিশ্ব তব ভবনে প্রতি দিন নব জীবনে,
অগাধ শূন্য পূরে কিরণে,
খচিত নিখিল বিচিত্র বরণে—
বিরল আসনে বসি' তুমি সব দেখিছ চাহি'॥
চারিদিকে করে খেলা বরণ-কিরণ-জীবন-মেলা,
কোথা তুমি অন্তরালে।
অন্ত কোথায়, অন্ত কোথায়,
অন্ত তোমার নাহি নাহি॥

ফিরো না ফিরো না আজি, এসেছো দুয়ারে,
শূন্য হাতে কোথা যাও শূন্য সংসারে।
আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আনো গো ডেকে,
অমৃত ভরিয়া লও মরম মাঝারে।
শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রেখে কার পানে চাও—
শূন্য দুটো কথা শুনে কোথা চ'লে যাও।
তোমার কথা তাঁরে ক'য়ে তাঁর কথা যাও ল'য়ে
চ'লে যাও তাঁর কাছে রেখে আপনারে॥

ব'সে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
কবে বাহির হইব জগতে, মম জীবন ধন্য মানি' ॥
কবে প্রাণ জাগিবে, তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি' সবার হৃদয় চাহিবে,
নরনারী মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি' ॥
কেহ শুনে না গান, জাগে না প্রাণ,
বিফলে গীত অবসান,
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।
তুমি না কহিলে কেমনে কবো
প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাই বলিব, আমি কিছুই না জানি ;
তব নামে আমি সবারে ডাকিব, হৃদয়ে লইব টানি' ॥

বর্ষ গেল, বৃথা গেল কিছুই করিনি হায়,
আপন শূন্যতা ল'য়ে জীবন বহিয়া যায়।
তবু তো আমার কাছে, নব রবি উদিয়াছে,
তবু তো জীবন ঢালি' বহিছে নবীন বায়।
বহিছে বিমল উষা তোমার আশীষ বাণী,
তোমার করুণা-সুধা হৃদয়ে দিতেছে আনি'।
রেখেছো জগত-পুরে, মোরে তো ফেলো নি দূরে,
অসীম আশ্বাসে তাই পুলকে শিহরে কায়।

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি
আমারে করি প্রচার হে।
মোহ-বশে পাছে ঘিরে আমায়, তব
নাম-গান-অহঙ্কার হে ॥

তোমার কাছে কিছু নাহি তো লুকানো,
অন্তরের কথা তুমি সব জানো,
আমি কত দীন, আমি কত হীন,
কেহ নাহি জানে আর হে ॥
ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম।
বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম,
তাই আমার পাছে জাগে অভিমান,
গ্রাসে আমায় আঁধার হে,
পাছে প্রতারণা করি আপনারে,
তোমার আসনে বসাই আমারে,
রাখো মোহ হ'তে রাখো তম হ'তে,
রাখো রাখো বার বার হে ॥

মিটিল সব ক্ষুধা তাঁহার প্রেম-সুধা
চলো রে ঘরে ল'য়ে যাই।
সেথা-যে কত লোক পেয়েছে কত শোক,
তৃষিত আছে কত ভাই।
ডাকো রে তাঁর নামে সবারে নিজ-ধামে,
সকলে তাঁর গুণ গাই।
দুখী কাতর জনে রেখো রে রেখো মনে,
হৃদয়ে সবে দেহো ঠাঁই।
সতত চাহি' তাঁরে ভোলো রে আপনারে,
সবারে করো রে আপন।
শান্তি আহরণে শান্তি বিতরণে
জীবন করো রে যাপন।

এত-যে সুখ আছে কে তাহা শুনিয়াছে,
চলো রে সবারে শুনাই—
বলো রে ডেকে বলো, "পিতার ঘরে চলো,
হেথায় শোক তাপ নাই।"

যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি,
তা'রা তো চাহে না আমারে।
তা'রা আসে তা'রা চ'লে যায় দূরে,
ফেলে যায় মরু মাঝারে॥
দু-দিনের হাসি দু-দিনে ফুরায়,
দীপ নিভে যায় আঁধারে;
কে রহে তখন, মুছাতে নয়ন,
ডেকে ডেকে মরি কাহারে॥
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই
আপনার মন ভুলাতে;
শেষে দেখি হায় ভেঙে সব যায়,
ধূলা হ'য়ে যায় ধূলাতে;
সুখের আশায় মরি পিপাসায়,
ডুবে মরি দুখ-পাথারে,
রবি শশী তারা কোথা হয় হারা,
দেখিতে না পাই তোমারে॥

শান্তি সমুদ্র তুমি গভীর অতি অগাধ আনন্দ রাশি।
তোমাতে সব দুঃখ জ্বালা করি' নির্ব্বাণ, ভুলিব সংসার
অসীম সুখ সাগরে ডুবে যাবো।

শোনো তাঁর সুধাবাণী শুভ মুহূর্ত্তে শান্ত প্রাণে,
ছাড়ো ছাড়ো কোলাহল, ছাড়ো রে আপন কথা।
আকাশে দিবানিশি উথলে সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁহার,
কে শুনে সে-মধুবীণারব—
অধীর বিশ্ব শূন্যপথে হ'লো বাহির ॥

শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন,
এসেছে তোমার দ্বারে শূন্য ফেরে না যেন ॥
কাঁদে যারা নিরাশায় আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন ॥
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয়হীন,
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন।
পাপে যারা ডুবিয়াছে যাবে তা'রা কার কাছে,
কোথা হায় পথ আছে, দাও তা'রে দরশন ॥

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি,
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো,
দুখ-জ্বালা সেই পাসরে—
সব দুখ জ্বালা সেই পাসরে।
তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে
তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে।
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে ॥

স্বামী, তুমি এসো আজ অন্ধকার হৃদয় মাঝে,
পাপে ম্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে।
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে।
ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয়-শ্রম,
বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়া যায় বারবার।
সন্তাপে হৃদয় দহে, নয়নে অশ্রুবারি বহে,
বাড়িছে বিষয়-পিপাসা বিষম বিষ-বিকারে॥

হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা!
সকলে গিয়েছে হে তুমি যেয়ো না,
চাহো প্রসন্ন নয়নে প্রভু, দীন অধীন জনে।
চারিদিকে চাই হেরি না কাহারে,
কেন গেলে ফেলে একেলা আঁধারে,
হেরো হে শূন্য ভুবন মম॥

হেরি' তব বিমল মুখ-ভাতি—
দূর হ'লো গহন দুখ-রাতি।
ফুটিল মন-প্রাণ মম তব চরণ-লালসে,
দিনু হৃদয়-কমল-দল পাতি'॥
তব নয়ন-জ্যোতিকণা লাগি',
তরুণ রবি-কিরণ উঠে জাগি'।
নয়ন খুলি' বিশ্বজন বদন তুলি' চাহিল
তব দরশ-পরশ-সুখ মাগি'।

গগন-তল মগন হ'লো শুভ্র তব হাসিতে,
উঠিল ফুটি' কত কুসুমপাঁতি—
হেরি' তব বিমল মুখভাতি ॥
ধ্বনিত বন বিহগ-কলতানে,
গীত সব ধায় তব পানে।
পূর্ব্ব গগনে জগত জাগি' উঠি' গাহিল,
পূর্ণ সব তব রচিত গানে।
প্রেম-রস পান করি', গান করি' কাননে,
উঠিল মন প্রাণ মম মাতি'—
হেরি' তব বিমল মুখভাতি ॥

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধা-পরশে,
হৃদয়নাথ, তিমির-রজনী-অবসানে হেরি তোমারে।
ধীরে ধীরে বিকাশো হৃদয়-গগনে বিমল তব মুখভাতি ॥

নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব করো দূর নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে ॥

জাগ্রত বিশ্ব-কোলাহলমাঝে
তুমি গম্ভীর, স্তব্ধ, শান্ত, নির্ব্বিকার,
পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান।

তোমা পানে ধায় প্রাণ
সব কোলাহল ছাড়ি',
চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে ॥

কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি' তাঁহারে।
কেমনে জীবন কাটে চির অন্ধকারে ॥
মহান্ জগতে থাকি' বিস্ময়বিহীন আঁখি,
বারেক না দেখো তাঁরে এ বিশ্ব মাঝারে।
যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্য্যলোক,
তুমি কেন নিভায়েছ আত্মার আলোক।
তাঁহার আহ্বান-রবে আনন্দে চলিছে সবে,
তুমি কেন ব'সে আছ এ ক্ষুদ্র সংসারে ॥

সবে আনন্দ করো
প্রিয়তম নাথে ল'য়ে যতনে হৃদয়ধামে।
সঙ্গীত-ধ্বনি জাগাও জগতে প্রভাতে
স্তব্ধ গগন পূর্ণ করো ব্রহ্মনামে।

আজি হেরি সংসার অমৃতময়।
মধুর পবন, বিমল কিরণ, ফুল্ল বন,
মধুর বিহগকলধ্বনি ॥

কোথা হ'তে বহিল সহসা প্রাণভরা প্রেমহিল্লোল, আহা,
হৃদয়কুসুম উঠিল ফুটি' পুলকভরে॥
অতি আশ্চর্য্য, দেখো সবে দীনহীন ক্ষুদ্র হৃদয়মাঝে,
অসীম জগতস্বামী বিরাজে সুন্দর শোভন।
ধন্য এই মানব-জীবন ধন্য বিশ্ব-জগত,
ধন্য তাঁর প্রেম, তিনি ধন্য ধন্য॥

তোমারি ইচ্ছা হৌক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ দাও তাপ, সকলি সহিব আমি।
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে জেনেও না জানি ;
ঐ মঙ্গল রূপ ভুলি, তাই শোক-সাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাসুখপূর্ণ ;
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই, বাসনা-অনুগামী।
মোহ-বন্ধ ছিন্ন করো কঠিন আঘাতে ;
অশ্রুসলিলধৌত হৃদয়ে থাকো দিবস-যামী॥

নব আনন্দে জাগো আজি, নব রবি-কিরণে,
শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্ম্মল জীবনে।
উৎসারিত নব জীবন-নির্ঝর উচ্ছ্বাসিত আশা-গীতি,
অমৃত পুষ্পগন্ধ বহে আজি এই শান্তি পবনে॥

ঐ পোহাইল তিমির রাতি।
পূর্ব্বগগনে দেখা দিল নব প্রভাতছটা,
জীবনে, যৌবনে, হৃদয়ে বাহিরে
প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি॥
কে পাঠালে এ শুভদিন নিদ্রা মাঝে,
মহা মহোল্লাসে জাগাইলে চরাচর,
সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ বরষিলে
করি' প্রচার সুখ-বারতা—
তুমি চির সাথের সাথী॥

শ্রান্ত কেন, ওহে পান্থ, পথপ্রান্তে ব'সে এ কী খেলা।
আজি বহে অমৃত সমীরণ, চলো চলো এই বেলা।
তাঁর দ্বারে হেরো ত্রিভুবন দাঁড়ায়ে,
সেথা অনন্ত উৎসব জাগে,
সকল শোভা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের মেলা॥

পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এসো,
এসো মনোরঞ্জন।
আলোকে আঁধার হোক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু করো পূর্ণ,
করো গভীর দারিদ্র্য ভঞ্জন।
সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া, তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি';
জ্যোতির্ম্ময় তোমার প্রকাশে শশী তপন পায় লাজ,
সকলের তুমি গর্ব্বগঞ্জন॥

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ,
কত চন্দ্র তপন ফিরিছে, বিচিত্র আলোক জ্বালায়ে,
তুমি কোথায়—তুমি কোথায়!
হায় সকলি অন্ধকার—চন্দ্র, সূর্য্য, সকল কিরণ,
আঁধার নিখিল বিশ্বজগত,
তোমার প্রকাশ হৃদয়মাঝে সুন্দর মোর নাথ,
মধুর প্রেম-আলোকে,
তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে ॥

আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি।
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে ॥
অকূলের কূল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে।
আনন্দঘন বিভু, তুমি যার স্বামী;
সে কেন ফিরে পথে দ্বারে দ্বারে ॥

জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়-হরণ-রূপ ॥
নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণ-প্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়ম-পথে অনন্ত লোক ॥

নিভৃত হৃদয়মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি,
প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি।
ভকত-হৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত করো অভয় দান॥

জাগিতে হবে রে,
মোহ-নিদ্রা কভু না র'বে চিরদিন,
ত্যজিতে হইবে সুখ-শয়ন অশনি-ঘোষণে।
জাগে তাঁর ন্যায়দণ্ড সর্ব্বভুবনে,
ফিরে তাঁর কালচক্র অসীম গগনে;
জ্বলে তাঁর রুদ্র-নেত্র পাপ-তিমিরে॥

নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও।
মাঝে কিছু রেখো না রেখো না,
থেকো না থেকো না দূরে।
নির্জ্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে,
নিত্য তোমারে হেরিব॥

হৃদয়-বেদনা বহিয়া প্রভু, এসেছি তব দ্বারে॥
তুমি অন্তর্যামী হৃদয়স্বামী, সকলি জানিছ হে—
যত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট আর জানাইব কারে॥
অপরাধ কত ক'রেছি নাথ, মোহ-পাশে প'ড়ে;

তুমি ছাড়া প্রভু, মার্জ্জনা কেহ করিবে না সংসারে ॥
সব বাসনা দিব বিসর্জ্জন তোমার প্রেম-পাথারে ;
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব, তব মিলন-অমৃত-ধারে ॥
আর আপন ভাবনা পারি না ভাবিতে, তুমি লহো মোর ভার ;
পরিশ্রান্ত জনে প্রভু, ল'য়ে যাও সংসার-সাগরপারে ॥

শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর,
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু,
প্রেমবিন্দু কাতরে করো দান।
কোরো না সখা কোরো না
চির-নিষ্ফল এই জীবন,
প্রভু, জনমে মরণে তুমি গতি,
চরণে দাও স্থান ॥

জয় রাজরাজেশ্বর ! জয় অরূপ সুন্দর ।
জয় প্রেম-সাগর, জয় ক্ষেম-আকর,
তিমির তিরস্কর হৃদয়-গগন-ভাস্কর ।

চির বন্ধু, চির নির্ভর, চিরশান্তি
তুমি হে প্রভু,
তুমি চিরমঙ্গল সখা হে, (তোমার জগতে)
চিরসঙ্গী চির জীবনে ।

চির প্রীতি-সুধা-নির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ।
তব জয় সঙ্গীত ধ্বনিছে (তোমার জগতে)
চির দিবা চির রজনী।

এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে,
আনন্দ-বসন্ত-সমাগমে।
বিকশিত প্রীতি-কুসুম হে,
পুলকিত চিত-কাননে।
জীবন-লতা অবনতা তব চরণে।
হরষ-গীত উচ্ছ্বসিত হে,
কিরণ-মগন গগনে॥

হৃদয়-মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে।
অমৃত সৌরভে আকুল প্রাণ (হায়)
ভ্রমিয়া জগতে না পায় সন্ধান,
কে পারে পশিতে আনন্দ ভবনে
তোমার করুণা-কিরণ বিহনে।

আনন্দ-লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো সত্য সুন্দর॥
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহা-গগন মাঝে,
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে॥
গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে
করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে॥

ধরণী-'পর ঝরে নির্ঝর, মোহন মধু শোভা,
ফুল পল্লব গীত গন্ধ সুন্দর বরণে ॥
বহে জীবন রজনী দিন চিরনূতন ধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে ॥
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ ;
কত সান্ত্বন করো বর্ষণ সন্তাপ হরণে ॥
জগতে তব কী মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে ॥

তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি' চরাচর।
যত করো বিতরণ অক্ষয় তোমার কর।
দু-জনের আঁখি-'পরে তুমি থাকো আলো ক'রে,
তাহ'লে আঁধারে আর বলো হে কিসের ডর ॥
দেখো প্রভু, চিরদিন আঁখি-'পরে থেকো জেগে,
তোমারি আলোকে বসি' উজ্জ্বল-আনন শশী
উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিত কলেবর ॥

দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি
বলো দেব, কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে র'য়েছো তা'র, তুমি প্রেম-পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়।
সেই এক আশা করি' দুইজনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি' দুইজনে চলিয়াছে,
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হ'য়ে ভাঙিয়া ফেলিবে তায়।

অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি স্নেহের কোলে যেন গো আশ্রয় মিলে।
দুটি হৃদয়ের সুখ, দুটি হৃদয়ের দুখ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিলায় তোমার পায়।

দুটি প্রাণ এক ঠাঁই তুমি তো এনেছো ডাকি',
শুভকার্য্যে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন আঁখি।
এ জগত চরাচরে বেঁধেছো-যে প্রেমডোরে,
সে-প্রেমে বাঁধিয়া দোঁহে স্নেহছায়ে রাখো ঢাকি'
তোমারি আদেশ ল'য়ে সংসারে পশিবে দোঁহে,
তোমারি আশিস্-বলে এড়াইবে মায়া মোহে।
সাধিতে তোমার কাজ দু-জনে চলিবে আজ,
হৃদয়ে মিলাবে হৃদি তোমারে হৃদয়ে রাখি'॥

যাও রে অনন্তধামে মোহ মায়া পাসরি'
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে-লোকে,
কেবলি আনন্দ-স্রোত চ'লেছে প্রবাহি'॥
যাও রে অনন্তধামে, অমৃত নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে।
দেব ঋষি, রাজ ঋষি, ব্রহ্ম ঋষি যে-লোকে
ধ্যানভরে গানে করে একতানে।
যাও রে অনন্তধামে জ্যোতির্ময় আলয়ে
শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্যকিরণে
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
যাও বৎস, যাও সেই দেব সদনে।

শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার,
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর।
যে প্রেম সুখেতে কভু মলিন না হয় প্রভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে র'বে চিরদিন,
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন;
যে প্রেমের শুভ্র হাসি প্রভাত কিরণরাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার॥

শুভদিনে শুভক্ষণে পৃথিবী আনন্দ মনে,
দুটি হৃদয়ের ফুল উপহার দিল আজ।
ওই চরণের কাছে, দেখো গো পড়িয়া আছে,
তোমার দক্ষিণ হস্তে তুলে' লও লও রাজ রাজ।
এক সূত্র দিয়ে দেব, গেঁথে রাখো একসাথে
টুটে না ছিঁড়ে না যেন, থাকে যেন ওই মনে,
তোমার শিশির দিয়ে, রাখো তা'রে বাঁচাইয়ে
কী জানি শুকায় পাছে সংসার রৌরব মাঝে।

সুখে থাকো আর সুখী করো সবে,
তোমার প্রেম ধন্য হোক্ ভবে।
মঙ্গলের পথে থেকো নিরন্তর,
মহত্ত্বের 'পরে রাখিয়ো নির্ভর,
ধ্রুব সত্য তাঁরে ধ্রুবতারা করো,
সংশয় নিশীথে সংসার-অর্ণবে।

চিরসুধাময় প্রেমের মিলন
মধুর করিয়া রাখুক্ জীবন,
দু-জনার বলে সবল দু-জন
জীবনের কাজ সাধিয়ো নীরবে!
কত দুঃখ আছে কত অশ্রুজল,
প্রেম-বলে তবু থাকিয়ো অটল,
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল
বিপদে সম্পদে শোকে উৎসবে॥

নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়,
পরিপূর্ণ জ্ঞানময়,
কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত-আকাশে॥
র'য়েছি বসি' দীর্ঘ নিশি চাহিয়া উদয় দিশি,
উর্দ্ধমুখে করপুটে,
নব সুখ, নব প্রাণ, নব দিবা আশে॥
কী দেখিব, কী জানিব, না জানি সে কী আনন্দ,
নূতন আলোক আপন মন মাঝে।
সে-আলোকে মহাসুখে আপন আলয়-মুখে
চ'লে যাবো গান গাহি',
কে রহিবে আর দূর পরবাসে॥

এসো হে গৃহদেবতা।
এ ভবন পুণ্য প্রভাবে করো পবিত্র।
বিরাজো জননী, সবার জীবন ভরি',
দেখাও আদর্শ মহান্ চরিত্র।

শিখাও করিতে ক্ষমা, করো হে ক্ষমা,
জাগায়ে রাখো মনে তব উপমা,
দেহো ধৈর্য্য হৃদয়ে—
সুখে দুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত।
দেখাও রজনী-দিবা বিমল বিভা,
বিতর' পুর-জনে শুভ্র প্রতিভা,
নব শোভা-কিরণে
করো গৃহ সুন্দর রম্য-বিচিত্র।
সবে করো প্রেমদান পূরিয়া প্রাণ
ভুলায়ে রাখো সখা, আত্মাভিমান।
সব বৈরী হবে দূর
তোমারে বরণ করি, জীবন-মিত্র।

হৃদয়-নন্দন-বনে নিভৃত এ নিকেতনে
এসো হে আনন্দময়, এসো চির-সুন্দর ॥
দেখাও তব প্রেমমুখ, পাসরি' সর্ব্ব দুখ,
বিরহ-কাতর তপ্ত চিত্তমাঝে বিহরো ॥
শুভদিন শুভরজনী আনো আনো এ জীবনে,
ব্যর্থ এ নর-জনম সফল করো প্রিয়তম ;
মধুর চিরসঙ্গীতে ধ্বনিত করো অন্তর,
ঝরিবে জীবনে মনে দিবানিশা সুধা-নির্ঝর ॥

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিন-রজনী কত অমৃত-রস উথলি' যায় অনন্ত গগনে
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া,
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি,
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে ॥

বসিয়া আছ কেন আপন মনে,
স্বার্থ নিমগন কী কারণে ?
চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি',
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি,
প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে ॥

হে মহা প্রবল বলী,
কত অসংখ্য গ্রহতারা তপন চন্দ্র
ধারণ করে তোমার বাহু,
নরপতি ভূমাপতি হে দেববন্দ্য।
ধন্য ধন্য তুমি মহেশ,
ধন্য গাহে সর্ব্ব দেশ,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিশ্বলোকে এক ইন্দ্র।
অন্ত নাহি জানে মহাকাল মহাকাশ
গীত ছন্দে করে প্রদক্ষিণ ;
তব অভয়-চরণে শরণাগত দীনহীন,
হে রাজা বিশ্ববন্ধু ॥

অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী।
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি
সংসারসুখ ক'রেছি বরণ,
তবু তুমি মম জীবনস্বামী ॥

না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে,
আপন গৌরবে অসীম জগতে।
তবু স্নেহনেত্র জাগে ধ্রুবতারা,
তব শুভ আশীষ আসিছে নামি'॥

কামনা করি একান্তে,
হউক বরষিত নিখিল বিশ্বে সুখ শান্তি।
পাপতাপ হিংসা শোক,
পাসরে সকল লোক,
সকল প্রাণী পায় কূল
সেই তব তাপিত-শরণ অভয়-চরণ-প্রান্তে॥

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।
তুমি আছ বিশ্বনাথ অসীম রহস্যমাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমা-নিলয়ে॥
অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি', আমি চাহি তোমা পানে।
স্তব্ধ সর্ব্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর,
এক তুমি, তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে॥

শীতল তব পদছায়া, তাপ-হরণ তব সুধা,
অগাধ গভীর তোমার শান্তি,
অভয় অশোক তব প্রেমমুখ।
অসীম করুণা তব, নব নব তব মাধুরী,
অমৃত তোমার বাণী॥

— —

আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব হৃদয় মাঝারে;
সকল কামনা সঁপিব চরণে, অভিষেক-উপহারে।
তোমারে বিশ্বরাজ, অন্তরে রাখিব
তোমার ভকতেরি এ অভিমান।
ফিরিবে বাহিরে সর্ব্ব চরাচর, তুমি চিত্ত-আগারে॥

———

তোমা-হীন কাটে দিবস হে প্রভু,
হায় তোমা-হীন মোর স্বপ্ন জাগরণ,
কবে আসিবে হিয়া মাঝারে।

ব্যাকুল প্রাণ কোথা সুদূরে ফিরে,
ডাকি লহো প্রভু, তব ভবন মাঝে
ভবপারে সুধাসিন্ধুতীরে॥

এ কী করুণা করুণাময়।
হৃদয়-শতদল উঠিল ফুটি'
অমল কিরণে তব পদতলে।
অন্তরে বাহিরে হেরিনু তোমারে লোকে লোকে লোকান্তরে,
আঁধারে আলোকে, সুখে দুখে হেরিনু হে
স্নেহে প্রেমে জগতময় চিত্তময়॥

উজ্জ্বল করো হে আজি এ আনন্দ-রাতি
বিকাশিয়া তোমার আনন্দ মুখভাতি।
সভামাঝে তুমি আজ বিরাজো হে রাজ-রাজ,
আনন্দে রেখেছি তব সিংহাসন পাতি'।
সুন্দর করো হে প্রভু, জীবন যৌবন,
তোমারি মাধুরী সুধা করি' বরিষণ।
লহো তুমি লহো তুলে, তোমারি চরণমূলে
নবীন মিলন-মালা প্রেম-সূত্রে গাঁথি'।
মঙ্গল করো হে আজি মঙ্গল বন্ধন
তব শুভ আশীর্ব্বাদ করি' বিতরণ।
বরিষ হে ধ্রুবতারা, কল্যাণ কিরণধারা,
দুর্দ্দিনে সুদিনে তুমি থাকো চির সাথী॥

সুধাসাগর-তীরে হে এসেছে নরনারী সুধারস-পিয়াসে।
শুভ বিভাবরী, শোভাময়ী ধরণী,
নিখিল গাহে আজি আকুল আশ্বাসে।

গগনে বিকাশে তব প্রেম-পূর্ণিমা,
মধুর বহে তব কৃপা-সমীরণ।
আনন্দ-তরঙ্গ উঠে দশদিকে
মগ্ন মন প্রাণ অমৃত-উচ্ছ্বাসে ॥

মধুর রূপে বিরাজো হে বিশ্বরাজ,
শোভন সভা নিরখি' মনপ্রাণ ভুলে।
নীরব নিশি সুন্দর, বিমল নীলাম্বর,
শুচি-রুচির চন্দ্রকলা চরণমূলে ॥

আর কত দূরে আছে সে-আনন্দধাম।
আমি শ্রান্ত আমি অন্ধ আমি পথ নাহি জানি।
রবি যায় অস্তাচলে আঁধারে ঢাকে ধরণী,
করো কৃপা অনাথে হে বিশ্বজনজননী।
অতৃপ্ত বাসনা লাগি' ফিরিয়াছি পথে পথে,
বৃথা খেলা বৃথা মেলা, বৃথা বেলা গেল ব'হে ;
আজি সন্ধ্যা-সমীরণে লহো শান্তি-নিকেতনে,
স্নেহ-কর-পরশনে চির শান্তি দেহো আনি' ॥

কে যায় অমৃত-ধাম-যাত্রী।
আজি এ গহন তিমির রাত্রি,
কাঁপে নভ জয়গানে ॥

আনন্দ-রব শ্রবণে লাগে,
সুপ্ত হৃদয় চমকি' জাগে,
চাহি দেখে পথপানে ॥
ওগো রহো রহো, মোরে ডাকি লহো, কহো আশ্বাস-বাণী
যাবো অহরহ সাথে সাথে
সুখে দুখে শোকে দিবসে রাতে
অপরাজিত প্রাণে ॥

পাদপ্রান্তে রাখো সেবকে,
শান্তিসদন সাধন-ধন দেব-দেব হে।
সর্ব্বলোক পরমশরণ, সকল মোহকলুষ হরণ,
দুঃখতাপবিঘ্নতরণ শোক-শান্ত-স্নিগ্ধচরণ ॥
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে।
দেব-মনুজ-বন্দিত-পদ বিশ্বভূপ হে ॥
হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু,
যাচে তৃষিত অমিয় বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু ॥
প্রেমনেত্রে চাহো সেবকে,
বিকশিতদল চিত্তকমল হৃদয়দেব হে।
পুণ্যজ্যোতিপূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধ-মুদিত পবন, ধ্বনিতগীত হৃদয়ভবন ॥
এসো এসো শূন্য জীবনে,
মিটাও আশ সব তিয়াষ অমৃত-প্লাবনে।
দেহো জ্ঞান, প্রেম দেহো, শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্নেহ,
ধন্য হোক্ হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক্ সকল গেহ ॥

ওহে জীবন-বল্লভ, ওহে সাধন দুর্ল্লভ,
আমি মর্ম্মের কথা অন্তর-ব্যথা কিছুই নাহি কবো,
শুধু জীবন মন চরণে দিনু, বুঝিয়া লহো সব।
আমি কী আর কবো॥
এই সংসারপথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাবো হৃদয়ে ল'য়ে প্রেম-মূরতি তব।
আমি কী আর কবো॥
সুখ দুখ সব তুচ্ছ করিনু প্রিয় অপ্রিয় হে,
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে, তাহা মাথায় তুলিয়া লবো।
আমি কী আর কবো॥
অপরাধ যদি ক'রে থাকি পদে, না করো যদি ক্ষমা,
তবে পরাণপ্রিয়, দিয়ো হে দিয়ো বেদনা নব নব।
তবু ফেলো না দূরে—দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে,
তুমি ছাড়া আর কী আছে আমার, মৃত্যু-আঁধার ভব।
আমি কী আর কবো॥

কে এসে যায় ফিরে ফিরে,
আকুল নয়নের নীরে।
কে বৃথা আশা-ভরে,
চাহিছে মুখ-'পরে;
সে-যে আমার জননী রে॥

কাহার সুধাময়ী বাণী,
মিলায় অনাদর মানি'।
কাহার ভাষা হায়,
ভুলিতে সবে চায়,
সে-যে আমার জননী রে॥

ক্ষণেক স্নেহ-কোল ছাড়ি'
চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন সন্তান
করিছে অপমান,—
সে-যে আমার জননী রে॥

বিরল কুটীরে বিষণ্ণ,
কে ব'সে সাজাইয়া অন্ন!
সে-স্নেহ-উপহার
রুচে না মুখে আর;
সে-যে আমার জননী রে॥

——

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল ক'রেছো,
আরো কি তোমার চাই?
ওগো ভিখারী, আমার ভিখারী, চ'লেছো
কী কাতর গান গাই'॥
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে,
তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে,
ভিখারী, আমার ভিখারী,
হায়, পলকে সকলি সঁপেছি চরণে,
আর তো কিছুই নাই॥
আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
তোমারে পরানু বাস;
আমি আমার ভুবন শূন্য ক'রেছি
তোমার পুরাতে আশ।

মম প্রাণমন যৌবন নব
করপুট-তলে প'ড়ে আছে তব,
ভিখারী, আমার ভিখারী ;
হায়, আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও,
ফিরে আমি দিব তাই ॥

ভালোবেসে সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখো—তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরাণে যে-গান বাজিছে,
তাহারি তালটি শিখো—তোমার
চরণ-মঞ্জীরে ॥
ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখী—তোমার
প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে।
মনে ক'রে সখী, বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখী—তোমার
কনক-কঙ্কণে ॥
আমার লতার একটি মুকুল
ভুলিয়া তুলিয়া রেখো—তোমার
অলক-বন্ধনে।
আমার স্মরণ-শুভ-সিন্দূরে
একটি বিন্দু এঁকো—তোমার
ললাট চন্দনে ॥

আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিয়ো—তোমার
অঙ্গ-সৌরভে!
আমার আকুল জীবন-মরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়ো—তোমার
অতুল গৌরবে॥

কেন বাজাও কাঁকণ কনকন, কত
ছলভরে।
ওগো ঘরে ফিরে চলো কনক কলসে
জল ভ'রে॥
কেন জলে ঢেউ তুলি', ছলকি ছলকি
করো খেলা।
কেন চাহো খনে-খনে, চকিত নয়নে
কার তরে,
কত ছলভরে॥
হেরো যমুনা-বেলায় আলসে হেলায়
গেল বেলা,
যত হাসিভরা ঢেউ, করে কানাকানি
কলস্বরে,
কত ছলভরে॥
হেরো নদী-পরপারে গগন-কিনারে
মেঘ-মেলা,
তা'রা হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি
মুখ-'পরে,
কত ছলভরে॥

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে,
সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।
অধর করুণা-মাখা,
মিনতি-বেদনা-আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা
বিদায়-খনে,
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে॥

ঝর ঝর ঝরে জল, বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে
আমার পরাণ-পুটে
কোন্‌খানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা বেজে উঠে
হৃদয়-কোণে,
হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে॥

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হ'লো মরি লাজে।
সরমে জড়িত চরণে কেমনে
চলিব পথের মাঝে॥
আলোক-পরশে মরমে মরিয়া
হেরো গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,
কোনোমতে আছে পরাণ ধরিয়া
কামিনী শিথিল সাজে॥
নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ
উষার বাতাস লাগি';

রজনীর শশী গগনের কোণে
লুকায় শরণ মাগি'।
পাখী ডাকি' বলে—গেল বিভাবরী,—
বধূ চলে জলে লইয়া গাগরী,
আমি এ আকুল কবরী আবরি'
কেমনে যাইব কাজে ॥

আমি কেবলি স্বপন ক'রেছি বপন
বাতাসে,—
তাই আকাশ-কুসুম করিনু চয়ন
হতাশে ॥
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী,
কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানস-প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
আকাশে ॥
কিছু বাঁধা পড়িল না শুধু এ বাসনা-
বাঁধনে।
কেহ নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর-
সাধনে।
আপনার মনে বসিয়া একেলা,
অনল-শিখায় কী করিনু খেলা,
দিন-শেষে দেখি ছাই হ'লো সব
হুতাশে।
আমি কেবলি স্বপন ক'রেছি বপন
বাতাসে ॥

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর,
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন-বিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে ক'রেছি রচনা ;—
তুমি আমারি-যে তুমি আমারি,
মম অসীম গগন-বিহারী ॥
মম হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে, তব
চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অয়ি সন্ধ্যা-স্বপন বিহারী।
তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে
মম সুখদুখ ভাঙিয়া ;
তুমি আমারি-যে তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন-বিহারী ॥
মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব
নয়নে দিয়েছি পরায়ে,
অয়ি মুগ্ধ নয়ন-বিহারী।
মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে ;
তুমি আমারি-যে তুমি আমারি,
মম জীবন-মরণ-বিহারী ॥

যদি বারণ করো তবে
গাহিব না।
যদি সরম লাগে, মুখে
চাহিব না ॥

যদি বিরলে মালাগাঁথা,
সহসা পায় বাধা,
তোমার ফুলবনে
যাইব না।
যদি বারণ করো তবে
গাহিব না ॥
যদি থমকি' থেমে যাও
পথমাঝে,
আমি চমকি' চ'লে যাবো
আন কাজে।
যদি তোমার নদীকূলে
ভুলিয়া ঢেউ তুলে,
আমার তরীখানি
বাহিব না।
যদি বারণ করো, তবে
গাহিব না ॥

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা,
তব নব প্রভাতের নবীন শিশির-ঢালা ॥
সরমে জড়িত কত না গোলাপ,
কত না গরবী করবী,
কত না কুসুম ফুটেছে তোমার
মালঞ্চ করি' আলা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা ॥
অমল শরত-শীতল-সমীর
বহিছে তোমার কেশে,

কিশোর অরুণ-কিরণ তোমার
অধরে প'ড়েছে এসে।
অঞ্চল হ'তে বনপথে ফুল,
যেতেছে পড়িয়া ঝরিয়া,
অনেক কুন্দ অনেক শেফালি
ভরেছে তোমার ডালা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা॥

সখী, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে।
তা'রে আমার মাথার একটি কুসুম দে॥
যদি শুধায় কে দিল, কোন্ ফুল-কাননে,
তোর শপথ, আমার নাম্‌টি বলিস্ নে।
সখী, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে॥
সখী, সে আসি' ধূলায় বসে যে-তরুর তলে।
সেথা আসন বিছায়ে রাখিস্ বকুল-দলে।
সে-যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে,
যেন কী বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে।
সখী, প্রতিদিন হায়, এসে ফিরে যায় কে॥

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন
পাতিয়া বসো হে হৃদয়নাথ।
কল্যাণ-করে মঙ্গল-ডোরে
বাঁধিয়া রাখো হে দোঁহার হাত।

প্রাণেশ, তোমার প্রেম অনন্ত
জাগাক্ হৃদয়ে চির বসন্ত,
যুগল প্রাণের মধুর মিলনে
করো হে করুণ-নয়ন-পাত।
সংসার-পথ দীর্ঘ দারুণ,
বাহিরিবে দুটি পান্থ তরুণ,
আজিকে তোমার প্রসাদ-অরুণ
করুক প্রকাশ নব প্রভাত।
তব মঙ্গল তব মহত্ত্ব,
তোমারি মাধুরী তোমারি সত্য,
দোঁহার চিত্তে রহুক নিত্য
নব নব রূপে দিবসরাত॥

অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী,
অয়ি নির্ম্মল-সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী,
জনক-জননী-জননী॥
নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত-চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী॥
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী।

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত-করুণা,
পুণ্যপীযূষ-স্তন্যবাহিনী ॥

ভয় হ'তে তব অভয় মাঝে নূতন জনম দাও হে।
দীনতা হ'তে অক্ষয় ধনে, সংশয় হ'তে সত্যসদনে,
জড়তা হ'তে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে ॥
আমার ইচ্ছা হইতে প্রভু, তোমার ইচ্ছা মাঝে,
আমার স্বার্থ হইতে প্রভু, তব মঙ্গল কাজে,
অনেক হইতে একের ডোরে, সুখদুখ হ'তে শান্তিক্রোড়ে,
আমা হ'তে নাথ, তোমাতে মোরে, নূতন জনম দাও হে ॥

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি
আপনি সে-মন নিয়েছো।
আমি সুখ ব'লে দুখ চেয়েছিনু, তুমি
দুখ ব'লে সুখ দিয়েছো ॥
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল,
শত স্বার্থের সাধনে ;
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে,
বাঁধিলে ভক্তি-বাঁধনে ॥
সুখ সুখ ক'রে দ্বারে দ্বারে মোরে
কত দিকে কত খোঁজালে ;

তুমি-যে আমার কত আপনার,
এবার সে-কথা বোঝালে ॥
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে।
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে,
এনেছো তোমারি দুয়ারে ॥

জানি হে যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা-তরণী
লইবে মোরে ভবসাগর-কিনারে।
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাবো চলিয়া,
দাঁড়াবো আসি' তব অমৃত-দুয়ারে।
জানি হে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া,
রেখেছো মোরে তব অসীম ভুবনে ;
জনম মোরে দিয়েছো তুমি আলোক হ'তে আলোকে,
জীবন হ'তে নিয়েছো নব জীবনে।
জানি হে নাথ, পুণ্যপাপে হৃদয় মোর সতত,
শয়ান আছে তব নয়ন-সমুখে।
আমার হাতে তোমার হাত র'য়েছে দিনরজনী,
সকল পথে বিপথে সুখে অসুখে।
জানি হে জানি জীবন মম বিফল কভু হবে না
দিবে না ফেলি' বিনাশ-ভয়-পাথারে ;
এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মতো তুলিয়া লবে তাহারে ॥

প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী,
দাঁড়াবো তোমারি সম্মুখে।
করি' জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর,
দাঁড়াবো তোমারি সম্মুখে॥
তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে—
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াবো তোমারি সম্মুখে॥
তোমার বিচিত্র এ ভব-সংসারে
কর্ম্ম-পারাবার-পারে হে—
নিখিল ভুবন-লোকের মাঝারে
দাঁড়াবো তোমারি সম্মুখে॥
তোমার এ ভবে মম কর্ম্ম যবে
সমাপন হবে হে—
ওগো রাজরাজ, একাকী নীরবে
দাঁড়াবো তোমারি সম্মুখে॥

আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহ-দীপখানি জ্বালো।
সব দুখশোক সার্থক হোক্
লভিয়া তোমারি আলো,
কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার
মিলাবে ধন্য হ'য়ে।
তোমারি পুণ্য-আলোকে বসিয়া
সবারে বাসিব ভালো॥

পরশমণির প্রদীপ তোমার,
অচপল তা'র আলো ;
সোনা ক'রে লবে পলকে, আমার
সব কলঙ্ক কালো ।
আমি যত দীপ জ্বালিয়াছি, তাহে
শুধু জ্বালা, শুধু কালী ।
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে
তোমারি কিরণ ঢালো ।

নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে
ওগো অন্তরযামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া
তোমারে হেরিব আমি,
ওগো অন্তরযামী ॥
জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে
তোমার চরণে নমিয়া পুলকে
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম্ম
তোমারে সঁপিব স্বামী,
ওগো অন্তরযামী ॥
দিনের কর্ম্ম সাধিতে সাধিতে
ক্ষণে ক্ষণে ভাবি মনে,
কর্ম্ম-অন্তে সন্ধ্যাবেলায়
বসিব তোমারি সনে ।

দিবা অবসানে ভাবি ব'সে ঘরে—
তোমার নিশীথ-বিরামসাগরে,
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা
নীরবে যাইবে নামি',
ওগো অন্তরযামী ॥

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়-পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো ॥
তব নন্দনগন্ধ-মোদিত
ফিরি সুন্দর ভুবনে ;
তব পদরেণু মাখি ল'য়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো ॥
সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন
তব মঙ্গল মন্ত্রে ;
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে
তব সঙ্গীত ছন্দে।
তব নির্ম্মল নীরব হাস্য
হেরি অম্বর ব্যাপিয়া।
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব
লাজে যেন সদা লাজে গো ॥

যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু,
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে,
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ॥
যদি কোনো দিন এ বীণার তারে
তব প্রিয় নাম নাহি ঝঙ্কারে,
দয়া ক'রে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে,
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ॥
যদি কোনো দিন তোমার আহ্বানে
সুপ্তি আমার চেতনা না মানে,
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে,
ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু ॥
যদি কোনো দিন তোমার আসনে
আর কাহারেও বসাই যতনে,
চির দিবসের হে রাজা আমার,
ফিরিয়া যেয়ো না, প্রভু ॥

সংসার যবে মন কেড়ে লয়,
জাগে না যখন প্রাণ,
তখনো হে নাথ, প্রণমি তোমায়,
গাহি ব'সে তব গান।
অন্তরযামী, ক্ষমো সে আমার
শূন্য মনের বৃথা উপহার,
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন,
ভক্তিবিহীন তান।

ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে,
আশা করি প্রাণপণে—
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা
যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে
ভরি' দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
এই ভরসায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান॥

জীবনে আমার যত আনন্দ
পেয়েছি দিবস রাত;
সবার মাঝারে আজিকে তোমারে
স্মরিব জীবন-নাথ॥
যেদিন তোমার জগত নিরখি'
হরষে পরাণ উঠেছে পুলকি',
সেদিন আমার নয়নে হ'য়েছে
তোমারি নয়নপাত॥
বারে বারে তুমি আপনার হাতে
স্বাদে সৌরভে গানে
বাহির হইতে পরশ ক'রেছো
অন্তর-মাঝখানে।
পিতা মাতা ভ্রাতা সব পরিবার,
মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে প্রবেশি' হৃদয়ে
তুমি আছ মোর সাথ॥

যারা কাছে আছে তা'রা কাছে থাক্,
তা'রা তো পাবে না জানিতে ;
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ
আমার হৃদয়খানিতে ॥
যারা কথা বলে তাহারা বলুক,
আমি করিব না কারেও বিমুখ,
তা'রা নাহি জানে, ভরা আছে প্রাণ
তব অকথিত বাণীতে।
নীরবে নিয়ত র'য়েছো আমার
নীরব হৃদয়খানিতে ॥
তোমার লাগিয়া কারেও হে প্রভু,
পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কভু,
যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে
তোমা পানে র'বে টানিতে—
সকলের প্রেমে র'বে তব প্রেম
আমার হৃদয়খানিতে।
সবার সহিতে তোমার বাঁধন,
হেরি যেন সদা, এ মোর সাধন,
সবার সঙ্গ পারে যেন মনে
তব আরাধনা আনিতে ;
সবার মিলনে তোমার মিলন
জাগিবে হৃদয়খানিতে ॥

অমল কমল সহজে জলের কোলে আনন্দে রহে ফুটিয়া,
ফিরে না সে কভু, আলয় কোথায় ব'লে ধূলায় ধূলায় লুটিয়া।
তেমনি সহজে আনন্দে হরষিত
তোমার মাঝারে রবো নিমগ্ন চিত,
পূজা-শতদল আপনি-সে বিকশিত, সব সংশয় টুটিয়া ॥

কোথা আছ তুমি, পথ না খুঁজিব কভু, শুধাবো না কোনো পথিকে,
তোমারি মাঝারে ভ্রমিব ফিরিব প্রভু, যখন ফিরিব যে-দিকে।
চলিব যখন তোমার আকাশ-গেহে,
তোমার অমৃত-প্রবাহ লাগিবে দেহে,
তোমার পবন সখার মতন স্নেহে বক্ষে আসিবে ছুটিয়া ॥

সকল গর্ব্ব দূর করি' দিব,
তোমার গর্ব্ব ছাড়িব না।
সবারে ডাকিয়া কহিব, যেদিন
পাবো তব পদ-রেণুকণা ॥
তব আহ্বান আসিবে যখন
সে-কথা কেমনে করিব গোপন ?
সকল বাক্যে সকল কর্ম্মে
প্রকাশিবে তব আরাধনা ॥
যত মান আমি পেয়েছি যে-কাজে
সেদিন সকলি যাবে দূরে ;
শুধু তব মান দেহে মনে মোর
বাজিয়া উঠিবে এক সুরে।
পথের পথিক সে-ও দেখে যাবে
তোমার বারতা মোর মুখভাবে,
ভবসংসার-বাতায়নতলে
ব'সে রবো যবে আনমনা ॥

তোমার অসীমে প্রাণমন ল'য়ে
যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই ॥
মৃত্যু-সে ধরে মৃত্যুর রূপ,
দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ
তোমা হ'তে যবে হইয়ে বিমুখ
আপনার পানে চাই।
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে,
যাহা কিছু সব আছে আছে আছে,
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি,
নিশি দিন কাঁদি তাই।
অন্তর-গ্লানি সংসার-ভার
পলক ফেলিতে কোথা একাকার,
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার
রাখিবারে যদি পাই।

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ,
ওরে দীন, তুই জোড়কর করি'
কর্ তাহা দরশন।
মিলনের ধারা পড়িতেছে ঝরি',
বহিয়া যেতেছে অমৃত লহরী,
ভূতলে মাথাটি রাখিয়া লহো রে
শুভাশিষ বরিষণ।
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ।

ওই যে আলোক প'ড়েছে তাঁহার
উদার ললাটদেশে
সেথা হ'তে তারি একটি রশ্মি
পড়ুক মাথায় এসে।
চারিদিকে তাঁর শান্তিসাগর
স্থির হ'য়ে আছে ভরি' চরাচর,
ক্ষণকাল তরে দাঁড়া ওরে তীরে
শান্ত কর্‌রে মন।
ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ॥

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায়, তা ল'য়ে
প্রাণ করে হায় হায়।
নদীতটসম কেবলি বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি' রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা ধায়।
যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে
সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে,
তবে নাহি ক্ষয়, সবি জেগে রয়
তব মহা মহিমায়।
তোমাতে র'য়েছে কত শশী ভানু,
হারায় না কভু অণু পরমাণু,
আমারি ক্ষুদ্র হারাধনগুলি
র'বে না কি তব পায়॥

প্রতি দিন তব গাথা গাবো আমি সুমধুর,
তুমি দেহো মোরে কথা, তুমি দেহো মোরে সুর ॥
তুমি যদি থাকো মনে বিকচ কমলাসনে,
তুমি যদি করো প্রাণ তব প্রেমে পরিপূর।
তুমি দেহো মোরে কথা, তুমি দেহো মোরে সুর ॥
তুমি শোনো যদি গান আমার সমুখে থাকি',
সুধা যদি করে দান তোমার উদার আঁখি,
তুমি যদি দুখ-'পরে রাখো কর স্নেহভরে,
তুমি যদি সুখ হ'তে দম্ভ করহ দূর।
তুমি দেহো মোরে কথা, তুমি দেহো মোরে সুর ॥

তোমার পতাকা যারে দাও, তা'রে
বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান্ দুঃখ
সহিবারে দাও ভকতি ॥
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মম মাথার ভূষণ,
সাথে যদি দাও ভকতি ॥
যত দিতে চাও, কাজ দিয়ো, যদি
তোমারে না দাও ভুলিতে,
অন্তর যদি জড়াতে না দাও
জালজঞ্জালগুলিতে।
বাঁধিয়ো আমায় যত খুসি ডোরে,
মুক্ত রাখিয়ো তোমাপানে মোরে,

ধূলায় রাখিয়ো পবিত্র ক'রে
 তোমার চরণ-ধূলিতে;
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসার তলে,
 তোমারে দিয়ো না ভুলিতে॥
যে-পথে ঘুরিতে দিয়েছো, ঘুরিব,
 যাই যেন তব চরণে,
সব শ্রম যেন বহি' লয় মোরে
 সকল শ্রান্তি-হরণে।
দুর্গম পথ এ ভবগহন,
কত ত্যাগ শোক বিরহ-দহন,
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন
 প্রাণ পাই যেন মরণে;
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায়
 নিখিলশরণ চরণে॥

ঘাটে ব'সে আছি আনমনা
 যেতেছে বহিয়া সুসময়;
সে-বাতাসে তরী ভাসাবো না
 যাহা তোমা পানে নাহি বয়॥
দিন যায় ওগো দিন যায়,
 দিনমণি যায় অস্তে;
নিশার তিমিরে দশদিক ঘিরে,
 জাগিয়া উঠিছে শত ভয়॥
ঘরের ঠিকানা হ'লো না গো,
 মন করে তবু যাই যাই;
ধ্রুবতারা তুমি যেথা জাগো
 সে-দিকের পথ চিনি নাই।

এত দিন তরী বাহিলাম
যে-সুদূর পথ বাহিয়া—
শত বার তরী ডুবু ডুবু করি'
সে-পথে ভরসা নাহি পাই ॥
তীর সাথে হেরো শত ডোরে
বাঁধা আছে মোর তরীখান,
রসি খুলে' দেবে কবে মোরে,
ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ
কবে অকূলের খোলা হাওয়া
দিবে সব জ্বালা জুড়ায়ে,
শুনা যাবে কবে ঘন-ঘোর রবে
মহাসাগরের কলগান ॥

সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে-ঘরে
সেই ঘরে রবো সকল দুঃখ ভুলিয়া।
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রাখিয়ো তাহার একটি দুয়ার খুলিয়া।
মোর সব কাজে মোর সব অবসরে
সে-দুয়ার র'বে তোমারি প্রবেশ তরে,
সেথা হ'তে বায়ু বহিবে হৃদয়-'পরে
চরণ হইতে তব পদরজ তুলিয়া।
সে-দুয়ার খুলে' আসিবে তুমি এ ঘরে,
আমি বাহিরিব সে-দুয়ারখানি খুলিয়া।
যত বিশ্বাস ভেঙে ভেঙে যায়, স্বামী,
এক বিশ্বাস রহে যেন চিতে লাগিয়া।

যে-অনল তাপ যখনি সহিব আমি
দেয় যেন তাহে তব নাম বুকে দাগিয়া।
যবে দুখদিনে শোক তাপ আসে প্রাণে
তোমার আদেশ বহিয়া যেন সে আনে,
রুক্ষ বচন যতই আঘাত হানে
সকল আঘাতে তব সুর উঠে জাগিয়া।

আজি যে-রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে॥
এ বেশ ভূষণ লহো সখী, লহো,
এ কুসুমমালা হ'য়েছে অসহ,
এমন যামিনী কাটিল বিরহ শয়নে॥
আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনা-পারে এসেছি,
বহি' বৃথা মন-আশা এত ভালোবাসা বেসেছি।
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন,
ক্লান্ত চরণ মন উদাসীন,
ফিরিয়া চ'লেছি কোন্ সুখ-হীন ভবনে॥
ওগো ভোলা ভালো তবে, কাঁদিয়া কী হবে মিছে আর,
যদি যেতে হ'লো হায়, প্রাণ কেন চায় পিছে আর।
কুঞ্জ-দুয়ারে অবোধের মতো
রজনী প্রভাতে ব'সে রবো কত,
এবারের মতো বসন্ত-গত জীবনে॥

আজি এ ভারত লজ্জিত হে।
হীনতা-পঙ্কে মজ্জিত হে॥
নাহি পৌরুষ নাহি বিচারণা,
কঠিন তপস্যা, সত্য সাধনা;
অন্তরে বাহিরে ধর্ম্মে কর্ম্মে
সকলি ব্রহ্ম-বিবর্জ্জিত হে॥
ধিক্কৃত লাঞ্ছিত পৃথ্বি 'পরে,
ধূলি-বিলুণ্ঠিত সুপ্তিভরে;
রুদ্র, তোমার নিদারুণ বজ্রে
করো তা'রে সহসা তর্জ্জিত হে
পর্ব্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে
জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে,
পুণ্যে বীর্য্যে অভয়ে অমৃতে
হইবে পুলকে সজ্জিত হে॥

আমার বিচার তুমি করো, তব আপন করে।
দিনের কর্ম্ম আনিনু তোমার বিচার-ঘরে॥
যদি পূজা করি মিছা দেবতার,
শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার,
যদি পাপ মনে করি অবিচার কাহারো 'পরে,
আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে॥
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ,
ভয়ে হ'য়ে থাকি ধর্ম্মবিমুখ,
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক তরে,—

তুমি যে-জীবন দিয়েছো আমায়
কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়
আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে,
আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে ॥

আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলায়ে দাও,
আমায় আনন্দে ভাসাও ॥
না চাহি তর্ক না চাহি মুক্তি,
না জানি বন্ধ না জানি যুক্তি,
তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগাও ॥
সকল বিশ্ব ডুবিয়া যাক্ শান্তি পাথারে,
সব সুখ দুখ থামিয়া যাক্ হৃদয় মাঝারে।
সকল বাক্য সকল শব্দ, সকল চেষ্টা হউক স্তব্ধ,
তোমার চিত্তজয়িনী বাণী আমার অন্তরে শুনাও

আজি প্রণমি' তোমারে চলিব নাথ, সংসার-কাজে।
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তর মাঝে ॥
হৃদয় দেবতা র'য়েছো প্রাণে, মন যেন তাহা নিয়ত জানে,
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি' দুঃসহ লাজে ॥
সব কলরবে সারা দিনমান, শুনি অনাদি সঙ্গীত গান,
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে।
নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে, সকল কর্ম্মে সকল মননে,
সকল হৃদয়তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে ॥

আজি মম মন চাহে জীবন-বন্ধুরে,
সেই জনমে মরণে নিত্য সঙ্গী
নিশিদিন সুখে-শোকে,
সেই চির-আনন্দ, বিমল চির-সুধা,
যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়ত শরণ।
পরা শান্তি পরম প্রেম,
পরা মুক্তি পরম ক্ষেম,
সেই অন্তরতম চির-সুন্দর প্রভু চিত্ত-সখা,
ধর্ম্মঅর্থকামভরণ রাজা হৃদয়-হরণ॥

আছে দুঃখ আছে মৃত্যু,
বিরহদহন লাগে;
তবুও শান্তি তবু আনন্দ,
তবু অনন্ত জাগে॥
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে॥
তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে;
নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে॥

আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি,
তুমি হে মহাসুন্দর, জীবননাথ॥
শোকে দুখে তোমারি বাণী
জাগরণ দিবে আনি',
নাশিবে দারুণ অবসাদ॥

চিতমন অর্পিনু তব পদপ্রান্তে
শুভ্র শান্তি-শতদল-পুণ্য-মধুপানে ;
চাহি' আছে সেবক, তব সুদৃষ্টিপাতে
কবে হবে এ দুখ-রাত প্রভাত ॥

আমারে করো জীবন দান—
প্রেরণ করো অন্তরে তব আহ্বান।
আসিছে কত যায় কত
পাই শত হারাই শত,
তোমারি পায়ে রাখো অচল মোর প্রাণ।
দাও মোরে মঙ্গল ব্রত
স্বার্থ করো দূরে প্রহত,
থামায়ে বিফল সন্ধান
জাগাও চিত্তে সত্যজ্ঞান।
লাভে ক্ষতিতে সুখে শোকে
অন্ধকারে দিবা-আলোকে
নির্ভয়ে বহি নিশ্চল মনে তব বিধান।

আমি কী ব'লে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণমন ॥
চিত্তে আসি' দয়া করি'
নিজে লহো অপহরি',
করো তা'রে আপনারি ধন-
আমার হৃদয় প্রাণমন ॥

শুধু ধূলি শুধু ছাই,
মূল্য যার কিছু নাই,
মূল্য তা'রে করো সমর্পণ—
স্পর্শে তব পরশরতন।
তোমারি গৌরব যবে
আমার গৌরব হবে
সব তবে দিব বিসর্জ্জন,—
আমার হৃদয় প্রাণমন॥

আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি' প্রকাশে॥
নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া,
মোর মাঝে আজি প'ড়েছে টুটিয়া হে,
তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত
আমারি অঙ্গে বিকাশে।
দিকে দিগন্তে যত আনন্দ,
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ,
আমার চিত্তে মিলি' একত্রে,
তোমার মন্দিরে উছাসে।
আজি কোনোখানে কারেও না জানি,
শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে,
নিখিল নিশ্বাস আজি এ বক্ষে
বাঁশরীর সুরে বিলাসে॥

ইচ্ছা যবে হবে লইয়ো পারে ;
পূজা-কুসুমে রচিয়া অঞ্জলি
আছি ব'সে ভবসিন্ধু-কিনারে ॥
যত দিন রাখো তোমা মুখ চাহি',
ফুল্ল মনে রবো এ সংসারে ॥
ডাকিবে যখনি তোমার সেবকে,
দ্রুত চলি' যাইব ছাড়ি' সবারে ॥

এবার সখী, সোনার মৃগ
দেয় বুঝি দেয় ধরা।
আয় গো তোরা পুরাঙ্গনা,
আয় সবে আয় ত্বরা ॥
ছুটেছিলো পিয়াস-ভরে
মরীচিকা বারির তরে,
ধ'রে তা'রে কোমল করে
কঠিন ফাঁসি পরা' ॥
দয়ামায়া করিস্‌নে গো,
ওদের নয় সে-ধারা।
দয়ার দোহাই মান্‌বে না গো
একটু পেলেই ছাড়া।
বাঁধন-কাটা বন্যটাকে
মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে,
ভুলাও তাকে বাঁশীর ডাকে
বুদ্ধিবিচার-হরা ॥

ঐ-যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব্ব-শোভন ভবজলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়।
শোক-তাপিত জন সবে চলো
সকল দুখ হবে মোচন।
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে
প্রেম জাগিবে অন্তরে॥
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ
না জানি কী ধ্যানে মগন,
স্তিমিত লোচন কী অমৃত রসপানে
ভুলিল চরাচর।
কী সুধাময় গান গাইছে সুরগণ
বিমল বিভুগুণ-বন্দনা।
কোটি চন্দ্রতারা উলসিত
নৃত্য করিছে অবিরাম।

কী হ'লো আমার, বুঝি বা সজনী,
হৃদয় হারিয়েছি।
প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে,
মন ল'য়ে সখী, গেছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি' বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি' চলি' বেড়াইতে,
সহসা সজনী, চেতন পাইয়া,
সহসা সজনী, দেখিনু চাহিয়া,
রাশি রাশি ভাঙা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় হারিয়েছি।

পথের মাঝেতে, খেলাতে খেলাতে,
হৃদয় হারিয়েছি ॥
যদি কেহ, সখী, দলিয়া যায়,
তা'র 'পর দিয়া চলিয়া যায়,
শুকায়ে পড়িবে, ছিঁড়িয়া পড়িবে,
দলগুলি তা'র ঝরিয়া পড়িবে,
যদি কেহ, সখী, দলিয়া যায়।
আমার কুসুম-কোমল হৃদয়
কখনো সহেনি রবির কর,
আমার মনের কামিনী-পাপ্‌ড়ি
সহেনি ভ্রমর-চরণ-ভর।
চিরদিন সখী, বাতাসে খেলিত,
জ্যোৎস্না-আলোকে নয়ন মেলিত,
সুধা-পরিমলে অধর ভরিয়া,
লোলিত রেণুর সিঁদুর পরিয়া,
ভ্রমরে ডাকিত, হাসিতে হাসিতে,
কাছে এলে তা'রে দিত না বসিতে,
সহসা আজ সে-হৃদয় আমার
কোথায় হারিয়েছি ॥

কেন ধ'রে রাখা, ও যে যাবে চ'লে,
মিলন-যামিনী গত হ'লে ॥
স্বপন-শেষে নয়ন মেলো,
নিব-নিব দীপ নিবায়ে ফেলো,
কী হবে শুকানো ফুল-দলে,
মিলন-যামিনী গত হ'লে ॥

জাগে শুকতারা, ডাকিছে পাখী,
ঊষা সকরুণ অরুণ আঁখি।
এসো প্রাণপণ হাসিমুখে,
বলো "যাও সখা, থাকো সুখে।"
ডেকো না রেখো না আঁখিজলে,
মিলন-যামিনী গত হ'লে॥

কেন সারা দিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেলো তীরে।
চ'লে গেল বেলা, রেখে মিছে খেলা
ঝাঁপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে।
অকূল ছানিয়ে যা পাস্ তা নিয়ে
হেসে কেঁদে চলো ঘরে ফিরে॥
নাহি জানি মনে কী বাসিয়া
পথে ব'সে আছে কে আসিয়া?
কী কুসুম-বাসে ফাগুন-বাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া।
চল্ ওরে এই ক্ষ্যাপা-বাতাসেই
সাথে নিয়ে সেই উদাসীরে॥

কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে,
ছিলাম নিদ্রামগন।
সংসার মোরে মহামোহঘোরে
ছিল সদা ঘিরে' সঘন॥

আপনার হাতে দিবে-যে বেদনা,
ভাসাবে নয়ন-জলে ;
কে জানিত হবে আমার এমন
শুভ দিন শুভ লগন ।।
জানি না কখন করুণা-অরুণ
উঠিল উদয়াচলে ;
দেখিতে দেখিতে কিরণে পূরিল
আমার হৃদয়-গগন ।।
তোমার অমৃতসাগর হইতে
বন্যা আসিল কবে ;
হৃদয়ে বাহিরে যত বাঁধ ছিল
কখন হইল ভগন ।।
সুবাতাস তুমি আপনি দিয়েছো,
পরাণে দিয়েছো আশা ;
আমার জীবনতরণী হইবে
তোমার চরণে মগন ।।

কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু,
জাগাইলে অনুপম সুন্দর শোভা হে হৃদয়েশ্বর ।
সহসা ফুটিল ফুল মঞ্জরী শুকানো তরুতে,
পাষাণে বহে সুধা-ধারা ।।

কেমনে রাখিবি তোরা তাঁরে লুকায়ে
চন্দ্রমা তপন তারা আপন আলোক ছায়ে ॥
হে বিপুল সংসার সুখে দুঃখে আঁধার,
কত কাল রাখিবি ঢাকি' তাঁহারে কুহেলিকায় ॥

আত্মা-বিহারী তিনি হৃদয়ে উদয় তাঁর—
নব নব মহিমা জাগে, নব নব কিরণ-ভায় ॥

কী সুর বাজে আমার প্রাণে,
আমিই জানি, মনই জানে।
কিসের লাগি' সদাই জাগি,
কাহার কাছে কী ধন মাগি,
তাকাই কেন পথের পানে
আমিই জানি, মনই জানে ॥
দ্বারের পাশে প্রভাত আসে,
সন্ধ্যা নামে বনের বামে ;
সকাল-সাঁঝে বংশী বাজে,
বিকল করে সকল কাজে,
বাজায় কে যে কিসের তানে,
আমিই জানি, মনই জানে ॥

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে
আর কোলাহল নাই।
রহি' রহি' শুধু সুদূর সিন্ধুর
ধ্বনি শুনিবারে পাই ॥
সকল বাসনা চিত্তে এলো ফিরে',
নিবিড় আঁধার ঘনালো বাহিরে,
প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে
জ্বলিতেছে এক ঠাঁই ॥

অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী,
খেলা হ'লো সমাধান ;
চপল চঞ্চল লহরীলীলা
পারাবারে অবসান।
নীরব মন্ত্রে হৃদয়মাঝে
শান্তি শান্তি শান্তি বাজে,
অরূপ কান্তি নিরখি' অন্তরে
মুদিতলোচনে চাই ॥

গরব মম হ'রেছো প্রভু, দিয়েছো বহু লাজ।
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ ॥
তোমারে আমি পেয়েছি বলি'
মনে মনে-যে মনেরে ছলি,
ধরা পড়িনু, সংসারেতে
করিতে তব কাজ—
কেমনে মুখ সমুখে তব
তুলিব আমি আজ ॥
জানিনে নাথ, আমার ঘরে
ঠাঁই কোথা-যে তোমারি তরে,
নিজেরে তব চরণ-'পরে
সঁপিনি রাজরাজ।
তোমারে চেয়ে দিবস যামী
আমারি পানে তাকাই আমি,
তোমারে চোখে দেখিনে স্বামী,
তব মহিমা মাঝ,—
কেমনে মুখ সমুখে তব
তুলিব আমি আজ ॥

চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।
সংসার-গহনে নির্ভয়-নির্ভর,
নির্জ্জন সজনে সঙ্গে রহো।
অধনের হও ধন, অনাথের নাথ হও হে,
অবলের বল।
জরা-ভারাতুরে নবীন করো,
ওহে সুধাসাগর॥

জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে।
থেকো না থেকো না, ওরে ভাই,
মগন মিথ্যা কাজে॥
অর্ঘ্য ভরিয়া আনি'
ধরো গো পূজার থালি,
রতন-প্রদীপখানি
যতনে আনো গো জ্বালি',
ভরি' ল'য়ে দুই পাণি
বহি' আনো ফুল-ডালি,
মা'র আহ্বান বাণী
রটাও ভুবন মাঝে।
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে॥
আজি প্রসন্ন পবনে
নবীন জীবন ছুটিছে!
আজি প্রফুল্ল কুসুমে
নব সুগন্ধ ছুটিছে।

আজি উজ্জ্বল ভালে
তোলো উন্নত মাথা,
নব সঙ্গীত-তালে
গাও গম্ভীর গাথা,
পরো মাল্য কপালে
নবপল্লব-গাঁথা,
শুভ সুন্দর কালে
সাজো সাজো নব সাজে।
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে॥

ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে।
নিদ্রামগন যবে বিশ্বজগত,
হৃদয়ে আসিয়ে নীরবে ডাকো হে,
তোমারি অমৃতে।
জ্বালো তব দীপ এ অন্তর-তিমিরে,
বারবার ডাকো মম অচেত চিতে॥

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়,
কোন্‌খানে রে কোন্ পাষাণের ঘায়?
নবীন তরী নতুন চলে,
দিইনি পাড়ি অগাধ জলে,
বাহি তা'রে খেলার ছলে কিনার কিনারায়॥
ভেসেছিলো স্রোতের ভরে,
একা ছিলেম কর্ণ ধ'রে,
লেগেছিলো পালের 'পরে মধুর মৃদু বায়।

সুখে ছিলেম আপন মনে,
মেঘ ছিল না গগন-কোণে,
লাগ্‌বে তরী কুসুমবনে, ছিলেম সেই আশায়

তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণ্য প্রভাতে আজি,
তোমারি নামে খুলিল হৃদয়-শতদল-দলরাজি।
তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে ফুটিল কনক-লেখা,
তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণ-বীণা বাজি'।
তোমারি নামে পূর্ব্ব-তোরণে খুলিল সিংহদ্বার,
বাহিরিল রবি নবীন আলোকে দীপ্ত মুকুট মাজি'।
তোমারি নামে জীবন-সাগরে জাগিল লহরী-লীলা,
তোমারি নামে নিখিল ভুবন বাহিরে আসিল সাজি'॥

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে,
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান;
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
পিতার বক্ষে রেখেছো মোরে,
জনম দিয়েছো জননী-ক্রোড়ে,
বেঁধেছো সখার প্রণয়-ডোরে,
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন
ক'রেছো আমার নয়ন-লোভন,

নদী গিরি বন সরস শোভন,
তুমিই ধন্য ধন্য হে।
হৃদয়ে বাহিরে, স্বদেশে বিদেশে,
যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে,
জনমে মরণে শোকে আনন্দে,
তুমিই ধন্য ধন্য হে॥

তোমারি সেবক করো হে আজি হ'তে আমারে।
চিত্তমাঝে দিবারাত আদেশ তব দেহ নাথ,
তোমার কর্ম্মে রাখো বিশ্ব-দুয়ারে।
করো ছিন্ন মোহপাশ, সকল লুব্ধ আশ,
লোকভয়, দূর করি' দাও দাও।
রত রাখো কল্যাণে, নীরবে নিরভিমানে,
মগ্ন করো আনন্দ রসধারে॥

তুমি-যে আমারে চাও
আমি সে জানি।
কেন-যে মোরে কাঁদাও
আমি সে জানি।
এ আলোকে এ আঁধারে
কেন তুমি আপনারে
ছায়াখানি দিয়ে ছাও
আমি সে জানি॥

সারাদিন নানা কাজে
কেন তুমি নানা সাজে
কত সুরে ডাক দাও
আমি সে জানি।
সারা হ'লে দেয়া-নেয়া
দিনান্তের শেষ খেয়া
কোন্-দিক্-পানে বাও
আমি সে জানি॥

দিন ফুরালো হে সংসারী,
ডাকো তাঁরে ডাকো যিনি শ্রান্তিহারী
ভোলো সব ভাবনা,
হৃদয়ে লও হে শান্তিবারি।

দিন যায়রে, দিন যায় বিষাদে,
স্বার্থ কোলাহলে, ছলনায়, বিফলা বাসনায়
এসেছো ক্ষণতরে, ক্ষণপরে যাইবে চ'লে,
জনম কাটে বৃথায়, বাদবিবাদে কুমন্ত্রণায়।

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া
নিত্য কল্যাণ কাজে হে।
ফিরিব আহ্বান মানিয়া
তোমারি রাজ্যের মাঝে হে॥

মজিয়া অনুখন আলসে
রবো না পড়িয়া আলসে,
হ'য়েছে জর্জ্জর জীবন
ব্যর্থ দিবসের লাজে হে ॥
আমারে রহে যেন না ঘিরি'
সতত বহুতর সংশয়ে ;
বিবিধ পথে যেন না ফিরি
বহুল সংগ্রহ আশয়ে।
অনেক নৃপতির শাসনে
না রহি শঙ্কিত আসনে,
ফিরিব নির্ভয়-গৌরবে
তোমারি ভৃত্যের সাজে হে ॥

দুঃখরাতে হে নাথ, কে ডাকিলে,
জাগি' হেরিনু তব প্রেম-মুখ-ছবি ॥
হেরিনু উষালোকে বিশ্ব তব কোলে,
জাগে তব নয়নে প্রাতে শুভ্র রবি ॥
শুনিনু বনে উপবনে আনন্দ-গাথা,
আশা হৃদয়ে বহি' নিত্য গাহে কবি ॥

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।
যেন তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে ॥
সমুখ আকাশে চরাচরলোকে,
এই অপরূপ আকুল আলোকে,
দাঁড়াও হে ॥

আমার পরাণ পলকে পলকে,
চোখে চোখে তব দরশ মাগে ॥
এই-যে ধরণী চেয়ে ব'সে আছে,
ইহার মাধুরী বাড়াও হে।
ধূলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে
দাঁড়াও হে নাথ, দাঁড়াও হে ॥
যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া,
ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া,
দাঁড়াও হে।
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া
তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে ॥

দু-জনে যেথায় মিলিছে, সেথায়
তুমি থাকো প্রভু, তুমি থাকো ॥
দু-জনে যাহারা চ'লেছে, তাদের
তুমি রাখো, প্রভু, সাথে রাখো।
যেথা দু-জনের মিলিছে দৃষ্টি সেথা হোক্ তব সুধার বৃষ্টি,
দোঁহে যারা ডাকে দোঁহারে, তাদের
তুমি ডাকো, প্রভু, তুমি ডাকো ॥
দু-জনে মিলিয়া গৃহের প্রদীপে
জ্বালাইছে যে-আলোক,
তাহাতে হে দেব, হে বিশ্বদেব,
তোমারি আরতি হোক্ ॥
মধুর মিলনে মিলি' দুটি হিয়া প্রেমের বৃন্তে উঠে বিকশিয়া,
সকল অশুভ হইতে তাহারে
তুমি ঢাকো, প্রভু, তুমি ঢাকো ॥

নব বৎসরে করিলাম পণ,
লবো স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত, লবো শিক্ষা ॥
পরের ভূষণ পরের বসন
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।
নব বৎসরে করিলাম পণ,
লবো স্বদেশের দীক্ষা ॥
না থাকে প্রাসাদ, আছে তো কুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র।
না থাকে নগর, আছে তব বন
ফলে ফুলে সুবিচিত্র।
তোমা হ'তে যত দূরে গেছি স'রে
তোমারে দেখেছি তত ছোটো ক'রে,
কাছে দেখি আজ হে হৃদয়রাজ,
তুমি পুরাতন মিত্র।
হে তাপস, তব পর্ণ-কুটীর
কল্যাণে সুপবিত্র ॥
পরের বাক্যে তব পর হ'য়ে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ,
প'রেছি পরের সজ্জা।
কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি'
জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি',
তব সনাতন ধ্যানের আসন
মোদের অস্থিমজ্জা।

পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
দিয়েছি, পেয়েছি লজ্জা ॥
সে-সকল সাজ তেয়াগিব আজ,
লইব তোমার দীক্ষা।
তব পদতলে বসিয়া বিরলে
শিখিব তোমার শিক্ষা।
তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ম্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম্ম
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা।
তব গৌরবে গরব মানিব,
লইব তোমার দীক্ষা ॥

নিবিড় ঘন আঁধারে
জ্বলিছে ধ্রুবতারা।
মন রে মোর, পাথারে
হোস্‌নে দিশেহারা ॥
বিষাদে হ'য়ে ম্রিয়মাণ
বন্ধ না করিয়ো গান,
সফল করি' তোলো প্রাণ
টুটিয়া মোহকারা ॥
রাখিয়ো বল জীবনে,
রাখিয়ো চির আশা,
শোভন এই ভুবনে
রাখিয়ো ভালোবাসা।

সংসারের সুখে দুখে
চলিয়া যেয়ো হাসিমুখে,
ভরিয়া সদা রেখো বুকে
তাঁহারি সুধাধারা।

পিপাসা হায় নাহি মিটিল, নাহি মিটিল।
গরল-রস-পানে জর-জর পরাণে
মিনতি করি হে করযোড়ে,
জুড়াও সংসার-দাহ তব প্রেমের অমৃতে॥

প্রভু, খেলেছি অনেক খেলা
এবে তোমার ক্রোড় চাহি।
শ্রান্ত হৃদয়ে হে তোমারি প্রসাদ চাহি।
আজি চিন্তাতপ্ত প্রাণে
তব শান্তিবারি চাহি,
আজি সর্ব্ববিত্ত ছাড়ি'
তোমায় নিত্য নিত্য চাহি॥

প্রেমানন্দে রাখো পূর্ণ আমারে দিবসরাত।
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে,
চন্দ্র-সূর্য্য-কিরণে তোমার করুণ নয়নপাত॥
সুখ-সম্পদে করি হে পান তব প্রসাদবারি,
দুখ-সঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গল হাত॥

জীবনে জ্বালো অমর দীপ তব অনন্ত আশা,
মরণ অন্তে হৌক্ তোমারি চরণে সুপ্রভাত ॥
লহো লহো মম সব আনন্দ সকল প্রীতি গীতি
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ ॥

পান্থ, এখনো কেন অলসিত অঙ্গ,
হেরো পুষ্পবনে জাগে বিহঙ্গ।
গগন মগন নন্দন-আলোক-উল্লাসে,
লোকে লোকে উঠে প্রাণ-তরঙ্গ ॥
রুদ্ধ হৃদয়কক্ষে তিমিরে
কেন আত্মসুখদুঃখে শয়ান;
জাগো জাগো চলো মঙ্গল পথে,
যাত্রীদলে মিলি' লহো বিশ্বের সঙ্গ ॥

ভক্ত-হৃদ্‌বিকাশ প্রাণবিমোহন,
নব নব তব প্রকাশ, নিত্য নিত্য চিত্তগগনে হৃদীশ্বর।
কভু মোহ-বিনাশ মহারুদ্রজ্বালা,
কভু বিরাজো ভয়হর শান্তি সুধাকর।
চঞ্চল হর্ষশোকসঙ্কুল কল্লোল-'পরে
স্থির বিরাজে চিরদিন মঙ্গল তব রূপ;
প্রেমমূর্ত্তি নিরুপম প্রকাশ করো, নাথ হে,
ধ্যান-নয়নে পরিপূর্ণ রূপ তব সুন্দর ॥

ভুবন হইতে ভুবনবাসী, এসো আপন হৃদয়ে।
হৃদয়মাঝে হৃদয়নাথ
আছে নিত্য সাথ সাথ,
কোথা ফিরিছ দিবারাত
হেরো তাঁহারে অভয়ে।
হেথা চির আনন্দধাম,
হেথা বাজিছে অভয় নাম,
হেথা পূরিবে সকল কাম
নিভৃত অমৃত আলয়ে॥

মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী,
সখী, জাগো জাগো।
মেলি' রাগ-অলস আঁখি
সখী, জাগো জাগো॥
আজি চঞ্চল এ নিশীথে
জাগো ফাল্গুন-গুণ-গীতে
অয়ি প্রথম-প্রণয়-ভীতে,
মম নন্দন-অটবীতে
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি'—
সখী, জাগো জাগো॥
জাগো নবীন গৌরবে,
নব বকুল-সৌরভে,
মৃদু মলয়-বীজনে
জাগো নিভৃত নির্জ্জনে।
জাগো আকুল ফুল-সাজে,
জাগো মৃদুকম্পিত লাজে,

মম হৃদয়-শয়ন-মাঝে,
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি' থাকি',—
সখী, জাগো জাগো ॥

মহানন্দে হেরো গো সবে গীতরবে ;
চলে শ্রান্তিহারা—
জগতপথে পশুপ্রাণী রবি শশী তারা।
তাঁহা হ'তে নামে জড়জীবনমনপ্রবাহ ;
তাঁহারে খুঁজিয়া চ'লেছে ছুটিয়া
অসীম সৃজনধারা ॥

মন্দিরে মম কে আসিল হে।
সকল গগন অমৃতমগন,
দিশিদিশি গেল মিশি' অমানিশি দূরে দূরে।
সকল দুয়ার আপনি খুলিল,
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে ॥

মনোমোহন, গহন যামিনীশেষে
দিলে আমারে জাগায়ে।
মেলি' দিলে শুভ প্রাতে সুপ্ত এ আঁখি
শুভ্র আলোক লাগায়ে ॥

মিথ্যা স্বপনরাজি কোথা মিলাইল,
আঁধার গেল মিলায়ে ;
শান্তি সরসীমাঝে চিত্তকমল
ফুটিল আনন্দবায়ে ॥

মোরা সত্যের 'পরে মন
আজি করিব সমর্পণ,
জয় জয় সত্যের জয় ।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্য ধন ।
জয় জয় সত্যের জয় ॥
যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু মিথ্যা চিন্তা নয় ।
যদি দৈন্য বহিতে হয়
তবু মিথ্যা কর্ম্ম নয় ।
যদি দণ্ড সহিতে হয়,
তবু মিথ্যা বাক্য নয়,
জয় জয় সত্যের জয় ॥
মোরা মঙ্গল কাজে প্রাণ
আজি করিব সকলে দান,
জয় জয় মঙ্গলময় ।
মোরা লভিব পুণ্য, শোভিব পুণ্যে,
গাহিব পুণ্য গান ।
জয় জয় মঙ্গলময় ॥
যদি দুঃখে দহিতে হয়
তবু অশুভ চিন্তা নয় ।

যদি দৈন্য বহিতে হয়,
তবু অশুভ কর্ম্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয়,
তবু অশুভ বাক্য নয়,
জয় জয় মঙ্গলময় ॥
সেই অভয় ব্রহ্মনাম
আজি মোরা সবে লইলাম—
যিনি সকল ভয়ের ভয়।
মোরা করিব না শোক, যা হবার হোক,
চলিব ব্রহ্মধাম,
জয় জয় ব্রহ্মের জয় ॥
যদি দুঃখে দহিতে হয়,
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয়,
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়।
যদি মৃত্যু নিকট হয়,
তবু নাহি ভয় নাহি ভয়।
জয় জয় ব্রহ্মের জয় ॥
মোরা আনন্দমাঝে মন,
আজি করিব বিসর্জ্জন,
জয় জয় আনন্দময়।
সকল দৃশ্যে সকল বিশ্বে
আনন্দ-নিকেতন।
জয় জয় আনন্দময় ॥
আনন্দ চিত্ত-মাঝে,
আনন্দ সর্ব্বকাজে,
আনন্দ সর্ব্বকালে,
দুঃখে বিপদজালে,

আনন্দ সর্ব্বলোকে,
মৃত্যু বিরহে শোকে,
জয় জয় আনন্দময় ॥

১৩০৮, পৌষ

মোরে ডাকি' ল'য়ে যাও মুক্তদ্বারে—
তোমার বিশ্বের সভাতে,
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে ॥
উদয়গিরি হ'তে উচ্চে কহো মোরে—
"তিমির লয় হ'লো দীপ্তিসাগরে,
স্বার্থ হ'তে জাগো, দৈন্য হ'তে জাগো,
সব জড়তা হ'তে জাগো জাগো রে,
সতেজ উন্নত শোভাতে ॥"
বাহির করো তব পথের মাঝে,
বরণ করো মোরে তোমার কাজে।
নিবিড় আবরণ করো বিমোচন,
মুক্ত করো সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত করো মম মুগ্ধ লোচন
তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন
নবীন নির্ম্মল বিভাতে ॥

মন তুমি নাথ, লবে হ'রে,
ব'সে আছি সেই আশা ধ'রে ॥
নীলাকাশে ওই তারা ভাসে,
নীরব নিশীথে শশী হাসে,

দু-নয়নে বারি আসে ভ'রে ;
ব'সে আছি আমি আশা ধ'রে।
স্থলে জলে তব ধূলিতলে,
তরুতে লতায় ফুলে ফলে,
নরনারীদের প্রেমডোরে—
নানা দিকে দিকে, নানা কালে,
নানা সুরে সুরে, নানা তালে,
নানা মতে তুমি লবে মোরে—
ব'সে আছি সেই আশা ধ'রে ॥

যে-কেহ মোরে দিয়েছো সুখ,
দিয়েছো তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যে-কেহ মোরে দিয়েছো দুখ
দিয়েছো তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি ॥
যে-কেহ মোরে বেসেছো ভালো
জ্বেলেছো ঘরে তাঁহারি আলো,
তাঁহারি মাঝে সবারি আজি
পেয়েছি আমি পরিচয়,
সবারে আমি নমি ॥
যা-কিছু কাছে এসেছে, আছে,
এনেছে তাঁরে প্রাণে,
সবারে আমি নমি।
যা-কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে,
টেনেছে তাঁরি পানে,
সবারে আমি নমি।

জানি বা আমি নাহি বা জানি,
মানি বা আমি নাহি বা মানি,
নয়ন মেলি' নিখিলে আমি
পেয়েছি তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি ॥

রক্ষা করো হে।
আমার কর্ম্ম হইতে আমায় রক্ষা করো হে ॥
আপন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে,
আপন চিন্তা গ্রাসিছে, আমায় রক্ষা করো হে।
প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়া জড়াই মিথ্যা জালে,
ছলনা-ডোর হইতে মোরে রক্ষা করো হে ॥
অহঙ্কার হৃদয়দ্বার র'য়েছে রোধিয়া হে।
আপনা হ'তে আপনায় মোরে রক্ষা করো হে ॥

লহো লহো তুলি লও হে, ভূমিতল হ'তে ধূলিম্লান এ পরাণ,
রাখো তব কৃপা-চোখে, রাখো তব স্নেহ-করতলে।
রাখো তা'রে আলোকে, রাখো তা'রে অমৃতে,
রাখো তা'রে নিয়ত কল্যাণে, রাখো তা'রে কৃপা-চোখে,
রাখো তা'রে স্নেহ-করতলে ॥

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা।
বাজে অসীম নভমাঝে অনাদি রব,
জাগে অগণ্য রবিচন্দ্রতারা ॥

একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে
পরম এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে ;
বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত,
লক্ষ শত ভক্তচিত বাক্যহারা ॥

বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে লোকে লোকে,
তব বাণী গ্রহচন্দ্র দীপ্ত তপনতারা।
সুখদুখ তব বাণী, জনমমরণ বাণী তোমার,
নিভৃত গভীর তব বাণী ভক্ত-হৃদয়ে শান্তিধারা

বিমল আনন্দে জাগো রে।
মগন হও সুধাসাগরে।
হৃদয়-উদয়াচলে দেখো রে চাহি'
প্রথম পরম জ্যোতি-রাগ রে

বাজাও তুমি কবি, তোমার সঙ্গীত সুমধুর
গম্ভীরতর তানে প্রাণে মম,
দ্রব জীবন ঝরিবে ঝর ঝর নির্ঝর তব পায়ে।
বিসরিব সব সুখ দুখ চিন্তা অতৃপ্ত বাসনা,
বিচরিবে বিমুক্ত হৃদয় বিপুল বিশ্বমাঝে
অনুখন আনন্দ-বায়ে ॥

শান্ত হ'রে মম চিত্ত নিরাকুল,
শান্ত হ'রে ওরে দীন।
হেরো চিদম্বরে মঙ্গলে সুন্দরে
সর্ব্ব চরাচর লীন।
শুনরে নিখিল-হৃদয়-নিস্পন্দিত
শূন্যতলে উথলে জয়সঙ্গীত,
হেরো বিশ্ব চির-প্রাণ-তরঙ্গিত,
নন্দিত নিত্য নবীন।
নাহি বিনাশ বিকার বিশোচন,
নাহি দুঃখ সুখ তাপ;
নির্ম্মল নিষ্কল নির্ভর অক্ষয়,
নাহি জরাজর পাপ।
চির আনন্দ বিরাম চিরন্তন,
প্রেম নিরন্তর, জ্যোতি নিরঞ্জন,
শান্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন,
সান্ত্বনা অন্তবিহীন॥

শান্তি করো বরিষণ নীরব ধারে,
নাথ, চিত্তমাঝে,
সুখে দুখে সব কাজে,
নির্জ্জনে জনসমাজে।
উদিত রাখো, নাথ, তোমার প্রেমচন্দ্র
অনিমেষ মম লোচনে,
গভীর তিমির মাঝে॥

শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ, পথে পথে,
ফিরি হে দ্বারে দ্বারে,—
চিরভিখারী হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে ॥
চিত্ত না শান্তি জানে, তৃষ্ণা না তৃপ্তি মানে,
যাহা পাই তাই হারাই, ভাসি অশ্রুধারে।
সকল যাত্রী চলি' গেল, বহি' গেল সব বেলা,
আসে তিমির যামিনী ভাঙিয়া গেল মেলা,
কত পথ আছে বাকি, যাবো চ'লে ভিক্ষা রাখি',
কোথা জ্বলে গৃহপ্রদীপ কোন্ সিন্ধুপারে ॥

সজনী গো—
শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা
নিশীথ যামিনীরে।
কুঞ্জপথে সখী, কৈসে যাওব
অবলা কামিনীরে।
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জ্জিত
ঘন ঘন গর্জ্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত পথতরু লুণ্ঠত,
থর থর কম্পত দেহ।
ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্,
বরখন্ত নীরদপুঞ্জ।
শাল পিয়ালে তাল তমালে
নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।
কহ রে সজনী এ দুরুযোগে
কুঞ্জে নিরদয় কান
দারুণ বাঁশী কাহে বজাওয়ত
সকরুণ রাধা নাম।

সজনী—

মোতিম হারে বেশ বনা দে,
সীঁথি লগা দে ভালে।
উরহি বিলোলিত শিথিল চিকুর ম
বাঁধহ চম্পক মালে।
গহন রয়নসে ন যাও বালা,
নওল কিশোরক পাশ।
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর পাওয়ব,
কহে ভানু তব দাস।

সদা থাকো আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্ম্মল প্রাণে॥
জাগো প্রাতে আনন্দে, করো কর্ম্ম আনন্দে,
সন্ধ্যায় গৃহে চলো হে আনন্দগানে।
সঙ্কটে সম্পদে থাকো কল্যাণে,
থাকো আনন্দে নিন্দা অপমানে।
সবারে ক্ষমা করি' থাকো আনন্দে,
চির-অমৃত-নির্ঝরে শান্তিরসপানে॥

সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হ'য়ে,
ভ্রমিছ দীন প্রাণে।
সতত হায় ভাবনা শত শত, নিয়ত ভীত পীড়িত,
শির নত কত অপমানে।
জানো না রে অধো ঊর্দ্ধে বাহির অন্তরে
ঘেরি' তোরে নিত্য রাজে সেই অভয়-আশ্রয়।
তোলো আনত শির, ত্যজো রে ভয়ভার,
সতত সরল চিতে চাহো তাঁরি প্রেম-মুখপানে॥

সুন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল,
সমুদিত প্রেমচন্দ্র, অন্তর পুলকাকুল।
কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিছে বসন্ত পুণ্যগন্ধ,
শূন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণাধ্বনি।
অচল বিরাজ করে—
শশিতারামণ্ডিত সুমহান সিংহাসনে ত্রিভুবনেশ্বর।
পদতলে বিশ্বলোক রোমাঞ্চিত,
জয় জয় গীত গাহে সুরনর॥

হে সখা, মম হৃদয়ে রহো।
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহো॥
নাথ, তুমি এসো ধীরে, সুখদুখ হাসি নয়ননীরে,
লহো আমার জীবন ঘিরে';—
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহো॥

সফল করো হে প্রভু আজি সভা,
এ রজনী হোক্ মহোৎসবা॥
বাহিরঅন্তর ভুবনচরাচর
মঙ্গলডোরে বাঁধি' এক করো,
শুষ্ক হৃদয় করো প্রেমে সরসতর,
শূন্য নয়নে আনো পুণ্যপ্রভা॥
অভয়দ্বার তব করো হে অবারিত,
অমৃত উৎস তব করো উৎসারিত,
গগনে গগনে করো প্রসারিত
অতি বিচিত্র তব নিত্যশোভা।

সব ভকতে তব আনো এ পরিষদে,
বিমুখ চিত্ত যত করো নত তব পদে,
রাজঅধীশ্বর তব চিরসম্পদে
সব সম্পদ করো হতগরবা ॥

স্বপন যদি ভাঙিলে রজনীপ্রভাতে
পূর্ণ করো হিয়া মঙ্গল কিরণে।
রাখো মোরে তব কাজে,
নবীন করো এ জীবন হে।
খুলি' মোর গৃহদ্বার
ডাকো তোমারি ভবনে হে ॥

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥
শুধু আপনার মনে নয়,
আপন ঘরের কোণে নয়,
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে ;
তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে,
সেই সবামাঝে তোমারে স্বীকার করিব হে।
দ্যুলোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥

সকলি তেয়াগি' তোমারে স্বীকার করিব হে।
সকলি গ্রহণ করিয়া তোমারে বরিব হে ॥
কেবলি তোমার স্তবে নয়,
শুধু সঙ্গীতরবে নয়,

শুধু নির্জ্জনে ধ্যানের আসনে নহে ;
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে,
কর্ম্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে ।
প্রিয়ে অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥

জানি না বলিয়া তোমারে স্বীকার করিব হে,
জানি ব'লে নাথ, তোমারে হৃদয়ে বরিব হে,
শুধু জীবনের সুখে নয়,
শুধু প্রফুল্ল মুখে নয়,
শুধু সুদিনের সহজ সুযোগে নহে—
দুখশোক যেথা আঁধার করিয়া রহে
নত হ'য়ে সেথা তোমারে স্বীকার করিব হে ।
নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে ॥

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে,
শুন এ কবির গান ।—
তোমার চরণে নবীন হর্ষে
এনেছি পূজার দান ।
এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্ম্মের মতি,
এনেছি মোদের প্রাণ ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান ॥
কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের,
অন্ন নাহিক জুটে ।

যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজি নাহি প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন,
চরণের ধূলা লুটে'।
সুর-দুর্লভ তোমার প্রসাদ
লইব পর্ণপুটে॥
রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব,
তোমারি উত্তরীয়॥
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে র'য়েছে গোপন,
তোমারি মন্ত্র অগ্নি-বচন,
তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব,
তোমার উত্তরীয়॥
দাও আমাদের অভয়মন্ত্র,
অশোকমন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
দাও গো জীবন নব।
যে-জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে-জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে-মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লবো।
মৃত্যু-তরণ শঙ্কা-হরণ
দাও সে-মন্ত্র তব॥

হে মন, তাঁরে দেখো আঁখি খুলিয়ে
যিনি আছেন সদা অন্তরে।
সবারে ছাড়ি' প্রভু করো তাঁরে,
দেহ মন ধন যৌবন রাখো তাঁর অধীনে

হরষে জাগো আজি, জাগো রে তাঁহার সাথে,
প্রীতিযোগে তাঁর সাথে একাকী।
গগনে গগনে হেরো দিব্য নয়নে
কোন্ মহাপুরুষ জাগে মহা যোগাসনে,
নিখিল কালে জড়ে জীবে জগতে
দেহে প্রাণে হৃদয়ে॥

হৃদয় বাসনা পূর্ণ হ'লো, আজি মম পূর্ণ হ'লো
শুন সবে জগতজনে।
কী হেরিনু শোভা নিখিল ভুবননাথ,
চিত্তমাঝে বসি' স্থির আসনে॥

হৃদয়শশী হৃদিগগনে
উদিল মঙ্গল লগনে,
নিখিল সুন্দর ভুবনে
এ কী এ মহা মধুরিমা।

ডুবিল কোথা দুখ সুখ রে,
অপার শান্তির সাগরে,
বাহিরে অন্তরে জাগে রে
শুধুই সুধা-পূরণিমা ॥
গভীর সঙ্গীত দ্যুলোকে
ধ্বনিছে গম্ভীর পুলকে,
গগন-অঙ্গন-আলোকে
উদার দীপ-দীপ্তিমা।
চিত্তমাঝে কোন্ যন্ত্রে
কী গান মধুময় মন্ত্রে
বাজে রে অপরূপ তন্ত্রে,
প্রেমের কোথা পরিসীমা ॥

হৃদি-মন্দির দ্বারে বাজে সুমঙ্গল শঙ্খ।
শত মঙ্গল শিখা করে ভবন আলো ;
উঠে নির্ম্মল ফুলগন্ধ।

মনোমন্দির-সুন্দরী,
মণিমঞ্জীর গুঞ্জরী
স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা
অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী ॥
রোষারুণ-রাগরঞ্জিতা
বঙ্কিম-ভুরু-ভঞ্জিতা,
গোপন-হাস্য- কুটিল-আস্য
কপট-কলহ-গঞ্জিতা ॥

সঙ্কোচ-নত-অঙ্গিনী
ভয়ভঙ্গুর-ভঙ্গিনী,
চকিত-চপল- নব কুরঙ্গ
যৌবন-বন-রঙ্গিণী ॥
অয়ি খল-ছলগুণ্ঠিতা
মধুকর-ভর-কুণ্ঠিতা
লুব্ধ-পবন- ক্ষুব্ধ-লোভন-
মল্লিকা-অবলুণ্ঠিতা ॥
চুম্বনধন-বঞ্চিনী
দুরূহ-গর্ব্ব-মঞ্চিনী
রুদ্ধ-কোরক- সঞ্চিত-মধু
কঠিন-কনককঞ্জিনী ॥

———

নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া,
তোমার অনল দিয়া ॥
কবে যাবে তুমি সমুখের পথে
দীপ্ত শিখাটি বাহি'
আছি তাই পথ চাহি' ॥
পুড়িবে বলিয়া র'য়েছে আশায়
আমার নীরব হিয়া
আপন আঁধার নিয়া ॥
নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া ॥

———

অলকে কুসুম না দিয়ো
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো ॥
কাজল-বিহীন সজল নয়নে
হৃদয় দুয়ারে ঘা দিয়ো ॥
আকুল-আঁচলে পথিক-চরণে
মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো ॥
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ
নিদয়া, নীরবে সাধিয়ো ॥
এসো, এসো, বিনা ভূষণেই,
দোষ নেই, তাহে দোষ নেই ;
যে আসে আসুক্‌, ঐ তব রূপ
অযতন-ছাঁদে ছাঁদিয়ো,
শুধু হাসিখানি আঁখি-কোণে হানি'
উতলা হৃদয় ধাঁদিয়ো ॥

আমার নাই বা হ'লো পারে যাওয়া ।
যে-হাওয়াতে চ'লতো তরী
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া ॥
নেই যদি বা জ'মলো পাড়ি,
ঘাট আছে তো ব'সতে পারি,
আমার আশার তরী ডুবলো যদি
দেখবো তোদের তরী-বাওয়া ॥
হাতের কাছে কোলের কাছে
যা আছে সেই অনেক আছে,
আমার সারাদিনের এই কি রে কাজ
ওপার পানে কেঁদে চাওয়া ?

কম কিছু মোর থাকে হেথা
পূরিয়ে নেবো প্রাণ দিয়ে তা,
আমার সেইখানেতেই কল্প-লতা
যেখানে মোর দাবি-দাওয়া

দুখের বেশে এসেছো ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় ক'রে ধরিব হে॥
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী,
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে প্রভু, চরণ ধরি' মরিব হে।
যেমন ক'রে দাও না দেখা তোমারে নাহি ডরিব হে॥

নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক্ জল নয়নে হে।
বাজিছে বুকে বাজুক, তব কঠিন বাহু বাঁধনে হে।
তুমি-যে আছ বক্ষে ধ'রে
বেদনা তাহা জানাক্ মোরে,
চাবো না কিছু, কবো না কথা, চাহিয়া রবো বদনে হে।
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক্ জল নয়নে হে॥

আমার গোধূলি-লগন এলো বুঝি কাছে
গোধূলি-লগন রে।
বিবাহের রঙে রাঙা হ'য়ে আসে
সোনার গগন রে।
শেষ ক'রে দিল পাখী গান-গাওয়া,
নদীর উপরে প'ড়ে এলো হাওয়া,

ওপারের তীর ভাঙা মন্দির
আঁধারে মগন রে।
আসিছে মধুর ঝিল্লি-নূপুরে
গোধূলি লগন রে।
আমার দিন কেটে গেছে কখনো খেলায়
কখনো কত কী কাজে।
এখন কী শুনি পূরবীর সুরে
কোন দূরে বাঁশী বাজে।
বুঝি দেরি নাই আসে বুঝি আসে,
আলোকের আভা লেগেছে আকাশে,
বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে
নব মিলনের সাজে?
সারা হ'লো কাজ মিছে কেন আজ
ডাকো মোরে আর কাজে?
আমি জানি-যে আমার হ'য়ে গেছে গণা
গোধূলি লগন রে।
ধূসর আলোকে মুদিবে নয়ন
অস্ত-গগন রে,—
তখন এ ঘরে কে খুলিবে দ্বার,
কে লইবে টানি' বাহুটি আমার,
আমায় কে জানে কী মন্ত্রে গানে
করিবে মগন রে—
সব গান সেরে আসিবে যখন
গোধূলি লগন রে।

আমি কেমন করিয়া জানাবো আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো—
আমার জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে।
আমি কেমন করিয়া জানাবো আমার পরাণ কী নিধি কুড়ালো—
ডুবিয়া নিবিড় গভীর শোভাতে।
আজ গিয়েছি সবার মাঝারে—সেথায় দেখেছি আলোক-আসনে—
দেখেছি আমার হৃদয়-রাজারে!
আমি দুয়েকটি কথা ক'য়েছি তা' সনে, সে নীরব সভা-মাঝারে,—
দেখেছি চির-জনমের রাজারে।
এই বাতাস আমারে হৃদয়ে ল'য়েছে, আলোক আমার তনুতে—
কেমনে মিলে' গেছে মোর তনুতে—
তাই এ গগনভরা প্রভাত পশিল আমার অণুতে অণুতে।
আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে, দেহ মন মোর ফুরালো—
যেন রে নিঃশেষে আজি ফুরালো।
আজ যেখানে যা হেরি, সকলেরি মাঝে জুড়ালো জীবন জুড়ালো—
আমার আদি ও অন্ত জুড়ালো॥

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,
আকাশেতে সোনার আলোয় ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।
ওরে মন, খুলে' দে মন, যা আছে তোর খুলে দে,
অন্তরে যা ডুবে আছে আলোক পানে তুলে দে!
আনন্দে সব বাধা টুটে, সবার সাথে ওঠরে ফুটে',
চোখের 'পরে আলস ভরে রাখিস্ নে আর আঁধন টানি'।

এক মনে তোর একতারাতে
একটি যে তার সেইটি বাজা—
ফুলবনে তোর একটি কুসুম
তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা।
যেখানে তোর সীমা, সেথায়
আনন্দে তুই থামিস্ এসে,
যে-কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া
সেই কড়ি তুই নিস্‌রে হেসে।
লোকের কথা নিস্‌নে কানে,
ফিরিস্‌নে আর হাজার টানে,
যেন রে তোর হৃদয় জানে
হৃদয়ে তোর আছেন রাজা—
একতারাতে একটি যে তার
আপন মনে সেইটি বাজা॥

তুমি যত ভার দিয়েছো সে-ভার
করিয়া দিয়েছো সোজা।
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি
সকলি হ'য়েছে বোঝা। (বন্ধু)
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও,
ভারের বেগেতে চ'লেছি কোথায়
এ যাত্রা তুমি থামাও॥ (বন্ধু)
আপনি যে-দুখ ডেকে আনি সে-যে
জ্বালায় বজ্রানলে—
অঙ্গার ক'রে রেখে যায় সেথা
কোনো ফল নাহি ফলে—(বন্ধু)

তুমি যাহা দাও সে-যে দুঃখের দান
শ্রাবণধারায় বেদনার রসে
সার্থক করে প্রাণ। (বন্ধু)
যেখানে যা-কিছু পেয়েছি কেবলি
সকলি ক'রেছি জমা—
যে দেখে সে আজ মাগে-যে হিসাব
কেহ নাহি করে ক্ষমা। (বন্ধু)
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও,
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চ'লেছি
এ যাত্রা মোরে থামাও ॥ (বন্ধু)

তুমি এপার ওপার করো কে গো
ওগো খেয়ার নেয়ে।
আমি ঘরের দ্বারে ব'সে ব'সে
দেখি-যে সব চেয়ে।
ভাঙিলে হাট দলে দলে,
সবাই যবে ঘরে চলে,
আমি তখন মনে ভাবি
আমিও যাই ধেয়ে।
দেখি সন্ধ্যাবেলা ওপার পানে,
তরণী যাও বেয়ে;
দেখে মন আমার কেমন করে,
ওঠে-যে গান গেয়ে,
ওগো খেয়ার নেয়ে।
কালো জলের কল কলে,
আঁখি আমার ছল ছলে,

ওপার হ'তে সোনার আভা
পরাণ ফেলে ছেয়ে।
দেখি তোমার মুখে কথাটি নাই,
ওগো খেয়ার নেয়ে ;
কী-যে তোমার চোখে লেখা আছে
দেখি-যে সব চেয়ে,
ওগো খেয়ার নেয়ে,
আমার মুখে ক্ষণ তরে,
যদি তোমার আঁখি পড়ে,
আমি তখন মনে ভাবি
আমিও যাই ধেয়ে,
ওগো খেয়ার নেয়ে ॥

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর্ ফিরে।
খোলা আঁখি দুটো অন্ধ ক'রে দে
আকুল আঁখির নীরে ॥
সে-ভোলা পথের প্রান্তে র'য়েছে
হারানো-হিয়ার কুঞ্জ,
ঝ'রে প'ড়ে আছে কাঁটা-তরুতলে
রক্ত-কুসুম-পুঞ্জ ;
সেথা দুই বেলা ভাঙ্গা-গড়া-খেলা
অকূল-সিন্ধু-তীরে।
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে' মর্ ফিরে ॥

অনেক দিনের সঞ্চয় তোর
আগুলি' আছিস্ ব'সে,
ঝড়ের রাতের ফুলের মতন
ঝরুক্ পড়ুক্ খ'সে।
আয় রে এবার সব-হারাবার
জয়-মালা পর্ শিরে।
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে' মর্ ফিরে॥

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি'
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি॥
কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে-যে ছুটে' বেড়াই
সকল ছেলে জুটি'॥
কেয়া-পাতার নৌকা গ'ড়ে
সাজিয়ে দেবো ফুলে,
তালদীঘিতে ভাসিয়ে দেবো
চ'ল্‌বে দুলে' দুলে'॥
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাবো আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখ্‌বো গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি'।
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি॥

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র-ছায়ায়
লুকোচুরি খেলা,
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা ॥
আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে' বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখীর মেলা ॥
ওরে যাবো না আজ ঘরে রে ভাই,
যাবো না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেবো রে লুট্ ক'রে ॥
যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুট্‌ছে হাসি',
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশী
কাট্‌বে সকল বেলা ॥

আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধ'রে আজ বোস্ রে সবাই, টান্ রে সবাই টান্ ॥
বোঝা যত বোঝাই করি'
ক'র্‌বো রে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের 'পরে ধ'র্‌বো পাড়ি
যায় যদি যাক্ প্রাণ ॥
কে ডাকে রে পিছন হ'তে কে করে রে মানা,
ভয়ের কথা কে বলে আজ ভয় আছে সব জানা।

কোন্ শাপে কোন্ গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাক্‌বো ব'সে ?
পালের রশি ধ'র্‌বো কসি'
চ'ল্‌বো গেয়ে গান ॥

তোমার সোনার থালায় সাজাবো আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথ্‌বো তোমার
গলার মুক্তাহার ॥
চন্দ্র সূর্য্য পায়ের কাছে
মালা হ'য়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলঙ্কার ॥
ধন ধান্য তোমারি ধন
কী ক'রবে তা কও।
দিতে চাও তো দিয়ো আমায়
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিষ,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস,
তোর প্রসাদ দিয়ে তা'রে কিনিস,
এ মোর অহঙ্কার।

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে।
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে ॥

দুষ্টদল-দলন তব দণ্ড ভয়কারী,
শত্রুজন-দর্পহর দীপ্ত তরবারি,
সঙ্কট-শরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী,
মুক্ত অবরোধ তব অভ্যুদয় হে ॥

নব কুন্দ-ধবলদল সুশীতলা।
অতি সুনির্ম্মলা, সুখ-সমুজ্জ্বলা,
শুভ সুবর্ণ-আসনে অচঞ্চলা ॥
স্মিত উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী,
পূর্ণ-সিতাংশু-বিভাস বিকাশিনী,
নন্দন-লক্ষ্মী সুমঙ্গলা ॥

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালি মালা;
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্ম্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি পর্ব্বতে;
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির ঢালা ॥

ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।
গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝঙ্কারে,
হাসি-ঢালা স্বর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে-পরশমণি
ঝলকে অলক-কোণে,
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে।
সোনা হ'য়ে যাবে সকল ভাবনা
আঁধার হইবে আলা॥

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া
কোন্ সাগরের পার হ'তে আনে
কোন সুদূরের ধন;
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া॥
পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,

মুখে এসে পড়ে অরুণ-কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার
হাসি কান্নার ধন ;
ভেবে মরে মোর মন,
কোন সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কী মন্ত্র হবে গাওয়া ॥

আমার নয়ন-ভুলানো এলে,
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলি-তলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে,
নয়ন-ভুলানো এলে ॥
আলো ছায়াব আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে
কী কথা কয় মনে মনে !
তোমায় মোরা ক'রবো বরণ
মুখের ঢাকা করো হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ
দু-হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে।
নয়ন-ভুলানো এলে ॥
বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,

আকাশ-বীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে সকল কাজে
পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে ॥

অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো
সুন্দর করো হে ॥
জাগ্রত করো, উদ্যত করো,
নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।
অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে ॥

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত করো হে বন্ধ,
সঞ্চার করো সকল কর্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে,
নন্দিত করো, নন্দিত করো
নন্দিত করো হে।
অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে ॥

অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চ'লেছে।
অমৃত ভবন কোথা আছে তাহা কে জানে॥
হের, আপন হৃদয়-মাঝে ডুবিয়ে, এ কী শোভা!
অমৃতময় দেবতা সতত
বিরাজে এই মন্দিরে, এই সুধা-নিকেতনে॥

আঁখিজল মুছাইলে জননী,
অসীম স্নেহ তব, ধন্য তুমি গো,
ধন্য ধন্য তব করুণা।
অনাথ যে, তা'রে তুমি মুখ তুলে' চাহিলে
মলিন যে, তা'রে তুমি বসাইলে পাশে,
তোমার দুয়ার হ'তে কেহ নাহি ফিরে,
যে আসে অমৃত-পিয়াসে।
দেখেছি আজি তব প্রেমমুখ-হাসি,
পেয়েছি চরণচ্ছায়া,
চাহিনা আর কিছু পূরেছে কামনা,
ঘুচেছে হৃদয়-বেদনা।

আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে।
তোমার ভবনতলে হেরি প্রদীপ জ্বলে,
দূরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি জোড় হাতে

ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে,
রজনী মূর্চ্ছাগত বিদ্যুত-ঘাতে।
দ্বার খোলো হে দ্বার খোলো—
প্রভু, করো দয়া, দেহ দেখা দুখ-রাতে ॥

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর,
ভরা বাদরে,
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা
কোথাও না ধরে ॥
শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে
মাঠের 'পরে।
আজি মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে ॥
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে এই ঝড়ে—
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে ॥
অন্তরে আজ কী কলরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙ্‌লো আগল,
হৃদয়-মাঝে জাগ্‌লো পাগল
আজি ভাদরে ;
আজ এমন ক'রে কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে ॥

আজি এ আনন্দ-সন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে, আহা।
মন্দ পবনে আজি ভাসে আকাশে
বিধুর ব্যাকুল মধুমাধুরী, আহা॥
স্তব্ধ গগনে গ্রহতারা নীরবে
কিরণ-সঙ্গীতে সুধা বরষে, আহা॥
প্রাণ মন মম ধীরে ধীরে প্রসাদ-রসে আসে ভরি',
দেহ পুলকিত উদার হরষে, আহা॥

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণ-সখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাই-যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি', হে প্রিয়তম,
চাই-যে বার বার॥
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হ'তেছো তুমি পার॥

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে
কখন্ আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির
হ'লে জননী?

ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে ॥
ডান হাতে তোর খড়্‌গ জ্বলে,
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি,
ললাটে-নেত্র আগুন-বরণ।
ওগো মা—
তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে ॥
তোমার মুক্ত-কেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ-তলে,
রৌদ্র-বসনী!
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে ॥
যখন অনাদরে চাইনি মুখে,
ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা,
আছে ভাঙা ঘরে একলা প'ড়ে,
দুখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ,
কোথা সে তোর মলিন হাসি।
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল
ঐ চরণের দীপ্তিরাশি।

আজি দুখের রাতে, সুখের স্রোতে,
ভাসাও ধরণী।
তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে,
হৃদয়-হরণী।
ওগো মা—
তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে॥

আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে
ঘন রজনী নীরবে নিবিড় গম্ভীরে।
জাগো আজি জাগো, জাগো রে তাঁরে ল'য়ে
প্রেম-ঘন হৃদয়-মন্দিরে॥

আজি শ্রাবণ-ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে॥
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি',
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি' নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে॥
কূজন-হীন কাননভূমি, দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে;
একেলা কোন্ পথিক তুমি পথিক-হীন পথের 'পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম, র'য়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপন-সম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে॥

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চ'ল্‌বে না।
এবার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে বোসো,
কেউ জান্‌বে না কেউ ব'ল্‌বে না।
বিশ্বে তোমার লুকোচুরি,
দেশ বিদেশে কতই ঘুরি,
এবার বলো আমার মনের কোণে
দেবে ধরা, ছ'ল্‌বে না।
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চ'ল্‌বে না।

জানি আমার কঠিন হৃদয়
চরণ রাখার যোগ্য সে নয়,
সখা, তোমার হাওয়া লাগ্‌লে হিয়ায়
তবু কি প্রাণ গ'ল্‌বে না?
না হয় আমার নাই সাধনা,
ঝ'র্‌লে তোমার কৃপার কণা
তখন নিমিষে কি ফুট্‌বে না ফুল
চকিতে ফল ফ'ল্‌বে না!
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চ'ল্‌বে না।

———

আপনি অবশ হ'লি, তবে
বল দিবি তুই কারে।
উঠে দাঁড়া উঠে দাঁড়া,
ভেঙে পড়িস্‌ না রে॥

করিস্‌নে লাজ, করিস্‌নে ভয়,
আপনাকে তুই ক'রে নে জয়,
সবাই তখন সাড়া দেবে
ডাক দিবি তুই যারে ॥
বাহির যদি হ'লি পথে
ফিরিস্‌নে তুই কোনো-মতে,
থেকে থেকে পিছনপানে
চাস্‌নে বারে বারে।
নেই-যে রে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোর নিজের মনে,
অভয়-চরণ শরণ ক'রে
বাহির হ'য়ে যা রে ॥

আবার মোরে পাগল ক'রে
দিবে কে!
হৃদয় যেন পাষাণ হেন
বিরাগ-ভরা বিবেকে।
আবার প্রাণে নূতন টানে
প্রেমের নদী
পাষাণ হ'তে উছল স্রোতে
বহায় যদি,
আবার দুটি নয়নে লুটি'
হৃদয় হ'রে নিবে কে?
আবার মোরে পাগল ক'রে
দিবে কে?

আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা।
কাহার প্রেমে আসিবে নেমে
স্বরগ হ'তে করুণা।
নিশীথ-নভে শুনিব কবে
গভীর গান,
যে-দিকে চাবো দেখিতে পাবো
নবীন প্রাণ,
নূতন প্রীতি আনিবে নিতি
কুমারী উষা অরুণা ;
আবার কবে ধরণী হবে
তরুণা ?

দিবে কে খুলি' এ ঘোর ধূলি-
আবরণ,
কাহার হাতে আঁখির পাতে
জগত-জাগা জাগরণ।
কী হাসিখানি আনিবে টানি'
সবার হাসি
গড়িবে গেহ জাগাবে স্নেহ
জীবন রাশি ;
প্রকৃতিবধূ চাহিবে মধু,
পরিবে নব আভরণ ;
দিবে কে খুলি' এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।

পাগল ক'রে দিবে সে মোরে
চাহিয়া।

হৃদয়ে এসে মধুর হেসে
প্রাণের গান গাহিয়া।
আপনা থাকি' ভাসিবে আঁখি
আকুল নীরে ;
ঝরণাসম জগৎ, মম
ঝরিবে শিরে।
তাহার বাণী দিবে গো আনি'
সকল বাণী বাহিয়া ;
পাগল ক'রে দিবে সে মোরে
চাহিয়া ॥

আমরা পথে পথে যাবো সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে ॥
ব'ল্‌বো, "জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা, কে দিবি প্রাণ"—
তোদের মা ডেকেছে, কবো বারে বারে ॥
তোমার নামে প্রাণের সকল সুর,
উঠ্‌বে আপনি বেজে সুধা-মধুর—
মোদের হৃদয়-যন্ত্রেরই তারে তারে।
বেলা গেলে শেষে তোমারি পায়ে,
এনে দেবো সবার পূজা কুড়ায়ে,
তোমার সন্তানেরি দান ভারে ভারে ॥

আমরা ব'স্‌বো তোমার সনে।
তোমার সরিক হবো রাজার রাজা,
তোমার আধেক সিংহাসনে।

তোমার দ্বারী মোদের ক'রেছে শির নত,
তা'রা জানে না-যে মোদের গরব কত,
তাই বাহির হ'তে তোমায় ডাকি
তুমি ডেকে লও গো আপন জনে ॥

আমাকে যে বাঁধ্‌বে ধ'রে, এই হবে যার সাধন,
সে কি অম্‌নি হবে।
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অম্‌নি হবে।
আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আন্‌বে আপন বশে,
সে কি অম্‌নি হবে।
তা'র আগে তা'র পাষাণ-হিয়া গ'ল্‌বে করুণ রসে,
সে কি অম্‌নি হবে।
আমাকে যে কাঁদাবে তা'র ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অম্‌নি হবে।

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার
চরণ-ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে ॥
নিজেরে করিতে গৌরব দান,
নিজেরে কেবলি করি অপমান,

আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখে জলে॥

আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে;
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে॥

যাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরাণে তোমার পরম কান্তি
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়-পদ্ম-দলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে॥

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায়, হায় রে)—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে,
কী দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা কী ছায়া গো,
কী স্নেহ কী মায়া গো,
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে,
নদীর কূলে কূলে।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মতো (মরি হায়, হায় রে)-
মা, তোর বদনখানি মলিন হ'লে,
আমি নয়নজলে ভাসি ॥

তোমার এই খেলাঘরে
শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি'
ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে
কী দীপ জ্বালিস্ ঘরে, (মরি হায়, হায় রে)—
তখন খেলাধূলা সকল ফেলে,
তোমার কোলে ছুটে আসি ॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে
পারে যাবার খেয়া-ঘাটে,
সারাদিন পাখী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লীবাটে,—
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে, (মরি হায়, হায় রে)—
ও মা, আমার যে ভাই তা'রা সবাই,
তোমার রাখাল·তোমার চাষী ॥

ও মা, তোর চরণেতে
দিলেম এই মাথা পেতে,
দে গো তোর পায়ের ধূলা, সে-যে আমার
মাথার মাণিক হবে।
ও মা, গরীবের ধন যা আছে তাই
দিব চরণতলে, (মরি হায়, হায় রে)—
আমি পরের ঘরে কিন্‌বো না আর
ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি ॥

আমারে, পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়
কোন্ ক্ষ্যাপা সে।
ওরে আকাশ জুড়ে' মোহন সুরে
কী-যে বাজে কোন্ বাতাসে॥
গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা—
ডেকে সে আকুল করে দেয় না ধরা।
তা'রে কানন গিরি খুঁজে' ফিরি,
কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে॥

আমি ফিরবো না রে, ফিরবো না আর ফিরবো না রে—
(এমন) হাওয়ার মুখে ভাস্‌লো তরী (কূলে) ভিড়্‌বো না আর
ভিড়্‌বো না রে॥
ছড়িয়ে গেছে সুতো ছিঁড়ে
তাই খুঁটে' আজ মরবো কি রে,
(এখন) ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি (বেড়া) ঘিরবো না আর
ঘিরবো না রে॥
ঘাটের রসি গেছে কেটে
কাঁদ্‌বো কি তাই বক্ষ ফেটে,
(এখন) পালের রসি ধ'রবো কসি' (এ রসি) ছিঁড়্‌বো না আর
ছিঁড়্‌বো না রে॥

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই
বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভ'রে॥

না চাহিতে মোরে যা ক'রেছো দান,
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে-মহা দানেরই যোগ্য ক'রে ;
অতি-ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে
বাঁচায়ে মোরে !

আমি কখনো বা ভুলি, কখনো বা চলি,
তোমার পথের লক্ষ্য ধ'রে ;
তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হ'তে
যাও যে স'রে ॥
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়,
নিতে চাও ব'লে ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তব মিলনেরই যোগ্য ক'রে,
আধা-ইচ্ছার সঙ্কট হ'তে
বাঁচায়ে মোরে ॥

আমি ভয় ক'রবো না, ভয় ক'রবো না।
দু-বেলা মরার আগে
ম'রবো না, ভাই, ম'রবো না।
তরীখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে ;
তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধ'রবো না ॥
শক্ত যা তাই সাধ্‌তে হবে,
মাথা তুলে রইবো ভবে,

সহজ পথে চ'ল্‌বো ভেবে
পাঁকের 'পরে প'ড়্‌বো না ॥
ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে
চল্‌বো সিধে রাস্তা দেখে,
বিপদ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে স'র্‌বো না ॥

আয় রে আয় রে সাঁঝের বা,
লতাটিরে দুলিয়ে যা।
ফুলের গন্ধ দেবো তোরে
আঁচলটা তোর ভ'রে ভ'রে।
আয় রে আয় রে মধুকর,
ডানা দিয়ে বাতাস কর্‌,
ভোরের বেলা গুন্‌গুনিয়ে
ফুলের মধু যাবি নিয়ে ॥
আয় রে চাঁদের আলো, আয়,
হাত বুলিয়ে দে রে গায়,
পাতার কোলে মাথা থুয়ে
ঘুমিয়ে প'ড়্‌বি শুয়ে শুয়ে ॥
পাখী রে, তুই ক'স্‌নে কথা
ঐ-যে ঘুমিয়ে প'লো লতা ॥

আর নাইরে বেলা, নাম্‌লো ছায়া
ধরণীতে,
এখন চল্‌ রে ঘাটে, কলসখানি
ভ'রে নিতে ॥
জলধারার কলস্বরে
সন্ধ্যাগগন আকুল করে,
ওরে ডাকে আমায় পথের 'পরে
সেই ধ্বনিতে।
চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি
ভ'রে নিতে ॥

এখন বিজন পথে করে না কেউ
আসা যাওয়া,
ওরে প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ
উতল হাওয়া।
জানিনে আর ফির্‌বো কিনা,
কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা
তরণীতে।
চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি
ভ'রে নিতে ॥

আরো আরো প্রভু, আরো আরো।
এমনি ক'রে আমায় মারো ॥
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ধরা প'ড়ে গেছি আর কি এড়াই ?
যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো ॥

এবার যা করবার তা সারো সারো॥
আমি হারি কিম্বা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা,
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা,
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো॥

আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, গেল রে দিন ব'য়ে,
বাঁধন-হারা বৃষ্টি-ধারা ঝ'রছে র'য়ে র'য়ে।
একলা ব'সে ঘরের কোণে, কী ভাবি-যে আপন মনে,
সজল হাওয়া যূথীর বনে কী কথা যায় ক'য়ে॥
হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে খুঁজে' না পাই কূল,
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তোলে ভিজে বনের ফুল।
আঁধার রাতে প্রহরগুলি কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি,
কোন্ ভুলে আজ সকল ভুলি আছি আকুল হ'য়ে॥

এই-যে তোমার প্রেম ওগো
হৃদয়হরণ।
এই-যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ।
এই-যে মধুর আলস-ভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ-'পরে,
এই-যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ।

এই-যে তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়হরণ ॥
প্রভাত আলোর ধারায় আমার
নয়ন ভেসেছে।
এই তোমারি প্রেমের বাণী
প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ঐ নুয়েছে,
মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে
তোমারি চরণ ॥

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
জয় মা ব'লে ভাসা তরী ॥
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি,
প্রাণপণে ভাই, ডাক্ দে আজি;
তোরা সবাই মিলে' বৈঠা নে রে,
খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি ॥
দিনে দিনে বাড়্‌লো দেনা,
ও ভাই, ক'র্‌লি নে কেউ বেচা কেনা,
হাতে নাইরে কড়া কড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে,
মুখ দেখাবি কেমন ক'রে,—
ওরে দে খুলে দে, পাল তুলে দে,
যা হয় হবে বাঁচি মরি ॥

এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু,
তব শুভ আশীর্ব্বাদ,
তোমার অভয়,
তোমার অজিত অমৃত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা ॥
অনির্ব্বাণ ধর্ম্ম-আলো
সবার উর্দ্ধে জ্বালো জ্বালো,
সঙ্কটে দুর্দ্দিনে হে,
রাখো তা'রে অরণ্যে তোমারি পথে ॥
বক্ষে বাঁধি' দাও তা'র,
বর্ম্ম তব নির্ব্বিদার,
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি' জয়,
নিষ্ঠা তবুও রয়,
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে ॥

ও আমার দেশের মাটি,
তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর,
(তোমাতে বিশ্বমায়ের)
আঁচল পাতা ॥
তুমি মিশেছো মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছো মোর প্রাণে মনে,
তোমার ঐ শ্যামলবরণ কোমলমূর্ত্তি
মর্ম্মে গাঁথা ॥

তোমার কোলে জনম আমার,
মরণ তোমার বুকে ;
তোমার 'পরেই খেলা আমার,
দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে' দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা
মাতার মাতা ॥
অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা,
তবু জানিনে-যে কী বা তোমায়
দিয়েছি মা।
আমার জনম গেল মিছে কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে,
ও মা, বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা ॥

ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না,—ওকে
দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে।
মন নাই যদি দিল, নাই দিল, মন
নেয় যদি নিক্ কেড়ে ॥
এ কী খেলা মোরা খেলেছি,
শুধু নয়নের জল ফেলেছি
ওরি জয় যদি হয়, জয় হোক্, মোরা
হারি যদি যাই হেরে ॥
একদিন মিছে আদরে
মনে গরব সোহাগ না ধরে,

শেষে দিন না ফুরাতে ফুরাতে, সব
গরব দিয়েছে সেরে।
ভেবেছিনু ওকে চিনেছি,
বুঝি বিনা পণে ওকে কিনেছি,
ও যে আমাদেরি কিনে নিয়েছে, ও যে
তাই আসে তাই ফেরে ॥

ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে—"না, না, না ॥"
যত বলি "নাই রাতি,
মলিন হ'য়েছে বাতি",
মুখ-পানে চেয়ে বলে—"না, না, না ॥"
বিধুর বিকল হ'য়ে ক্ষেপা পবনে
ফাগুন করিছে হা হা ফুলের বনে।
আমি যত বলি—"তবে
এবার-যে যেতে হবে,"
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে,—"না, না, না ॥"

ওরে আগুন আমার ভাই
আমি তোমারি জয় গাই ;
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা মূর্ত্তি দেখি নাই
তুমি দু-হাত তুলে আকাশ পানে
মেতেছো আজ কিসের গানে,
এ কী আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই ॥

যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরাবে ভাই
আগল্ যাবে স'রে—
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের বেড়ী
দিবি রে ছাই ক'রে।
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ঐ নাচনে নাচ্‌বে রঙ্গে,
সকল দাহ মিট্‌বে দাহে,
ঘুচ্‌বে সব বালাই॥

ওরে তোরা
নেই বা কথা ব'ল্‌লি!
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে
নেই জাগালি পল্লী॥
মরিস্ মিথ্যে ব'কে-ঝ'কে,
দেখে কেবল হাসে লোকে,
না হয়, নিয়ে আপন মনের আগুন,
মনে মনেই জ্ব'ল্‌লি—
নেই জাগালি পল্লী॥
অন্তরে তোর আছে কী-যে
নেই রটালি নিজে নিজে,
না হয়, বাদ্যগুলো বন্ধ রেখে
চুপেচাপেই চ'ল্‌লি—
নেই জাগালি পল্লী॥

কাজ থাকে তো কর্‌ গে না কাজ,
লাজ থাকে তো ঘুচা গে লাজ,
ওরে, কে-যে তোরে কী ব'লেছে,
নেই বা তা'তে ট'ল্‌লি—
নেই জাগালি পল্লী ॥

ওরে শিকল, তোমায় কোলে ক'রে
দিয়েছি ঝঙ্কার।
তুমি আনন্দে ভাই রেখেছিলে
ভেঙে অহঙ্কার ॥
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা
সুখে দুঃখে কাট্‌লো বেলা,
অঙ্গ বেড়ি' দিল বেড়ী
বিনা দামের অলঙ্কার ॥
তোমার 'পরে করিনে রোষ,
দোষ থাকে তো আমারি দোষ,
ভয় যদি রয় আপন মনে
তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর।
অন্ধকারে সারারাতি
ছিলে আমার সাথের সাথী,
সেই দয়াটি স্মরি' তোমায়
করি নমস্কার ॥

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই ॥

পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন,
সে-কথা যে ভুলে' যাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই ॥

জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে,
যখনি যেখানে লবে,
চিরজনমের পরিচিত ওহে
তুমিই চিনাবে সবে ॥

তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর,
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ
দেখা যেন সদা পাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই ॥

কে ব'লেছে তোমায় বঁধু, এত দুঃখ সইতে।
আপনি কেন এলে বঁধু, আমার বোঝা বইতে ॥
প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু,
সুখের বন্ধু, দুখের বন্ধু,

(তোমায়) দেবো না দুখ পাবো না দুখ,
হের্‌বো তোমার প্রসন্ন মুখ,
(আমি) সুখে দুঃখে পার্‌বো বন্ধু, চিরানন্দে রইতে—
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে ॥

কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তা'রে জ্বালো ॥
র'য়েছে দীপ না আছে শিখা
এই কি ভালে ছিল রে লিখা,
ইহার চেয়ে মরণ সে-যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো ॥
বেদনা-দূতী গাহিছে "ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি' জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি' জাগেন ভগবান ॥"
গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি',
বাদল-জল পড়িছে ঝরি' ঝরি'।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি'
পরাণ মম সহসা জাগি'
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদল-জল পড়িছে ঝরি' ঝরি'।
বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে,
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।

জানি না কোথা অনেক দূরে
বাজিল গান গভীর সুরে,
সকল প্রাণ টানিছে পথপানে ;
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।
কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তা'রে জ্বালো।
ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া,
সময় গেলে হবে না যাওয়া,
নিবিড় নিশা নিকষ-ঘন কালো।
পরাণ দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো॥

কোথা হ'তে বাজে প্রেম-বেদনারে।
ধীরে ধীরে বুঝি অন্ধকারঘন
হৃদয়-অঙ্গনে আসে সখা মম।
সকল দৈন্য তব দূর করো, ওরে,
জাগো সুখে, ওরে প্রাণ।
সকল প্রদীপ তব জ্বালো রে জ্বালো রে
ডাকো আকুল স্বরে এসো হে প্রিয়তম॥

কোন্ শুভখনে উদিবে নয়নে
অপরূপ রূপ-ইন্দু ;
চিত্তকুসুমে ভরিয়া উঠিবে
মধুময় রসবিন্দু॥

নব-নন্দনতানে চিরবন্দনগানে
উৎসববীণা মন্দমধুর ঝঙ্কৃত হবে প্রাণে—
নিখিলের পানে উথলি' উঠিবে
উতলা চেতনাসিন্ধু ॥
জাগিয়া রহিবে রাত্রি
নিবিড় মিলনদাত্রী,
মুখরিয়া দিক্ চলিবে পথিক্
অমৃত সভার যাত্রী—
গগনে ধ্বনিবে "নাথ, নাথ,
বন্ধু, বন্ধু, বন্ধু" ॥

গোলাপ হোথা ফুটিয়ে আছে
মধুপ হোথা যাস্‌নে,
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে
কাঁটার ঘা খাস্‌নে।
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা,
শেফালি হোথা ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা
বল্‌ রে মুখ ফুটিয়ে।
ভ্রমর কহে, "হেথায় বেলা,
হোথায় আছে নলিনী,
ওদের কাছে, বলিব নাকো
আজিও যাহা বলিনি।
মরমে যাহা গোপন আছে
গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয়
কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব।"

গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।
ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধূলায় রে॥
ও-যে আমায় ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধ'রে—
ও-যে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে
যায় রে কোন্ চুলায় রে॥
ও-যে কোন্ বাঁকে কী ধন দেখাবে,
কোন্ খানে কী দায় ঠেকাবে,
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে-যে—
ভেবেই না কুলায় রে॥

ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস্‌নে—ওরে ভাই,
বাইরে মুখ আঁধার দেখে টলিস্‌নে—ওরে ভাই॥
যা তোমার আছে মনে
সাধো তাই পরাণপণে,
শুধু তাই দশজনারে
বলিস্‌নে—ওরে ভাই॥
একই পথ আছে ওরে,
চল্ সেই রাস্তা ধ'রে,
যে আসে তারি পিছে
চলিস্‌নে—ওরে ভাই॥
থাক না আপন কাজে,
যা খুসি বলুক্ না যে,
তা নিয়ে গায়ের জ্বালায়
জ্বলিস্‌নে—ওরে ভাই।

চরণ-ধ্বনি শুনি তব নাথ, জীবন-তীরে,
কত নীরব নিরজনে, কত মধু-সমীরে।
গগনে গ্রহ-তারাচয় অনিমেষে চাহি' রয়,
ভাবনা-স্রোত হৃদয়ে বয় ধীরে একান্তে ধীরে
চাহিয়া রহে আঁখি মম তৃষ্ণাতুর পাখীসম,
শ্রবণ র'য়েছি মেলি' চিত্ত-গভীরে ;
কোন্ শুভ প্রাতে দাঁড়াবে হৃদি-মাঝে,
ভুলিব সব দুঃখ সুখ ডুবিয়া আনন্দ-নীরে ॥

ছি ছি চোখের জলে
ভেজাস্‌নে আর মাটি।
এবার কঠিন হ'য়ে থাক্ না ওরে
বক্ষ-দুয়ার আঁটি'—
জোরে বক্ষ-দুয়ার আঁটি' ॥
পরাণটাকে গলিয়ে ফেলে
দিস্‌নে রে ভাই, পথেই ঢেলে,
মিথ্যে অকাজে।
ওরে নিয়ে তা'রে চ'ল্‌বি পারে
কতই বাধা কাটি'—
পথের কতই বাধা কাটি' ॥
দেখ্‌লে ও তোর জলের ধারা
ঘরে পরে হাসবে যারা,
তা'রা চারিদিকে—
তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস্
যায় না কি বুক ফাটি'—
লাজে যায় না কি বুক ফাটি' ॥

দিনের বেলায় জগৎ-মাঝে
সবাই যখন চ'ল্‌ছে কাজে,
আপন গরবে—
তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে
করিস্‌ ঘাঁটাঘাঁটি—
কেবল করিস্‌ ঘাঁটাঘাঁটি।

জগৎ জুড়ে' উদার সুরে
আনন্দগান বাজে,
সে-গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়া মাঝে?
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়-সভা জুড়িয়া তা'রা
বসিবে নানা সাজে।
নয়ন দুটি মেলিলে কবে
পরাণ হবে খুসি,
যে-পথ দিয়া চলিয়া যাবো
সবারে যাবো তুষি'।
র'য়েছো তুমি এ-কথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে

জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণ-কিরণ রূপে।
জননী, তোমার মরণ-হরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি' উঠে চুপে চুপে ॥
তোমারে নমি হে সকল ভুবন মাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবন-কাজে ;
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে।
জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণ-কিরণ রূপে ॥

জোনাকি,
কী সুখে ঐ ডানা দুটি মেলেছো ?
এই আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে
উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছো।
তুমি নও তো সূর্য্য, নও তো চন্দ্র,
তাই ব'লেই কি কম আনন্দ ?
তুমি আপন জীবন পূর্ণ ক'রে
আপন আলো জ্বেলেছো ॥
তোমার যা আছে, তা তোমার আছে,,
তুমি নও গো ঋণী কারো কাছে,
তোমার অন্তরে যে-শক্তি আছে
তারি আদেশ পেলেছো ॥
তুমি আঁধার-বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠো
তুমি ছোটো হ'য়ে নও গো ছোটো,
জগতে যেথায় যত আলো, সবায়
আপন ক'রে ফেলেছো ॥

তব অমল পরশ-রস তব শীতল শান্ত পুণ্য-কর অন্তরে দাও।
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি' হৃদয়মাঝে মম চাও॥
তব মধুময় প্রেমরস সুন্দর সুগন্ধে জীবন ছাও।
জ্ঞান ধ্যান তব ভক্তি অমৃত তব শ্রী আনন্দ জাগাও॥

তিমির-দুয়ার খোলো—এসো, এসো নীরব চরণে।
জননী আমার, দাঁড়াও এই নবীন অরুণ-কিরণে॥
পুণ্যপরশ-পুলকে সব আলস যাক্ দূরে।
গগনে বাজুক বীণা জগৎ-জাগানো-সুরে।
জননী, জীবন জুড়াও তব প্রসাদ-সুধা-সমীরণে,
জননী আমার, দাঁড়াও মম জ্যোতি-বিভাসিত নয়নে॥

তুমি কেমন ক'রে গান করো, হে গুণী,
আমি অবাক্ হ'য়ে শুনি, কেবল শুনি॥
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।
মনে করি অম্‌নি সুরে গাই,
কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই।
কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে;
হার মেনে-যে পরাণ আমার কাঁদে,
আমায় তুমি ফেলেছো কোন্ ফাঁদে
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি'॥

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।
এসো গন্ধে, বরণে, এসো গানে॥
এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এসো চিত্তে সুধাময় হরষে,
এসো মুগ্ধ মুদিত দু-নয়ানে।
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে॥
এসো নির্ম্মল উজ্জ্বল কান্ত,
এসো সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
এসো এসো হে বিচিত্র বিধানে।
এসো দুঃখে সুখে এসো মর্ম্মে,
এসো নিত্য নিত্য সব কর্ম্মে;
এসো সকল কর্ম্ম অবসানে।
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে॥

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা ব'লে ভাবনা করা চ'ল্‌বে না।
তোর আশা লতা প'ড়্‌বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফ'ল্‌বে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চ'ল্‌বে না॥
আস্‌বে পথে আঁধার নেমে,
তাই ব'লেই কি রইবি থেমে,
ও তুই বারে বারে জ্বাল্‌বি বাতি,
হয়তো বাতি জ্ব'ল্‌বে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চ'ল্‌বে না॥

শুনে' তোমার মুখের বাণী
আস্‌বে ঘিরে' বনের প্রাণী,
তবু হয়তো তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গ'ল্‌বে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চ'ল্‌বে না ॥
বন্ধ দুয়ার দেখ্‌লি ব'লে
অম্‌নি কি তুই আস্‌বি চ'লে,
তোরে বারে বারে ঠেল্‌তে হবে,
হয়তো দুয়ার ট'ল্‌বে না—
তা ব'লে ভাবনা করা চ'ল্‌বে না ॥

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়,
তবু জানো, মন তোমারে চায় ॥
অন্তরে আছ হে অন্তর্যামী,
আমা চেয়ে আমায় জানিছ, স্বামী,
সব সুখে দুখে ভুলে থাকায়
জানো মম মন তোমারে চায় ॥
ছাড়িতে পারিনি অহঙ্কারে,
ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তা'রে,
ছাড়িতে পারিলে বাঁচি-যে হায়,
তুমি জানো, মন তোমারে চায় ॥

যা আছে আমার সকলি কবে
নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে,
সব ছেড়ে' সব পাবো তোমায়।
মনে মনে মন তোমারে চায়॥

নব নব পল্লবরাজি
সব বন উপবনে উঠে বিকশিয়া,
দখিন পবনে সঙ্গীত উঠে বাজি'॥
মধুর সুগন্ধে আকুল ভুবন,
হাহা করিছে মম জীবন,
এসো এসো সাধনার ধন,
মম মন করো পূর্ণ আজি॥

নয়ন মেলে' দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে।
গোপনে কে এমন ক'রে এ ফাঁদ ফেঁদেছে॥
বসন্ত-রজনী-শেষে
বিদায় নিতে গেলেম হেসে',
যাবার বেলায় বঁধু আমায় কাঁদিয়ে কেঁদেছে॥

না ব'লে যেওনা চ'লে মিনতি করি,
গোপনে জীবন মোর লইয়া হরি'।
সারানিশি জেগে থাকি,
ঘুমে ঢুলে' পড়ে আঁখি,

ঘুমালে হারাই পাছে সে-ভয়ে মরি।
চকিতে চমকি', বঁধু, তোমায় খুঁজি
থেকে থেকে মনে হয় স্বপন বুঝি।
নিশিদিন চাহে হিয়া
পরাণ পসারি' দিয়া
অধীর চরণ তব বাঁধিয়া ধরি॥

নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এলো প্রাণে,
জগত-জন-হৃদয়ধন, চাহি তব পানে।
হরষরস বরষি' যত তৃষিত ফুল-পাতে
কুঞ্জ-কানন-পবন পরশ তব আনে॥
মুগ্ধ কোকিল মুখর রাত্রি দিন যাপে,
মর্ম্মরিত পল্লবিত সকল বন কাঁপে।
দশদিশি সুরম্য সুন্দর মধুর হেরি,
দুঃখ হ'লো দূর সব দৈন্য-অবসানে॥

নিশিদিন ভরসা রাখিস্,
ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ ক'রে থাকিস্
সে-পণ তোমার র'বেই র'বে
ওরে মন হবেই হবে॥
পাষাণ সমান আছে প'ড়ে
প্রাণ পেয়ে সে উঠ্‌বে ও রে,

আছে যারা বোবার মতন,
তা'রাও কথা ক'বেই ক'বে।
ওরে মন, হবেই হবে॥
সময় হ'লো, সময় হ'লো,
যে যার আপন বোঝা তোলো ;
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস্
সে-দুঃখ তোর স'বেই স'বে।
ওরে মন, হবেই হবে॥
ঘণ্টা যখন উঠ্‌বে বেজে
দেখ্‌বি সবাই আস্‌বে সেজে ;
এক-সাথে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে।
ওরে মন, হবেই হবে॥

প্রচণ্ড গর্জ্জনে আসিল এ কী দুর্দ্দিন,
দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনি-তর্জ্জন॥
ঘন ঘন দামিনী-ভুজঙ্গ-ক্ষত যামিনী,
অম্বর করিছে অন্ধ নয়নে অশ্রু বরিষণ॥
ছাড়ো রে শঙ্কা, জাগো ভীরু অলস,
আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি।
অকুণ্ঠ আঁখি মেলি' হেরো প্রশান্ত বিরাজিত,
মহাভয় মহাসনে অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়রূপে ভয়হরণ॥

প্রভু, তোমা লাগি' আঁখি জাগে।
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সে-ও মনে ভালো লাগে।
ধূলাতে বসিয়া দ্বারে
ভিখারী হৃদয় হা রে—
তোমারি করুণা মাগে;
কৃপা নাই পাই
শুধু চাই,
সে-ও মনে ভালো লাগে॥
আজি এ জগত মাঝে
কত সুখে কত কাজে
চ'লে গেল সবে আগে;
সাথী নাই পাই
তোমায় চাই,
সে-ও মনে ভালো লাগে।
চারিদিকে সুধাভরা
ব্যাকুল শ্যামল ধরা
কাঁদায় রে অনুরাগে;
দেখা নাই পাই
ব্যথা পাই,
সে-ও মনে ভালো লাগে॥

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া ॥

চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে
শতদলসম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তা'র চরণে তোমার ধরিয়া।
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়প্রান্তে
উদার উষার উদয়-অরুণ-কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া ॥

বল দাও মোরে বল দাও,
প্রাণে দাও মোর শকতি,
সকল হৃদয় লুটায়ে
তোমারে করিতে প্রণতি ॥
সরল সুপথে ভ্রমিতে,
সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব্ব দমিতে,
খর্ব্ব করিতে কুমতি ॥
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে,
জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে
চিত্তের চির-বসতি ॥

তব কাজ শিরে বহিতে,
সংসার-তাপ সহিতে,
ভব-কোলাহলে রহিতে,
নীরবে করিতে ভকতি ॥
তোমার বিশ্বছবিতে
তব প্রেমরূপ লভিতে,
গ্রহ তারা শশী রবিতে
হেরিতে তোমার আরতি।
বচন মনের অতীতে,
ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে
শুনিতে তোমার ভারতী ॥

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান ॥
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান ॥
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা

সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান ॥
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক
এক হউক
এক হউক
হে ভগবান ॥

বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি।
বলো ভাই, ধন্য হরি।
ধন্য হরি ভবের নাটে,
ধন্য হরি রাজ্যপাটে,
ধন্য হরি শ্মশানঘাটে
ধন্য হরি ধন্য হরি ॥
সুধা দিয়ে মাতান্ যখন
ধন্য হরি ধন্য হরি।
ব্যথা দিয়ে কাঁদান্ যখন
ধন্য হরি ধন্য হরি।
আত্মজনের কোলে বুকে
ধন্য হরি হাসিমুখে,
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে
ধন্য হরি ধন্য হরি ॥
আপনি কাছে আসেন হেসে
ধন্য হরি ধন্য হরি।

ফিরিয়ে বেড়ান্ দেশে দেশে
ধন্য হরি ধন্য হরি।
ধন্য হরি স্থলে জলে,
ধন্য হরি ফুলে ফলে,
ধন্য হৃদয়-পদ্মদলে
চরণ আলোয় ধন্য করি' ॥

বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে—
অমল কমলমাঝে, জ্যোৎস্না রজনীমাঝে,
কাজল ঘনমাঝে, নিশি-আঁধারমাঝে,
কুসুম-সুরভিমাঝে বীণ-রণন শুনি-যে
প্রেমে প্রেমে বাজে ॥
নাচে নাচে রম্য তালে নাচে—
তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,
জন্ম মরণ নাচে, যুগ যুগান্ত নাচে,
ভকত-হৃদয় নাচে বিশ্বছন্দে মাতিয়ে
প্রেমে প্রেমে নাচে ॥
সাজে সাজে রম্য বেশে সাজে—
নীল অম্বর সাজে, উষা সন্ধ্যা সাজে,
ধরণীধূলি সাজে, দীন দুঃখী সাজে,
প্রণত চিত্ত সাজে বিশ্বশোভায় লুটায়ে—
প্রেমে প্রেমে সাজে ॥

বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলো
সে কি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না।
দুটি অতুল পদতল রাতুল শতদল
জানিনা কী লাগিয়া পরশে ধরাতল,
মাটির 'পরে তা'র করুণা মাটি হ'লো
সে কি রে মোর পথে চলিবে না॥
তব কণ্ঠ-'পরে হ'য়ে দিশা-হারা
বিধি অনেক ঢেলেছিলো মধু-ধারা।
যদি ও মুখ মনোরম শ্রবণে রাখি' মম
নীরবে অতি ধীরে ভ্রমর-গীতিসম
দু-কথা বলো শুধু প্রিয় বা প্রিয়তম
তাহে তো কণা মধু ফুরাবে না।
হাসিতে সুধানদী বহিছে নিরবধি,
নয়নে ভরি' উঠে অমৃত-মহোদধি,
এত-যে সুধা কেন সৃজিল বিধি, যদি
আমারি তৃষাটুকু পূরাবে না॥

বিপদে মোরে রক্ষা করো,
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়॥
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়॥

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি'
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়॥
নম্র শিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে',
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যে-দিন করে বঞ্চনা,
তোমারে যেন না করি সংশয়॥

বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তরঙ্গ রে!
সব গগন উদ্বেলিয়া, মগন করি' অতীত অনাগত
আলোকে উজ্জ্বল, জীবনে চঞ্চল,
এ কী আনন্দ-তরঙ্গ॥
তাই, দুলিছে দিনকর চন্দ্র তারা,
চমকি' কম্পিছে চেতনাধারা,
আকুল চঞ্চল নাচে সংসার,
কুহরে হৃদয়-বিহঙ্গ॥

বীণা বাজাও হে মম অন্তরে।
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে,
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে।

বুকে বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি,
বারে বারে হেলিস্‌নে, ভাই।
শুধু তুই ভেবে ভেবেই
হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস্‌নে, ভাই॥
একটা কিছু ক'রে নে ঠিক,
ভেসে ফেরা মরার অধিক,
বারেক এ দিক্ বারেক ও-দিক্
এ খেলা আর খেলিস্‌নে, ভাই॥
মেলে কি না মেলে রতন,
ক'র্‌তে তবু হবে যতন,
না যদি হয় মনের মতন,
চোখের জলটা ফেলিস্‌নে, ভাই॥
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা,
করিস্‌নে আর হেলাফেলা,
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা
তখন আঁখি মেলিস্‌নে, ভাই॥

ভুবনেশ্বর হে—
মোচন করো বন্ধন সব
মোচন করো হে॥
প্রভু, মোচন করো ভয়,
সব দৈন্য করহ লয়,
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত
করো নিঃসংশয়।
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরো হে॥

ভুবনেশ্বর হে—
মোচন করো জড় বিষাদ
মোচন করো হে।
প্রভু, তব প্রসন্ন মুখ
সব দুঃখ করুক সুখ,
ধূলিপতিত দুর্ব্বল চিত
করহ জাগরূক।
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরো হে॥
ভুবনেশ্বর হে—
মোচন করো স্বার্থপাশ
মোচন করো হে।
প্রভু, বিরস বিকল প্রাণ,
করো প্রেম-সলিল দান;
ক্ষতিপীড়িত শঙ্কিত চিত
করো সম্পদবান।
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরো হে॥

মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাসে,
সুগন্ধ ভাসে আনন্দ-রাতে।
খুলে' দাও দুয়ার সব
সবারে ডাকো ডাকো,
নাহি রেখো কোথাও কোনো বাধা,
অহো আজি সঙ্গীতে মনপ্রাণ মাতে।

মা কি তুই পরের দ্বারে
পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ?
তা'রা যে করে হেলা, মারে ঢেলা,
ভিক্ষাঝুলি দেখ্‌তে পেলে ॥
ক'রেছি মাথা নীচু,
চ'লেছি যাহার পিছু.
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে—
তবু কি এম্‌নি ক'রে, ফির্‌বো ওরে,
আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে ॥
কিছু মোর নেই ক্ষমতা,
সে-যে ঘোর মিথ্যে কথা,
এখনো হয়নি মরণ শক্তিশেলে—
আমাদের আপন শক্তি, আপন ভক্তি,
চরণে তোর দেবো মেলে ॥
নেবো গো মেগে পেতে
যা আছে তোর ঘরেতে,
দে গো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে—
আমাদের সেইখেনে মান, সেইখেনে প্রাণ,
সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে ॥

মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আয়—
তা'রে এগিয়ে নিয়ে আয় ॥
চোখের জলে মিশিয়ে হাসি ঢেলে দে তা'র পায়—
ওরে ঢেলে দে তা'র পায় ॥

আস্‌ছে পথে ছায়া প'ড়ে,
আকাশ এলো আঁধার ক'রে,
শুষ্ক কুসুম প'ড়্‌বে ঝ'রে
সময় ব'হে যায়,
ওরে সময় ব'হে যায়॥

মেঘের পরে মেঘ জ'মেছে আঁধার ক'রে আসে;
আমায় কেন বসিয়ে রাখো একা দ্বারের পাশে।
কাজের দিনে নানা কাজে থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি-যে ব'সে আছি তোমারি আশ্বাসে॥
তুমি যদি না দেখা দাও করো আমায় হেলা,
কেমন ক'রে কাটে আমার এমন বাদল্‌ বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি কেবল আমি চেয়ে থাকি;
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে॥

মোরে বারে বারে ফিরালে।
পূজাফুল না ফুটিল,
দুখনিশা না ছুটিল,
না টুটিল আবরণ।
জীবন ভরি' মাধুরী
কী শুভ লগনে জাগিবে?
নাথ, ওহে নাথ,
কবে লবে তনু মন ধন॥

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু,
এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
সে-কথা রয় মনে।
যেন ভুলে' না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে ॥

এ সংসারের হাটে
আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দু-হাত ভ'রে উঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাইনি যেন
সে-কথা রয় মনে,
যেন ভুলে' না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে ॥

যদি আলসভরে
আমি বসি পথের 'পরে,
যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে
সে-কথা রয় মনে,
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে ॥

যতই উঠে হাসি,
ঘরে যতই বাজে বাঁশি,

ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা
সে-কথা রয় মনে;
যেন ভুলে' না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে ॥

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো,
একলা চলো রে ॥
যদি কেউ কথা না কয়—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,
সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে',
ও তুই মুখ ফুটে' তোর মনের কথা,
একলা বলো রে ॥
যদি সবাই ফিরে' যায়—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে
একলা দলো রে ॥
যদি আলো না ধরে—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)

যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বলো রে ॥
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চলো রে ॥
একলা চলো, একলা চলো,
একলা চলো রে ॥

ভৈরবী

যদি তোর ভাবনা থাকে,
ফিরে যা না—
তবে তুই ফিরে যা না।
যদি তোর ভয় থাকে তো
করি মানা ॥
যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে,
ভুল্‌বি-যে পথ পায়ে পায়ে,
যদি তোর হাত কাঁপে তো নিবিয়ে আলো,
সবায় ক'র্‌বি কাণা ॥
যদি তোর ছাড়্‌তে কিছু না চাহে মন,
করিস্ ভারী বোঝা আপন,
তবে তুই সইতে কভু পার্‌বিনে রে
বিষম পথের টানা ॥
যদি তোর আপন হ'তে অকারণে
সুখ সদা না জাগে মনে,
তবে কেবল, তর্ক ক'রে সকল কথা
ক'র্‌বি নানা-খানা ॥

যে-তরণীখানি ভাসালে দু-জনে,
আজি হে নবীন সংসারী।
কাণ্ডারী কোরো তাঁহারে তাহার,
যিনি এ ভবের কাণ্ডারী।
কালপারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পার বিরামবিহীন,
শুভ যাত্রায় আজি তিনি দিন্
প্রসাদপবন সঞ্চারি'।
নিয়ো নিয়ো চিরজীবন-পাথেয়,
ভরি নিয়ো তরী কল্যাণে।
সুখে দুঃখে শোকে, আঁধারে আলোকে,
যেয়ো অমৃতের সন্ধানে।
বাঁধা নাহি থেকো আলসে আবেশে, ঝড়ে ঝঞ্ঝায় চ'লে যেয়ো হেসে
তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে
বিশ্বের মাঝে বিস্তারি'॥

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,
আমি তোমায় ছাড়্‌বো না, মা॥
আমি তোমার চরণ ক'র্‌বো শরণ,
আর কারো ধার ধার্‌বো না, মা।
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর,
হৃদয়ে তোর রতনরাশি,
জানি গো তোর মূল্য জানি,
পরের আদর কাড়্‌বো না, মা,
আমি তোমায় ছাড়্‌বো না, মা॥
মানের আশে দেশ বিদেশে,
যে মরে সে মরুক ঘুরে',

তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা—
ভুল্‌তে সে-যে পার্‌বো না, মা।
আমি তোমায় ছাড়্‌বো না, মা ॥
ধনে মানে লোকের টানে,
ভুলিয়ে নিতে চায়-যে আমায়—
ওমা, ভয়-যে জাগে শিয়র বাগে,
কারো কাছে হার্‌বো না, মা।
আমি তোমায় ছাড়বো না, মা ॥

যে তোরে পাগল বলে,
তা'রে তুই বলিস্‌নে কিছু।
আজকে তোরে কেমন ভেবে
অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে,
কাল সে প্রাতে মালা হাতে
আস্‌বে রে তোর পিছু পিছু ॥
আজকে আপন মানের ভরে
থাক্‌ সে ব'সে গদির 'পরে,
কাল্‌কে প্রেমে আসবে নেমে,
ক'র্‌বে সে তা'র মাথা নীচু ॥

রইলো ব'লে রাখ্‌লে কারে
হুকুম তোমার ফ'ল্‌বে কবে।
(তোমার) টানাটানি টি'ক্‌বে না ভাই,
র'বার যেটা সেটাই র'বে ॥

যা খুসি তাই ক'র্‌তে পারো—
গায়ের জোরে রাখো মারো—
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে
তিনি যা স'ন সেটাই স'বে ॥
অনেক তোমার টাকা কড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী,
অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাব্‌ছো হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখ্‌বে হঠাৎ নয়ন খুলে'
হয় না যেটা সেটাও হবে ॥

শক্তিরূপ হেরো তাঁর,
আনন্দিত, অতন্দ্রিত,
ভূর্লোকে, ভুবর্লোকে,
বিশ্বকাজে, চিত্তমাঝে
দিনে রাতে ॥
জাগো রে জাগো জাগো,
উৎসাহে উল্লাসে,
পরাণ বাঁধো রে মরণ-হরণ
পরমশক্তি সাথে ॥
শ্রান্তি আলস বিষাদ
বিলাস দ্বিধা বিবাদ
দূর করো রে ॥

চলো রে,—চলো রে কল্যাণে,
চলো রে অভয়ে, চলো রে আলোকে,
চলো বলে।
দুখ শোক পরিহরি'
মিল' রে নিখিলে নিখিলনাথে॥

সকল ভয়ের ভয় যে তা'রে
কোন্ বিপদে কাড়্‌বে?
প্রাণের সঙ্গে যে-প্রাণ গাঁথা
কোন্ কালে সে ছাড়্‌বে?
না হয় গেল সবই ভেসে
রইবে তো সেই সর্ব্বনেশে,
যে-লাভ সকল ক্ষতির শেষে
সে-লাভ কেবল বাড়্‌বে।
সুখ নিয়ে ভাই, ভয়ে থাকি,
আছে আছে দেয় সে ফাঁকি,
দুঃখে যে-সুখ থাকে বাকি
কেই বা সে-সুখ নাড়্‌বে?
যে প'ড়েছে পড়ার শেষে
ঠাঁই পেয়েছে তলায় এসে,
ভয় মিটিয়ে বেঁচেছে সে
তা'রে কে আর পারবে?

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এ দেশে।
সার্থক জনম মা গো,
তোমায় ভালোবেসে ॥
জানিনে তোর ধন রতন,
আছে কি না রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে ॥
কোন্ বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে
মুদ্‌বো নয়ন শেষে ॥

সোনার পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার
প্রাণের পাখীটি উড়িয়া যাক।
সে-যে হেথা গান গাহে না,
সে-যে মোরে আর চাহে না,
সুদূর কানন হইতে সে-যে
শুনেছে কাহার ডাক্,
পাখীটি উড়িয়ে যাক্ ॥
মুদিত নয়ন খুলিয়ে আমার
সাধের স্বপন যায় রে যায়;

হাসিতে অশ্রুতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া
দিয়েছিনু তা'র বাহুতে বাঁধিয়া,
আপনার মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছিঁড়িয়া ফেলেছে হায় রে হায়,
সাধের স্বপন যায় রে যায় ॥
যে যায় সে যায় ফিরিয়া না চায়,
যে থাকে সে শুধু করে হায় হায়,
নয়নের জল নয়নে শুকায়
মরমে লুকায় আশা।
বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে,
রজনী পোহায়, ঘুম হ'তে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে,
আকাশে তাহার বাসা।
যায় যদি তবে যাক্,
একবার তবু ডাক্ ;
কা জানি যদি রে প্রাণ কাঁদে তা'র,
তবে থাক্ তবে থাক্ ॥

হাসিরে কি লুকাবি লাজে ?
চপলা সে বাঁধা পড়ে না যে ॥
রুধিয়া অধর-দ্বারে
ঝাঁপিয়া রাখিলি যারে
কখন্ সে ছুটে এলো নয়ন-মাঝে ॥

হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই।
সংসারে যা দিবে মানিব তাই।
হৃদয়ে দয়া যেন পাই॥
তব দয়া জাগিবে স্মরণে
নিশিদিন জীবনে মরণে,
দুঃখে সুখে সম্পদে বিপদে
তোমারি দয়া পানে চাই,
তোমারি দয়া যেন পাই॥
তব দয়া শান্তিনীরে
অন্তরে নামিবে ধীরে।
তব দয়া মঙ্গল আলো
জীবন-আঁধারে জ্বালো—
প্রেম ভক্তি মম সকল শক্তি মম
তোমারি দয়ারূপে পাই,
আমার ব'লে কিছু নাই।

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কত রূপ ধ'রে কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে।
সারা নিশি ধরি' তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
পল্লবদলে শ্রাবণ-ধারায়
তোমার বিরহ বাজে হে।

ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায়
তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়,

কত প্রেমে হায় কত বাসনায়
কত সুখে দুখে কাজে হে।
সকল জীবন উদাস করিয়া
কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমার বিরহ উঠেছে ভরিয়া
আমার বিরহ মাঝে হে ॥

আজি শুভ শুভ্র প্রাতে কিবা শোভা দেখালে,
শান্তিলোক জ্যোতির্লোক প্রকাশি'।
নিখিল নীল অম্বর বিদারিয়া দিক্ দিগন্তে,
আবরিয়া রবি শশী তারা—
পুণ্য মহিমা উঠে বিভাসি' ॥

মলিন মুখে ফুটুক্ হাসি
জুড়াক্ দু-নয়ন।
মলিন বসন ছাড়ো, সখী,
পরো আভরণ ॥
অশ্রু-ধোয়া কাজল-রেখা
আবার চোখে দিক্ না দেখা,
শিথিল বেণী তুলুক্ বেঁধে
কুসুম-বন্ধন ॥

আজি গন্ধ-বিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে ?
আজি ক্ষুব্ধ নীলাম্বর মাঝে
এ কী চঞ্চল ক্রন্দন বাজে !
সুদূর দিগন্তের সকরুণ সঙ্গীত
লাগে মোর চিন্তায় কাজে—
আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে,
গন্ধ-বিধুর সমীরণে ॥

ওগো জানি না কী নন্দনরাগে
সুখে উৎসুক যৌবন জাগে।
আজি আম্রমুকুল-সৌগন্ধ্যে,
নব পল্লব-মর্ম্মর ছন্দে,
চন্দ্র-কিরণ-সুধা-সিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রু-সরস মহানন্দে,
আমি পুলকিত কার পরশনে,
গন্ধ-বিধুর সমীরণে ॥

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তা'রে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়-দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,
এই সঙ্গীত-মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে ॥

অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে,—
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে।
মোর পরাণে দখিন বায়ু লাগিছে,
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি' মাগিছে,
এই সৌরভ-বিহ্বল রজনী
কার চরণে ধরণী-তলে জাগিছে?
ওগো সুন্দর, বল্লভ, কান্ত,
তব গম্ভীর আহ্বান কারে?

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জান্‌তো!
তখন ছিল না ভয় ছিল না লাজ মনে
জীবন ব'হে যেতো অশান্ত।
তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছো কত,
যেন আমার আপন সখার মতো,
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে
সেদিন কত না বন-বনান্ত।
ওগো সেদিন তুমি গাইতে যে-সব গান
কোনো অর্থ তাহার কে জান্‌তো!
শুধু সঙ্গে তারি গাইতো আমার প্রাণ,
সদা নাচ্‌তো হৃদয় অশান্ত।

হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি,
স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি,
তোমার চরণ পানে নয়ন করি' নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত ॥

আমার মিলন লাগি' তুমি
আস্‌ছো কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায়
রাখ্‌বে কোথায় ঢেকে ॥
কত কালের সকাল সাঁঝে,
তোমার চরণধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে
গেছে আমায় ডেকে ॥
ওগো পথিক আজকে আমার
সকল পরাণ ব্যেপে,
থেকে থেকে হরষ যেন
উঠছে কেঁপে কেঁপে ॥
যেন সময় এসেছে আজ,
ফুরালো মোর যা ছিল কাজ,
বাতাস আসে হে মহারাজ,
তোমার গন্ধ মেখে ॥

আমারে যদি জাগালে আজি, নাথ,
ফিরো না তবে ফিরো না, করো
করুণ আঁখিপাত।

নিবিড় বন-শাখার 'পরে
আষাঢ় মেঘে বৃষ্টি ঝরে,
বাদলভরা আলস ভরে
ঘুমায়ে আছে রাত।
ফিরো না তুমি ফিরো না, করো
করুণ আঁখিপাত॥

বিরামহীন বিজুলিঘাতে
নিদ্রাহারা প্রাণ
বরষা জলধারার সাথে
গাহিতে চাহে গান।
হৃদয় মোর চোখের জলে
বাহির হ'লো তিমির-তলে,
আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে
বাড়ায়ে দুই হাত।
ফিরো না তুমি ফিরো না, করো
করুণ আঁখিপাত॥

আমি হেথায় থাকি শুধু
গাইতে তোমার গান,
দিয়ো তোমার জগৎ-সভায়
এইটুকু মোর স্থান॥
আমি তোমার ভুবন মাঝে
লাগিনি নাথ কোনো কাজে,
শুধু কেবল সুরে বাজে
অকাজের এই প্রাণ॥

নিশায় নীরব দেবালয়ে
তোমার আরাধন,
তখন মোরে আদেশ কোরো
গাইতে হে রাজন॥
ভোরে যখন আকাশ জুড়ে'
বাজ্‌বে বীণা সোনার সুরে,
আমি যেন না রই দূরে
এই দিয়ো মোর মান॥

আরো আঘাত সইবে আমার
সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো॥
যে-রাগ জাগাও আমার প্রাণে
বাজে নি তা চরমতানে,
নিঠুর মূর্চ্ছনায় সে-গানে
মূর্ত্তি সঞ্চারো॥
লাগে না গো কেবল যেন
কোমল করুণা,
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ ক'রো না।
জ্বলে' উঠুক সকল হুতাশ,
গর্জ্জি' উঠুক সকল বাতাস,
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ
পূর্ণতা বিস্তারো॥

আবার এরা ঘিরেছে মোর মন।
আবার চোখে নামে আবরণ ॥
আবার এ-যে নানা কথাই জমে,
চিত্ত আমার নানা দিকেই ভ্রমে,
দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে
আবার এ-যে হারাই শ্রীচরণ ॥

তব নীরব বাণী হৃদয়তলে
ডোবে না যেন লোকের কোলাহলে।
সবার মাঝে আমার সাথে থাকো,
আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাকো,
নিয়ত মোর চেতনা-'পরে রাখো
আলোকে-ভরা উদার ত্রিভুবন ॥

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে,
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি
পুলকে দুলিয়া উঠিছে আবার বাজি',
নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে।
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।

রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের 'পরে
নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে।
"এসেছে এসেছে" এই কথা বলে প্রাণ,
"এসেছে এসেছে" উঠিতেছে এই গান,
নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে।
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে ॥

আলোয় আলোকময় ক'রে হে
এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হ'তে আঁধার
মিলালো মিলালো।
সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা,
যে-দিক পানে নয়ন মেলি
ভালো সবি ভালো॥

তোমার আলো গাছের পাতায়
নাচিয়ে তোলে প্রাণ।
তোমার আলো পাখীর বাসায়
জাগিয়ে তোলে গান।
তোমার আলো ভালোবেসে
প'ড়েছে মোর গায়ে এসে,
হৃদয়ে মোর নির্ম্মল হাত
বুলালো বুলালো॥

আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রবো
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হবো॥
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখো?
চিরজনম এমন ক'রে ভুলিয়োনাকো।
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব,
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হবো॥
আমি তোমার যাত্রীদলের রবো পিছে,
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নীচে।

প্রসাদ লাগি' কত লোকে আসে ধেয়ে
আমি কিছুই চাইবো না তো রইবো চেয়ে ;
সবার শেষে বাকি যা রয় তাহাই লবো।
তোমার চরণ-ধূলায় ধূলায় ধূসর হবো ॥

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ-যে তিনি, ঐ-যে বাহির পথে ॥
আয়রে ছুটে, টান্‌তে হবে রসি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি' ?
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গিয়ে
ঠাঁই ক'রে তুই নে রে কোনোমতে ॥
কোথায় কী তোর আছে ঘরের কাজ,
সে-সব কথা ভুল্‌তে হবে আজ।
টান্ রে দিয়ে সকল চিত্তকায়া,
টান্ রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
চল্ রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর গ্রামে অরণ্যে পর্ব্বতে ॥
ঐ-যে চাকা ঘুরছে ঝনঝনি,
বুকের মাঝে শুন্‌ছো কি সেই ধ্বনি ?
রক্তে তোমার দুল্‌ছে না কি প্রাণ ?
গাইছে না মন মরণজয়ী গান ?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মতো
ছুট্‌ছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে ॥

এই ক'রেছো ভালো, নিঠুর,
এই ক'রেছো ভালো।
এম্‌নি ক'রে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো॥
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছু নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো॥
যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার,
আঘাত সে-যে পরশ তব
সেই তো পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে
চোখে তোমায় দেখি না-যে,
বজ্রে তোলো আগুন ক'রে
আমার যত কালো॥

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে,
হবে গো এইবার
আমার এই মলিন অহঙ্কার॥
দিনের কাজে ধুলা লাগি'
অনেক দাগে হ'লো দাগী,
এম্‌নি তপ্ত হ'য়ে আছে
সহ্য করা ভার
আমার এই মলিন অহঙ্কার॥

এখন তো কাজ সাঙ্গ হ'লো
দিনের অবসানে,
হ'লো রে তাঁর আসার সময়
আশা এলো প্রাণে ॥
স্নান ক'রে আয় এখন তবে
প্রেমের বসন প'র্‌তে হবে,
সন্ধ্যাবনের কুসুম তুলে'
গাঁথ্‌তে হবে হার।
ওরে আয় সময় নেই-যে আর ॥

একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক্
তোমার এ সংসারে।
ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো
রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক্
তব ভবন-দ্বারে।
নানা সুরের আকুলধারা
মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক্
নীরব পারাবারে।

হংস যেমন মানসযাত্রী,
তেমনি সারা দিবসরাত্রি
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক্
মহামরণ-পারে ॥

এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার
মুখর কবিরে।
তা'র হৃদয়-বাঁশি আপনি কেড়ে
বাজাও গভীরে।

নিশীথ রাতের নিবিড় সুরে
বাঁশিতে তান দাওহে পূরে',
যে-তান দিয়ে অবাক্ করো
গ্রহ শশীরে।

যা-কিছু মোর ছড়িয়ে আছে
জীবন মরণে
গানের টানে মিলুক্ এসে
তোমার চরণে।

বহুদিনের বাক্যরাশি
এক নিমেষে যাবে ভাসি',
একলা ব'সে শুন্‌বো বাঁশি
অকূল তিমিরে ॥

এসো হে এসো সজল ঘন,
বাদল বরিষণে ;
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এসো হে এ জীবনে ॥

এসো হে গিরিশিখর চুমি',
ছায়ায় ঘিরি' কাননভূমি ;
গগন ছেয়ে এসো হে তুমি
গভীর গরজনে ॥

ব্যথিয়া উঠে নীপের বন
পুলকভরা ফুলে।
উছলি' উঠে কল-রোদন
নদীর কূলে কূলে ॥

এসো হে এসো হৃদয়ভরা,
এসো হে এসো পিপাসাহরা,
এসো হে আঁখি-শীতল-করা
ঘনায়ে এসো মনে ॥

ঐরে তরী দিল খুলে'।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে' ॥
সাম্‌নে যখন যাবি ওরে,
থাক্ না পিছন পিছে প'ড়ে,
পিঠে তা'রে বইতে গেলি,
একলা প'ড়ে রইলি কূলে ॥

ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখ্‌লি এনে,
তাই-যে তোরে বারে বারে
ফির্‌তে হ'লো গেলি ভুলে' ॥

ডাক্‌ রে আবার মাঝিরে ডাক্‌,
বোঝা তোমার যাক্‌ ভেসে যাক্‌,
জীবনখানি উজাড় ক'রে
সঁপে দে তা'র চরণ-মূলে ॥

ওরে মাঝি, ওরে আমার
মানবজন্মতরীর মাঝি,
শুন্‌তে কি পাস্‌ দূরের থেকে
পারের বাঁশি উঠ্‌ছে বাজি'।
তরী কি তোর দিনের শেষে
ঠেক্‌বে এবার ঘাটে এসে ?
সেথায় সন্ধ্যা-অন্ধকারে
দেয় কি দেখা প্রদীপরাজি ?

যেন আমার লাগ্‌ছে মনে,
মন্দ মধুর এই পবনে
সিন্ধুপারের হাসিটি কার
আঁধার বেয়ে আস্‌ছে আজি।
আসার বেলায় কুসুমগুলি
কিছু এনেছিলেম তুলি',
যেগুলি তা'র নবীন আছে
এই বেলা নে সাজিয়ে সাজি ॥

কবে আমি বাহির হ'লেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয় ॥
ভুলে গেছি কবে থেকে আস্‌ছি তোমায় চেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয় ॥
ঝর্‌না যেমন বাহিরে যায়,
জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি ক'রে ধেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয় ॥

কতই নামে ডেকেছি-যে,
কতই ছবি এঁকেছি-যে,
কোন আনন্দে চ'লেছি, তা'র
ঠিকানা না পেয়ে—
সে-তো আজকে নয় সে আজকে নয় ॥
পুষ্প যেমন আলোর লাগি'
না জেনে রাত কাটায় জাগি',
তেম্‌নি তোমার আশায় আমার
হৃদয় আছে চেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয় ॥

কোন্‌ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো।
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আসো ॥

এই অকূল সংসারে
দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে।
ঘোর বিপদ মাঝে
কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাসো ॥
তুমি কাহার সন্ধানে
সকলে সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে।
এমন ব্যাকুল ক'রে
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাসো ॥
তোমার ভাবনা কিছু নাই—
কে-যে তোমার সাথের সাথী ভাবি মনে তাই
তুমি মরণ ভুলে'
কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাসো ॥

গায়ে আমার পুলক লাগে,
চোখে ঘনায় ঘোর,
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে
রাঙা রাখীর ডোর ॥

আজিকে এই আকাশ-তলে
জলে স্থলে ফুলে ফলে
কেমন ক'রে মনোহরণ
ছড়ালে মন মোর ॥

কেমন খেলা হ'লো আমার
আজি তোমার সনে।
পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই
ভেবে না পাই মনে ॥

আনন্দ আজ কিসের ছলে
কাঁদিতে চায় নয়নজলে,
বিরহ আজ মধুর হ'য়ে
ক'রেছে প্রাণ ভোর ॥

চিত্ত আমার হারালো আজ
মেঘের মাঝখানে,
কোথায় ছুটে চ'লেছে সে
কোথায় কে জানে।
বিজুলী তা'র বীণার তারে
আঘাত করে বারে বারে
বুকের মাঝে বজ্র বাজে
কী মহাতানে।

পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে
নিবিড় নীল অন্ধকারে
জড়ালো রে অঙ্গ আমার
ছড়ালো প্রাণে।
পাগল হাওয়া নৃত্যে মাতি'
হ'লো আমার সাথের সাথী,
অট্ট হাসে ধায় কোথা সে
বারণ না মানে ॥

জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হ'লো ধন্য হ'লো মানব-জীবন॥
নয়ন আমার রূপের পুরে,
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে',
শ্রবণ আমার গভীর সুরে
হ'য়েছে মগন॥

তোমার যজ্ঞে দিয়েছো ভার
বাজাই আমি বাঁশি
গানে গানে গেঁথে বেড়াই
প্রাণের কান্না হাসি।
এখন সময় হ'য়েছে কি ?
সভায় গিয়ে তোমায় দেখি
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাবো
এ মোর নিবেদন॥

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই
চাহিতে গেলে মরি লাজে॥
জানিহে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,
এমন ধন আর নাহি-যে তোমাসম,
তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা
ফেলিয়া দিতে পারি না-যে॥
তোমারে আবরিয়া ধূলাতে ঢাকে হিয়া
মরণ আনে রাশি রাশি,

আমি যে প্রাণ ভরি' তাদের ঘৃণা করি
তবুও তাই ভালোবাসি।
এতই আছে বাকি, জ'মেছে এত ফাঁকি,
কত-যে বিফলতা, কত-যে ঢাকাঢাকি,
আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই
ভয়-যে আসে মনোমাঝে ॥

জানি জানি কোন্ আদি কাল হ'তে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,
সহসা হে প্রিয়, কত গৃহে পথে
রেখে গেছো প্রাণে কত হরষণ ॥

কতবার তুমি মেঘের আড়ালে
এমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,
অরুণকিরণে চরণ বাড়ালে,
ললাটে রাখিলে শুভ পরশন

সঞ্চিত হ'য়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপ দরশন ॥
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে
কত সুখে দুখে কত প্রেমে গানে
অমৃতের কত রস বরষণ ॥

জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা-ধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়,
গীত-সুধারসে এসো।
কর্ম্ম যখন প্রবল আকার
গরজি' উঠিয়া ঢাকে চারিধার,
হৃদয়প্রান্তে হে জীবননাথ,
শান্ত চরণে এসো।
আপনারে যবে করিয়া কৃপণ
কোণে প'ড়ে থাকে দীনহীন মন,
দুয়ার খুলিয়া, হে উদার নাথ,
রাজ-সমারোহে এসো।
বাসনা যখন বিপুল ধূলায়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়,
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র,
রুদ্র আলোকে এসো॥

জীবনে যত পূজা
হ'লো না সারা,
জানিহে জানি তাও
হয়নি হারা।
যে-ফুল না ফুটিতে
ঝ'রেছে ধরণীতে,
যে-নদী মরুপথে
হারালো ধারা
জানিহে জানি তাও
হয়নি হারা॥

জীবনে আজো যাহা
র'য়েছে পিছে,
জানি হে জানি তাও
হয়নি মিছে।
আমার অনাগত,
আমার অনাহত
তোমার বীণা-তারে
বাজিছে তা'রা,
জানি হে জানি তাও
হয়নি হারা॥

তব সিংহাসনের আসন হ'তে
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ, থেমে।

একলা ব'সে আপন মনে
গাইতেছিলেম গান,
তোমার কানে গেল সে-সুর
এলে তুমি নেমে,—
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ, থেমে।
তোমার সভায় কত না গান
কতই আছেন গুণী;
গুণহীনের গানখানি আজ
বাজ্‌লো তোমার প্রেমে।

লাগ্‌লো বিশ্বতানের মাঝে
একটি করুণ সুর,
হাতে ল'য়ে বরণমালা
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ, থেমে ॥

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছো নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হ'তো-যে মিছে ॥

আমায় নিয়ে মেলেছো এই মেলা,
আমার হিয়ায় চ'ল্‌ছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধ'রে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে ॥

তাই তো তুমি রাজার রাজা হ'য়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি'
ফিরছো কত মনোহরণ বেশে,
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।

তাই তো, প্রভু, যেথায় এলো নেমে
তোমারি প্রেম ভক্ত-প্রাণের প্রেমে,
মূর্ত্তি তোমার যুগল সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে ॥

তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ, লহো।
এবার তুমি ফিরো না হে—
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহো।
যে-দিন গেছে তোমা বিনা
তা'রে আর ফিরে' চাহি না,
যাক্ সে ধূলাতে।
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে
যেন জাগি অহরহ॥
কী আবেশে, কিসের কথায়
ফিরেছি হে যথায় তথায়
পথে প্রান্তরে,
এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে
তোমার আপন বাণী কহো।
কত কলুষ কত ফাঁকি
এখনো-যে আছে বাকি
মনের গোপনে,
আমায় তা'র লাগি' আর ফিরায়ো না,
তা'রে আগুন দিয়ে দহো॥

তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তা'র পায়ের ধ্বনি,
ঐ-যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী
সে-যে আসে, আসে, আসে॥
গেয়েছি গান যখন যত
আপন মনে ক্ষ্যাপার মতো

সকল সুরে বেজেছে তা'র
আগমনী—
সে-যে, আসে, আসে, আসে ॥
কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে
সে-যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
সে-যে আসে, আসে, আসে ॥
দুখের 'পরে পরম দুখে
তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন্ বুলিয়ে সে দেয়
পরশমণি।
সে-যে আসে, আসে, আসে ॥

———

দয়া দিয়ে হবে গো মোর
জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারবো তোমার
চরণ ছুঁতে।
তোমায় দিতে পূজার ডালি
বেরিয়ে পড়ে সকল কালী,
পরাণ আমার পারিনে তাই
পায়ে থুতে ॥
এতদিন তো ছিল না মোর
কোনো ব্যথা,
সর্ব্ব অঙ্গে মাখা ছিল
মলিনতা।

আজ ঐ শুভ্র কোলের তরে
ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে,
দিয়ো না গো দিয়ো না আর
ধূলায় শুতে ॥

দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও।
আমার দিকে ও মুখ ফিরাও ॥
পাশে থেকে চিন্‌তে নারি,
কোন্ দিকে-যে কী নেহারি,
তুমি আমার হৃদ্‌বিহারী
হৃদয়-পানে হাসিয়া চাও ॥
বলো আমায় বলো কথা
গায়ে আমার পরশ করো।
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে
আমায় তুমি তুলে ধরো।
যা বুঝি সব ভুল বুঝি হে,
যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে,
হাসি মিছে কান্না মিছে
সাম্‌নে এসে এ ভুল ঘুচাও ॥

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করিনে।
পিতা ব'লে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু ব'লে দু-হাত ধরিনে।

আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
আমার হ'য়ে এলে যেথায় নেমে
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধ'রে
সঙ্গী ব'লে তোমায় বরি নে।

ভাই তুমি-যে ভাইয়ের মাঝে প্রভু,
তাদের পানে তাকাই না-যে তবু,
ভাইয়ের সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন
তোমার মুঠা কেন ভরিনে।

ছুটে এসে সবার সুখে দুখে
দাঁড়াইনে তো তোমারি সম্মুখে,
সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে
প্রাণ-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়িনে

ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।
চিত্ত মম যখন যেথায় থাকে
সাড়া যেন দেয় সে তোমার ডাকে,
যত বাঁধা সব টুটে যায় যেন
প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে।
বাহিরের এই ভিক্ষা-ভরা থালি,
এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,

অন্তর মোর গোপনে যায় ভ'রে
প্রভু তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।
হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর,
এ জীবনে যা-কিছু সুন্দর
সকলি আজ বেজে উঠুক্ সুরে
প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে ॥

নদীপারের এই আষাঢ়ের
প্রভাতখানি
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি'।
সবুজ নীলে সোনায় মিলে'
যে-সুধা এই ছড়িয়ে দিলে,
জাগিয়ে দিলে আকাশতলে
গভীর বাণী
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি' ॥
এমনি ক'রে চ'ল্‌তে পথে
ভবের কূলে
দুই ধারে যা ফুল ফুটে সব
নিস্ রে তুলে'।
সেগুলি তোর চেতনাতে
গেঁথে তুলিস্ দিবসরাতে,
প্রতিদিনটি যতন ক'রে
ভাগ্য মানি'
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি'।

নিভৃত প্রাণের দেবতা
যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোলো দ্বার,
আজ লবো তাঁর দেখা।
সারা দিন শুধু বাহিরে
ঘুরে ঘুরে কারে চাহি রে,
সন্ধ্যাবেলার আরতি
হয়নি আমার শেখা।
তব জীবনের আলোতে
জীবন-প্রদীপ জ্বালি'
হে পূজারি, আজ নিভৃতে
সাজাবো আমার থালি।
যেথা নিখিলের সাধনা
পূজা-লোক করে রচনা,
সেথায় আমিও ধরিব
একটি জ্যোতির রেখা॥

নিশার স্বপন ছুট্‌লো রে, এই
ছুট্‌লো রে।
টুট্‌লো বাঁধন টুট্‌লো রে॥
রইলো না আর আড়াল প্রাণে,
বেরিয়ে এলেম জগৎ পানে,
হৃদয়-শতদলের সকল
দলগুলি এই ফুট্‌লো রে, এই
ফুট্‌লো রে॥

দুয়ার আমার ভেঙে শেষে
দাঁড়ালে যেই আপনি এসে
নয়নজলে ভেসে হৃদয়
চরণ-তলে লুট্‌লো রে ॥
আকাশ হ'তে প্রভাত-আলো
আমার পানে হাত বাড়ালো,
ভাঙা-কারার দ্বারে আমার,
জয়ধ্বনি উঠ্‌লো রে, এই
উঠ্‌লো রে ॥

পার্‌বি নাকি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
খ'সে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙ্‌বারই আনন্দে রে ॥
পাতিয়া কান শুনিস্‌ না-যে
দিকে দিকে গগন মাঝে
মরণ-বীণায় কী সুর বাজে
তপন-তারা চন্দ্রে রে,
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জ্বল্‌বারই আনন্দে রে ॥
পাগল-করা গানের তানে
ধায়-যে কোথা কেই বা জানে,
চায় না ফিরে' পিছন পানে
রয় না বাঁধা বন্ধে রে,
লুটে যাবার ছুটে যাবার
চল্‌বারই আনন্দে রে ॥

সেই আনন্দ-চরণপাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন ব'হে যায় ধরাতে
বরণ গীতে গন্ধে রে,
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে রে ॥

প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত
রেখো না ঢাকি'।
এসেছি তোমারে, হে নাথ,
পরাতে রাখী ॥
যদি বাঁধি তোমার হাতে
প'ড়্‌বো বাঁধা সবার সাথে,
যেখানে যে আছে, কেহই
র'বে না বাকি ॥
আজি যেন ভেদ নাহি রয়
আপনা পরে,
আমায় যেন এক দেখি হে
বাহিরে ঘরে।
তোমার সাথে যে-বিচ্ছেদে
ঘুরে' বেড়াই কেঁদে কেঁদে,
ক্ষণেক তরে ঘুচাতে তাই
তোমারে ডাকি ॥

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান ?
সেই সুরেতে জাগ্‌বো আমি
দাও মোরে সেই কান।
ভুল্‌বো না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠ্‌বে মেতে
মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে
যে-অন্তহীন প্রাণ।
সে-ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্ত-বীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত
নাচাও যে-ঝঙ্কারে।
আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান ॥

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো,
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো।

গোপনে প্রেম রয় না ঘরে,
আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে,
সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো ॥

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন
গগন অন্ধকার ;
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝঙ্কার ।
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি
পাইনে দেখা তা'র ।
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া
প্রাণ উঠিল পূরে,
জানিনে কোন্ বিপুল বাণী
বাজে ব্যাকুল সুরে ।
কোন্ বেদনায় বুঝিনারে
হৃদয়-ভরা অশ্রুভারে,
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে
আপন কণ্ঠহার ॥

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে ।
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে ।

যে-লতাটি আছে শুকায়েছে মূল
কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল,
আমার জীবনে তব সেবা তাই
বেদনার উপহারে।

পূজাগৌরব পুণ্যবিভব
কিছু নাহি, নাহি লেশ,
এ তব পূজারি পরিয়া এসেছে
লজ্জার দীন বেশ।

উৎসবে তা'র আসে নাই কেহ,
বাজে নাই বাঁশি সাজে নাই গেহ,
কাঁদিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া
ভাঙা মন্দির দ্বারে॥

যা হারিয়ে যায় তা আগলে ব'সে
রইবো কত আর।
আর পারিনে রাত জাগ্‌তে, হে নাথ,
ভাব্‌তে অনিবার॥

আছি রাত্রি দিবস ধ'রে
দুয়ার আমার বন্ধ ক'রে,
আস্‌তে যে চায় সন্দেহে তায়
তাড়াই বারে বার॥

তাইতো কারো হয় না আসা
আমার একা ঘরে।
আনন্দময় ভুবন তোমার
বাইরে খেলা করে॥

তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও,
এসে এসে ফিরিয়া যাও,
রাখ্‌তে যা চাই রয় না তাও
ধূলায় একাকার।

যাত্রী আমি ওরে।
পার্‌বে না কেউ রাখতে আমায় ধ'রে।
দুঃখ সুখের বাঁধন সবই মিছে,
বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে,
বিষয়-বোঝা টানে আমায় নীচে,
ছিন্ন হ'য়ে ছড়িয়ে যাবে প'ড়ে।
যাত্রী আমি ওরে।
চ'ল্‌তে পথে গান গাহি প্রাণ ভ'রে।
দেহ-দুর্গে খুল্‌বে সকল দ্বার,
ছিন্ন হবে শিকল বাসনার,
ভালোমন্দ কাটিয়ে হবো পার
চ'ল্‌তে রবো লোকে লোকান্তরে।

যাত্রী আমি ওরে।
যা-কিছু ভার যাবে সকল স'রে।
আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে,
ভাষাবিহীন অজানিতের গানে,
সকাল সাঁঝে পরাণ মম টানে
কাহার বাঁশি এমন গভীর স্বরে॥

যাত্রী আমি ওরে—
বাহির হ'লেম না জানি কোন্ ভোরে।
তখন কোথাও গায়নি কোনো পাখী,
কী জানি রাত কতই ছিল বাকি,
নিমেষ-হারা শুধুই একটি আঁখি
জেগেছিলো অন্ধকারের 'পরে।

যাত্রী আমি ওরে।
কোন্ দিনান্তে পৌঁছবো কোন্ ঘরে।
কোন্ তারকা দীপ জ্বালে সেইখানে,
বাতাস কাঁদে কোন্ কুসুমের ঘ্রাণে,
কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দু-নয়ানে,
অনাদিকাল চাহে আমার তরে॥

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে-যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি',
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না-যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

অহঙ্কার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফেরো
রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র সাজে—
সবার পিছে, সবার নীচে
সব-হারাদের মাঝে।
সঙ্গী হ'য়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না-যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

যেথায় তোমার লুট হ'তেছে ভুবনে
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে॥
সোনার ঘটে সূর্য্য তারা
নিচ্ছে তুলে' আলোর ধারা,
অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে।
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে॥
যেথায় তুমি বসো দানের আসনে,
চিত্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে।
নিত্য নূতন রসে ঢেলে
আপ্‌নাকে যে দিচ্ছো মেলে,
সেথা কি ডাক প'ড়্‌বে না গো জীবনে
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে॥

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি';
ঘাটে ঘাটে ঘুর্‌বো না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী॥

সময় যেন হয়রে এবার
ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হ'য়ে রবো মরি' ॥

যে-গান কানে যায় না শোনা
সে-গান যেথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাবো
সেই অতলের সভা মাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে
শেষ গানে তা'র কান্না কেঁদে,
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে
নীরব বীণা দিব ধরি' ॥

শরতে আজ কোন্ অতিথি
এলো প্রাণের দ্বারে।
আনন্দগান গা রে হৃদয়,
আনন্দ গান গা রে ॥
নীল আকাশের নীরব কথা,
শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা,
বেজে উঠুক্ আজি তোমার
বীণার তারে তারে ॥
শস্যক্ষেতের সোনার গানে
যোগ দে রে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর
অমল জলধারে ॥

যে এসেছে তাহার মুখ
দেখ রে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে' তাহার সাথে
বাহির হ'য়ে যা রে ॥

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়-পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর ॥

তোমায় আমায় মিলন হ'লে
সকলি যায় খুলে',—
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে'।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর ॥

সে-যে পাশে এসে ব'সেছিলো
তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিলো
হতভাগিনী।
এসেছিলো নীরব রাতে,
বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপনমাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিণী।
জেগে দেখি দখিন হাওয়া
পাগল করিয়া
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায়
আঁধার ভরিয়া।
কেন আমার রজনী যায়
কাছে পেয়ে কাছে না পায়,
কেন গো তা'র মালার পরশ
বুকে লাগে নি॥

হেথা যে-গান গাইতে আসা আমার
হয়নি সে-গান গাওয়া,
আজো কেবলি সুর সাধা, আমার
কেবল গাইতে চাওয়া॥
আমার লাগে নাই সে-সুর, আমার
বাঁধে নাই সে-কথা,
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে
গানের ব্যাকুলতা।
আজো ফোটে নাই সে-ফুল, শুধু
ব'হেছে এক হাওয়া॥

আমি দেখি নাই তা'র মুখ, আমি
শুনি নাই তা'র বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি।
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে-জন
করে আসা-যাওয়া।
শুধু আসন পাতা হ'লো আমার
সারাটি দিন ধ'রে,
ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা, তা'রে
ডাক্‌বো কেমন ক'রে।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তা'রে
হয়নি আমার পাওয়া॥

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ,
কী অমৃত তুমি চাহো করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি'
শুনিয়া লইতে চাহো আপনার গান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ,
কী অমৃত তুমি চাহো করিবারে পান।

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।

তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহো করিবারে পান॥

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যান-গম্ভীর এই-যে ভূধর,
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে॥
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হ'তে
সমুদ্রে হ'লো হারা।

হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'লো লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে'
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥
এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত
সব অপমান ভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি-যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥

খোলো খোলো দ্বার রাখিও না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও এই দিকে চাও
এসো দুই বাহু বাড়ায়ে॥
কাজ হ'য়ে গেছে সারা,
উঠেছে সন্ধ্যা-তারা,
আলোকের খেয়া হ'য়ে গেল দেয়া
অস্তসাগর পারায়ে॥
ভরি' ল'য়ে ঝারি এনেছো কি বারি,
সেজেছো কি শুচি দুকূলে?
বেঁধেছো কি চুল, তুলেছো কি ফুল,
গেঁথেছো কি মালা মুকুলে?
ধেনু এলো গোঠে ফিরে',
পাখীরা এসেছে নীড়ে,
পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত,
আঁধারে গিয়েছে হারায়ে॥

এ-যে মোর আবরণ
ঘুচাতে কতক্ষণ?
নিঃশ্বাস বায় উড়ে চ'লে যায়
তুমি করো যদি মন॥
যদি প'ড়ে থাকি ভূমে
ধূলার ধরণী চুমে',
তুমি তারি লাগি দ্বারে র'বে জাগি'
এ কেমন তব পণ॥

রথের চাকার রবে
জাগাও জাগাও সবে,
আপনার ঘরে, এসো বল-ভরে
এসো এসো গৌরবে।
ঘুম টুটে যাক্ চ'লে,
চিনি যেন প্রভু ব'লে ;
ছুটে এসে দ্বারে করি আপনারে
চরণে সমর্পণ ॥

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে' হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখী বনে পালায়।
ওগো হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজ্‌বে বাঁশী,
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে প'র্‌বে ফাঁসি,
তখন ঘুচ্‌বে ত্বরা ঘুরে' মরা হেথা হোথায়—
আহা আজি সে-আঁখি বনের পাখী বনে পালায়।
চেয়ে দেখিস্ না রে হৃদয় দ্বারে কে আসে যায়,
তোরা শুনিস্ কানে বারতা আনে দখিন বায়।
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির বসন্ত-যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে,
তা'রে বাহিরে খুঁজি' ফিরিছ বুঝি পাগল প্রায়,
আহা আজ সে আঁখি বনের পাখী বনে পালায়।

আজি দখিন দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার
বসন্ত এসো।

দিব হৃদয়-দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
নব শ্যামল শোভন রথে
এসো বকুল-বিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু,
মেখে পিয়াল ফুলের রেণু।
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
এসো ঘন পল্লবপুঞ্জে
এসো হে, এসো হে, এসো হে।
এসো বন-মল্লিকাকুঞ্জে
এসো হে, এসো হে, এসো হে।
মৃদু মধুর মদির হেসে
এসো পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।

যেখানে রূপের প্রভা নয়ন লোভা
সেখানে তোমার মতন ভোলা কে। (ঠাকুরদাদা)
যেখানে রসিক সভা পরম শোভা
সেখানে এমন রসের ঝোলা কে। (ঠাকুরদাদা)
যেখানে গালাগলি কোলাকুলি
তোমারি বেচাকেনা সেই হাটে,

পড়ে না পদধূলি পথ ভুলি'
যেখানে ঝগড়া করে ঝগড়াটে,
যেখানে ভোলাভুলি খোলাখুলি
সেখানে তোমার মতন খোলা কে—
(ঠাকুরদাদা)

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে ;
নইলে মোদের রাজার সনে মিল্‌বো কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)
আমরা যা খুসি তাই করি
তবু তাঁর খুসিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিল্‌বো কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)
রাজা সবারে দেন মান
সে-মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো ক'রে রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিল্‌বো কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)
আমরা চল্‌বো আপন মতে
শেষে মিল্‌বো তাঁরি পথে,
মোরা মর্‌বো না কেউ বিফলতার বিষম আবর্ত্তে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিল্‌বো কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে ॥
আছে সে নয়ন-তারায় আলোক-ধারায়, তাই না হারায়,
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যে-দিক পানে ॥
আমি তা'র মুখের কথা
শুন্‌বো ব'লে গেলাম কোথা,
শোনা হ'লো না, শোনা হ'লো না,
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে
এই-যে শুনি,
শুনি তাহার বাণী আপন গানে ॥
কে তোরা খুঁজিস্ তা'রে
কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না মেলে না,—
ও তোরা আয়রে ধেয়ে দেখ্‌রে চেয়ে
আমার বুকে—
ওরে দেখ্‌রে আমার দুই নয়ানে ॥

তোরা যে যা বলিস্ ভাই,
আমার সোনার হরিণ চাই।
সেই মনোহরণ চপল চরণ
সোনার হরিণ চাই ॥
সে-যে চ'ম্‌কে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়,
যায় না তা'রে বাঁধা,
তা'র নাগাল পেলে পালায় ঠেলে
লাগায় চোখে ধাঁদা,

তবু ছুট্‌বো পিছে মিছে মিছে
পাই বা নাহি পাই,
আমি আপন মনে মাঠে বনে
উধাও হ'য়ে ধাই ॥
তোরা পাবার জিনিষ হাটে কিনিস্
রাখিস্ ঘরে ভ'রে,
যাহা যায় না পাওয়া তারি হাওয়া
লাগ্‌লো কেন মোরে।
আমার যা ছিল তা দিলেম কোথা
যা নেই তারি ঝোঁকে,
আমার ফুরোয় পুঁজি, ভাবিস্ বুঝি
মরি তাহার শোকে।
ওরে আছি সুখে হাস্যমুখে
দুঃখ আমার নাই।
আমি আপন মনে মাঠে বনে
উধাও হ'য়ে ধাই ॥

আজি কমল-মুকুলদল খুলিল,
দুলিল রে দুলিল
মানস-সরসে রস-পুলকে,
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।
গগন মগন হ'লো গন্ধে,
সমীরণ মূর্চ্ছে আনন্দে,

গুন্ গুন্ গুঞ্জন ছন্দে
মধুকর ঘিরি' ঘিরি' বন্দে ;—
নিখিল ভুবন মন ভুলিল—
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল।

মোদের কিছু নাই রে নাই,
আমরা ঘরে বাইরে গাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যতই দিবস যায় রে যায়
গাইরে সুখে হায় রে হায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যারা সোনার চোরা-বালির 'পরে
পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে
তাদের সাম্‌নে মোরা গান গেয়ে যাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যখন থেকে থেকে গাঁঠের পানে
গাঁঠ-কাটারা দৃষ্টি হানে,
তখন শূন্য ঝুলি দেখায়ে গাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যখন দ্বারে আসে মরণ-বুড়ী,
মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,
তখন তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই,
তাইরে নাইরে নাইরে না।
এ-যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ,

ওরে   অন্তরে তা'র বৈরাগী গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।
সে-যে   উৎসব-দিন চুকিয়ে দিয়ে
ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে
দুই   রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে-যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ!
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে-তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে।
দেখিস্‌নে কি শুক্‌নো পাতা ঝরাফুলের খেলা রে॥
যে-ঢেউ উঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে'?

যে-ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগ্‌ছে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দেখ্ রে তোরা ঝরাফুলের খেলা রে।
আমার প্রভুর পায়ের তলে
শুধুই কি রে মাণিক জ্বলে,
চরণে তা'র লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে।
আমার গুরুর আসন কাছে
সুবোধ ছেলে ক-জন আছে,
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন তাই আমি তাঁর চেলা রে।
উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরাফুলের খেলা রে।

বিরহ মধুর হ'লো আজি
মধুরাতে।
গভীর রাগিণী উঠে বাজি'
বেদনাতে।
ভরি' দিয়া পূর্ণিমা নিশা
অধীর অদর্শন-তৃষা
কী করুণ মরীচিকা আনে
আঁখি-পাতে॥
সুদূরের সুগন্ধ ধারা
বায়ু-ভরে
পরাণে আমার পথহারা
ঘুরে' মরে।
কার বাণী কোন্ সুরে তালে
মর্ম্মরে পল্লব-জালে,
বাজে মম মঞ্জীররাজি
সাথে সাথে॥

যা ছিল কালো ধলো
তোমার রঙে রঙে রাঙা হ'লো।
যেমন রাঙা-বরণ তোমার চরণ
তা'র সনে আর ভেদ না র'লো।
রাঙা হ'লো বসন ভূষণ,
রাঙা হ'লো শয়ন স্বপন,
মন হ'লো কেমন দেখ্ রে, যেমন
রাঙা কমল টলমল।

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার, ওগো প্রিয় ;
বড়ো উতলা আজ পরাণ আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও ?
কেবল তুমিই কি গো এম্‌নি ভাবে
রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে ?
তুমি সাধ ক'রে নাথ, ধরা দিয়ে
আমারো রং বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু
রাঙাবে ঐ উত্তরীয়।

আমার সকল নিয়ে ব'সে আছি
সর্ব্বনাশের আশায়।
আমি তা'র লাগি' পথ চেয়ে আছি
পথে যে-জন ভাসায়॥

যে-জন দেয় না দেখা যায় যে দেখে
ভালোবাসে আড়াল থেকে
আমার মন ম'জেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়॥

আমার ঘুর লেগেছে—তাধিন্ তাধিন্।
তোমার পিছন্ পিছন্ নেচে নেচে
ঘুর লেগেছে তাধিন্ তাধিন্॥
তোমার তালে আমার চরণ চলে
শুন্‌তে না পাই কে কী বলে
তাধিন্ তাধিন্—
তোমার গানে আমার প্রাণে-যে কোন্
পাগল ছিল সেই জেগেছে
তাধিন্ তাধিন্॥
আমার লাজের বাঁধন সাজের বাঁধন
খ'সে গেল ভজন সাধন,
তাধিন্ তাধিন্—
বিষম নাচের বেগে দোলা লেগে
ভাবনা যত সব ভেগেছে
তাধিন্ তাধিন্॥

পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে,
কোন্ নিভৃতে রে, কোন্ গহনে॥
মাতিল আকুল দক্ষিণ-বায়ু
সৌরভচঞ্চল সঞ্চরণে॥

কাটিল ক্লান্ত বসন্ত নিশা
বাহির-অঙ্গন-সঙ্গি সনে,
উৎসবরাজ বিরাজ' কোথা,
কে লয়ি' যাবে সে-ভবনে

আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না
ভালোবাসায় ভোলাবো,
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুল্‌বো না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাবো।
ভরাবো না ভূষণভারে,
সাজাবো না ফুলের হারে,
সোহাগ আমার মালা ক'রে
গলায় তোমার দোলাবো।
জান্‌বে না কেউ কোন্ তুফানে
তরঙ্গদল নাচ্‌বে প্রাণে,
চাঁদের মতন অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাবো।

ভয়েরে মোর আঘাত করো
ভীষণ, হে ভীষণ।
কঠিন ক'রে চরণ-'পরে
প্রণত করো মন।
বেঁধেছে মোরে নিত্য কাজে
প্রাচীরে ঘেরা ঘরের মাঝে,

নিত্য মোরে বেঁধেছে সাজে
সাজের আভরণ।
এসো হে, ওহে আকস্মিক,
ঘিরিয়া ফেলো সকল দিক,
মুক্ত পথে উড়ায়ে নিক্
নিমেষে এ জীবন।
তাহার 'পরে প্রকাশ হোক্,
উদার তব সহাস চোখ,
তব অভয় শান্তিময়
স্বরূপ পুরাতন।

আমি তোমার প্রেমে হবো সবার
কলঙ্কভাগী।
আমি সকল দাগে হবো দাগী॥
তোমার পথের কাঁটা ক'র্‌বো চয়ন ;
যেথা তোমার ধূলার শয়ন
সেথা আঁচল পাত্‌বো আমার
তোমার রাগে অনুরাগী।
আমি শুচি-আসন টেনে টেনে
বেড়াবো না বিধান মেনে,
যে-পঙ্কে ঐ চরণ পড়ে
তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি॥

আমি কেবল তোমার দাসী।
কেমন ক'রে আন্‌বো মুখে তোমায় ভালোবাসি
গুণ যদি মোর থাক্‌তো, তবে
অনেক আদর মিল্‌তো ভবে,
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী।

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবন-পারে
আমার চিত্তে এসো নামি'।
এ দেহ মন মিলায়ে যাক্ হইয়া যাক্ হারা,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা
ঐ চরণে যাক্ থামি'।
নির্ব্বাসনে বাঁধা আছি দুর্ব্বাসনার ডোরে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
সব বাঁধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে,
ওহে আমি বাঁধনকামী।
আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
সকল ঝ'রে সকল ভ'রে আসুক সে-চরম,
ওগো মরুক্ না এই আমি।

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধ'রেছো দুই হাতে।
কখন্ তুমি এলে, হে নাথ, মৃদু চরণপাতে?
ভেবেছিলেম, জীবনস্বামী,
তোমায় বুঝি হারাই আমি,
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে।
যে-নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো,
তারি মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো।
তোমার পথে চলা যখন
ঘুচে' গেল, দেখি তখন
আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চলো সাথে॥

ভোর হ'লো বিভাবরী, পথ হ'লো অবসান।
শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরি গান॥
ধন্য হ'লি ওরে পান্থ,
রজনী-জাগর-ক্লান্ত,
ধন্য হ'লো মরি মরি ধূলায় ধূসর প্রাণ॥
বনের কোলের কাছে
সমীরণ জাগিয়াছে;
মধুভিক্ষু সারে সারে
আগত কুঞ্জের দ্বারে।
হ'লো তব যাত্রা সারা,
মোছো মোছো অশ্রুধারা,
লজ্জা ভয় গেল ঝরি', ঘুচিল রে অভিমান॥

তুমি ডাক দিয়েছো কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না,
আমার মন-যে কাঁদে আপন মনে
কেউ তা মানে না ॥
ফিরি আমি উদাস প্রাণে,
তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতন এমন টানে
কেউ তো টানে না ॥
বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হ'তে দুয়ারে কর
কেউ তো হানে না।
আকাশে কার ব্যাকুলতা,
বাতাস বহে কার বারতা,
এ-পথে সেই গোপন কথা
কেউ তো আনে না।
তুমি ডাক দিয়েছো কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না ॥

দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে।
যে-বাঁশীতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশীটির সুরে সুরে।
যে-পথ সকল দেশ পারায়ে
উদাস হ'য়ে যায় হারায়ে,
সে-পথ বেয়ে কাঙাল পরাণ
যেতে চায় কোন্ অচিন্ পুরে।

এ পথ গেছে কোন্ খানে গো কোন্ খানে—
তা কে জানে তা কে জানে ?
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন সাগরের ধারে,
কোন দুরাশার দিক্ পানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্ খানে
তা কে জানে তা কে জানে।
কেমন-যে তা'র বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে—
তা কে জানে তা কে জানে।

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হ'তে সন্ধ্যে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভ'রে ভ'রে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্য-দোদুল ছন্দে।
ধানের শীষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রাণেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে।

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তা'র ঘুম ভাঙাইনু রে।
লক্ষ যুগের অন্ধকারে ছিল সঙ্গোপন
ওগো তায় জাগাইনু রে।

পোষ মেনেছে হাতের তলে
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনু রে।
অচল ছিল সচল হ'য়ে
ছুটেছে ঐ জগৎ-জয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তা'র রাশ বাগাইনু রে

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাধা-বাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
না হয় জিতি কিম্বা হারি,
যদি অম্‌নিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই॥
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন ক'রে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তা'র মাঝেই॥

ঘরেতে ভ্রমর এলো গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে
মাধবী জাগ্‌লো বনে,
এলো সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে॥

কেমনে রহি ঘরে,
মন-যে কেমন করে,
কেমনে কাটে-যে দিন দিন গুণিয়ে
কী মায়া দেয় বুলায়ে,
দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে॥

এই একলা মোদের হাজার মানুষ
দাদাঠাকুর,
এই আমাদের মজার মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই তো নানা কাজে
এই তো নানা সাজে,
এই আমাদের খেলার মানুষ
দাদাঠাকুর,
সব মিলনে মেলার মানুষ
দাদাঠাকুর॥
এই তো হাসির দলে,
এই তো চোখের জলে,
এই তো সকল ক্ষণের মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই তো ঘরে ঘরে,
এই তো বাহির করে,

এই আমাদের কোণের মানুষ
দাদাঠাকুর,
এই আমাদের মনের মানুষ
দাদাঠাকুর ॥

যা হবার তা হবে।
যে আমাকে কাঁদায় সে কি অম্‌নি ছেড়ে র'বে ॥
পথ হ'তে যে ভুলিয়ে আনে পথ-যে কোথায় সেই তা জানে,
ঘর যে ছাড়ায়ে হাত সে বাড়ায় সেই তো ঘরে লবে ॥

আমি কাবে ডাকি গো
আমার বাঁধন দাও গো টুটে' ॥
আমি হাত বাড়িয়ে আছি
আমায় লও কেড়ে লও লুটে' ॥
তুমি ডাকো এম্‌নি ডাকে
যেন লজ্জা ভয় না থাকে,
যেন সব ফেলে যাই, সব ঠেলে যাই,
যাই ধেয়ে যাই ছুটে' ॥
আমি স্বপন দিয়ে বাঁধা
কেবল ঘুমের ঘোরের বাধা,
সে-যে জড়িয়ে আছে প্রাণের কাছে
মুদিয়ে আঁখিপুটে।
ওগো দিনের পরে দিন
আমার কোথায় হ'লো লীন,
কেবল ভাষাহারা অশ্রুধারায়
পরাণ কেঁদে উঠে ॥

বুঝি এলো, বুঝি এলো, ওরে প্রাণ,
এবার ধর্ দেখি তোর গান।
ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে
ধরা বুঝি শিউরে' ওঠে,
দিগন্তে ঐ স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান।

আজ যেমন ক'রে গাইছে আকাশ
তেমনি ক'রে গাও গো।
যেমন ক'রে চাইছে আকাশ
তেমনি ক'রে চাও গো।
আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায়
মর্ম্মরিয়া বনকে কাঁদায়,
তেমনি আমার বুকের মাঝে
কাঁদিয়া কাঁদাও গো।

হারে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দে রে দে রে॥
যেমন ছাড়া বনের পাখী
মনের আনন্দে রে।
ঘন শ্রাবণ-ধারা
যেমন বাঁধন-হারা,
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে' ফেরে॥

হারে রে রে রে রে রে

আমায় রাখ্‌বে ধ'রে কে রে!

দাবানলের নাচন যেমন

সকল কানন ঘেরে।

বজ্র যেমন বেগে

গর্জ্জে ঝড়ের মেঘে,

অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে

ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে,

তা'রে আজ থামায় কে রে?

সে-যে আকাশ-পানে হাত পেতেছে

তা'রে আজ নামায় কে রে?

ওরে, আমার মন মেতেছে,

আমায় আজ থামায় কে রে॥

ওরে ভাই, নাচ্‌ রে ও ভাই নাচ্‌ রে—

আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ্‌ রে,—

লাজ ভয় ঘুচিয়ে দে রে।

তোরে আজ থামায় কে রে॥

এই মৌমাছিদের ঘর-ছাড়া কে ক'রেছে রে;

তোরা আমায় ব'লে দে ভাই, ব'লে দে রে।

ফুলের গোপন পরাণ-মাঝে

নীরব স্বরে বাঁশী বাজে—

ওদের সেই সুরেতে কেমনে মন হ'রেছে রে॥

যে-মধুটি লুকিয়ে আছে
দেয় না ধরা কারো কাছে
ওদের সেই মধুতে কেমনে মন ভ'রেছে রে ॥

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরাণের বঁধু।
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা।
ও ভিখারীর ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল ॥

আমরা তা'রেই জানি তা'রেই জানি সাথের সাথী।
তা'রেই করি টানাটানি দিবারাতি ॥
সঙ্গে তারি চরাই ধেনু,
বাজাই বেণু,
তারি লাগি' বটের ছায়ায় আসন পাতি ॥
তা'রে হালের মাঝি করি'
চালাই তরী,
ঝড়ের বেলায় ঢেউয়ের খেলায় মাতামাতি।
সারাদিনের কাজ ফুরালে
সন্ধ্যা কালে
তাহারি পথ চেয়ে ঘরে জ্বালাই বাতি ॥

সকল জনম ভ'রে
ও মোর দরদিয়া।
কাঁদি কাঁদাই তোরে,
ও মোর দরদিয়া ॥
আছ হৃদয় মাঝে ;
সেথা কতই ব্যথা বাজে,
ওগো এ কি তোমায় সাজে,
ও মোর দরদিয়া ॥
এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে
কভু আঁধার নাহি সরে,
তবু আছ তারি 'পরে,
ও মোর দরদিয়া ॥
সেথা আসন হয়নি পাতা,
সেথা মালা হয়নি গাঁথা,
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা,
ও মোর দরদিয়া ॥

উতল ধারা বাদল ঝরে,
সকাল বেলা একা ঘরে।
সজল হাওয়া বহে বেগে,
পাগল নদী উঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে,
তমাল বনে আঁধার করে ॥
ওগো বঁধু, দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে।

আঁচল দিয়ে শুকাবো জল
মুছাবো পা আকুল কেশে ॥
নিবিড় হবে তিমির রাতি,
জেলে দেবো প্রেমের বাতি,
পরাণখানি দিব পাতি'
চরণ রেখো তাহার 'পরে ॥
ভুলে গিয়ে জীবন মরণ
লবো তোমায় ক'রে বরণ,
করিব জয় সরম-ত্রাসে,
দাঁড়াবো আজ তোমার পাশে ॥
বাঁধন বাধা যাবে জ'লে,
সুখ দুঃখ দেবো দ'লে,
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে
বাহির হবো অভয়-ভরে ॥
উতল ধারা বাদল ঝরে—
দুয়ার খুলে' এলে ঘরে।
চোখে আমার ঝলক্ লাগে,
সকল মনে পুলক জাগে,
চাহিতে চাই মুখে বাগে
নয়ন মেলে কাঁপি ডরে ॥

আলো, আমার আলো, ওগো
আলো, ভুবনভরা।
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার
আলো হৃদয় হরা।

নাচে আলো নাচে ও ভাই,
আমার প্রাণের কাছে,
বাজে আলো বাজে ও ভাই,
হৃদয়-বীণার মাঝে ;
জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস,
হাসে সকল ধরা।
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো, ভুবনভরা ॥
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে
হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠ্‌লো নেচে
মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা—ও ভাই,
যায় না মাণিক গোণা,
পাতায় পাতায় হাসি ও ভাই
পুলক রাশি রাশি,
সুর-নদীর কূল ডুবেছে
সুধা-নিঝর-ঝরা।
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো, ভুবনভরা ॥

যিনি সকল কাজের কাজী, মোরা
তাঁরি কাজের সঙ্গী।
যাঁর নানারঙের রঙ্গ, মোরা
তাঁরি রসের রঙ্গী ॥

তাঁর বিপুল ছন্দে ছন্দে
মোরা যাই চ'লে আনন্দে,
তিনি যেমনি বাজান্ ভেরী, মোদের
তেমনি নাচের ভঙ্গী ॥
এই জন্ম মরণ খেলায়
মোরা মিলি তাঁরি মেলায়,
এই ত্বঃখ স্থখের জীবন মোদের
তাঁরি খেলার অঙ্গী ॥
ওরে, ডাকেন তিনি যবে
তাঁর জলদমন্দ্র রবে,
ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দ'লে
সাগর গিরি লঙ্ঘি' ॥

আমি-যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে ;
আমি আপনাকে ভাই মেল্‌বো-যে বাইরে।
পালে আমার লাগ্‌লো হাওয়া,
হবে আমার সাগর যাওয়া,
ঘাটে তরী নাই বাঁধা নাই রে ॥
স্থখে ত্বখে বুকের মাঝে
পথের বাঁশী কেবল বাজে,
সকল কাজে শুনি-যে তাই রে।
পাগ্‌লামি আজ লাগ্‌লো পাখায়
পাখী কি আর থাক্‌বে শাখায় ?
দিকে দিকে সাড়া-যে পাই রে ॥

আর নহে আর নয়।

আমি করিনে আর ভয়।

আমার ঘুচ্‌লো বাঁধন ফ'ল্‌লো সাধন,

হ'লো বাঁধন ক্ষয়।

ঐ আকাশে ঐ ডাকে

আমায় আর কে ধ'রে রাখে,

আমি সকল দুয়ার খুলেছি আজ

যাবো সকলময়।

ওরা ব'সে ব'সে মিছে

শুধু মায়াজাল গাঁথিছে,

ওরা কী-যে গোণে ঘরের কোণে,

আমায় ডাকে পিছে।

আমার অস্ত্র হ'লো গড়া,

আমার বর্ম্ম হ'লো পরা,

এবার ছুট্‌বে ঘোড়া পবন বেগে

ক'র্‌বে ভুবনজয়।

আমি চঞ্চল হে,

আমি সুদূরের পিয়াসী।

দিন চ'লে যায়, আমি আনমনে

তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,

ওগো প্রাণমনে আমি-যে তাহার

পরশ পাবার প্রয়াসী।

আমি সুদূরের পিয়াসী।

ওগো স্থদূর, বিপুল স্থদূর, তুমি-যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই
সে-কথা যে যাই পাশরি'।

আমি উৎসুক হে,
হে স্থদূর, আমি প্রবাসী!
তুমি দুর্লভ দুরাশার মতো
কী কথা আমায় শুনাও সতত,
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
জেনেছে তাহার স্বভাষী!
হে স্থদূর, আমি প্রবাসী!
ওগো স্থদূর, বিপুল স্থদূর! তুমি-যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ
সে-কথা যে যাই পাশরি'।

আমি উন্মনা হে,
হে স্থদূর, আমি উদাসী।
রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়
তরু-মর্ম্মরে, ছায়ার খেলায়,
কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি'।
হে স্থদূর, আমি উদাসী।
ওগো স্থদূর, বিপুল স্থদূর, তুমি-যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে-কথা যে যাই পাশরি'।

মম অন্তর উদাসে,
পল্লব-মর্ম্মরে কোন্ চঞ্চল বাতাসে।
জ্যোৎস্না-জড়িত নিশা
ঘুমে জাগরণে মিশা,
বিহ্বল আকুল কার অঞ্চল সুবাসে॥
থাকিতে না দেয় ঘরে
কোথায় বাহির করে,
সুন্দর সুদূরে কোন্ নন্দন-আকাশে।
অতীত দিনের পারে
স্মরণ-সাগর ধারে
বেদনা লুকানো কোন্ ক্রন্দন আভাসে॥

কমল বনের মধুপরাজি
এসো হে কমল-ভবনে।
কী সুধাগন্ধ এসেছে আজি
নব বসন্ত-পবনে॥
অমল চরণ ঘেরিয়া পুলকে
শত শতদল ফুটিল।
বারতা তাহারি দ্যুলোকে ভূলোকে
ছুটিল ভুবনে ভুবনে॥
গ্রহে তারকায় কিরণে কিরণে
বাজিয়া উঠেছে রাগিণী;
গীত-গুঞ্জন কূজন-কাকলি
আকুলি' উঠিছে শ্রবণে।

সাগর গাহিছে কল্লোল-গাথা
বায়ু বাজাইছে শঙ্খ ;
সামগান উঠে বনপল্লবে,
মঙ্গলগীত জীবনে ॥

আমাদের শান্তিনিকেতন,
আমাদের সব হ'তে আপন ॥
তা'র আকাশভরা কোলে
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তা'রে নিত্যই নূতন ॥
মোদের তরু মূলের মেলা,
মোদের খোলা মাঠের খেলা,
মোদের নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল সন্ধ্যাবেলা।
মোদের শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি,
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকী-কানন ॥
আমরা যেথায় মরি ঘুরে'
সে-যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা-যে তা'র সুরে ;
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে,
সে-যে মিলিয়েছে এক তানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে যে সে ক'রেছে এক-মন ॥

প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়
মরি এ কী তোর দুস্তর লজ্জা।
সুন্দর এসে ফিরে যায়
তবে কার লাগি' মিথ্যা এ সজ্জা॥
মুখে নাহি নিঃসরে ভাষ,
দহে অন্তরে নির্ব্বাক বহ্নি।
ওষ্ঠে কী নিষ্ঠুর হাস,
তব মর্ম্মে-যে ক্রন্দন, তন্বী।
মাল্য-যে দংশিছে হায়,
তোর শয্যা-যে কণ্টক-শয্যা।
মিলন-সমুদ্র-বেলায়
চির-বিচ্ছেদ-জর্জ্জর মজ্জা॥

তোমার রঙীন পাতায় লিখ্‌বো প্রাণের
কোন্ বারতা।
রঙের তুলি পাবো কোথা॥
সে-রং তো নেই চোখের জলে,
আছে কেবল হৃদয়-তলে,
প্রকাশ করি কিসের ছলে
মনের কথা।
কইতে গেলে রইবে কি তা'র
সরলতা॥
বন্ধু, তুমি বুঝ্‌বে কি মোর
সহজ বলা।
নাই-যে আমার ছলা কলা।

সুর যা ছিল, বাহির ত্যেজে
অন্তরেতে উঠ্‌লো বেজে,
একলা কেবল জানে সে-যে
মোর দেবতা।
কেমন ক'রে ক'র্‌বো বাহির
মনের কথা॥

আমারে তুমি কিসের ছলে
পাঠাবে দূরে,
আবার আমি চরণতলে
আসিব ঘুরে'॥
সোহাগ ক'রে করিছ হেলা,
টানিবে ব'লে দিতেছ ঠেলা,
হে রাজা, তব কেমন খেলা
রাজ্য জুড়ে'॥

যদি আমায় তুমি বাঁচাও, তবে
তোমার নিখিল ভুবন ধন্য হবে॥
যদি আমার মলিন মনের কালী
ঘুচাও পুণ্য সলিল ঢালি'
তোমার চন্দ্র সূর্য্য নূতন আলোয়
জাগ্‌বে জ্যোতির মহোৎসবে॥
আজো ফোটেনি মোর শোভার কুঁড়ি
তারি বিষাদ আছে জগৎ জুড়ি'।

যদি নিশার তিমির গিয়া টুটে'
আমার হৃদয় জেগে উঠে
তবে মুখর হবে সকল আকাশ
আনন্দময় গানের রবে ॥

আমাদের যাত্রা হ'লো সুরু এখন ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক্ তুফান উঠুক্ ফির্‌বো না গো আর
তোমারে করি নমস্কার ॥
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি
ওগো কর্ণধার—
এখন মাভৈঃ বলি' ভাসাই তরী দাও গো করি' পার।
তোমারে করি নমস্কার ॥
এখন রইলো যারা আপন ঘরে চাবো না পথ তাদের তরে
ওগো কর্ণধার,
যখন তোমার সময় এলো কাছে তখন কে-বা কার
তোমারে করি নমস্কার।
আমার কে-বা আপন কে-বা অপর কোথায় বাহির কোথা বা ঘর
ওগো কর্ণধার।
চেয়ে তোমার মুখে, মনের সুখে, নেবো সকল ভার।
তোমারে করি নমস্কার ॥
আমরা নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধরো গো হাল,
ওগো কর্ণধার।
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কী-বা তা'র।
তোমারে করি নমস্কার।

আমরা সহায় খুঁজে' দ্বারে দ্বারে ফির্‌বো না আর বারে বারে
ওগো কর্ণধার।
কেবল তুমিই আছ আমরা আছি, এই জেনেছি সার
তোমারে করি নমস্কার॥

আজি নির্ভয়-নিদ্রিত ভুবনে জাগে, কে জাগে।
ঘন সৌরভ-মন্থন-পবনে জাগে, কে জাগে॥
কত নীরব বিহঙ্গ কুলায়ে
মোহন অঙ্গুলি বুলায়ে—জাগে কে জাগে।
কত অস্ফুট পুষ্পের গোপনে জাগে, কে জাগে।
এই অপার অম্বর পাথারে
স্তম্ভিত গম্ভীর আঁধারে—জাগে কে জাগে।
মম গভীর অন্তর-বেদনে জাগে, কে জাগে॥

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশীষ মাগে
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে॥

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী

পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে ॥

পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ-ধাবিত যাত্রী,
তুমি চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণ-পথপরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে ॥

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত-নয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে ॥

রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব্ব উদয়গিরিভালে,
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে ॥

কী গাবো আমি, কী শুনাবো,
আজি আনন্দধামে।
পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে,
তোমার অমৃত নামে॥
কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা,
কেমনে রটিব তোমার করুণা,
কেমনে গলাবো হৃদয় প্রাণ
তোমার মধুর প্রেমে॥
তব নাম ল'য়ে চন্দ্র তারা
অসীম শূন্যে ধাইছে,
রবি হ'তে গ্রহে ঝরিছে প্রেম,
গ্রহ হ'তে গ্রহে ছাইছে।
অসীম আকাশ নীল শতদল,
তোমার কিরণে সদা ঢল ঢল,
তোমার অমৃত সাগর-মাঝারে
ভাসিছে অবিরামে॥

জাগো নির্ম্মল নেত্রে
রাত্রির পরপারে,
জাগো অন্তর-ক্ষেত্রে
মুক্তির অধিকারে।
জাগো ভক্তির তীর্থে
পূজাপুষ্পের ঘ্রাণে,
জাগো উন্মুখ চিত্তে
জাগো অম্লানপ্রাণে,

জাগো নন্দন নৃত্যে
সুধাসিন্ধুর ধারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে
প্রেমমন্দিরদ্বারে ॥
জাগো উজ্জ্বল পুণ্যে
জাগো নিশ্চল আশে,
জাগো নিঃসীম শূন্যে
পূর্ণের বাহুপাশে।
জাগো নির্ভয়ধামে,
জাগো সংগ্রামসাজে,
জাগো ব্রহ্মের নামে,
জাগো কল্যাণকাজে,
জাগো দুর্গমযাত্রী
দুঃখের অভিসারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে
প্রেমমন্দিরদ্বারে ॥

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে।
চির-পথের সঙ্গী আমার চির-জীবন হে ॥
তৃপ্তি আমার অতৃপ্তি মোর,
মুক্তি আমার বন্ধন-ডোর,
দুঃখ সুখের চরম আমার জীবন মরণ হে ॥
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।
ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হ'তে চিত্তে বিহার,
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে ॥

জাগে নাথ, জ্যোৎস্না রাতে,
জাগো রে অন্তর জাগো।
তাঁহারি পানে চাহো মুগ্ধ প্রাণে
নিমেষহারা আঁখিপাতে॥
নীরব চন্দ্রমা নীরব তারা
নীরব গীত-রসে হ'লো হারা ;
জাগে বসুন্ধরা অম্বর জাগে রে
জাগে রে সুন্দর সাথে॥

তিমিরময় নিবিড় নিশা
নাহি রে নাহি দিশা,
একেলা ঘন ঘোর পথে, পান্থ, কোথা যাও॥
বিপদ দুখ নাহি জানো,
বাধা কিছু নাহি মানো,
অন্ধকার হ'তেছো পার, কাহার সাড়া পাও।
দীপ হৃদয়ে জ্বলে,
নিবে না সে বায়ু-বলে,
মহানন্দে নিরন্তর এ কী গান গাও।
সম্মুখে অভয় তব,
পশ্চাতে অভয় রব,
অন্তরে বাহিরে কাহার মুখ চাও॥

তুমি আমাদের পিতা,
তোমায় পিতা ব'লে যেন জানি,
তুমি কোরোনা কোরোনা রোষ।
হে পিতা, হে দেব, দূর ক'রে দাও
যত পাপ যত দোষ—
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের
যাহাতে তোমার তোষ॥
তোমা হ'তে সব সুখ হে পিতা,
তোমা হ'তে সব ভালো,
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা,
তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে তুমিই ভালো
সকল ভালোর সার—
তোমারে নমস্কার হে পিতা,
তোমারে নমস্কার॥

———

দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমাঝে
আনন্দ সভা-ভবনে আজ।
বিপুল মহিমায় গগনে মহাসনে
বিরাজ করে বিশ্বরাজ।
সিন্ধু শৈল তটিনী মহারণ্য জলধরমালা
তপন চন্দ্র তারা গভীর মন্দ্রে গাহিছে শুন গান।
এই বিশ্বমহোৎসব দেখি' মগন হ'লো সুখে কবি-চিত্ত
ভুলি' গেল সব কাজ॥

———

প্রথম আদি তব শক্তি
আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি তোমারি হে
গগনে গগনে।
তোমার আদি বাণী বহিছে তব আনন্দ
জাগিছে নব নব রসে হৃদয়ে মনে॥
তোমার চিদাকাশে ভাতে সূরয চন্দ্র তারা
প্রাণ-তরঙ্গ উঠে পবনে।
তুমি আদি কবি, কবিগুরু তুমি হে
মন্ত্র তোমার মন্দ্রিত সব ভুবনে॥

জাগো জাগো রে জাগো, সঙ্গীত,
চিত্ত-অম্বর করো তরঙ্গিত,
নিবিড় নন্দিত প্রেম-কম্পিত
হৃদয়-কুঞ্জবিতানে॥
মুক্তবন্ধন সপ্তস্বর তব
করুক বিশ্ববিহার।
সূর্য্যশশিনক্ষত্রলোকে
করুক হর্ষ প্রচার।
তানে তানে প্রাণে প্রাণে
গাঁথো নন্দনহার।
পূর্ণ করো রে গগন-অঙ্গন
তাঁর বন্দনগানে॥

মহারাজ, এ কী সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে।
চরণতলে কোটি শশি-সূর্য্য মরে লাজে॥
গর্ব্ব সব টুটিয়া
মূর্চ্ছি' পড়ে লুটিয়া
সকল মম দেহমন, বীণাসম বাজে।
এ কী পুলক বেদনা বহিছে মধুবায়ে।
কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে
পলক নাহি নয়নে,
হেরি না কিছু ভুবনে,
নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে॥

যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই চঞ্চল অন্তর,
তবে দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে, দয়া কোরো ঈশ্বর।
ওহে অপাপপুরুষ, দীনহীন আমি এসেছি পাপের কূলে,
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে, দয়া ক'রে লও তুলে'
আমি জলের মাঝারে বাস করি তবু তৃষ্ণায় শুকায়ে মরি—
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া ক'রে দাও হৃদয় সুধায় ভরি॥'

জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি,
জয় তোমার করুণা,
জয় তব ভীষণ সব কলুষ-নাশন রুদ্রতা,
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব,
জয় শোক তব, জয় সান্ত্বনা॥

জয় পূর্ণ-জাগ্রত জ্যোতি তব,
জয় তিমির-নিবিড় নিশীথিনী ভয়-দায়িনী,
জয় প্রেম-মধুময় মিলন তব,
জয় অসহ বিচ্ছেদ-বেদনা ॥

সংসারে কোনো ভয় নাহি নাহি,
ওরে ভয়-চঞ্চল-প্রাণ, জীবনে মরণে সবে
র'য়েছি তাঁহারি দ্বারে।
অভয়-শঙ্খ বাজে নিখিল অম্বরে সুগম্ভীর,
দিশিদিশি দিবানিশি সুখে শোকে
লোক-লোকান্তরে ॥

নয়ান ভাসিল জলে—
শূন্য হিয়াতলে ঘনাইল নিবিড় সজল ঘনপ্রসাদ-পবনে,
জাগিল রজনী হরষে হরষে রে।
তাপহরণ তৃষিতশরণ জয় তাঁর দয়া গাও রে।
জাগো রে আনন্দে চিত-চাতক জাগো,
গুরু গুরু গরজনে মেঘ বরষে বরষে রে ॥

কার মিলন চাও বিরহী,
তাঁহারে কোথা খুঁজিছ ভব-অরণ্যে
কুটিল জটিল গহনে, শান্তিহীন ওরে মন।
দেখো দেখো রে চিত্তকমলে চরণপদ্ম রাজে, হায়।
অমৃত-জ্যোতি কিবা সুন্দর ওরে মন॥

অমৃতের সাগরে আমি যাবো যাবো রে
তৃষ্ণা জ্বলিছে মোর প্রাণে।
কোথা পথ বলো হে বলো ব্যথার ব্যথী হে
কোথা হ'তে কলধ্বনি আসিছে কানে॥

রাত্রি এসে যেথায় মেশে
দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হ'লো
সেই মোহানার ধারে।
সেইখানেতে সাদায় কালোয়
মিলে গেছে আঁধার আলোয়,
সেইখানেতে ঢেউ ছুটেছে
এপারে ঐপারে।
নিতল নীল নীরব মাঝে
বাজ্‌লো গভীর বাণী;
নিকষেতে উঠ্‌লো ফুটে
সোনার রেখাখানি।

মুখের পানে তাকাতে যাই
দেখি দেখি দেখ্‌তে না পাই,
স্বপন-সাথে জড়িয়ে জাগা,
কাঁদি আকুল ধারে ॥

আজ প্রথম ফুলের পাবো প্রসাদখানি
তাই ভোরে উঠেছি।
আজ শুন্‌তে পাবো প্রথম আলোর বাণী
তাই বাইরে ছুটেছি।
এই হ'লো মোদের পাওয়া,
তাই ধ'রেছি গান-গাওয়া,
আজ লুটিয়ে হিরণ-কিরণ-পদ্মদলে
সোনার রেণু লুটেছি ॥

আজ পারুল দিদির বনে
মোরা চ'ল্‌বো নিমন্ত্রণে,
আজ চাঁপা ভায়ের শাখা-ছায়ের তলে
মোরা সবাই জুটেছি।
আজ মনের মধ্যে ছেয়ে
সুনীল আকাশ ওঠে গেয়ে,
আজ সকালবেলায় ছেলেখেলার ছলে
সকল শিকল টুটেছি ॥

ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা

কেন সুদূর গগনে গগনে

আছ মিলায়ে পবনে পবনে

কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া

যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া ?

কেন চপল আলোতে ছায়াতে

আছ লুকায়ে আপন মায়াতে ?

তুমি মূরতি ধরিয়া চকিতে নামো না ?

ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা।

আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি',

তৃণ উঠুক্ শিহরি' শিহরি'

নামো তালপল্লব-বীজনে

নামো জলে ছায়াছবি-সৃজনে ;

এসো সৌরভ ভরি' আঁচলে,

আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে !

মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো না !

ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা।

ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা,

কত আকুল হাসি ও রোদনে

রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,

জ্বালি' জোনাকি-প্রদীপ-মালিকা,

ভরি' নিশীথ-তিমির-থালিকা,

প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,

সাঁঝে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে,

কত ক'রেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা।

ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।

ঐ ব'সেছো শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে ;
আহা শ্বেত-চন্দন-তিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে ?
আহা বরিল তোমারে কে আজি
তা'র দুঃখ-শয়ন তেয়াজি',
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা ?
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা ॥

আমার এই পথ-চাওয়াতেই
আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া
বর্ষা আসে,
বসন্ত।
কা'রা এই সমুখ দিয়ে
আসে যায় খবর নিয়ে,
খুসি রই আপন মনে,
বাতাস বহে
সুমন্দ ॥
সারাদিন আঁখি মেলে
দুয়ারে রবো একা
শুভখন হঠাৎ এলে
তখনি পাবো দেখা ;
ততখন ক্ষণে ক্ষণে
হাসি গাই মনে মনে,

ততখন রহি' রহি'

ভেসে আসে

সুগন্ধ।

আমার এই পথ-চাওয়াতেই

আনন্দ।

কোলাহল তো বারণ হ'লো

এবার কথা কানে কানে।

এখন হবে প্রাণের আলাপ

কেবল মাত্র গানে গানে॥

রাজার পথে লোক ছুটেছে,

বেচা-কেনার হাঁক উঠেছে;

আমার ছুটি অবেলাতেই

দিন-দুপুরের মধ্যখানে,

কাজের মাঝে ডাক প'ড়েছে

কেন যে তা কেইবা জানে॥

মোর কাননে অকালে ফুল

উঠুক্ তবে মুঞ্জরিয়া।

মধ্যদিনে মৌমাছিরা

বেড়াক্ মৃদু গুঞ্জরিয়া।

মন্দ-ভালোর দ্বন্দ্বে খেটে

গেছে তো দিন অনেক কেটে,

অলস-বেলার খেলার সাথী

এবার আমার হৃদয় টানে।

বিনা-কাজের ডাক প'ড়েছে

কেন যে তা কেইবা জানে?

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার
এই তরী।
তীরে ব'সে যায়-যে বেলা
মরি গো মরি।
ফুল-ফোটানো সারা ক'রে
বসন্ত-যে গেল স'রে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা
বলো কী করি॥

জল উঠেছে ছল্‌ছলিয়ে
ঢেউ উঠেছে দুলে,
মর্ম্মরিয়ে ঝরে পাতা
বিজন তরুমূলে।
শূন্যমনে কোথায় তাকাস্‌?
সকল বাতাস সকল আকাশ
ঐ পারের ঐ বাঁশির সুরে
উঠে শিহরি'॥

যেদিন ফুট্‌লো কমল কিছুই জানি নাই
আমি ছিলেম অন্যমনে।
আমার সাজিয়ে সাজি তা'রে আনি নাই
সে-যে রইলো সংগোপনে।
মাঝে মাঝে হিয়া আকুলপ্রায়,
স্বপন দেখে চ'ম্‌কে উঠে' চায়,
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হায়
কোথায় দখিন সমীরণে॥

ওগো সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে।
যেন সন্ধানে তা'র উঠে নিশ্বাসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূরে তো নেই সে,
আমারি গো আমারি সেই যে
এ মাধুরী ফুটেছে হায় রে
আমার হৃদয়-উপবনে॥

এখনো ঘোর ভাঙে না তোর-যে
মেলে না তোর আঁখি,
কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে রে
জানিস্‌নে তুই তা কি।
ওরে অলস, জানিস্‌নে তুই তা কি?
জাগো এবার জাগো,
বেলা কাটাস্ না গো॥

কঠিন পথের শেষে
কোথায় অগম বিজন দেশে
ও সেই বন্ধু আমার একলা আছে গো
দিস্‌নে তা'রে ফাঁকি।
জাগো এবার জাগো
বেলা কাটাস্ না গো॥

প্রখর রবির তাপে
না হয় শুষ্ক গগন কাঁপে,

না হয় দগ্ধ বালু তপ্ত আঁচলে
দিক্ চারিদিক্ ঢাকি'।
পিপাসাতে দিক্ চারিদিক্ ঢাকি'।

মনের মাঝে চাহি'
দেখ্ রে আনন্দ কি নাহি ?
পথে পায়ে পায়ে দুখের বাঁশরী
বাজ্‌বে তোরে ডাকি'।
মধুর সুরে বাজ্‌বে তোরে ডাকি'।
জাগো এবার জাগো
বেলা কাটাস্ না গো ॥

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা থাকে না হায় গো,
তা'রে রাখ্‌তে নারি টানি'।

আমার রইলো না লাজলজ্জা,
আমার ঘুচ্‌লো গো সাজসজ্জা,
তুমি দেখ্‌লে আমারে
এমন প্রলয়-মাঝে আনি',
আমায় এমন মরণ হানি' ॥

হঠাৎ আকাশ উজলি'
কা'রে খুঁজে কে ঐ চলে।

চমক লাগায় বিজুলি
আমার আঁধার ঘরের তলে।
তবে নিশীথ গগন জুড়ে'
আমার যাক্ সকলি উড়ে,
এই দারুণ কল্লোলে
বাজুক আমার প্রাণের বাণী,
কোনো বাঁধন নাহি মানি'॥

তুমি একটু কেবল ব'সতে দিয়ো কাছে
আমায় শুধু ক্ষণেক তরে।
আজি হাতে আমার যা কিছু কাজ আছে
আমি সাঙ্গ ক'র্‌বো পরে।
না চাহিলে তোমার মুখপানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,
কাজের মাঝে ঘুরে' বেড়াই যত
ফিরি কূলহারা সাগরে॥

বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে
এলো আমার বাতায়নে।
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে
ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে।
আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবন-সমর্পণের গান
গাবো নীরব অবসরে॥

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর্।
ভোরের আকাশ রাঙা হ'লো রে
আমার পথ হ'লো সুন্দর।
কী নিয়ে বা যাবো সেথা
ওগো তোরা ভাবিস্‌নে তা,
শূন্য হাতেই চ'ল্‌বো, বহিয়ে
আমার ব্যাকুল অন্তর॥

মালা প'রে যাবো মিলন-বেশে
আমার পথিক-সজ্জা নয়।
বাধা বিপদ আছে মাঝের দেশে
মনে রাখিনে সেই ভয়।
যাত্রা যখন হবে সারা
উঠবে জ্ব'লে সন্ধ্যাতারা,
পূরবীতে করুণ বাঁশরী
দ্বারে বাজ্‌বে মধুর স্বর॥

কে গো অন্তরতর সে?
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,
বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ
কত সুখে দুখে হরষে॥

সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে
সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে,
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
ডুবালে সে সুধা-সরসে।
কত দিন আসে কত যুগ যায়
গোপনে গোপনে পরাণ ভুলায়,
নানা পরিচয়ে নানা নাম ল'য়ে
নিতি নিতি রস বরষে॥

আমারে তুমি অশেষ ক'রেছো
এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে ফেলে আবার ভ'রেছো
জীবন নব নব।
কত-যে গিরি কত-যে নদীতীরে
বেড়ালে বহি' ছোটো এ বাঁশিটিরে,
কত-যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কবো॥

তোমারি ঐ অমৃতপরশে
আমার হিয়াখানি
হারালো সীমা বিপুল হরষে
উথলি' উঠে বাণী।
আমার শুধু একটি মুঠি ভরি'
দিতেছ দান দিবস-বিভাবরী,
হ'লো না সারা কত না যুগ ধরি',
কেবলি আমি লবো॥

হার-মানা হার পরাবো তোমার গলে।
দূরে রবো কত আপন বলের ছলে।
জানি আমি জানি ভেসে যাবে অভিমান,
নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,
শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,
পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে ॥

শতদল-দল খুলে' যাবে থরে থরে
লুকানো র'বে না মধু চিরদিন তরে।
আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আঁখি,
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি',
কিছুই সেদিন কিছুই র'বে না বাকি
পরম মরণ লভিব চরণতলে ॥

এমনি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে
আর তো গতি নাহিরে মোর নাহিরে।
যে-পথে তব রথের রেখা ধরিয়া
আপন হ'তে কুসুম উঠে ভরিয়া,
চন্দ্র ছুটে সূর্য্য ছুটে
সে-পথতলে পড়িব লুটে,
সবার পানে রহিব শুধু চাহি রে।
এমনি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে ॥

তোমার ছায়া পড়ে-যে সরোবরে গো
কমল সেথা ধরে না, নাহি ধরে গো।

জলের ঢেউ তরল তানে
সে-ছায়া ল'য়ে মাতিল গানে ;
ঘিরিয়া তা'রে ফিরিব তরী বাহি' রে ॥

যে-বাঁশিখানি বাজিছে তব ভবনে
সহসা তাহা শুনিব মধু পবনে।
তাকায়ে রবো দ্বারের পানে,
সে-তানখানি লইয়া কানে
বাজায়ে বীণা বেড়াবো গান গাহি' রে !
এমনি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে ॥

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই,
সবারে আমি প্রণাম ক'রে যাই।
ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি
রাখি না আর ঘরের দাবী,
সবার আজি প্রসাদবাণী চাই,
সবারে আমি প্রণাম ক'রে যাই ॥

অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী,
দিয়েছি যত নিয়েছি তা'র বেশী।
প্রভাত হ'য়ে এসেছে রাতি,
নিবিয়া গেল কোণের বাতি,
প'ড়েছে ডাক চ'লেছি আমি তাই,
সবারে আমি প্রণাম ক'রে যাই ॥

আজিকে এই সকালবেলাতে
বসে আছি আমার প্রাণের
সুরটি মেলাতে।
আকাশে ঐ অরুণ রাগে
মধুর তান করুণ লাগে,
বাতাস মাতে আলো-ছায়ার
মায়ার খেলাতে॥

নীলিমা এই নিলীন হ'লো
আমার চেতনায়।
সোনার আভা জড়িয়ে গেল
মনের কামনায়।
লোকান্তরের ওপার হ'তে
কে উদাসী বায়ুর স্রোতে
ভেসে বেড়ায় দিগন্তে ঐ
মেঘের ভেলাতে॥

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো—আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো—আরো দাও স্থান।
আরো আলো আরো আলো
এই নয়নে প্রভু, ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পূরে'
তুমি আরো আরো—আরো দাও তান॥

আরো বেদনা আরো বেদনা
দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ।
আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক্ নেমে।
সুধা-ধারে আপনারে
তুমি আরো আরো—আরো করো দান

তোমারি নাম ব'ল্‌বো নানা ছলে
ব'ল্‌বো একা ব'সে, আপন
মনের ছায়াতলে।
ব'ল্‌বো বিনা ভাষায়,
ব'ল্‌বো বিনা আশায়,
ব'ল্‌বো মুখের হাসি দিয়ে,
ব'ল্‌বো চোখের জলে॥

বিনা-প্রয়োজনের ডাকে
ডাক্‌বো তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পূর্‌বে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে
নামের নেশায় ডাকে,
ব'ল্‌তে পারে এই সুখেতেই
মায়ের নাম সে বলে॥

অসীম ধন তো আছে তোমার
তাহে সাধ না মেটে।
নিতে চাও তা আমার হাতে
কণায় কণায় বেঁটে।
দিয়ে তোমার রতনমণি
আমায় ক'র্‌লে ধনী,
এখন দ্বারে এসে ডাকো
র'য়েছি দ্বার এঁটে॥

আমায় তুমি ক'র্‌বে দাতা
আপনি ভিক্ষু হবে,
বিশ্বভুবন মাত্‌লো-যে তাই
হাসির কলরবে।
তুমি রইবে না ঐ রথে,
নাম্‌বে ধূলা-পথে,
যুগ-যুগান্ত আমার সাথে
চ'ল্‌বে হেঁটে হেঁটে॥

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে
প'র্‌তে গেলে লাগে, এরে
ছিঁড়্‌তে গেলে বাজে।
কণ্ঠ-যে রোধ করে,
সুর তো নাহি সরে,
ঐ দিকে-যে মন প'ড়ে রয়
মন লাগে না কাজে।

তাই তো ব'সে আছি
এ-হার তোমায় পরাই যদি
তবে আমি বাঁচি।
ফুলমালার ডোরে
বরিয়া লও মোরে,
তোমার কাছে দেখাইনে মুখ
মণিমালার লাজে॥

ভোরের বেলায় কখন্ এসে
পরশ ক'রে গেছো হেসে।
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে
কে সেই খবর দিল মেলে,
জেগে দেখি আমার আঁখি
আঁখির জলে গেছে ভেসে॥

মনে হ'লো আকাশ যেন
কইলো কথা কানে কানে।
মনে হ'লো সকল দেহ
পূর্ণ হ'লো গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশিরনত
ফুট্‌লো পূজার ফুলের মতো,
জীবন-নদী কূল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে॥

প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে।
ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে।
দুঃখকে আজ কঠিন ব'লে
জড়িয়ে ধ'র্‌তে বুকের তলে
উধাও হ'য়ে হৃদয় ছুটেছে।
প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে॥

হেথায় কারো ঠাঁই হবে না
মনে ছিল এই ভাবনা,
দুয়ার ভেঙে সবাই জুটেছে।
যতন ক'রে আপনাকে-যে
রেখেছিলেম ধুয়ে মেজে,
আনন্দে সে ধূলায় লুটেছে।
প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে॥

জীবন যখন ছিল ফুলের মত
পাপড়ি তাহার ছিল শত শত॥
বসন্তে সে হ'তো যখন দাতা
ঝরিয়ে দিত দু-চারটে তা'র পাতা,
তবুও যে তা'র বাকি রইতো কত॥

আজ বুঝি তা'র ফল ধ'রেছে, তাই
হাতে তাহার অধিক কিছু নাই।
হেমন্তে তা'র সময় হ'লো এবে
পূর্ণ ক'রে আপনাকে সে দেবে,
রসের ভারে তাই সে অবনত॥

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে-সুরে প্রভাত-আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে-সুর ভরিলে ভাষাভোলা-গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশীতে
জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে,—
সেই সুরে মোরে বাজাও।

সাজাও আমারে সাজাও।
যে-সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে
সেই সাজে মোরে সাজাও।
সন্ধ্যামালতী সাজে যে-ছন্দে
শুধু আপনারি গোপন গন্ধে,
যে-সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে
সেই সাজে মোরে সাজাও॥

জানি গো দিন যাবে
এ দিন যাবে।
একদা কোন্ বেলাশেষে
মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ-বিদায়ের চাওয়া আমার
মুখের পানে চাবে।
পথের ধারে বাজ্‌বে বেণু,
নদীর কূলে চ'র্‌বে ধেনু,
আঙিনাতে খেল্‌বে শিশু,
পাখীরা গান গাবে।

তবু্ও দিন যাবে
এ দিন যাবে ॥

তোমার কাছে আমার
এ মিনতি।
যাবার আগে জানি যেন
আমায় ডেকেছিলো কেন
আকাশপানে নয়ন তুলে
শ্যামল বসুমতী ?
কেন নিশার নীরবতা
শুনিয়েছিলো তারার কথা,
পরাণে ঢেউ তুলেছিলো
কেন দিনের জ্যোতি ?
তোমার কাছে আমার এই মিনতি ॥

সাঙ্গ যবে হবে
ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে
থাম্‌তে পারি শমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে
ভ'র্‌তে পারি ডালা।
এই জীবনের আলোকেতে
পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায়
আমার গলার মালা,
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা ॥

নয় এ মধুর খেলা,
তোমায় আমায় সারাজীবন
সকাল-সন্ধ্যাবেলা
নয় এ মধুর খেলা।
কতবার-যে নিব্‌লো বাতি
গ'র্জ্জে এলো ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা॥

বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া
বন্যা ছুটেছে।
দারুণ দিনে দিকে দিকে
কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজ্‌লো বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে
নাইকো অবহেলা।

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভ'রে দিলে
এমন গানে গানে।
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা
জানায় কানে কানে

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া
চায় এ মুখের পানে ?
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার হৃদয় পাগল হেন,
তরী সেই সাগরে ভাসায়, যাহার
কূল সে নাহি জানে।

নিত্য তোমার যে-ফুল ফোটে ফুল-বনে
তারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না ?
নিত্য-সভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না ?

বিশ্বকমল ফুটে চরণচুম্বনে
সে-যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে,
আমার চিত্ত-কমলটিরে সেই রসে
কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না ?

আকাশে ধায় রবি-তারা-ইন্দুতে,
তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,
তেম্‌নি ক'রে সুধাসাগরসন্ধানে
আমার জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না ?

পাখীর কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ,
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ ;
তেম্‌নি ক'রে আমার হৃদয়ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্যপ্রসাদ পাওয়াও না ?

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখো থুয়ে।
রক্তধারার ছন্দে আমার
দেহ-বীণার তার
বাজাক্ আনন্দে তোমার
নামেরি ঝঙ্কার।
ঘুমের 'পরে জেগে থাকুক্
নামের তারা তব
জাগরণের ভালে আঁকুক্
অরুণলেখা নব।
সব আকাঙ্ক্ষা আশায় তোমার
নামটি জ্বলুক্ শিখা,
সকল ভালোবাসায় তোমার
নামটি রহুক্ লিখা।
সকল কাজের শেষে তোমার
নামটি উঠুক্ ফ'লে,
রাখ্‌বো কেঁদে হেসে তোমার
নামটি বুকে কোলে।
জীবন-পদ্মে সঙ্গোপনে
র'বে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণ-ক্ষণে
তোমারি নাম বঁধু।

———

আমার	যে আসে কাছে, যে যায় চ'লে দূরে,
কভু	পাই বা কভু না পাই যে-বন্ধুরে
যেন	এই কথাটি বাজে মনের সুরে
তুমি আমার কাছে এসেছো।
কভু	মধুর রসে ভরে হৃদয়খানি,
কভু	নিঠুর বাজে প্রিয় মুখের বাণী,
তবু	নিত্য যেন এই কথাটি জানি
তুমি স্নেহের হাসি হেসেছো॥

ওগো	কভু সুখের কভু দুখের দোলে
মোর	জীবন জুড়ে' কত তুফান তোলে,
যেন	চিত্ত আমার এই কথা না ভোলে
তুমি আমায় ভালোবেসেছো।
যবে	মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে,
যবে	পরিচিতের কোল হ'তে সে কাড়ে
যেন	জানি গো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছো॥

লুকিয়ে আসো আঁধার রাতে
তুমি আমার বন্ধু।
লও-যে টেনে কঠিন হাতে
তুমি আমার আনন্দ॥
দুঃখ-রথের তুমিই রথী
তুমিই আমার বন্ধু,

তুমি সঙ্কট, তুমিই ক্ষতি
তুমি আমার আনন্দ ॥
শত্রু আমারে করো গো জয়
তুমিই আমার বন্ধু,
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়
তুমি আমার আনন্দ ॥
বজ্র এসো হে বক্ষ চিরে'
তুমিই আমার বন্ধু,
মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে
তুমি আমার আনন্দ ॥

আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে,
তখন হৃদয় কোথা থাকে ?
যখন হৃদয় আসে ফিরে
আপন নীরব নীড়ে
আমার জীবন তখন কোন্ গহনে
বেড়ায় কিসের পাকে ?

যখন মোহ আমায় ডাকে
তখন লজ্জা কোথায় থাকে ?
যখন আনেন তমোহারী
আলোক-তরবারী
তখন পরাণ আমার কোন্ কোণে-যে
লজ্জাতে মুখ ঢাকে ?

আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে
ফুট্‌বে গো ফুল ফুট্‌বে
আমার সকল ব্যথা রঙীন হ'য়ে
গোলাপ হ'য়ে উঠ্‌বে।
আমার অনেকদিনের আকাশ-চাওয়া
আস্‌বে ছুটে' দখিন্‌-হাওয়া
হৃদয় আমার আকুল ক'রে
সুগন্ধ ধন লুট্‌বে।

আমার লজ্জা যাবে যখন পাবো
দেবার মতো ধন।
যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে
প্রাণের আরাধন।
আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে
পরশ তা'রে ক'র্‌বে এসে,
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব
চরণে তা'র লুট্‌বে।

গাবো তোমার সুরে
দাও সে-বীণাযন্ত্র।
শুন্‌বো তোমার বাণী
দাও সে-অমর মন্ত্র॥
ক'র্‌বো তোমার সেবা
দাও সে-পরম শক্তি,
চাইবো তোমার মুখে
দাও সে-অচল ভক্তি

সইবো তোমার আঘাত
দাও সে-বিপুল ধৈর্য্য।
বইবো তোমার ধ্বজা
দাও সে-অটল স্থৈর্য্য॥
নেবো সকল বিশ্ব
দাও সে-প্রবল প্রাণ,
ক'র্‌বো আমায় নিঃস্ব
দাও সে-প্রেমের দান॥
যাবো তোমার সাথে
দাও সে দখিন হস্ত,
ল'ড়্‌বো তোমার রণে
দাও সে-তোমার অস্ত্র।
জাগ্‌বো তোমার সত্যে
দাও সেই আহ্বান।
ছাড়্‌বো সুখের দাস্য
দাও দাও কল্যাণ॥

প্রভু, তোমার বীণা যেম্‌নি বাজে
আঁধার মাঝে
অম্‌নি ফোটে তারা।
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেম্‌নি ধারা॥
তখন নূতন সৃষ্টি প্রকাশ হবে
কী গৌরবে
হৃদয়-অন্ধকারে!

তখন স্তরে স্তরে আলোকরাশি
উঠ্‌বে ভাসি'
চিত্ত-গগন-পারে ॥
তখন তোমারি সৌন্দর্য্যছবি
ওগো কবি,
আমায় প'ড়্‌বে আঁকা—
তখন বিস্ময়ের র'বে না সীমা
ঐ মহিমা
আর যাবে না ঢাকা ॥
তখন তোমারি প্রসন্ন হাসি
প'ড়্‌বে আসি'
নবজীবন 'পরে।
তখন আনন্দ-অমৃতে তব
ধন্য হবো
চির-দিনের তরে ॥

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
ফুল্ল শ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
রাত্রি জাগে জগৎ ল'য়ে কোলে,
উষা এসে পূর্ব্ব দুয়ার খোলে
কলকণ্ঠস্বরা ॥

চ'ল্‌ছে ভেসে মিলন আশা-তরী
অনাদিস্রোত বেয়ে।
কত কালের কুসুম উঠে ভরি'
বরণডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চির-স্বয়ম্বরা ॥

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
হ'লো উতলা।
বুকের 'পরে দোলে রে তা'র
পরাণ-পুতলা।
আনন্দেরি ছবি দোলে
দিগন্তেরি কোলে কোলে,
গান দুলিছে, নীলাকাশের
হৃদয়-উথলা ॥

আমার দুটি মুগ্ধ নয়ন
নিদ্রা ভুলেছে।
আজি আমার হৃদয়-দোলায়
কে গো দুলিছে।
দুলিয়ে দিল সুখের রাশি
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি,
দুলিয়ে দিল জনম-ভরা
ব্যথা-অতলা।

সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে।
আমার কণ্ঠে সেথায় সুর কেঁপে যায় ত্রাসনে।
তাকায় সকল লোকে
তখন দেখ্‌তে না পাই চোখে
কোথায় অভয় হাসি হাসো আপন আসনে ॥

কবে আমার এ লজ্জাভয় খসাবে,
তোমার একলা ঘরের নিরালাতে বসাবে।
যা শোনাবার আছে
গাবো ঐ চরণের কাছে,
দ্বারের আড়াল হ'তে শোনে বা কেউ না শোনে ॥

যদি জান্‌তেম আমার কিসের ব্যথা
তোমায় জানাতাম ॥
কে-যে আমায় কাঁদায়, আমি
কী জানি তা'র নাম।
কোথায়-যে হাত বাড়াই মিছে,
ফিরি আমি কাহার পিছে,
সব যেন মোর বিকিয়েছে
পাইনি তাহার দাম ॥

এই বেদনার ধন সে কোথায়
ভাবি জনম ধ'রে।
ভুবন ভ'রে আছে যেন
পাইনে জীবন ভ'রে।

সুখ যারে কয় সকল জনে
বাজাই তা'রে ক্ষণে ক্ষণে,
গভীর সুরে "চাইনে, চাইনে,"
বাজে অবিশ্রাম ॥

বেসুর বাজে রে
আর কোথা নয় কেবল তোরি
আপন মাঝে রে।
মেলে না সুর এই প্রভাতে
আনন্দিত আলোর সাথে,
সবারে সে আড়াল করে,
মরি লাজে রে ॥

থামা রে ঝঙ্কার!
নীরব হ'য়ে দেখ্ রে চেয়ে
দেখ্ রে চারিধার।
তোরি হৃদয় ফুটে আছে
মধুর হ'য়ে ফুলের গাছে,
নদীর ধারা ছুটেছে ঐ
তোরি কাজে রে ॥

তুমি জানো ওগো অন্তর্যামী,
পথে পথেই মন ফিরালেম আমি।
ভাবনা আমার বাঁধ্‌লো নাকো বাসা,
কেবল তাদের স্রোতের 'পরেই ভাসা,

তবু আমার মনে আছে আশা
তোমার পায়ে ঠেক্‌বে তা'রা স্বামী ॥

টেনেছিলো কতই কান্না-হাসি,
বারে বারেই ছিন্ন হ'লো ফাঁসি।
শুধায় সবাই হতভাগ্য ব'লে
"মাথা কোথায় রাখ্‌বি সন্ধ্যা হ'লে ?"
জানি জানি নাম্‌বে তোমার কোলে
আপনি যেথায় প'ড়্‌বে মাথা নামি' ॥

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি
বেলা-শেষের তান।
পথে চলি, শুধায় পথিক,
"কী নিলি তোর দান ?"
দেখাবো-যে সবার কাছে
এমন আমার কী-বা আছে ?
সঙ্গে আমার আছে শুধু
এই ক-খানি গান ॥

ঘরে আমার রাখ্‌তে-যে হয়
বহুলোকের মন।
অনেক বাঁশি অনেক কাঁসি
অনেক আয়োজন।
বঁধুর কাছে আসার বেলায়,
গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারি গলার মাল্য ক'রে
ক'র্‌বো মূল্যবান্।

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়
পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন ?
তারি গলার মালা হ'তে
পাপ্‌ড়ি হোথা লুটায় ছিন্ন।
এলো যখন সাড়াটি নাই,
গেল চ'লে জানালো তাই,
এমন ক'রে আমারে হায়
কে-বা কাঁদায় সে-জন ভিন্ন॥

তখন তরুণ ছিল অরুণ আলো,
পথটি ছিল কুসুম-কীর্ণ।
বসন্ত-যে রঙীন্ বেশে
ধরায় সেদিন অবতীর্ণ।
সেদিন খবর মিল্‌লো না-যে,
রইনু ব'সে ঘরের মাঝে,
আজ্‌কে পথে বাহির হবো
বহি' আমার জীবন জীর্ণ।

আমার ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে,
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তা'রে।
বাহুপাশের কাঙাল সে-যে,
চ'লেছে তাই সকল ত্যেজে,
কাঁটার পথে ধায় সে তোমার
অভিসারে;

আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তা'রে ॥

আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায়,
বাজি সুরে
সেই গানের টানে পারো না আর
রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে-গান মম
ঝড়ের রাতের পাখী সম,
বাহির হ'য়ে এসো তুমি
অন্ধকারে ;
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তা'রে ॥

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুন দিনের সকালে।
তা'র বর্ণে তোমার নামের রেখা,
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে
আজ ফাগুন দিনের সকালে।

গানটি তোমার চ'লে এলো আকাশে
আজ ফাগুন দিনের বাতাসে।
ওগো আমার নামটি তোমার সুরে
কেমন ক'রে দিলে জুড়ে',
লুকিয়ে তুমি ঐ গানেরি আড়ালে,
আজ ফাগুন দিনের সকালে ॥

এত আলো জ্বালিয়েছো এই গগনে
কী উৎসবের লগনে।
সব আলোটি কেমন ক'রে
ফেলো আমার মুখের 'পরে
আপনি থাকো আলোর পিছনে।

প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয়-গগনে
কী উৎসবের লগনে—
সব আলো তা'র কেমন ক'রে
পড়ে তোমার মুখের 'পরে
আপনি পড়ি আলোর পিছনে॥

যে-রাতে মোর দুয়ারগুলি
ভাঙ্‌লো ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে
আমার ঘরে।
সব-যে হ'য়ে গেল কালো,
নিবে গেল দীপের আলো,
আকাশপানে হাত বাড়ালেম
কাহার তরে॥

অন্ধকারে রইনু প'ড়ে
স্বপন মানি'।
ঝড়-যে তোমার জয়ধ্বজা
তাই কি জানি?

সকাল বেলায় চেয়ে দেখি
দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কি,
ঘর-ভরা মোর শূন্যতারি
বুকের 'পরে ॥

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক্ ঝ'রে পড়ুক্ ঝ'রে
তোমারি সুরটি আমার মুখের 'পরে, বুকের 'পরে।
পূরবের আলোর সাথে পড়ুক্ প্রাতে দুই নয়ানে—
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক্ প্রাণে,
নিশিদিন এই জীবনের সুখের 'পরে, দুখের 'পরে
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক্ ঝ'রে পড়ুক্ ঝ'রে ॥

যে-শাখায় ফুল ফোটে না ফল ধরে না একেবারে
তোমার ঐ বাদল বায়ে দিক্ জাগায়ে সেই শাখারে।
যা-কিছু জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবনহারা
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক্ ঝ'রে সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার 'পরে ভুখের 'পরে
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক্ ঝ'রে পড়ুক্ ঝ'রে ॥

তোমার কাছে শান্তি চাবো না
থাক্ না আমার দুঃখ ভাবনা ॥
অশান্তির এই দোলার 'পরে
ব'সো ব'সো লীলার ভরে
দোলা দিব এ মোর কামনা ॥

নেবে নিবুক্ প্রদীপ বাতাসে—
ঝড়ের কেতন উড়ুক্ আকাশে,
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে
তোমার চরণ-পরশনে
অন্ধকারে আমার সাধনা ॥

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি
পাইনে তোমারে।
বাতাস বহে মরি মরি
আর বেঁধে রেখো না তরী,
এসো এসো পার হ'য়ে মোর
হৃদয়-মাঝারে ॥

তোমার সাথে গানের খেলা
দূরের খেলা-যে,
বেদনাতে বাঁশি বাজায়
সকাল বেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি
বাজাবে গো আপনি আসি',
আনন্দময় নীরব রাতের
নিবিড় আঁধারে ॥

আমায় ভুল্‌তে দিতে নাইকো তোমার ভয়।
আমার ভোলার আছে অন্ত, তোমার
প্রেমের তো নাই ক্ষয়॥
দূরে গিয়ে বাড়াই-যে ঘুর,
সে-দূর শুধু আমারি দূর—
তোমার কাছে দূর কভু দূর নয়॥

আমার প্রাণের কুঁড়ি পাপ্‌ড়ি নাহি খোলে,
তোমার বসন্তবায় নাই কিগো তাই ব'লে?
এই খেলাতে আমার সনে
হার মানো-যে ক্ষণে ক্ষণে,
হারের মাঝে আছে তোমার জয়॥

জানি নাই গো সাধন তোমার
বলে কারে।
আমি ধূলায় ব'সে খেলেছি এই
তোমার দ্বারে।
অবোধ আমি ছিলেম ব'লে
যেমন খুসি এলেম চ'লে,
ভয় করিনি তোমায় আমি
অন্ধকারে॥

তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন
তিরস্কারে
"পথ দিয়ে তুই আসিস্‌ নি-যে
ফিরে যা রে।"

ফেরার পন্থা বন্ধ ক'রে
আপনি বাঁধো বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে
বারে বারে ॥

ওদের কথায় ধাঁদা লাগে
তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
এই তো সবি সোজাসুজি।
হৃদয়-কুসুম আপনি ফোটে,
জীবন আমার ভ'রে ওঠে,
দুয়ার খুলে' চেয়ে দেখি
হাতের কাছে সকল পুঁজি ॥

সকাল সাঁঝে সুর-যে বাজে
ভুবনজোড়া তোমার নাটে,
আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার
তরী আসে আমার ঘাটে।
শুন্‌বো কী আর বুঝ্‌বো কী-বা,
এই তো দেখি রাত্রি দিবা,
ঘরেই তোমার আনাগোনা,
পথে কি আর তোমায় খুঁজি ?

এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে
আমার বাড়ি।
কেউবা আসে এ পারে, কেউ
পারের ঘাটে দেয় রে পাড়ি।
পথিকেরা বাঁশি ভ'রে
যে-সুর আনে সঙ্গে ক'রে
তাই-যে আমার দিবানিশি
সকল পরাণ লয় রে কাড়ি' ॥

কার কথা-যে জানায় তা'রা
জানিনে তা।
হেথা হ'তে কী নিয়ে বা
যায়রে সেথা।
সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী
দুই পারের এই কানাকানি
তাই শুনে-যে উদাস হিয়া
চায় রে যেতে বাসা ছাড়ি' ॥

— ——

জীবন আমার চ'ল্‌ছে যেমন
তেম্‌নি ভাবে,
সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে
চ'লে যাবে।
চলার পথে দিনে রাতে
দেখা হবে সবার সাথে
তাদের আমি চাবো, তা'রা
আমায় চাবে ॥

জীবন আমার পলে পলে
এম্‌নি ভাবে
দুঃখ সুখের রঙে রঙে
রঙিয়ে যাবে।
রঙের খেলার সেই সভাতে
খেলে যে-জন সবার সাথে
তা'রে আমি চাবো, সে-ও
আমায় চাবে॥

হাওয়া লাগে গানের পালে,
মাঝি আমার ব'সো হালে।
এবার ছাড়া পেলে বাঁচে
জীবন-তরী ঢেউয়ে নাচে
এই বাতাসের তালে তালে॥
মাঝি, এবার ব'সো হালে॥

দিন গিয়েছে এলো রাতি,
নাই কেহ মোর ঘাটের সাথী।
কাটো বাঁধন দাও গো ছাড়ি',
তারার আলোয় দেবো পাড়ি,
সুর জেগেছে যাবার কালে॥
মাঝি, এবার ব'সো হালে॥

আমারে দিই তোমার হাতে
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে।
দিনে দিনেই ফুল-যে ফোটে,
তেম্নি ক'রেই ফুটে ওঠে
জীবন তোমার আঙিনাতে
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে॥

বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে
মিলন ওঠে নবীন হ'য়ে।
আলো অন্ধকারের তীরে,
হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে॥

আরো চাই যে, আরো চাই গো-
আরো-যে চাই।
ভাণ্ডারী-যে সুধা আমায়
বিতরে নাই।
সকাল বেলার আলোয়-ভরা
এই-যে আকাশ-বসুন্ধরা
এরে আমার জীবন-মাঝে
কুড়ানো চাই—
সকল ধন-যে বাইরে আমার
ভিতরে নাই।
ভাণ্ডারী-যে সুধা আমায়
বিতরে নাই॥

প্রাণের বীণায় আরো আঘাত
আরো-যে চাই।
গুণীর পরশ পেয়ে সে-যে
শিহরে নাই।
দিন-রজনীর বাঁশি পূরে'
যে-গান বাজে অসীম সুরে,
তা'রে আমার প্রাণের তারে
বাজানো চাই।
আপন গান-যে দূরে তাহার
নিয়ড়ে নাই।
গুণীর পরশ পেয়ে সে-যে
শিহরে নাই॥

আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে।
যত তোমায় ডাকি, আমার
আপন হৃদয় জাগে।
শুধু তোমায় চাওয়া
সে-ও আমার পাওয়া,
তাই তো পরাণ পরাণপণে
হাত বাড়িয়ে মাগে॥

হায় অশক্ত, ভয়ে থাকিস্ পিছে।
লাগ্‌লে সেবায় অশক্তি তোর
আপনি হবে মিছে।

পথ দেখাবার তরে
যাবো কাহার ঘরে,
যেম্‌নি আমি চলি, তোমার
প্রদীপ চলে আগে ॥

তুমি-যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে,
নিশিদিন অনিমেষে দেখ্‌ছো মোরে
আমি চোখ এই আলোকে মেল্‌বো যবে
তোমার ওই চেয়ে-দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুণিছে তারি তরে ॥

ফাগুনের কুসুম-ফোটা হবে ফাঁকি,
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
সে-দিনে ধন্য হবে তারার মালা,
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা ;
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচ্‌লে পরে ॥

তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।
বুঝ্‌তে নারি কখন্ তুমি দাও-যে ফাঁকি।
ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁয়ার
পিছন হ'তে পাইনে সুযোগ চরণ ছোঁয়ার,
স্তবের বাণীর আড়াল টানি' তোমায় ঢাকি।
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি ॥

দেখ্‌বো ব'লে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি,
আছে তো মোর তৃষা-কাতর আপন আঁখি।
কাজ কী আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়,
পাত্‌বো আসন আপন মনের একটি কোণায়,
সরল প্রাণে নীরব হ'য়ে তোমায় ডাকি
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি ॥

হে অন্তরের ধন,
তুমি-যে বিরহী, তোমার শূন্য এ ভবন।
আমার ঘরে তোমায় আমি
একা রেখে দিলাম স্বামী,
কোথায়-যে বাহিরে আমি
ঘুরি সকল ক্ষণ ॥

হে অন্তরের ধন,
এই বিরহে কাঁদে আমার নিখিল ভুবন।
তোমার বাঁশি নানা সুরে
আমায় খুঁজে বেড়ায় দূরে,
পাগল হ'লো বসন্তের এই
দখিন সমীরণ ॥

তুমি-যে এসেছো মোর ভবনে
রব উঠেছে ভুবনে।
নহিলে ফুলে কিসের রং লেগেছে,
গগনে কোন্ গান জেগেছে
কোন্ পরিমল পবনে ?

দিয়ে দুঃখ-সুখের বেদনা
আমায় তোমার সাধনা।
আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া
এলে তোমার সুর মেলিয়া
এলে আমার জীবনে ॥

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা
কত জনম-মরণেতে
তোমারি ঐ চরণেতে,
আপনাকে-যে দেবো তবু
বাড়্‌বে দেনা।

আমারে-যে নাম্‌তে হবে
ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ভুবনের
প্রাণের হাটে।
ব্যবসা মোর তোমার সাথে
চ'ল্‌বে বেড়ে দিনে রাতে,
আপ্‌না নিয়ে ক'র্‌বো যতই
বেচা কেনা ॥

বলো তো এই বারের মতো
প্রভু, তোমার আঙিনাতে
তুলি আমার ফসল যত।
কিছু বা ফল গেছে ঝ'রে
কিছু বা ফল আছে ধ'রে
বছর হ'য়ে এলো গত।
রোদের দিনে ছায়ায় ব'সে
বাজায় বাঁশি রাখাল যত॥

হুকুম তুমি করো যদি
চৈত্র হাওয়ায় পাল তুলে দিই,
ঐ যে মেতে ওঠে নদী।
পার ক'রে নিই ভরা তরী,
মাঠের যা কাজ সারা করি'
ঘরের কাজে হই গো রত।
এবার আমার মাথার বোঝা
পায়ে তোমার করি নত॥

আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।
যাবো না গো যাবো না-যে,
থাক্‌বো প'ড়ে ঘরের মাঝে
এই নিরালায় রবো আপন কোণে।
যাবো না এই মাতাল সমীরণে॥

আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে
ধুতে হবে মুছ্‌তে হবে মোরে।

আমারে-যে জাগ্‌তে হবে,
কী জানি সে আস্‌বে কবে
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।
যাবো না এই মাতাল সমীরণে॥

ওদের সাথে মেলাও, যারা
চরায় তোমার ধেনু।
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু।
পাষাণ দিয়ে বাঁধা ঘাটে
এই-যে কোলাহলের হাটে
কেন আমি কিসের লোভে এনু

কী ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি,
কার ইসারা তৃণের অঙ্গুলি।
প্রাণেশ আমার লীলাভরে
খেলেন প্রাণের খেলা-ঘরে,
পাখীর মুখে এই-যে খবর পেনু॥

সকাল সাঁজে
ধায় যে ওরা নানা কাজে।
আমি কেবল ব'সে আছি
আপন মনে কাঁটা বাছি
পথের মাঝে;
সকাল সাঁজে॥

এ পথ বেয়ে
সে আসে তাই আছি চেয়ে।
কতই কাঁটা বাজে পায়ে,
কতই ধূলা লাগে গায়ে,
মরি লাজে ;
সকাল সাঁজে

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে
মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িয়ে গেল
সব খানে।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে
নাচে আগুন তালে তালে
আকাশে হাত তোলে সে
কার পানে ?

আঁধারের তারা যত অবাক্ হ'য়ে
রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া
বয় ধেয়ে।
নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল
উঠ্‌লো ফুটে স্বর্ণ-কমল,
আগুনের কী গুণ আছে
কে জানে॥

আমায় বাঁধ্‌বে যদি কাজের ডোরে,
কেন পাগল করো এমন ক'রে ?
বাতাস আনে কেন জানি
কোন্ গগনের গোপন বাণী,
পরাণখানি দেয়-যে ভ'রে।
পাগল করে এমন ক'রে ॥

সোনার আলো কেমনে হে
রক্তে নাচে সকল দেহে।
কারে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে
আমার খোলা বাতায়নে,
সকল হৃদয় লয়-যে হ'রে।
পাগল করে এমন ক'রে ॥

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
শুক্‌নো ধূলো যত ?
কে জানিত আস্‌বে তুমি গো
অনাহূতের মতো ?
তুমি পার হ'য়ে এসেছো মরু,
নাই-যে সেথায় ছায়াতরু,
পথের দুঃখ দিলেম তোমায়,
এমন ভাগ্যহত !

তখন আলসেতে ব'সেছিলেম আমি
আপন ঘরের ছায়ে,
জানি নাই-যে তোমায় কত ব্যথা
বাজ্‌বে পায়ে পায়ে

/তবু ঐ বেদনা আমার বুকে
বেজেছিলো গোপন দুখে,
দাগ দিয়েছে মর্ম্মে আমার
গভীর হৃদয়-ক্ষত

/ আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখ্‌তে আমি পাইনি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি
হৃদয়-পানেই চাইনি।
আমার সকল ভালোবাসায়
সকল আঘাত সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে,
তোমার কাছে যাইনি॥

তুমি মোর আনন্দ হ'য়ে
ছিলে আমার খেলায়।
আনন্দে তাই ভুলেছিলেম,
কেটেছে দিন হেলায়।
গোপন রহি' গভীর প্রাণে
আমার দুঃখ-সুখের গানে
সুর দিয়েছো তুমি, আমি
তোমার গান তো গাইনি॥

প্রাণে গান নাই, মিছে তাই ফিরিনু-যে
বাঁশিতে সে-গান খুঁজে'।
প্রেমেরে বিদায় ক'রে দেশান্তরে
বেলা যায় কারে পূজে'?
বনে তোর লাগাস্ আগুন
তবে ফাগুন কিসের তরে,
বৃথা তোর ভস্ম 'পরে মরিস্ যুঝে ॥

ওরে তোর নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
কী লাগি' ফিরিস্ পথে দিবারাতি,
যে-আলো, শত ধারায় আঁখি-তারায় পড়ে ঝ'রে
তাহারে কে পায় ওরে নয়ন বুজে ॥

কেন তোমরা আমায় ডাকো, আমার
মন না মানে।
পাইনে সময় গানে গানে।
পথ আমারে শুধায় লোকে,
পথ কি আমার পড়ে চোখে?
চলি-যে কোন্ দিকের পানে,
গানে গানে ॥

দাও না ছুটি, ধরো ত্রুটি, নিইনে কানে
মন ভেসে যায় গানে গানে।
আজ-যে কুসুম-ফোটার বেলা,
আকাশে আজ রঙের মেলা,
সকল দিকেই আমায় টানে
গানে গানে ॥

সেদিনে আপদ আমার যাবে কেটে
পুলকে হৃদয় যেদিন প'ড়্‌বে ফেটে।
তখন তোমার গন্ধ তোমার মধু
আপনি বাহির হবে বঁধু হে,
তা'রে আমার ব'লে ছলে বলে
কে বলো আর রাখ্‌বে এঁটে॥

আমারে নিখিল ভুবন দেখ্‌ছে চেয়ে
রাত্রি-দিবা।
আমি কি জানিনে তা'র অর্থ কিবা?
তা'রা-যে জানে আমার চিত্তকোষে
অমৃতরূপ আছে ব'সে গো,
তা'রেই প্রকাশ করি, আপনি মরি,
তবে আমার দুঃখ মেটে॥

মোর প্রভাতের এই প্রথমখনের
কুসুমখানি,
তুমি জাগাও তা'রে ঐ নয়নের
আলোক হানি'।
সে-যে দিনের বেলায় ক'র্‌বে খেলা হাওয়ায় দুলে,'
রাতের অন্ধকারে নেবে তা'রে বক্ষে তুলে';
ওগো তখনি তো গন্ধে তাহার
ফুট্‌বে বাণী॥

আমার বীণাখানি প'ড়্‌ছে আজি
সবার চোখে।

হেরো তারগুলি তা'র দেখ্‌ছে গুণে'
সকল লোকে!
ওগো কখন্ সে-যে সভা ত্যেজে আড়াল হবে,
শুধু সুরটুকু তা'র উঠ্‌বে বেজে করুণ রবে;
যখন তুমি তা'রে বুকের 'পরে
লবে টানি'॥

তোমার আনন্দ ঐ এলো দ্বারে
এলো এলো এলো গো। (ওগো পুরবাসী)
বুকের আঁচলখানি ধূলায় পেতে
আঙিনাতে মেলো গো।
পথে সেচন করো গন্ধবারি
মলিন না হয় চরণ তারি,
তোমার সুন্দর ঐ এলো দ্বারে
এলো এলো এলো গো।
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তা'র
ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো॥

তোমার সকল ধন-যে ধন্য হ'লো হ'লো গো।
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ
ঘরের দুয়ার খোলো গো।
হেরো রাঙা হ'লো সকল গগন
চিত্ত হ'লো পুলক-মগন,
তোমার নিত্য আলো এলো দ্বারে
এলো এলো এলো গো।
তোমার পরাণ-প্রদীপ তুলে ধরো
ঐ আলোতে জ্বেলো গো॥

তা'র অন্ত নাই গো, যে-আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তা'র অণু-পরমাণু পেলো কত আলোর সঙ্গ
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।

তা'রে মোহন-মন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ।
তা'রে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ।
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।

আছে কত সুরের সোহাগ যে তা'র স্তরে স্তরে লগ্ন,
সে যে কত রঙের রস-ধারায় কতই হ'লো মগ্ন,
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।

কত শুকতারা-যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ,
কত বসন্ত-যে ঢেলেছে তা'র অকারণের হর্ষ,
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।

সে যে প্রাণ পেয়েছে পান ক'রে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য,
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় ক'রেছে তা'য় ধন্য,
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।

সে যে সঙ্গিনী মোর আমারে যে দিয়েছে বরমাল্য।
আমি ধন্য সে মোর অঙ্গনে-যে কত প্রদীপ জ্বাল্‌লো,
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি,
আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বাণী।
আমার চোখের চেয়ে-দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা।
সব দিতে হবে॥

আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা হৃদয়পত্রপুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠ্‌বে ফুটে' ফুটে'।

এখন সে যে আমার বীণা, হ'তেছে তার বাঁধা,
বাজ্‌বে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা।
সব দিতে হবে॥

তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভ'রে
আমার ক'রে নিয়ে তবে নাও-যে তোমার ক'রে।
আমার ব'লে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার ক'রে দেবো তখন তা'রা আমার হবে।
সব দিতে হবে।

এই লভিনু সঙ্গ তব,
সুন্দর, হে সুন্দর।
পুণ্য হ'লো অঙ্গ মম,
ধন্য হ'লো অন্তর,
আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো ফুটি',
হৃদ্‌গগনে পবন হ'লো
সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর, হে সুন্দর॥

এই তোমারি পরশ-রাগে
চিত্ত হ'লো রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা
রইলো প্রাণে সঞ্চিত

তোমার মাঝে এমনি ক'রে
নবীন করি' লও-যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর,
জন্ম-জনমান্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর ॥

এই তো তোমার আলোক-ধেনু
সূর্য্যতারা দলে দলে ;
কোথায় ব'সে বাজাও বেণু
চরাও মহা-গগনতলে।
তৃণের সারি তুল্‌ছে মাথা,
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চরা ধেনু এরা
ভিড় ক'রেছে ফুলে ফলে ॥

সকালবেলা দূরে দূরে
উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে,
আঁধার হ'লে সাঁজের সুরে
ফিরিয়ে আনো আপন গোঠে।
আশা তৃষা আমার যত
ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত,
মোর জীবনের রাখাল ওগো
ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হ'লে ?

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে
নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষ ধরিব জড়ায়ে।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে॥

চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা,
বাঁচাও তাহারে মারিয়া।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী
তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে॥

———

এরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে
হাসিতে আকাশ ভরিলে॥
পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়,
ঝুলি ভরি' রাখে যাহা কিছু পায়,
কতবার তুমি পথে এসে হায়
ভিক্ষার ধন হরিলে॥

ভেবেছিলো চির-কাঙাল সে এই ভুবনে ;
কাঙাল মরণে জীবনে।
ওগো মহারাজা, বড়ো ভয়ে ভয়ে
দিন-শেষে এলো তোমার আলয়ে,
আধেক আসনে তা'রে ডেকে ল'য়ে
নিজ মালা দিয়ে বরিলে ॥

সন্ধ্যা হ'লো গো—
ওমা, সন্ধ্যা হ'লো বুকে ধরো!
অতল কালো স্নেহের মাঝে
ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো ॥
ফিরিয়ে নে, মা, ফিরিয়ে নে গো,
সব-যে কোথায় হারিয়েছে গো,
ছড়ানো এই জীবন, তোমার
আঁধার-মাঝে হোক্ না জড়ো ॥

আর আমারে বাইরে তোমার
কোথাও যেন না যায় দেখা।
তোমার রাতে মিলাক্ আমার
জীবন-সাঁজের রশ্মিরেখা।
আমায় ঘিরি' আমায় চুমি'
কেবল তুমি, কেবল তুমি!
আমার ব'লে যা আছে, মা,
তোমার ক'রে সকল হরো ॥

———

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে ?
সে-সুধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে।
গাছেরা ভ'রে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধ'রে নিল আপন মাথায়।
ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে
পাখীরা পাখায় তা'রে নিল এঁকে।
ছেলেরা কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে,
মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে।
সে-যে ঐ দুঃখশিখায় উঠ্‌লো জ্ব'লে
সে-যে ঐ অশ্রুধারায় প'ড়্‌লো গ'লে।
সে-যে ঐ বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হ'তে
বহিল মরণ-রূপী জীবনস্রোতে।
সে-যে ঐ ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে॥

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছো,
তোমায় করি গো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছো,
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই শান্ত সুধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল-আসনে
তোমায় করি গো নমস্কার।

এই স্তব্ধ তারার মৌন-মন্ত্র-ভাষণে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই কর্ম্ম-অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই গন্ধ-গহন সন্ধ্যা-কুসুম-মালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার।

দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই
নাম্‌লো
বক্ষের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই
থাম্‌লো।

মিলনের পাত্রটি
পূর্ণ যে বিচ্ছেদে
বেদনায়;
অর্পিনু হাতে তাঁর,
খেদ নাই, আর মোর
খেদ নাই।

বহুদিন-বঞ্চিত
অন্তরে সঞ্চিত
কী আশা,
চক্ষের নিমেষেই
মিট্‌লো সে পরশের
তিয়াষা।

এতদিনে জান্‌লেম
যে-কাঁদন কাঁদ্‌লেম
সে কাহার জন্য।
ধন্য এ জাগরণ,
ধন্য এ ক্রন্দন,
ধন্য রে ধন্য॥

বাধা দিলে বাধ্‌বে লড়াই,
ম'র্‌তে হবে।
পথ জুড়ে কি ক'র্‌বি বড়াই?
স'র্‌তে হবে।

লুঠ-করা ধন ক'রে জড়ো
কে হ'তে চাস্‌ সবার বড়ো,
এক নিমেষে পথের ধূলায়
প'ড়্‌তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায়
ন'ড়্‌তে হবে।

নীচে ব'সে আছিস্‌ কে রে
কাঁদিস্‌ কেন?
লজ্জা-ডোরে আপ্‌নাকে রে
বাঁধিস্‌ কেন?

ধনী-যে তুই দুঃখ-ধনে
সেই কথাটি রাখিস্‌ মনে,

ধূলার 'পরে স্বর্গ তোমায়
গ'ড়্‌তে হবে।
বিনা অস্ত্র বিনা সহায়
ল'ড়্‌তে হবে॥

আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি
সেথায় চরণ পড়ে
তোমার সেথায় চরণ পড়ে।
তাই তো আমার সকল পরাণ
কাঁপ্‌ছে ব্যথার ভরে গো
কাঁপ্‌ছে থরথরে।

ব্যথা-পথের পথিক তুমি,
চরণ চলে ব্যথা চুমি',
কাঁদন দিয়ে সাধন আমার
চিরদিনের তরে গো
চিরজীবন ধ'রে।

নয়নজলের বন্যা দেখে
ভয় করিনে আর,
আমি ভয় করিনে আর।
মরণ-টানে টেনে আমায়
করিয়ে দেবে পার,
আমি ত'রবো পারাবার।

ঝড়ের হাওয়া আকুল গানে
বইছে আজি তোমার পানে,
ডুবিয়ে তরী ঝাঁপিয়ে পড়ি'
ঠেক্‌বো চরণ-'পরে,
আমি বাঁচবো চরণ ধ'রে ॥

আলো-যে
যায় রে দেখা—
হৃদয়ের পূব-গগনে
সোনার রেখা ;

এবারে ঘুচ্‌লো কি ভয় ?
এবারে হবে কি জয় ?
আকাশে হ'লো কি ক্ষয়
কালীর লেখা ?

কারে ঐ
যায় গো দেখা,
হৃদয়ের সাগরতীরে
দাঁড়ায় একা ?

ওরে তুই সকল ভুলে'
চেয়ে থাক্‌ নয়ন তুলে',—
নীরবে চরণ-মূলে
মাথা ঠেকা ॥

ও নিঠুর, আরো কি বাণ
তোমার তূণে আছে ?
তুমি মর্ম্মে আমায়
মার্‌বে হিয়ার কাছে ?

আমি পালিয়ে থাকি, মুদি আঁখি
আঁচল দিয়ে মুখ-যে ঢাকি,
কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে ॥

মারকে তোমার
ভয় ক'রেছি ব'লে
তাই তো এমন
হৃদয় ওঠে জ্ব'লে।

যেদিন সে-ভয় ঘুচে যাবে
সেদিন তোমার বাণ ফুরাবে,
মরণকে প্রাণ বরণ ক'রে বাঁচে ॥

সুখে আমায় রাখ্‌বে কেন,
রাখো তোমার কোলে ;
যাক্ না গো সুখ জ্ব'লে।

যাক্ না পায়ের তলার মাটি
তুমি তখন ধ'র্‌বে আঁটি',
তুলে নিয়ে দুলাবে ঐ
বাহু-দোলার দোলে।

যেখানে ঘর বাঁধ্‌বো আমি
আসে আসুক্‌ বান—
তুমি যদি ভাসাও মোরে
চাইনে পরিত্রাণ।

হার মেনেছি, মিটেছে ভয়,
তোমার জয় তো আমারি জয়,
ধরা দেবো, তোমায় আমি
ধ'র্‌বো-যে তাই হ'লে ॥

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন ক'রে
ক'রেছে নিষ্ঠুর।

তুমি ব'সে থাক্‌তে দেবে না-যে,
দিবানিশি তাই তো বাজে
পরাণ-মাঝে এমন কঠিন সুর।

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি' দুঃখ আমার
হয় যেন মধুর।

তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,
তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর ॥

আঘাত ক'রে নিলে জিনে',
কাড়িলে মন দিনে দিনে।

সুখের বাধা ভেঙে ফেলে'
তবে আমার প্রাণে এলে,
বারে বারে মরার মুখে
অনেক দুখে নিলেম চিনে'।

তুফান দেখে ঝড়ের রাতে
ছেড়েছি হাল তোমার হাতে।

বাটের মাঝে হাটের মাঝে
কোথাও আমায় ছাড়লে না-যে,
যখন আমার সব বিকালো
তখন আমায় নিলে কিনে'॥

ঘুম কেন নেই তোরি চোখে?
কে রে এমন জাগায় তোকে?

চেয়ে আছিস্ আপন মনে
ঐ-যে দূরে গগন-কোণে,
রাত্রি মেলে রাঙা নয়ন
রুদ্রদেবের দীপ্তালোকে

রক্ত-শতদলের-সাজি
সাজিয়ে কেন রাখিস্ আজি?

কোন্ সাহসে একেবারে
শিকল খুলে' দিলি দ্বারে,
জোড়-হাতে তুই ডাকিস্ কারে ?
প্রলয়-যে তোর ঘরে ঢোকে ॥

আমি-যে আর সইতে পারিনে।
সুরে বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারিনে।

হৃদয়-লতা নুয়ে পড়ে
ব্যথাভরা ফুলের ভরে গো,
আমি সে আর বইতে পারিনে।

আজি আমার নিবিড় অন্তরে
কী হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো
পুলক-লাগা আকুল মর্ম্মরে।

কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে
মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো,
ঘরে-যে আর রইতে পারিনে।

পথ চেয়ে-যে কেটে গেল
কত দিনে রাতে।
আজ ধূলার আসন ধন্য ক'রে
ব'স্‌বে কি মোর সাথে ?

র'চ্‌বে তোমার মুখের ছায়া
চোখের জলে মধুর মায়া,
নীরব হ'য়ে তোমার পানে
চাইবো গো জোড় হাতে।

এরা সবাই কী বলে-যে
লাগে না মন আর,
আমার হৃদয় ভেঙে দিল
কী মাধুরীর ভার।

বাহুর ঘেরে তুমি মোরে
রাখ্‌বে না কি আড়াল ক'রে,
তোমার আঁখি চাইবে না কি
আমার বেদনাতে॥

আবার শ্রাবণ হ'য়ে এলে ফিরে,
মেঘ আঁচলে নিলে ঘিরে।

সূর্য্য হারায়, হারায় তারা,
আঁধারে পথ হয়-যে হারা,
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে।

সকল আকাশ, সকল ধরা
বর্ষণেরি বাণী-ভরা।

ঝরঝর ধারায় মাতি'
বাজে আমার আঁধার রাতি,
বাজে আমার শিরে শিরে ॥

আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক্ না হারা।

জীবন জুড়ে' লাগুক্ পরশ,
ভুবন ব্যেপে জাগুক্ হরষ,
তোমার রূপে মরুক্ ডুবে'
আমায় দুটি আঁখিতারা।

হারিয়ে-যাওয়া মনটি আমার
ফিরিয়ে তুমি আন্‌লে আবার।

ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি
কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি',
গলার হারে দোলাও তা'রে
গাঁথা তোমার ক'রে সারা॥

এই শরৎ-আলোর কমল-বনে
বাহির হ'য়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।

তারি সোনার কাঁকন বাজে
আজি প্রভাত-কিরণ-মাঝে,
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি
ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে।

আকুল কেশের পরিমলে
শিউলি-বনের উদাস বায়ু
প'ড়ে থাকে তরুর তলে।

হৃদয়-মাঝে হৃদয় দুলায়,
বাহিরে সে ভুবন ভুলায়,
আজি সে তা'র চোখের চাওয়া
ছড়িয়ে দিল নীল গগনে॥

তোমার মোহন রূপে
কে রয় ভুলে?
জানি না কি মরণ নাচে
নাচে গো ঐ চরণ-মূলে?

শরৎ-আলোর আঁচল টুটে'
কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেছো এলোচুলে।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে?

কাঁপন ধরে বাতাসেতে,
পাকা ধানের তরাস লাগে
শিউরে ওঠে ভরা ক্ষেতে।

জানি গো আজ হাহা-রবে
তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল-অশ্রুসাগর-কূলে।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে?

যখন তুমি বাঁধছিলে তার
সে-যে বিষম ব্যথা;
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও
সকল দুখের কথা।

এতদিন যা সঙ্গোপনে
ছিল তোমার মনে মনে
আজকে আমার তারে তারে
শুনাও সে বারতা।

আর বিলম্ব ক'রো না গো
ঐ-যে নেবে বাতি।
দুয়ারে মোর নিশীথিনী
র'য়েছে কান পাতি'।

বাঁধলে যে-সুর তারায় তারায়
অন্ত-বিহীন অগ্নি-ধারায়,
সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে
তোমার ব্যাকুলতা।

আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন
পুণ্য করো
দহন-দানে।
আমার এই
দেহখানি
তুলে ধরো,
তোমার ঐ
দেবালয়ের
প্রদীপ করো,
নিশিদিন
আলোক-শিখা
জ্বলুক্ গানে।
আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে॥
আঁধারের
গায়ে গায়ে
পরশ তব
সারা রাত
ফোটাক্ তারা
নব নব।
নয়নের
দৃষ্টি হ'তে
ঘুচ্‌বে কালো,

যেখানে
পড়্‌বে সেথায়
দেখ্‌বে আলো,
ব্যথা মোর
উঠবে জ্ব'লে
ঊর্দ্ধ-পানে।
আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে॥

হৃদয় আমার প্রকাশ হ'লো
অনন্ত আকাশে।
বেদন-বাঁশী উঠ্‌লো বেজে
বাতাসে বাতাসে।
এই-যে আলোর আকুলতা
আমারি এ আপন কথা,
উদাস হ'য়ে প্রাণে আমার
আবার ফিরে আসে॥
বাইরে তুমি নানা বেশে
ফেরো নানান্‌ ছলে ;
জানিনে তো আমার মালা
দিয়েছি কার গলে।
আজ কী দেখি পরাণ-মাঝে,
তোমার গলায় সব মালা-যে,

সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে
গভীর সর্ব্বনাশে।
সেই কথা আজ প্রকাশ হ'লো
অনন্ত আকাশে॥

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর এক হাতে হার।
ও-যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
আসেনি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই ক'রে নেবে জিতে'
পরাণটি তোমার।
ও-যে ভেঙেছে তোর দ্বার॥
মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আস্‌ছে জীবন-মাঝে,
ও-যে আস্‌ছে বীরের সাজে।
আধেক নিয়ে ফির্‌বে না রে,
যা আছে সব একেবারে
ক'র্‌বে অধিকার।
ও-যে ভেঙেছে তোর দ্বার॥

পথ দিয়ে কে যায় গো চ'লে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পথের হাওয়ায় কী সুর বাজে,
বাজে আমার বুকের মাঝে
বাজে বেদনায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়॥
পূর্ণিমাতে সাগর হ'তে
ছুটে এলো বান,
আমার লাগ্‌লো প্রাণে টান।
আপন মনে মেলে' আঁখি
আর কেন বা প'ড়ে থাকি
কিসের ভাবনায়?
আমার ঘরে থাকাই দায়॥

———

এই যে কালো মাটির বাসা
শ্যামল সুখের ধরা—
এইখানেতে আঁধার আলোয়
স্বপন-মাঝে চরা।

এরি গোপন হৃদয়-'পরে
ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে-আলো-করা।

বিরহী তোর সেইখানে-যে
একলা ব'সে থাকে—
হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে
নামটি তোমার ডাকে।

দুঃখে যখন মিলন হবে
আনন্দলোক মিল্‌বে তবে
সুধায় সুধায় ভরা ॥

যে থাকে থাক্‌ না দ্বারে,
যে যাবি যা না পারে।

যদি ঐ ভোরের পাখী
তোরি নাম যায় রে ডাকি',
একা তুই চ'লে যা রে।

কুঁড়ি চায়, আঁধার রাতে
শিশিরের রসে মাতে।

ফোটা ফুল চায় না নিশা,
প্রাণে তা'র আলোর তৃষা,
কাঁদে সে অন্ধকারে ॥

তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে
টুক্‌রো ক'রে কাছি
ডুব্‌তে রাজি আছি
আমি ডুবতে রাজি আছি।

সকাল আমার গেল মিছে,
বিকেল-যে যায় তারি পিছে ;
রেখো না আর, বেঁধো না আর
কূলের কাছাকাছি ॥
মাঝির লাগি' আছি জাগি'
সকল রাত্রিবেলা,
ঢেউগুলো-যে আমায় নিয়ে
করে কেবল খেলা।
ঝড়কে আমি ক'র্‌বো মিতে,
ড'র্‌বো না তা'র ভ্রূকুটিতে ;
দাও ছেড়ে দাও ওগো, আমি
তুফান পেলে বাঁচি ॥

শুধু তোমার বাণী নয় গো
হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।

সারা পথের ক্লান্তি আমার
সারা দিনের তৃষা
কেমন ক'রে মেটাবো-যে
খুঁজে না পাই দিশা
এ আঁধার-যে পূর্ণ তোমায়
সেই কথা বলিয়ো।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।

হৃদয় আমার চায়-যে দিতে,
কেবল নিতে নয়,
ব'য়ে ব'য়ে বেড়ায় সে তা'র
যা-কিছু সঞ্চয়।

হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আনো,
দাও গো আমার হাতে,
ধ'র্‌বো তা'রে, ভ'র্‌বো তা'রে,
রাখ্‌বো তা'রে সাথে,—
একলা পথের চলা আমার
ক'র্‌বো রমণীয়।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো॥

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।

শরৎ তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে,
বনের-পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি'।

মাণিক-গাঁথা ঐ-যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।

কুঞ্জ-ছায়া গুঞ্জরণের সঙ্গীতে
ওড়্‌না ওড়ায় এ কী নাচের ভঙ্গীতে,
শিউলি-বনের বুক-যে ওঠে আন্দোলি'॥

ও আমার মন যখন জাগ্‌লি না রে
তোর মনের মানুষ এলো দ্বারে।
তা'র চ'লে যাবার শব্দ শুনে'
ভাঙ্‌লো রে ঘুম—
ও তোর ভাঙ্‌লো রে ঘুম অন্ধকারে।

মাটির 'পরে আঁচল পাতি'
একলা কাটে নিশীথ রাতি,
তা'র বাঁশী বাজে আঁধার-মাঝে
দেখি না-যে চক্ষে তা'রে।

ওরে তুই যাহারে দিলি ফাঁকি
খুঁজে তা'রে পায় কি আঁখি ?
এখন পথে ফিরে পাবি কি রে
ঘরের বাহির কর্‌লি যারে ?

— —

মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।

মোর দুঃখ-যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ সে-যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।

মোর ত্যাগে-যে তোমার হবে জয়।
মোর প্রেমে-যে তোমার পরিচয়।

মোর ধৈর্য্য তোমার রাজ-পথ
সে-যে লঙ্ঘিবে বন পর্ব্বত,
মোর বীর্য্য তোমার জয়রথ
তোমারি পতাকা শিরে বয় ॥

এবার আমায় ডাক্‌লে দূরে
সাগর-পারের গোপন পুরে।

বোঝা আমার নামিয়েছি-যে,
সঙ্গে আমায় নাও গো নিজে,
স্তব্ধ রাতের স্নিগ্ধ সুধা
পান করাবে তৃষ্ণাতুরে।

আমার সন্ধ্যা-ফুলের মধু
এবার-যে ভোগ ক'র্‌বে বঁধু।

তারার আলোর প্রদীপখানি
প্রাণে আমার জ্বাল্‌বে আনি',
আমার যত কথা ছিল
ভেসে যাবে তোমার সুরে ॥

নাই বা ডাকো, রইবো তোমার দ্বারে;
মুখ ফিরালে ফির্‌বো না এইবারে।

ব'স্‌বো তোমার পথের ধূলার 'পরে
এড়িয়ে আমায় চ'ল্‌বে কেমন ক'রে ?
তোমার তরে যে-জন গাঁথে মালা
গানের কুসুম জুগিয়ে দেবো তা'রে।

রইবো তোমার ফসল-ক্ষেতের কাছে
যেথায় তোমার পায়ের চিহ্ন আছে।

জেগে রবো গভীর উপবাসে
অন্ন তোমার আপনি যেথায় আসে।
যেথায় তুমি লুকিয়ে প্রদীপ জ্বালো
ব'সে রবো সেথায় অন্ধকারে॥

না বাঁচাবে আমায় যদি
মার্‌বে কেন তবে ?
কিসের তরে এই আয়োজন
এমন কলরবে ?
অগ্নি-বাণে তূণ-যে ভরা,
চরণ-ভরে কাঁপে ধরা,
জীবনদাতা মেতেছো-যে
মরণ-মহোৎসবে।

বক্ষ আমার এমন ক'রে
বিদীর্ণ-যে করো
উৎস যদি না বাহিরায়
হবে কেমনতরো ?

এই-যে আমার ব্যথার খনি
জোগাবে ঐ মুকুটমণি,—
মরণ-দুখে জাগাবো মোর
জীবন-বল্লভে ॥

যেতে যেতে একলা পথে
নিবেছে মোর বাতি।
ঝড় এসেছে, ওরে, এবার
ঝড়কে পেলেম সাথী।
আকাশ-কোণে সর্ব্বনেশে
ক্ষণে ক্ষণে উঠ্‌ছে হেসে,
প্রলয় আমার কেশে বেশে
ক'র্‌ছে মাতামাতি।

যে-পথ দিয়ে যেতেছিলেম
ভুলিয়ে দিল তা'রে,
আবার কোথা চ'ল্‌তে হবে
গভীর অন্ধকারে।
বুঝি বা এই বজ্ররবে
নূতন পথের বার্ত্তা ক'বে,
কোন্ পুরীতে গিয়ে তবে
প্রভাত হবে রাতি ॥

মালা হ'তে খ'সে-পড়া ফুলের একটি দল
মাথায় আমার ধ'রতে দাও গো ধ'রতে দাও,
ঐ মাধুরী-সরোবরের নাই-যে কোথাও তল
হোথায় আমায় ডুবতে দাও গো ম'রতে দাও।
দাও গো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা,
নিভৃতে আজ বন্ধু, তোমার আপন হাতের টীকা
ললাটে মোর প'রতে দাও গো প'রতে দাও।
বহুক্ তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে,
শুকনো পাতা মলিন কুসুম ঝ'রতে দাও।
পথ জুড়ে' যা প'ড়ে আছে আমার এ জীবনে
দাও গো তাদের স'রতে দাও গো স'রতে দাও।
তোমার মহাভাণ্ডারেতে আছে অনেক ধন,
কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা ভ'রে, ভরে না তায় মন,
অন্তরেতে জীবন আমার ভ'রতে দাও॥

যেতে যেতে চায় না যেতে
ফিরে ফিরে চায়,
সবাই মিলে পথে চলা
হ'লো আমার দায়।
দুয়ার ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে,
দেয় না সাড়া হাজার ডাকে;
বাঁধন এদের সাধন-ধন,
ছিঁড়তে-যে ভয় পায়

আবেশ-ভরে ধুলায় প'ড়ে
কতই করে ছল,

যখন বেলা যাবে চ'লে
ফেল্‌বে আঁখি-জল।
নাই ভরসা, নাই-যে সাহস,
চিত্ত অবশ, চরণ অলস,
লতার মতো জড়িয়ে ধরে
আপন বেদনায়॥

সেই তো আমি চাই,
সাধনা-যে শেষ হবে মোর
সে-ভাবনা তো নাই।
ফলের তরে নয় তো খোঁজা
কে বইবে সে বিষম বোঝা,
যেই ফলে ফল ধূলায় ফেলে
আবার ফুল ফুটাই।

এম্‌নি ক'রে মোর জীবনে
অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্য নূতন সাধনাতে
নিত্য নূতন ব্যথা।
পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি,
আবার আমি দু-হাত মেলি;
নিত্য দেওয়া ফুরায় না-যে
নিত্য নেওয়া তাই॥

শেষ নাহি-যে
শেষ কথা কে ব'ল্‌বে ?
আঘাত হ'য়ে দেখা দিল,
আগুন হ'য়ে জ্ব'ল্‌বে।
সাঙ্গ হ'লে মেঘের পালা
সুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ জমা সারা হ'লে
নদী হ'য়ে গ'ল্‌বে।

ফুরায় যা, তা
ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চ'লে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে'
আপনি নূতন উঠ্‌বে ফুটে',
জীবনে ফুল ফোটা হ'লে
মরণে ফল ফ'ল্‌বে॥

দুঃখ যদি না পাবে তো
দুঃখ তোমার ঘুচ্‌বে কবে ?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে
দহন ক'রে মার্‌তে হবে।

জ্ব’ল্‌তে দে তোর আগুনটারে,
ভয় কিছু না করিস্‌ তা’রে,
ছাই হ’য়ে সে নিভ্‌বে যখন
জ্ব’ল্‌বে না আর কভু তবে।

এড়িয়ে তাঁরে পালাস্‌ না রে
ধরা দিতে হোস্‌ না কাতর।
দীর্ঘ পথে ছুটে কেবল
দীর্ঘ করিস্‌ দুঃখটা তোর।
ম’র্‌তে ম’র্‌তে মরণটারে
শেষ ক’রে দে একেবারে,
তা’র পরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি ল’বে॥

না রে না রে হবে না তোর স্বর্গসাধন—
সেখানে-যে মধুর বেশে
ফাঁদ পেতে রয় সুখের বাঁধন।
ভেবেছিলি দিনের শেষে
তপ্ত পথের প্রান্তে এসে
সোনার মেঘে মিলিয়ে যাবে
সারাদিনের সকল কাঁদন।

না রে না রে হবে না তোর হবে না তা—
সন্ধ্যা-তারার হাসির নীচে
হবে না তোর শয়ন পাতা

পথিক বঁধু পাগল ক'রে
পথে বাহির ক'র্‌বে তোরে,
হৃদয়-যে তোর ফেটে গিয়ে
ফুট্‌বে তবে তাঁর আরাধন ॥

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝ'র্‌বে,
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধ'র্‌বে ?
এই-যে আলো সূর্য্যে গ্রহে তারায়
ঝ'রে পড়ে শত লক্ষ ধারায়,
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভ'র্‌বে ।

তোমার ফুলে যে-রং ঘুমের মতো লাগ্‌লো
আমার মনে লেগে তবে সে-যে জাগ্‌লো ।
যে-প্রেম কাঁপায় বিশ্ব-বীণায় পুলকে
সঙ্গীতে সে উঠ্‌বে ভেসে পলকে
যেদিন আমার সকল হৃদয় হ'র্‌বে ॥

না গো এই-যে ধূলা, আমার না এ ।
তোমার ধূলার ধরার 'পরে
উড়িয়ে যাবো সন্ধ্যাবায়ে ।
দিয়ে মাটি আগুন জ্বালি'
র'চ্‌লে দেহ পূজার থালি,

শেষ আরতি সারা ক'রে
ভেঙে যাবো তোমার পায়ে।

ফুল যা ছিল পূজার তরে
যেতে পথে ডালি হ'তে
অনেক-যে তা'র গেছে প'ড়ে।
কত প্রদীপ এই থালাতে
সাজিয়েছিলে আপন হাতে,
কত-যে তা'র নিব্‌লো হাওয়ায়
পৌছ্‌লো না চরণ-ছায়ে॥

এই কথাটা ধ'রে রাখিস্
মুক্তি তোরে পেতেই হবে।
যে-পথ গেছে পারের পানে
সে-পথে তোর যেতেই হবে।
অভয় মনে কণ্ঠ ছাড়ি'
গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি,
খুসি হ'য়ে ঝড়ের হাওয়ায়
ঢেউ-যে তোরে খেতেই হবে

পাকের ঘোরে ঘোরায় যদি
ছুটি তোরে পেতেই হবে।
চলার পথে কাঁটা থাকে
দ'লে তোমায় যেতেই হবে।

সুখের আশা আঁক্‌ড়ে ল'য়ে
মরিস্‌নে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভ'রে নিতে
মরণ-আঘাত খেতেই হবে ॥

লক্ষ্মী যখন আস্‌বে তখন
কোথায় তা'রে দিবি রে ঠাঁই ?
দেখ্‌ রে চেয়ে আপন পানে
পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই।
ফির্‌ছে কেঁদে প্রভাত-বাতাস,
আলোক-যে তোর ম্লান হতাশ,
মুখে চেয়ে আকাশ তোরে
শুধায় আজি নীরবে তাই।

কত গোপন আশা নিয়ে
কোন্‌ সে গহন রাত্রিশেষে
অগাধ জলের তলা হ'তে
অমল কুঁড়ি উঠ্‌লো ভেসে।
হ'লো না তা'র ফুটে ওঠা,
কখন্‌ ভেঙে প'ড়্‌লো বোঁটা,
মর্ত্ত্য-কাছে স্বর্গ যা চায়
সেই মাধুরী কোথা রে পাই ॥

ঐ অমল হাতে রজনী প্রাতে
আপনি জ্বালো
এই তো আলো—
এই তো আলো।
এই তো প্রভাত, এই তো আকাশ,
এই তো পূজার পুষ্প-বিকাশ,
এই তো বিমল, এই তো মধুর,
এই তো ভালো—
এই তো আলো—
এই তো আলো।

আঁধার মেঘের বক্ষে জেগে
আপনি জ্বালো
এই তো আলো—
এই তো আলো।
এই তো ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা,
এই তো দুখের অগ্নিমালা,
এই তো মুক্তি, এই তো দীপ্তি,
এই তো ভালো—
এই তো আলো—
এই তো আলো॥

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা র'য়েছো নীরব শয়ন-'পরে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো

রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী,—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥

রজনীর তারা উঠেছে গগন ছেয়ে,
আছে সবে মোর বাতায়ন-পানে চেয়ে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।
জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি',
নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥

মিলাবো নয়ন তব নয়নের সাথে,
মিলাবো এ হাত তব দক্ষিণ হাতে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।
হৃদয়-পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥

———

সহজ হ'বি, সহজ হ'বি,
ওরে মন, সহজ হ'বি,
কাছের জিনিষ দূরে রাখে
তা'র থেকে তুই দূরে র'বি।
কেন রে তোর দু-হাত পাতা,
দান তো না চাই, চাই-যে দাতা,

সহজে তুই দিবি যখন
সহজে তুই সকল ল'বি।

সহজ হ'বি সহজ হ'বি
ওরে মন, সহজ হ'বি—
আপন বচন-রচন হ'তে
বাহির হ'য়ে আয় রে কবি।
সকল কথার বাহিরেতে
ভুবন আছে হৃদয় পেতে,
নীরব ফুলের নয়ন-পানে
চেয়ে আছে প্রভাত-রবি॥

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার
হালের কাছে মাঝি আছে
ক'র্‌বে তরী পার।
তুফান যদি এসে থাকে
তোমার কিসের দায়—
চেয়ে দেখো ঢেউয়ের খেলা,
কাজ কি ভাবনায়?
আসুক্ নাকো গহন রাতি,
হোক্ না অন্ধকার—
হালের কাছে মাঝি আছে
ক'র্‌বে তরী পার।

পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস্
মেঘে আকাশ ডোবা ;
আনন্দে তুই পূবের দিকে
দেখ্ না তারার শোভা।

সাথী যারা আছে তা'রা
তোমার আপন ব'লে
ভাবো কি তাই রক্ষা পাবে
তোমারি ঐ কোলে ?
উঠ্‌বে রে ঝড়, দুল্‌বে রে বুক,
জাগ্‌বে হাহাকার—
হালের কাছে মাঝি আছে
ক'র্‌বে তরী পার ॥

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
কেমন ক'রে ?
আকাশ কাঁপে তারার আলোর
গানের ঘোরে।
তেম্‌নি ক'রে আপন হাতে
ছুঁলে আমার বেদনাতে,
নূতন সৃষ্টি জাগ্‌লো বুঝি
জীবন-'পরে।

বাজে ব'লেই বাজাও তুমি ;
সেই গরবে
ওগো প্রভু, আমার প্রাণে
সকল স'বে।
বিষম তোমার বহ্নি-ঘাতে
বারেবারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা
ব্যথায় ভ'রে ॥

আলো-যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো।
কে এলো মোর অঙ্গনে, কে জানে গো।
হৃদয় আমার উদাস ক'রে
কেড়ে নিল আকাশ মোরে,
বাতাস আমায় আনন্দ-বাণ হানে গো।

দিগন্তের ঐ নীল নয়নের ছায়াতে
কুসুম যেন বিকাশে মোর কায়াতে।
মোর হৃদয়ের সুগন্ধ-যে
বাহির হ'লো কাহার খোঁজে,
সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো।

তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি
ঐ গো বাজে
হৃদয়-মাঝে।
তোমার ঘরে নিশি ভোরে
আগল যদি গেল স'রে
আমার ঘরে রইবো তবে
কিসের লাজে?

অনেক বলা ব'লেছি, সে
মিথ্যা বলা।
অনেক চলা চ'লেছি, সে
মিথ্যা চলা।
আজ যেন সব পথের শেষে
তোমার দ্বারে দাঁড়াই এসে,
ভুলিয়ে যেন নেয় না মোরে
আপন কাজে?

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।
এই-যে হিয়া থরথর
কাঁপে আজি এমনতরো
এই বেদনা ক্ষমা করো
ক্ষমা করো প্রভু।

এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু,
পিছন পানে তাকাই যদি কভু।
দিনের তাপে রৌদ্র-জ্বালায়
শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা করো
ক্ষমা করো প্রভু ॥

আমার আর হবে না দেরি—
আমি শুনেছি ঐ বাজে তোমার ভেরী।
তুমি কি, নাথ, দাঁড়িয়ে আছ আমার যাবার পথে
মনে হয়-যে ক্ষণে ক্ষণে মোর বাতায়ন হ'তে
তোমায় যেন হেরি,
আমার আর হবে না দেরি।

আমার কাজ হ'য়েছে সারা,
এখন প্রাণে বাঁশী বাজায় সন্ধ্যাতারা।
দেবার মতো যা ছিল মোর নাই কিছু আর হাতে,
তোমার আশীর্ব্বাদের মালা নেবো কেবল মাথে
আমার ললাট ঘেরি' ;—
আর হবে না দেরি ॥

মেঘ ব'লেছে যাবো যাবো,
রাত ব'লেছে যাই ;
সাগর বলে, কূল মিলেছে
আমি তো আর নাই।
দুঃখ বলে, রইনু চুপে
তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে ;
আমি বলে, মিলাই আমি
আর কিছু না চাই।
ভুবন বলে, তোমার তরে
আছে বরণমালা।
গগন বলে, তোমার তরে
লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।
প্রেম বলে-যে, যুগে যুগে
তোমার লাগি' আছি জেগে ;
মরণ বলে, আমি তোমার
জীবন-তরী বাই ॥

তোমার কাছে এ বর মাগি
মরণ হ'তে যেন জাগি
গানের সুরে।
যেম্‌নি নয়ন মেলি, যেন
মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পূরে'
গানের সুরে।

সেথায় তরু তৃণ যত
মাটির বাঁশী হ'তে ওঠে
গানের মতো।
আলোক সেথা দেয় গো আনি'
আকাশের আনন্দ-বাণী,
হৃদয়-মাঝে বেড়ায় ঘুরে'
গানের সুরে ॥

আপন হ'তে বাহির হ'য়ে
বাইরে দাঁড়া ;
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের
পাবি সাড়া।
এই-যে বিপুল ঢেউ লেগেছে
তোর মাঝেতে উঠুক্ নেচে,
সকল পরাণ দিক্ না নাড়া-
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া।
বোস্ না ভ্রমর এই নীলিমায়
আসন ল'য়ে
অরুণ আলোর স্বর্ণ-রেণু-
মাখা হ'য়ে।
যেখানেতে অগাধ ছুটি
মেল্ সেথা তোর ডানা দুটি,
সবার মাঝে পাবি ছাড়া ;
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া।

এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
এ দেহ মন ভূমানন্দময় হবে।
চোখে আমার মায়ার ছায়া টুট্‌বে গো,
বিশ্বকমল প্রাণে আমার ফুট্‌বে গো,
এ জীবনে তোমারি নাথ জয় হবে

রক্ত আমার বিশ্বতালে নাচ্‌বে-যে,
হৃদয় আমার বিপুল প্রাণে বাঁচ্‌বে-যে।
কাঁপ্‌বে তোমার আলো-বীণার তারে সে,
দুল্‌বে তোমার তারা-মণির হারে সে,
বাসনা তা'র ছ'ড়িয়ে গিয়ে লয় হবে॥

পুষ্প দিয়ে মারো যারে
চিন্‌লো না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে-যে
ধরে তোমার চরণকে।
সবার নীচে ধূলার 'পরে
ফেলো যারে মৃত্যু-শরে
সে-যে তোমার কোলে পড়ে
ভয় কি বা তা'র পড়ন্‌কে?

আরামে যার আঘাত ঢাকা,
কলঙ্ক যার সুগন্ধ,

নয়ন মেলে' দেখ্‌লো না সে
রুদ্র মুখের আনন্দ।

ম'জ্‌লো না সে চোখের জলে,
পৌঁছলো না চরণ-তলে,
তিলে তিলে পলে পলে
ম'লো যে-জন পালঙ্কে॥

কূল থেকে মোর গানের তরী
দিলেম খুলে',—
সাগর-মাঝে ভাসিয়ে দিলেম
পাল্‌টি তুলে'।
যেখানে ঐ কোকিল ডাকে ছায়াতলে—
সেখানে নয়।
যেখানে ঐ গ্রামের বধূ আসে জলে—
সেখানে নয়।
যেখানে নীল মরণ-লীলা উঠ্‌ছে দুলে'
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে'।

এবার, বীণা, তোমায় আমায়
আমরা একা।
অন্ধকারে নাইবা কারে
গেল দেখা।
কুঞ্জবনের শাখা হ'তে যে-ফুল তোলে
সে-ফুল এ নয়।

বাতায়নের পাতা হ'তে যে-ফুল দোলে
সে-ফুল এ নয়।
দিশা-হারা আকাশ-ভরা সুরের ফুলে
সেই দিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে' ॥

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছো,
কেমনে দিই ফাঁকি ?
আধেক ধরা প'ড়েছি গো,
আধেক আছে বাকি।
কেন জানি আপনা ভুলে'
বারেক হৃদয় যায়-যে খুলে',
বারেক তা'রে ঢাকি,—
আধেক ধরা প'ড়েছি-যে
আধেক আছে বাকি।

বাহির আমার শুক্তি যেন
কঠিন আবরণ,—
অন্তরে মোর তোমার লাগি'
একটি কান্না-ধন।
হৃদয় বলে তোমার দিকে
রইবে চেয়ে অনিমিখে,
চায় না কেন আঁখি ?
আধেক ধরা প'ড়েছি-যে
আধেক আছে বাকি ॥

সারা জীবন দিল আলো
সূর্য গ্রহ চাঁদ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।
মেঘের কলস ভ'রে ভ'রে
প্রসাদ-বারি পড়ে ঝ'রে,
সকল দেহে প্রভাত বায়ু
ঘুচায় অবসাদ,—
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।

তৃণ-যে এই ধুলার 'পরে
পাতে আঁচলখানি,
এই-যে আকাশ চির-নীরব
অমৃতময় বাণী,—
ফুল-যে আসে দিনে দিনে
বিনা রেখার পথটি চিনে,
এই-যে ভুবন দিকে দিকে
পূরায় কত সাধ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ॥

আবার যদি ইচ্ছা করো
আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের ঢেউ-খেলানো
এই সাগরের তীরে।

আবার জলে ভাসাই ভেলা,
ধূলার 'পরে করি খেলা,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে
ভাসি নয়ন-নীরে।

কাঁটার পথে আঁধার রাতে
আবার যাত্রা করি;
আঘাত খেয়ে বাঁচি, কিম্বা
আঘাত খেয়ে মরি।
আবার তুমি ছদ্মবেশে
আমার সাথে খেলাও হেসে,
নূতন প্রেমে ভালোবাসি
আবার ধরণীরে॥

অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে?
অচেনাকেই চিনে চিনে
উঠ্‌বে জীবন ভ'রে।
জানি জানি আমার চেনা
কোনো কালেই ফুরাবে না,
চিহ্ন-হারা পথে আমায়
টান্‌বে অচিন্‌-ডোরে।

ছিল আমার মা অচেনা
নিল আমায় কোলে।

সকল প্রেমই অচেনা গো
তাই তো হৃদয় দোলে।
অচেনা এই ভুবন-মাঝে
কত সুরেই হৃদয় বাজে,
অচেনা এই জীবন আমার,
বেড়াই তারি ঘোরে ॥

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে' দিল দ্বার ?
আজি প্রাতে সূর্য্য ওঠা
সফল হ'লো কার ?
কাহার অভিষেকের তরে
সোনার ঘটে আলোক ভ'রে,
ঊষা কাহার আশিষ বহি'
হ'লো আঁধার পার ?

বনে বনে ফুল ফুটেছে,
দোলে নবীন পাতা,
কার হৃদয়ের মাঝে হ'লো
তাদের মালা গাঁথা ?
বহু যুগের উপহারে
বরণ করি' নিল কারে ?
কার জীবনে প্রভাত আজি
ঘোচায় অন্ধকার ?

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
 পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রা-পথের আনন্দগান যে গাহে
 তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।
চায় না সে-জন পিছন পানে ফিরে,
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে,
তুফান তা'রে ডাকে অকূল নীরে
 যার পরাণে লাগ্‌লো তোমার হাওয়া।
 পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
 পথিক-চিত্তে তোমার তরী বাওয়া।
দুয়ার খুলে' সমুখ পানে যে চাহে
 তা'র চাওয়া-যে তোমার পানে চাওয়া।
বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
রয় না প'ড়ে কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি' মন তারি উদাসে—
 যাওয়া সে-যে তোমার পানে যাওয়া,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া॥

পথের সাথী, নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহো নমস্কার।

ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি,
ওগো দিন-শেষের পতি,
ভাঙা-বাসার লহো নমস্কার।

ওগো নব প্রভাত-জ্যোতি,
ওগো চিরদিনের গতি,
নূতন আশার লহো নমস্কার।

জীবন-রথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার॥

অন্ধকারের উৎস হ'তে উৎসারিত আলো,
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধমাঝে জাগ্রত যে-ভালো
সেই তো তোমার ভালো।

পথের ধূলায় বক্ষ পেতে র'য়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।
সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ
সেই তো তোমার স্নেহ।

সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি' বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।

বিশ্ব জনের পায়ের তলে ধূলিময় যে-ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি,
সেই তো আমার তুমি॥

ভেঙেছো দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক্ জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক্ জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক্ ক্ষয়।
তোমারি হউক্ জয়।

এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দ্দয়,
তোমারি হউক্ জয়।
এসো নির্ম্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক্ জয়।
প্রভাতসূর্য্য, এসেছো রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণ-বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হোক্ লয়।
তোমারি হউক্ জয়॥

যখন তোমায় আঘাত করি
তখন চিনি।
শত্রু হ'য়ে দাঁড়াই যখন
লও-যে জিনি'।
এ প্রাণ যত নিজের তরে
তোমারি ধন হরণ করে,
ততই শুধু তোমার কাছে
হয় সে ঋণী।

উজিয়ে যেতে চাই যতবার
গর্ব্বসুখে,
তোমার স্রোতের প্রবল পরশ
পাই-যে বুকে।
আলো যখন আলস-ভরে
নিবিয়ে ফেলি আপন ঘরে
লক্ষ তারা জ্বালায় তোমার
নিশীথিনী॥

—

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে!
নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া
পরশখানি দাও বুলিয়ে।
আমি পথের ধারের ব্যাকুল-বেণু,
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু,
আহা, এসো আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে।

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসা-যাওয়া,
শুনি তোমার পায়ের ভাষা।
আমায় তোমার ছোঁওয়া লাগ্‌লে পরে
একটুকুতেই কাঁপন ধরে,
আহা, কানে কানে একটি কথায়
সকল কথা নেয় ভুলিয়ে।

— —

আকাশ আমায় ভ'র্‌লো আলোয়,
আকাশ আমি ভ'র্‌বো গানে।
সুরের আবীর হান্‌বো হাওয়ায়,
নাচের আবীর হাওয়ায় হানে।
ওরে পলাশ, ওরে পলাশ,
রাঙা রঙের শিখায় শিখায়
দিকে দিকে আগুন জ্বলাস্‌,
আমার মনের রাগরাগিণী
রাঙা হ'লো রঙীন তানে।

দখিন হাওয়ায় কুসুমবনের
বুকের কাঁপন থামে না-যে।
নীল আকাশে সোনার আলোয়
কচি পাতার নূপুর বাজে।

ওরে শিরীষ, ওরে শিরীষ,
মৃদু হাসির অন্তরালে
গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস্‌!
তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে
আমার হৃদয় টেনে আনে।

ওগো নদী, আপন বেগে
পাগল-পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু
গন্ধ-ভরে তন্দ্রাহারা।
আমি সদা অচল থাকি,
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়,
আমার চলা ফুলের ধারা।

ওগো নদী, চলার বেগে
পাগল-পারা,
পথে পথে বাহির হ'য়ে
আপন-হারা!
আমার চলা যায় না বলা,
আলোর পানে প্রাণের চলা,
আকাশ বোঝে আনন্দ তা'র,
বোঝে নিশার নীরব তারা।

ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে,—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।
রঙে রঙে রঙিল আকাশ,
গানে গানে নিখিল উদাস,
যেন চল চঞ্চল নব পল্লবদল
মর্ম্মরে মোর মনে মনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে।

হেরো হেরো অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ।
হাসির আঘাতে তা'র মৌন রহে না আর
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।

বাতাস ছুটিছে বনময় রে,
ফুলের না জানে পরিচয় রে।
তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে॥

মোদের যেমন খেলা তেম্‌নি-যে কাজ
জানিস্‌নে কি ভাই ?
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।
খেলা মোদের লড়াই করা,
খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই।

খেল্‌তে খেল্‌তে ফুটেছে ফুল,
খেল্‌তে খেল্‌তে ফল-যে ফলে,
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।
ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে
খেলার আগুন যখন লাগে
ভাঙাচোরা জ্ব'লে-যে হয় ছাই।

আমাদের পাক্‌বে না চুল গো,—মোদের
পাক্‌বে না চুল।
আমাদের ঝ'র্‌বে না ফুল গো,—মোদের
ঝ'র্‌বে না ফুল।
আমরা ঠেক্‌বো না তো কোনো শেষে,
ফুরোয় না পথ কোনো দেশে রে!
আমাদের ঘুচ্‌বে না ভুল গো,—মোদের
ঘুচ্‌বে না ভুল।

আমরা নয়ন মুদে ক'র্‌বো না ধ্যান
ক'র্‌বো না ধ্যান।
নিজের মনের কোণে খুঁজ্‌বো না জ্ঞান
খুঁজ্‌বো না জ্ঞান।
আমরা ভেসে চলি স্রোতে স্রোতে
সাগর পানে শিখর হ'তে রে,
আমাদের মিল্‌বে না কূল গো,—মোদের
মিল্‌বে না কূল!

আমাদের ভয় কাহারে?
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে
কী আমাদের ক'র্‌তে পারে?
আমাদের রাস্তা সোজা, নাইকো গলি,
নাইকো ঝুলি, নাইকো থলি,
ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক্‌, মোদের
পাগ্‌লামি কেউ কাড়্‌বে না রে।
আমরা চাইনে আরাম, চাইনে বিরাম,
চাইনে-যে ফল, চাইনে রে নাম,
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,
সমান খেলি জিতে হারে,—
আমাদের ভয় কাহারে?

আমরা খুঁজি খেলার সাথী।
ভোর না হ'তে জাগাই তাদের
ঘুমায় যারা সারারাতি।
আমরা ডাকি পাখীর গলায়,
আমরা নাচি বকুল তলায়,
মন ভোলাবার মন্ত্র জানি,
হাওয়াতে ফাঁদ আমরা পাতি॥
মরণকে তো মানিনে রে
কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে
লুঠ-করা ধন নিই-যে কেড়ে।
আমরা তোমার মনোচোরা,
ছাড়্‌বো না গো তোমায় মোরা,
চ'লেছো কোন্ আঁধার পানে
সেথাও জ্বলে মোদের বাতি॥

ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো,
আমি চ'ল্‌বো সাগর-পার গো!
বিদায় বেলায় এ কী হাসি,
ধ'রলি আগমনীর বাঁশি!
যাবার সুরে আসার সুরে
ক'র্‌লি একাকার গো!
সবাই আপন পানে
আমায় আবার কেন টানে?
পুরানো শীত পাতা-ঝরা,
তা'রে এমন নূতন করা?
মাঘ মরিল ফাগুন হ'য়ে
খেয়ে ফুলের মার গো!
ছাড়্ গো আমায় ছাড়্ গো—
আমি চ'ল্‌বো সাগর-পার গো!
রঙের খেলার, ভাই রে,
আমার সময় হাতে নাই রে।
তোমাদের ঐ সবুজ ফাগে
চক্ষে আমার ধাঁদা লাগে,
আমায় তোদের প্রাণের দাগে
দাগিস্‌নে ভাই, আর গো!

আমরা নূতন প্রাণের চর।
আমরা থাকি পথে ঘাটে
নাই আমাদের ঘর।
নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি
পালাবে শীত ভাব্‌ছো বুঝি?

ও সব কেড়ে নেবো, উড়িয়ে দেবো
দখিন হাওয়ার 'পর ॥
তোমায় বাঁধ্‌বো নূতন ফুলের মালায়
বসন্তের এই বন্দীশালায়।
জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে
এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে ?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে
নাই-যে অগোচর গো।

আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে
কোথায় লুকিয়ে থাকে রে ?
ছুট্‌লো বেগে ফাগুন হাওয়া
কোন্ ক্ষ্যাপামির নেশায়-পাওয়া ?
ঘূর্ণা হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্য্য-তারাকে ॥
কোন্ ক্ষ্যাপামির তালে নাচে
পাগল সাগর-নীর ?
সেই তালে-যে পা ফেলে' যাই,
রইতে নারি স্থির।
চল্ রে সোজা, ফেল্ রে বোঝা,
রেখে দে তোর রাস্তা-খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায়
রাস্তা জেগেছে ॥

চলি গো, চলি গো, যাই গো চ'লে।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন-তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙীন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে ॥
পথিক ভুবন ভালোবাসে
পথিকজনে রে।
এমন স্থরে তাই সে ডাকে
ক্ষণে ক্ষণে রে।
চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণ-ঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে।

ভালোমানুষ নইরে মোরা
ভালোমানুষ নই।
গুণের মধ্যে ঐ আমাদের
গুণের মধ্যে ঐ।
দেশে দেশে নিন্দে রটে,
পদে পদে বিপদ ঘটে,
পুঁথির কথা কইনে মোরা
উল্টো কথা কই ॥

জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে,
সকল অনাসৃষ্টি।
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি,
রইলো শনির দৃষ্টি।
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা,
রাখিনে ভাই, ফলের আশা,
আমাদের আর নাই-যে গতি
ভেসেই চলা বই॥

ওর ভাব দেখে-যে পায় হাসি। হায় হায় রে!
মরণ আয়োজনের মাঝে
ব'সে আছেন কিসের কাজে
প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী! হায় হায় রে!
এবার দেশে যাবার দিনে
আপ্‌নাকে ও নিক্‌ না চিনে',
সবাই মিলে' সাজাও ওকে
নবীন রূপের সন্ন্যাসী! হায় হায় রে!
এবার ওকে মজিয়ে দে রে
হিসাব ভুলের বিষম ফেরে!
কেড়ে নে ওর থলি থালি,
আয় রে নিয়ে ফুলের ডালি,
গোপন প্রাণের পাগ্‌লাকে ওর
বাইরে দে আজ প্রকাশি'। হায় হায় রে!

আর নাই-যে দেরি, নাই-যে দেরি।
সাম্‌নে সবার প'ড়লো ধরা
তুমি-যে ভাই, আমাদেরি।
হিমের বাহু-বাঁধন টুটি'
পাগ্‌লা ঝোরা পাবে ছুটি,
উত্তরে এই হাওয়া তোমার
বইবে উজান কুঞ্জ ঘেরি'!
আর নাই-যে দেরি, নাই-যে দেরি।
শুন্‌ছো না কি জলে স্থলে
যাদুকরের বাজ্‌লো ভেরী।
দেখ্‌ছো না কি এই আলোকে
খেল্‌ছে হাসি রবির চোখে,
শাদা তোমার শ্যামল হবে
ফির্‌বো মোরা তাই-যে হেরি॥

মোরা চ'ল্‌বো না।
মুকুল ঝরে ঝরুক্, মোরা ফ'ল্‌বো না!
সূর্য্য-তারা আগুন ভুগে'
জ্ব'লে মরুক্ যুগে যুগে,
আমরা যতই পাই না জ্বালা
জ্ব'ল্‌বো না!
বনের শাখা কথা বলে,
কথা জাগে সাগর জলে,
এই ভুবনে আমরা কিছুই
ব'ল্‌বো না!

কোথা হ'তে লাগে রে টান,
জীবনজলে ডাকে রে বান,
আমরা তো এই প্রাণের টলায়
ট'ল্‌বো না। ॥

ধীরে, বন্ধু, ধীরে ধীরে
চলো তোমার বিজন মন্দিরে।
জানিনে পথ, নাই-যে আলো,
ভিতর বাহির কালোয় কালো,
তোমার চরণশব্দ বরণ ক'রেছি
আজ এই অরণ্য গভীরে ॥
ধীরে, বন্ধু, ধীরে ধীরে।
চলো অন্ধকারের তীরে তীরে।
চ'ল্‌বো আমি নিশীথরাতে
তোমার হাওয়ার ইসারাতে,
তোমার বসনগন্ধ বরণ ক'রেছি
আজ এই বসন্ত সমীরে ॥

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফির্‌বো না রে।
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে।

কেগো তুমি ?—আমি বকুল ;
কেগো তুমি ?—আমি পারুল ;
তোমরা কে বা ?—আমরা আমের মুকুল গো
এলেম আবার আলোর পারে ॥
এবার যখন ঝ'র্‌বো মোরা
ধরার বুকে
ঝ'র্‌বো তখন হাসিমুখে !
অফুরানের আঁচল ভ'রে
ম'র্‌বো মোরা প্রাণের সুখে।
তুমি কে গো ?—আমি শিমুল ;
তুমি কে গো ?— কামিনী ফুল ;
তোমরা কে বা ?—আমরা নবীন পাতা গো
শালের বনে ভারে ভারে ॥

এই কথাটাই ছিলেম ভুলে—
মিল্‌বো আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।
অশোক বনে আমার হিয়া
নূতন পাতায় উঠ্‌বে জিয়া,
বুকের মাতন টুট্‌বে বাঁধন
যৌবনেরি কূলে কূলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ॥
বাঁশিতে গান উঠ্‌বে পূরে
নবীন রবির বাণী-ভরা
আকাশ-বীণার সোনার সুরে।

আমার মনের সকল কোণে
ভ'রবে গগন আলোক-ধনে,
কান্নাহাসির বন্যারি নীর
উঠ্‌বে আবার দুলে দুলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ॥

এবার তো যৌবনের কাছে
মেনেছো, হার মেনেছো ?
মেনেছি ।
আপন মাঝে নূতনকে আজ জেনেছো ?
জেনেছি ।
আবরণকে বরণ ক'রে
ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে !
আপনাকে আজ বাহির ক'রে এনেছো ?
এনেছি ॥
এবার আপন প্রাণের কাছে
মেনেছো, হার মেনেছো ?
মেনেছি ।
মরণ মাঝে অমৃতকে জেনেছো ?
জেনেছি ।
লুকিয়ে তোমার অমরপুরী
ধূলা-অসুর করে চুরি,
তাহারে আজ মরণ আঘাত হেনেছো ?
হেনেছি ॥

এতদিন-যে ব'সেছিলেম
পথ চেয়ে আর কাল গুণে',
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।
বালক বীরের বেশে তুমি ক'র্‌লে বিশ্বজয়—
এ কী গো বিস্ময়!
অবাক্‌ আমি তরুণ গলার
গান শুনে'॥
গন্ধে উদাস হাওয়ার মতো
উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।
তরুণ হাসির আড়ালে কোন্‌
আগুন ঢাকা রয়—
এ কী গো বিস্ময়!
অস্ত্র তোমার গোপন রাখো
কোন্‌ তূণে!

তুই ফেলে এসেছিস্‌ কারে? (মন, মন রে আমার)
তাই জনম গেল, শান্তি পেলিনা রে! (মন, মন রে আমার)
যে-পথ দিয়ে চ'লে এলি
সে-পথ এখন ভুলে' গেলি,
কেমন ক'রে ফির্‌বি তাহার দ্বারে? (মন, মন রে আমার)
নদীর জলে থাকি রে কান পেতে,
কাঁপে-যে প্রাণ পাতার মর্ম্মরেতে।

মনে হয় রে পাবো খুঁজি'
ফুলের ভাষা যদি বুঝি,
পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে ॥ (মন, মন রে আমার)

আমি যাবো না গো অম্‌নি চ'লে।
মালা তোমার দেবো গলে।
অনেক সুখে অনেক দুখে
তোমার বাণী নিলেম বুকে,
ফাগুন শেষে যাবার বেলা
আমার বাণী যাবো ব'লে ॥
কিছু হ'লো, অনেক বাকি ;
ক্ষমা আমায় ক'র্‌বে না কি ?
গান এসেছে সুর আসে নাই
হ'লো না-যে শোনানো তাই,
সে-সুর আমার রইলো ঢাকা
নয়নজলে নয়নজলে ॥

সবাই যারে সব দিতেছে
তা'র কাছে সব দিয়ে ফেলি।
ক'বার আগে চাবার আগে
আপনি আমায় দেবো মেলি'।
নেবার বেলা হ'লেম ঋণী,
ভিড় ক'রেছি, ভয় করিনি,

এখনো ভয় ক'র্‌বো না রে,
দেবার খেলা এবার খেলি॥
প্রভাত তারি সোনা নিয়ে
বেরিয়ে পড়ে নেচে কুঁদে।
সন্ধ্যা তা'রে প্রণাম ক'রে
সব সোনা তা'র দেয় রে শুধে'।
ফোটা ফুলের আনন্দ রে
ঝরা ফুলেই ফলে ধরে,
আপ্‌নাকে ভাই, ফুরিয়ে-দেওয়া
চুকিয়ে দে তুই বেলাবেলি?

বসন্তে ফুল গাঁথ্‌লো আমার
জয়ের মালা।
বইলো প্রাণে দখিন হাওয়া
আগুন-জ্বালা।
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে
মিছে রে ঐ কেঁদে মরে,
মরণ এবার আন্‌লো আমার
বরণ ডালা॥
যৌবনেরি ঝড় উঠেছে
আকাশ পাতালে।
নাচের তালের ঝঙ্কারে তা'র
আমায় মাতালে।
কুড়িয়ে নেবার ঘুচলো পেশা,
উড়িয়ে দেবার লাগ্‌লো নেশা,
আরাম বলে, "এলো আমার
যাবার পালা!"

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখ্‌বো, যখন
আলোক নাহি রে।
ধরায় যখন দাও না ধরা
হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
এখন তোমার আপন আলোয়
তোমায় চাহি রে॥
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম
খেলার ঘরেতে।
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে
প্রলয় ঝড়েতে।
থাক্ তবে সেই কেবল খেলা,
হোক্ না এখন প্রাণের মেলা,—
তারের বীণা ভাঙ্‌লো, হৃদয়-
বীণায় গাহি রে॥

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়!
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ,
জয়ী রে আনন্দগান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম,
জয়ী জ্যোতির্ম্ময় রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়!

ছাড়ো ঘুম মেলো চোখ,
অবসাদ দূর হোক্,
আশার অরুণালোক
হোক্ অভ্যুদয় রে ॥

তোমায় নতুন ক'রেই পাবো ব'লে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ—
ও মোর ভালোবাসার ধন।
দেখা দেবে ব'লে তুমি
হও-যে অদর্শন,
ও মোর ভালোবাসার ধন।
ও গো তুমি আমার নও আড়ালের,
তুমি আমার চিরকালের,
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে
হও-যে নিমগন,
ও মোর ভালোবাসার ধন ॥
আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি
ভয়ে কাঁপে মন—
প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।
তোমার শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে
শেষ ক'রে দাও আপনাকে-যে,
ঐ হাসিরে দেয় ধুয়ে মোর
বিরহের রোদন—
ও মোর ভালোবাসার ধন ॥

আয় রে তবে, মাত্ রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে!
পিছন-পানের বাঁধন হ'তে
চল্ ছুটে' আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে,
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে॥
বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
অকূল প্রাণের সাগর-তীরে
ভয় কী রে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে?
যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে॥

আনন্দ-গান উঠুক্ তবে বাজি'
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।
অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পরে আজি
পারের তরী থাকুক্ ভাসিতে।
যাবার হাওয়া ঐ-যে উঠেছে,—ওগো
ঐ-যে উঠেছে,
সারারাত্রি চক্ষে আমার
ঘুম-যে ছুটেছে।
হৃদয় আমার উঠ্‌ছে দুলে দুলে
অকূল জলের অট্টহাসিতে,
কে গো তুমি দাও দেখি তান তুলে
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।

হে অজানা, অজানা সুর নব
বাজাও আমার ব্যথার বাঁশিতে,
হঠাৎ এবার উজান হাওয়ায় তব
পারের তরী থাক্ না ভাসিতে।
কোনো কালে হয়নি যারে দেখা—ওগো
তারি বিরহে
এমন ক'রে ডাক দিয়েছে,
ঘরে কে রহে ?
বাসার আশা গিয়েছে মোর ঘুরে,
ঝাঁপ দিয়েছি আকাশরাশিতে ;
পাগল, তোমার সৃষ্টিছাড়া সুরে
তান দিয়ো মোর ব্যথার বাঁশিতে ॥

তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ শিশির ছলছল,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ঐ রৌদ্রে ঝলমল,
এমনি নিবিড় ক'রে
এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভ'রে
তাই তো আমি জানি
বিপুল বিশ্বভুবনখানি
অকূল মানস-সাগর-জলে কমল টলমল।
তাই তো আমি জানি
আমি বাণীর সাথে বাণী,
আমি গানের সাথে গান
আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,
আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা আলোক জ্বলজ্বল।

রাখো রাখো রে জীবনে জীবনবল্লভে
প্রাণমনে ধরি' রাখো নিবিড় আনন্দ-বন্ধনে।
আলো জ্বালো হৃদয়-দীপে
অতি নিভৃত অন্তর মাঝে,
আকুলিয়া দাও প্রাণ গন্ধ চন্দনে॥

হে নিখিল ভার-ধারণ বিশ্ববিধাতা,
হে বল-দাতা মহাকালরথ-সারথি।
তব নাম-জপমালা গাঁথে রবি শশি তারা,
অনন্ত দেশ কাল জপে দিবারাতি॥

প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে
অলস রে ওরে জাগো জাগো।
শোনো রে চিত্তভবনে অনাদি শঙ্খ বাজিছে—
অলস রে ওরে জাগো জাগো॥

ঘোর দুঃখে জাগিনু ঘনঘোরা যামিনী
একেলা হায় রে, তোমার আশা হারায়ে।
ভোর হ'লো নিশা, জাগে দশদিশা,
আছি দ্বারে দাঁড়ায়ে
উদয়-পথপানে দুই বাহু বাড়ায়ে॥

ডাকে বার বার ডাকে,
শোনো রে দুয়ারে দুয়ারে আঁধারে আলোকে।
কত সুখ দুঃখ শোকে কত মরণে জীবন লোকে,
ডাকে বজ্র ভয়ঙ্কর রবে,
সুধা সঙ্গীতে ডাকে দ্যুলোকে ভূলোকে ॥

তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে
জীর্ণ ভবনে শূন্য জীবনে ;
হৃদয় শুকাইল প্রেম বিহনে।
গহন আঁধার কবে পুলকে পূর্ণ হবে,
ওহে আনন্দময়, তোমার বীণা রবে,
পশিবে পরাণে তব সুগন্ধ বসন্ত পবনে ॥

তোমার নয়ন আমায় বারে-বারে
ব'লেছে গান গাহিবারে।
ফুলে ফুলে তারায় তারায়
ব'লেছে সে কোন্ ইসারায়
দিবসরাতির মাঝ কিনারায়
ধূসর আলোয় অন্ধকারে।
গাইনে কেন কী কবো তা
কেন আমার আকুলতা।
ব্যথার মাঝে লুকায় কথা
সুর-যে হারাই অকুল পারে।

যেতে যেতে গভীর স্রোতে
ডাক দিয়েছো তরী হ'তে।
ডাক দিয়েছো ঝড় তুফানে,
বোবা মেঘের বজ্র গানে,
ডাক দিয়েছো মরণ পানে
শ্রাবণ রাতের উতল ধারে।
যাইনে কেন জানো না কি
তোমার পানে মেলে আঁখি,
কূলের ঘাটে ব'সে থাকি
পথ কোথা পাই পারাবারে॥

প্রবাসী। ১৩২২ কার্তিক।

কান্না-হাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে চিরজীবন বইবো গানের ডালা;
এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ-ঢালা?
তাই কি আমার ঘুম ছুটেছে বাঁধ টুটেছে মনে,
ক্ষ্যাপা হাওয়ার ঢেউ উঠেছে চির-ব্যথার বনে,
কাঁপে আমার দিবা নিশার সকল আঁধার আলা।
এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ-ঢালা?
রাতের বাসা হয়নি বাঁধা, দিনের কাজে ত্রুটি,
বিনা কাজের সেবার মাঝে পাইনে আমি ছুটি।
শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে,
অশান্তি-যে আঘাত করে তাইতো বীণা বাজে।
নিত্য র'বে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা,
এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ-ঢালা?

ওরে আমার হৃদয় আমার, কখন তোরে প্রভাতকালে
দীপের মতো গানের স্রোতে কে ভাসালে ?
যেন রে তুই হঠাৎ বেঁকে
শুক্‌নো ডাঙায় যাস্‌নে ঠেকে,
জড়াস্‌নে শৈবালের জালে।
তীর-যে হেথায় স্থির র'য়েছে,
ঘরের প্রদীপ সে জ্বালালো,
অচল রহে তাহার আলো।
গানের প্রদীপ তুই-যে,—গানে
চ'ল্‌বি ছুটে' অকূল পানে
চপল ঢেউয়ের আকুল তালে ॥

———

কাল রাতের বেলা গান এলো মোর মনে,
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে।
যে-কথাটি ব'ল্‌বো তোমায় ব'লে
কাট্‌লো জীবন নীরব চোখের জলে,
সেই কথাটি সুরের হোমানলে
উঠলো জ্ব'লে একটি আঁধার ক্ষণে।
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে ॥
ভেবেছিলেম আজ্‌কে সকাল হ'লে
সেই কথাটি তোমায় যাবো ব'লে।
ফুলের উদাস সুবাস বেড়ায় ঘুরে
পাখীর গানে আকাশ গেল পূরে ;
সেই কথাটি লাগ্‌লো না সেই সুরে
যত প্রয়াস করি পরাণ পণে—
যখন তুমি আছ আমার সনে ॥

গানের সুরের আসন খানি
পাতি পথের ধারে।
ওগো পথিক, তুমি এসে
ব'স্‌বে বারে বারে।
ঐ-যে তোমার ভোরের পাখী
নিত্য করে ডাকাডাকি,
অরুণ আলোর খেয়ায় যখন
এসো ঘাটের পারে,
মোর প্রভাতীর গানখানিতে
দাঁড়াও আমার দ্বারে॥
আজ সকালে মেঘের ছায়া
লুটিয়ে পড়ে বনে,
জল ভ'রেছে ঐ গগনের
নীল নয়নের কোণে।
আজ্‌কে এলে নতুন বেশে
তালের বনে মাঠের শেষে,
অম্‌নি চ'লে যেয়োনাকো
গোপন সঞ্চারে।
দাঁড়িয়ো আমার মেঘ্‌লা গানের
বাদল অন্ধকারে।

এম্‌নি ক'রেই যায় যদি দিন যাক্‌ না।
মন উড়েছে উড়ুক্‌ না রে
মেলে দিয়ে গানের পাখ্‌না॥
আজ্‌কে আমার প্রাণ-ফোয়ারার সুর ছুটেছে
দেহের বাঁধ টুটেছে ;

মাথার 'পরে খুলে গেছে
আকাশের ঐ সুনীল ঢাক্না ॥
ধরণী আজ মেলেছে তা'র হৃদয়খানি,
সে যেন রে কেবল বাণী।
কঠিন মাটি মনকে আজি দেয় না বাধা
সে কোন্ সুরে সাধা ;
বিশ্ব বলে মনের কথা,
কাজ প'ড়ে আজ থাকে থাক্না।

আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা,
এসো হে গোপনে,
আমার স্বপনলোকে দিশাহারা।
ওগো অন্ধকারের অন্তরধন
দাও ঢেকে মোর পরাণ মন,
আমি চাইনে তপন চাইনে তারা ॥
যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে
নিয়ো গো, নিয়ো গো,
আমার ঘুম নিয়ো গো হরণ ক'রে।
আমার একলা ঘরে চুপে চুপে
এসো কেবল সুরের রূপে,
দিয়ো গো, দিয়ো গো,
আমার চোখের জলের দিয়ো সাড়া।

প্রবাসী ১৩২২ শ্রাবণ

এই তো ভালো লেগেছিলো আলোর নাচন পাতায় পাতায়,
শালের বনে ক্ষ্যাপা হাওয়া এই তো আমার মনকে মাতায়।

রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে
হাটের পথিক চলে ধেয়ে,
ছোটো মেয়ে ধূলায় ব'সে খেলার ডালি একলা সাজায়,—
সামনে চেয়ে এই যা দেখি চোখে আমার বীণা বাজায় ॥
আমার এ যে বাঁশের বাঁশী মাঠের সুরে আমার সাধন,
আমার মনকে বেঁধেছে রে এই ধরণীর মাটির বাঁধন।
নীল আকাশের আলোর ধারা
পান ক'রেছে নতুন যারা
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া নিয়েছি মোর দু-চোখ পূরে,
আমার বীণায় সুর বেঁধেছি ওদের কচি গলার সুরে ॥
দূরে যাবার খেয়াল হ'লে সবাই মোরে ঘিরে থামায়,
গাঁয়ের আকাশ সজ্‌নে-ফুলের হাত্‌ছানিতে ডাকে আমায়।
ফুরায়নি ভাই, কাছের সুধা,
নাই যে রে তাই দূরের ক্ষুধা;
এই-যে এ-সব ছোটো খাটো পাইনি এদের কূল-কিনারা,
তুচ্ছ দিনের গানের পালা আজো আমার হয়নি সারা ॥
লাগ্‌লো ভালো মন ভোলালো এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই;
দিনে রাতে সময় কোথা, কাজের কথা তাইতো এড়াই।
ম'জেছে মন মজ্‌লো আঁখি,
মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি;
ওদের আছে অনেক আশা ওরা করুক্ অনেক জড়ো,
আমি কেবল গেয়ে বেড়াই চাইনে হ'তে আরো বড়ো ॥

যখন পড়্‌বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
বাইবো না মোর খেয়া তরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেবো বেচা কেনা,
মিটিয়ে দেবো লেনা-দেনা,

বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে ;
আমায় তখন নাইবা মনে রাখ্‌লে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাক্‌লে ॥

যখন জ'ম্‌বে ধূলা তানপূরাটার তারগুলায়—
কাঁটা-লতা উঠ্‌বে ঘরের দ্বারগুলায়,
ফুলের বাগান, ঘন ঘাসের
প'র্‌বে সজ্জা বন-বাসের,
শ্যাওলা এসে ঘির্‌বে দিঘির ধার্‌গুলায়,
আমায় তখন নাইবা মনে রাখ্‌লে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাক্‌লে ॥

তখন এম্‌নি ক'রেই বাজ্‌বে বাঁশি এই নাটে,
কাট্‌বে গো দিন যেমন আজো দিন কাটে।
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী
এম্‌নি সেদিন উঠ্‌বে ভরি',
চ'র্‌বে গোরু, খেল্‌বে রাখাল ঐ মাঠে।
আমায় তখন নাইবা মনে রাখ্‌লে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাক্‌লে ॥

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি !
সকল খেলায় ক'র্‌বে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাক্‌বে মোরে,
বাঁধ্‌বে নতুন বাহুর ডোরে,
আস্‌বো যাবো চিরদিনের সেই-আমি !
আমায় তখন নাইবা মনে রাখলে !
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাক্‌লে ॥

তোমার হ'লো সুরু, আমার হ'লো সারা,
তোমায় আমায় মিলে এম্‌নি বহে ধারা।
তোমার জ্বলে বাতি,
তোমার ঘরে সাথী,—
আমার তরে রাতি,
আমার তরে তারা।
তোমার আছে ডাঙা, আমার আছে জল,
তোমার ব'সে থাকা, আমার চলাচল।
তোমার হাতে রয়,
আমার হাতে ক্ষয়,
তোমার মনে ভয়,
আমার ভয় হারা॥

———

আমার একটি কথা বাঁশি জানে,
বাঁশিই জানে।
ভ'রে রৈলো বুকের তলা
কারো কাছে হয়নি বলা,
কেবল ব'লে গেলেম বাঁশির
কানে কানে॥
আমার চোখে ঘুম ছিল না
গভীর রাতে,
চেয়ে ছিলেম, চেয়ে-থাকা
তারার সাথে।
এম্‌নি গেল সারারাতি,
পাইনি আমার জাগার সাথী,
বাঁশিটিরে জাগিয়ে গেলেম
গানে গানে॥

———

কোন্ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এলো
আশ্বিনেরি আঙিনায়।
দুলিয়ে জটা ঘনঘটা
পাগল হাওয়ার গান সে গায়।
মাঠে মাঠে পুলক লাগে
ছায়ানটের নৃত্য রাগে,
শরৎ রবির সোনার আলো
উদাস হ'য়ে মিলিয়ে যায়॥
কী কথা সে ব'ল্‌তে এলো
ভরা ক্ষেতের কানে কানে।
লুটিয়ে-পড়া কিসের কাঁদন
উঠেছে আজ নবীন ধানে।
মেঘে অধীর আকাশ কেন,
ডানা-মেলা গরুড় যেন,
পথ-ভোলা এই পথিক এসে
পথের বেদন আন্‌লো ধরায়।

পোহালো পোহালো বিভাবরী ;
পূর্ব্ব তোরণে শুনি বাঁশরী।
নাচে তরঙ্গ, তরী অতি চঞ্চল,
কম্পিত অংশুক-কেতন-অঞ্চল,
পল্লবে পল্লবে পাগল জাগল
লালস আলস পাসরি'।
উদয়-অচলতল সাজিল নন্দন,
গগনে গগনে বনে জাগিল বন্দন,
কনককিরণঘন শোভন স্যন্দন
নামিছে শারদ সুন্দরী।

দশদিক-অঙ্গনে দিগঙ্গনাদল
ধ্বনিল শূন্য ভরি' শঙ্খ সুমঙ্গল,
চলো রে চলো চলো তরুণযাত্রীদল
তুলি' নব মালতী মঞ্জরী ॥

ও দেখা দিয়ে যে চ'লে গেল,
ও চুপি চুপি কী ব'লে গেল।
ও যেতে যেতে গো কাননেতে গো
কত-যে ফুল দ'লে গেল।
মনে মনে কী ভাবে কে জানে,
মেতে আছে ও যেন কী গানে,
নয়ন হানে আকাশ পানে
চাঁদের হিয়া গ'লে গেল।
ও পায়ে পায়ে-যে বাজায়ে চলে
বীণার ধ্বনি তৃণের দলে।
কে জানে কারে ভালো কি বাসে,
বুঝিতে নারি কাঁদে কি হাসে,
জানিনে ও কি ফিরিয়া আসে,
জানিনে ও কি ছ'লে গেল?

ব্যাকুল বকুলের ফুলে
ভ্রমর মরে পথ ভুলে'।
আকাশে কী গোপন বাণী
বাতাস করে কানাকানি,

বনের অঞ্চল খানি
পুলকে উঠে দুলে দুলে।
বেদনা সুমধুর হ'য়ে
ভুবনে গেল আজি ব'য়ে।
বাঁশিতে মায়া-তান পূরি'
কে আজি মন করে চুরি,
নিখিল তাই মরে ঘুরি'
বিরহ-সাগরের কূলে।

কাঁপিছে দেহলতা থরথর;
চোখের জলে আঁখি ভরভর।
দোদুল তমালেরি বনছায়া
তোমারি নীল বাসে নিল কায়া,
বাদল নিশীথেরি ঝরঝর
তোমার আঁখি 'পরে ভরভর।
যে-কথা ছিল তব মনে মনে
চমকে অধরের কোণে কোণে।
নীরব হিয়া তব দিল ভরি'
কী মায়া স্বপনে-যে, মরি মরি,
আঁধার কাননের মরমর
বাদল নিশীথের ঝরঝর॥

ওহে সুন্দর মরি মরি
তোমায় কী দিয়ে বরণ করি?
তব ফাল্গুন যেন আসে
আজি মোর পরাণের পাশে

দেয় স্থধারস ধারে-ধারে
মম অঞ্চল ভরি' ভরি' ॥
মধু সমীর দিগঞ্চলে
আনে পুলক পূজাঞ্জলি ;
মম হৃদয়ের পথতলে
যেন চঞ্চল আসে চলি'।
মম মনের বনের শাখে
যেন নিখিল কোকিল ডাকে,
যেন মঞ্জরী-দীপ-শিখা
নীল-অম্বরে রাখে ধরি'।

সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে
কে তা'রে বাঁধ্‌লো অকারণে।
গতি-রাগের সে ছিল গান, আলো ছায়ার সে ছিল প্রাণ,
আকাশকে সে চ'ম্‌কে দিত বনে।
কে তা'রে বাঁধ্‌লো অকারণে ॥
মেঘ্‌লা দিনের আকুলতা বাজিয়ে যেতো পায়ে
তমাল ছায়ে ছায়ে।
ফাল্গুনে সে পিয়াল-তলায় কে জানিত কোথায় পলায়
দখিন হাওয়ার চঞ্চলতার সনে।
কে তা'রে বাঁধ্‌লো অকারণে ॥

না হয় তোমার যা হ'য়েছে তাই হ'লো ;
আরো কিছু নাই হ'লো, নাই হ'লো, নাই হ'লো।
কেউ যা কভু দেয় না ফাঁকি
সেইটুকু তোর থাক্ না বাকি ;
পথেই না হয় ঠাঁই হ'লো,
আরো কিছু নাই হ'লো, নাই হ'লো, নাই হ'লো !
চল্ রে সোজা বীণার তারে ঘা দিয়ে
ডাইনে বাঁয়ে দৃষ্টি তোমার না দিয়ে।
হারিয়ে চলিস্ পিছনেরে,
সাম্‌নে যা পাস্ কুড়িয়ে নে রে—
খেদ কিরে তোর যাই হ'লো—
আরো কিছু নাই হ'লো, নাই হ'লো, নাই হ'লো ॥

দুয়ার মোর পথপাশে
সদাই তা'রে খুলে রাখি।
কখন্ তা'র রথ আসে
ব্যাকুল হ'য়ে জাগে আঁখি।
শ্রাবণে শুনি দূর মেঘে
লাগায় গুরু গরগর,
ফাগুনে শুনি বায়ু বেগে
জাগায় মৃদু মরমর ;
আমার বুকে উঠে জেগে
চমক তা'র থাকি' থাকি'।
কখন্ তা'র রথ আসে
ব্যাকুল হ'য়ে জাগে আঁখি।

সবাই দেখি যায় চ'লে
 পিছন পানে নাহি চেয়ে।
উতলরোলে কল্লোলে
 পথের গান গেয়ে গেয়ে।
শরৎ মেঘ যায় ভেসে
 উধাও হ'য়ে কত দূরে,
যেথায় সব পথ মেশে
 গোপন কোন্ সুর-পুরে।
স্বপনে ওড়ে কোন্ দেশে
 উদাস মোর মন পাখী॥

আমারে বাঁধ্‌বি তোরা সেই বাঁধন কি
 তোদের আছে?
আমি-যে বন্দী হ'তে সন্ধি করি
 সবার কাছে।
সন্ধ্যা-আকাশ বিনা ডোরে
 বাঁধ্‌লো মোরে গো;
নিশিদিন বন্ধহারা নদীর ধারা
 আমায় যাচে।
যে-কুসুম আপনি ফোটে আপনি ঝরে
 রয় না ঘরে গো
তা'রা-যে সঙ্গী আমার বন্ধু আমার
 চায় না পাছে॥
আমারে ধ'র্‌বি ব'লে মিথ্যে সাধা।
আমি-যে নিজের কাছে নিজের গানের সুরে বাঁধা।

আপনি যাহার প্রাণ ছুলিল

মন ভুলিল গো,

সে-মানুষ আগুন ভরা, প'ড়লে ধরা

সে কি বাঁচে ?

সে-যে ভাই, হাওয়ার সখা, ঢেউয়ের সাথী

দিবারাতি গো।

কেবলি এড়িয়ে চলার ছন্দে তাহার

রক্ত নাচে।

ঐ সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে

বাজ্‌লো ভেরী, বাজ্‌লো ভেরী।

কখন্‌ আমার খুল্‌বে দুয়ার

নাইকো দেরি, নাইকো দেরি।

তোমার তো নয় ঘরের মেলা

কোণের খেলা গো,

তোমার সঙ্গে বিষম রঙ্গে

জগৎ জুড়ে ফেরাফেরি।

মরণ তোমার পারের তরী,

কাঁদন তোমার পালের হাওয়া,

তোমার বীণা বাজায় প্রাণে

বেরিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া।

ভাঙ্‌লো যাহা প'ড়্‌লো ধূলায়

যাক্‌ না চুলায় গো।

ভর্‌লো যা তাই দেখ্‌নারে ভাই,

বাতাস ঘেরি' আকাশ ঘেরি'॥

জাগরণে যায় বিভাবরী ;
আঁখি হ'তে ঘুম নিল হরি'
মরি মরি !
যার লাগি' ফিরি একা একা,
আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা,
তারি বাঁশি ওগো তারি বাঁশি
তারি বাঁশি বাজে হিয়া ভরি'
মরি মরি ॥
বাণী নাহি, তবু কানে কানে
কী-যে শুনি তাহা কেবা জানে।
এই হিয়া ভরা বেদনাতে,
বারি-ছলছল আঁখি-পাতে
ছায়া দোলে তারি ছায়া দোলে
ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি'
মরি মরি ॥

"আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।
সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকালবেলার মল্লিকা,
আমায় চেনো কি ?"
"চিনি তোমায় চিনি নবীন পান্থ,
বনে বনে ওড়ে তোমার
রঙীন বসন-প্রান্ত।
ফাগুন প্রাতের উতলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী,
তোমার পথে আমরা ভেসেছি ॥"

"পথভোলা এক পথিক এসেছি।
ঘর-ছাড়া এই পাগলটাকে
এমন ক'রে কে গো ডাকে
করুণ গুঞ্জরি'
যখন্ বাজিয়ে বীণা বনের পথে
বেড়াই সঞ্চরি' ?"
"আমি তোমায় ডাক দিয়েছি, ওগো উদাসী,
আমি আমের মঞ্জরী।
তোমায় চোখে দেখার আগে
তোমার স্বপন চোখে লাগে,
বেদন জাগে গো,—
না চিনিতেই ভালো বেসেছি ॥"
"পথভোলা এক পথিক এসেছি।
যখন ফুরিয়ে বেলা চুকিয়ে খেলা
তপ্ত ধূলার পথে
যাবো ঝরা ফুলের রথে—
তখন সঙ্গ কে ল'বি ?"
"লবো আমি মাধবী।"
"যখন্ বিদায়-বাঁশির সুরে সুরে
শুক্‌নো পাতা যাবে উড়ে',
সঙ্গে কে র'বি ?"
"আমি রবো, উদাস হবো ওগো উদাসী,
আমি তরুণ করবী।"
"বসন্তের এই ললিত রাগে
বিদায়-ব্যথা লুকিয়ে জাগে ;
ফাগুন দিনে গো
কাঁদন-ভরা হাসি হেসেছি।
আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি ॥"

তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক,
দেখি নাই তোমারে।
হঠাৎ স্বপনসম দেখা দিলে
বনেরি কিনারে।
ফাগুনে-যে বান ডেকেছে
মাটির পাথারে
তোমার সবুজ পালে লাগ্‌লো হাওয়া
এলে জোয়ারে ॥
কোন্ দেশে-যে বাসা তোমার
কে জানে ঠিকানা।
কোন্ গানের সুরের পারে, তাহার
পথের নাই নিশানা।
তোমার সেই দেশেরি তরে
আমার মন-যে কেমন করে,
তোমার মালার গন্ধে তারি আভাস
আমার প্রাণে বিহারে।

কবে তুমি আস্‌বে ব'লে রইবো না ব'সে
আমি চ'ল্‌বো বাহিরে।
শুক্‌নো ফুলের পাতাগুলি প'ড়্‌ছেছে খ'সে
আর সময় নাহি রে।
ওরে বাতাস দিল দোল, দিল দোল,
এবার ঘাটের বাঁধন খোল্, ও তুই খোল্!
মাঝ-নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে
তরী বাহি রে!

আজ শুক্লা একাদশী,
হেরো নিদ্রাহারা শশী,
ঐ স্বপ্ন-পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি'।
তোর পথ জানা নাই, নাইবা জানা নাই,
তোর নাই মানা নাই, মনের মানা নাই ;
সবার সাথে চ'ল্‌বি রাতে
সাম্‌নে চাহি রে ॥

ছিল যে পরাণের অন্ধকারে
এলো সে ভুবনের আলোক-পারে।
স্বপন বাঁধা টুটি'
বাহিরে এলো ছুটি',
অবাক আঁখি দুটি
হেরিল তা'রে।
মালাটি গেঁথেছিনু অশ্রুধারে,
তা'রে-যে বেঁধেছিনু সে মায়া-হারে।
নীরব বেদনায়
পূজিনু যারে হায়,
নিখিল তারি গায়
বন্দনা রে ॥

যে-কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে
সে-কাঁদনে সেও কাঁদিল,
যে-বাঁধনে মোরে বাঁধিছে
সে-বাঁধনে তা'রে বাঁধিল।

পথে পথে তা'রে খুঁজিনু,
মনে মনে তা'রে পূজিনু,
সে পূজার মাঝে লুকায়ে
আমারেও সে-যে সাধিল।
এসেছিলো মন হরিতে
মহা-পারাবার পারায়ে।
ফিরিল না আর তরীতে,
আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনারি মাধুরী
আপনারে করে চাতুরী,
ধরিবে, কি ধরা দিবে সে,
কী ভাবিয়া ফাঁদ ফাদিল।

তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি
হৃদয় মাঝে বিছাও আনি'
রাতের তারা, দিনের রবি,
আঁধার আলোর সকল ছবি,
তোমার আকাশ-ভরা সকল বাণী
হৃদয় মাঝে বিছাও আনি'
তোমার ভুবন-বীণার সকল সুরে
হৃদয় পরাণ দাওনা পূরে।
দুঃখ সুখের সকল হরষ,
ফুলের পরশ, ঝড়ের পরশ
তোমার করুণ শুভ উদার পাণি
হৃদয় মাঝে দিক্ না আনি'।

অশ্রুনদীর সুদূর পারে
ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।
নিজের হাতে নিজে বাঁধা, ঘরে আধা, বাইরে আধা,
এবার ভাসাই সন্ধ্যা হাওয়ায় আপনারে॥
কাট্‌লো বেলা হাটের দিনে
লোকের কথার বোঝা কিনে'।
কথার সে-ভার নামা রে মন, নীরব হ'য়ে শোন্ দেখি শোন্
পারের হাওয়ায় গান বাজে কোন্ বীণার তারে॥

তুমি একলা ঘরে ব'সে ব'সে কী সুর বাজালে
প্রভু, আমার জীবনে।
তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে
প্রভু, গভীর গোপনে।
দিনের আলোর আড়াল টানি'
কোথায় ছিলে নাহি জানি,
অস্ত-রবির তোরণ হ'তে চরণ বাড়ালে
আমার রাতের স্বপনে॥
আমার হিয়ায় হিয়ায় বাজে আকুল আঁধার যামিনী
সে-যে তোমার বাঁশরী।
আমি শুনি তোমার আকাশ-পারের তারার রাগিণী
আমার সকল পাশরি।
কানে আসে আশার বাণী
খোলা পাবো দুয়ারখানি
রাতের শেষে শিশির-ধোয়া প্রথম সকালে
তোমার করুণ কিরণে॥

কোন্ সুদূর হ'তে আমার মনোমাঝে
বাণীর ধারা বহে। (আমার প্রাণে প্রাণে)
কখন্ শুনি কখন্ শুনি না-যে
কখন্ কী-যে কহে। (আমার কানে কানে)
আমার ঘুমে আমার কোলাহলে,
আমার আঁখি-জলে (তাহারি সুর)
তাহারি সুর জীবন গুহাতলে
গোপন গানে রহে॥ (আমার কানে কানে)
কোন্ ঘন গহন বিজন তীরে তীরে
তাহার ভাঙা গড়া, (ছায়ার তলে তলে)
আমি জানি না কোন্ দক্ষিণ সমীরে
তাহার ওঠা পড়া; (ঢেউয়ের ছলছলে)
এই ধরণীরে গগন-পারের ছাঁদে
সে-যে তারার সাথে বাঁধে,
সুখের সাথে দুখ মিলায়ে কাঁদে,—
"এ নহে এই নহে।" (কাঁদে কানে কানে)॥

———

আয় আয়রে পাগল ভুল্‌বি রে চল্ আপনাকে!
তোর একটুখানির আপনাকে।
তুই ফিরিস্‌নে আর এই চাকাটার ঘুরপাকে।
কোন্ হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ উঠে
তোর ঘরের আগল যায় টুটে',
ওরে সুযোগ ধ'রিস্ বেরিয়ে প'ড়িস্ সেই ফাঁকে,
তোর দুয়ার-ভাঙার সেই ফাঁকে॥
নানান্ গোলে তুফান তোলে চারদিকে,
বুঝিস্‌নে মন ফির্‌বে কখন্ কার দিকে।

তোর আপন বুকের মাঝখানে
কী-যে বাজায় কে-যে সেই জানে,
ওরে পথের খবর মিল্‌বে রে তোর সেই ডাকে।
তোর আপন বুকের সেই ডাকে ॥

অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন একটুখানি পাওয়া,
সেইটুকুতেই জাগায় দখিন হাওয়া।
দিনের পরে দিন চ'লে যায় যেন তা'রা পথের স্রোতেই ভাসা,
বাহির হ'তেই তাদের যাওয়া-আসা;
কখন্ আসে একটি সকাল সে যেন মোর ঘরেই বাঁধে বাসা,
সে যেন মোর চিরদিনের চাওয়া ॥
হারিয়ে-যাওয়া আলোর মাঝে কণা কণা কুড়িয়ে পেলেম যারে
রইলো গাঁথা মোর জীবনের হারে;
সেই-যে আমার জোড়া-দেওয়া ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা
সেই নিয়ে আজ সাজাই আমার থালা।
এক পলকের পুলক যত, এক নিমেষের প্রদীপখানি জ্বালা,
একতারাতে আধখানা গান্ গাওয়া ॥

আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে আস্‌বে যদি শূন্য হাতে
আমি তাইতে কি ভয় মানি?
জানি জানি বন্ধু জানি
তোমার আছে তো হাতখানি।
চাওয়া-পাওয়ার পথে পথে দিন কেটেছে কোনোমতে
এখন সময় হ'লো তোমার কাছে আপনাকে দিই আনি'।

জানি জানি বন্ধু জানি
তোমার আছে তো হাতখানি।
আঁধার থাকুক্ দিকে দিকে আকাশ অন্ধ করা,
তোমার পরশ থাকুক্ আমার হৃদয় ভরা।
জীবন দোলায় দুলে দুলে আপনারে ছিলেম ভুলে
এখন জীবন মরণ দু-দিক দিয়ে নেবে আমায় টানি'।
জানি, জানি বন্ধু জানি
তোমার আছেতো হাতখানি॥

সবার সাথে চ'ল্‌তেছিলো অজানা এই পথের অন্ধকারে
কোন্ সকালের হঠাৎ আলোয় পাশে আমার দেখ্‌তে পেলেম তা'রে।
এক নিমেষেই রাত্রি হ'লো ভোর, চিরদিনের ধন যেন সে মোর,
পরিচয়ের অন্ত যেন কোনোখানেই নাইকো একেবারে;
চেনা কুসুম ফুটে আছে না-চেনা এই গহন বনের ধারে,
অজানা এই পথের অন্ধকারে॥
জানি আমি দিনের শেষে সন্ধ্যা-তিমির নাম্‌বে পথের মাঝে,
আবার কখন্ প'ড়বে আড়াল, দেখা-শোনার বাঁধন র'বে না যে।
তখন আমি পাবো মনে মনে পরিচয়ের পরশ ক্ষণে ক্ষণে,
জান্‌বো চিরদিনের পথে আঁধার-আলোয় চ'ল্‌ছি সারে সারে;
হৃদয়মাঝে দেখ্‌বে খুঁজে একটি মিলন সব-হারানোর পারে।
অজানা এই পথের অন্ধকারে॥

আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে, দিবস গেলে ক'র্‌বো নিবেদন
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।
কখন্ বেলা-শেষের ছায়ায় পাখীরা যায় আপন কুলায় মাঝে,
সন্ধ্যা-পূজার ঘণ্টা যখন্ বাজে।

তখন আপন শেষ শিখাটি জ্বাল্‌বে এ জীবন,
ব্যথার পূজা হবে সমাপন ॥
অনেক দিনের অনেক কথা, ব্যাকুলতা, বাঁধা বেদন-ডোরে
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভ'রে।
যখন পূজার হোমানলে উঠ্‌বে জ্ব'লে একে একে তা'রা
আকাশ-পানে ছুট্‌বে বাঁধন-হারা,
অস্ত রবির ছবির সাথে মিল্‌বে আয়োজন,
ব্যথার পূজা হবে সমাপন ॥

কেন রে এই তুয়ারটুকু পার হ'তে সংশয়?
জয় অজানার জয়!
এই দিকে তোর ভরসা যত ঐ দিকে তোর ভয়?
জয় অজানার জয়!
জানা-শোনার বাসা বেঁধে
কাট্‌লো তো দিন হেসে কেঁদে,
এই কোণেতেই আনাগোনা নয় কিছুতেই নয়।
জয় অজানার জয়!
মরণকে তুই পর ক'রেছিস্, ভাই,
জীবন-যে তোর ক্ষুদ্র হ'লো তাই।
তু-দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে
তাইতে যদি এতই ধরে
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময়?
জয় অজানার জয়!

তরীতে পা দিইনি আমি
পারের পানে যাইনি গো।
ঘাটেই ব'সে কাটাই বেলা
আর কিছুতো চাইনি গো।
তোরা যাবি রাজার পুরে
অনেক দূরে,
তোদের রথের চাকার সুরে
আমার সাড়া পাইনি গো॥
আমার এ-যে গভীর জলে
খেয়া বাওয়া,
হয়তো কখন্ নিস্তৃত রাতে
উঠ্‌বে হাওয়া।
আস্‌বে মাঝি ওপার হ'তে
উজান স্রোতে,
সেই আশাতেই চেয়ে আছি
তরী আমার বাইনি গো॥

ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে (বন্ধু আমার)
না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন-যে আমার কাটে না রে
বুঝি গো রাত পোহালো, বুঝি ঐ রবির আলো
আভাসে দেখা দিল গগন পারে—
সমুখে ঐ হেরি পথ, তোমার কি রথ
পৌঁছবে না মোর দুয়ারে ?
আকাশের যত তারা, চেয়ে রয় নিমেষহারা,
ব'সে রয় রাত-প্রভাতের পথের ধারে।

তোমারি দেখা পেলে সকল ফেলে
ডুব্‌বে আলোক-পারাবারে।
প্রভাতের পথিক সবে এলো কি কলরবে-
গেল কি গান গেয়ে ঐ সারে সারে
বুঝিবা ফুল ফুটেছে
সুর উঠেছে
অরুণ-বীণার তারে তারে॥

একদা তুমি প্রিয়ে, আমারি এ তরুমূলে
ব'সেছো ফুল সাজে সে-কথা যে গেছো ভুলে'।
সেথা যে বহে নদী নিরবধি সে ভোলে নি,
তারি-যে স্রোতে আঁকা বাঁকা বাঁকা তব বেণী,
তোমারি পদরেখা আছে লেখা তারি কূলে।
আজি কি সবি ফাঁকি? সে কথা কি গেছো ভুলে?
গেঁথেছো যে-রাগিণী একাকিনী দিনে দিনে
আজিও যায় ব্যেপে কেঁপে কেঁপে তৃণে তৃণে।
গাঁথিতে যে-আঁচলে ছায়াতলে ফুলমালা
তাহারি পরশন হরষণ-সুধা ঢালা
ফাগুন আজো যেরে খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে।
আজি কি সবি ফাঁকি? সে কথা কি গেছো ভুলে?

আমার পাত্রখানা যায় যদি যাক্ ভেঙে চুরে
আছে অঞ্জলি মোর, প্রসাদ দিয়ে দাও না পূরে॥
সহজ সুখের সুধা তাহার মূল্য তো নাই,
ছড়াছড়ি যায় সে-যে ঐ যেখানে চাই,

বড়ো আপন কাছের জিনিস রইলো দূরে,
হৃদয় আমার সহজ সুধায় দাও না পূরে ॥
বারে বারে চাইবো না আর মিথ্যা টানে
ভাঙন-ধরা আঁধার করা পিছন পানে।
বাসা-বাঁধার বাঁধন-খানা যাক্ না টুটে',
অবাধ পথের শূন্যে আমি চ'ল্‌বো ছুটে'।
শূন্য-ভরা তোমার বাঁশির সুরে সুরে
হৃদয় আমার সহজ সুধায় দাও না পূরে ॥

আজ আলোকের এই ঝর্না-ধারায়
ধুইয়ে দাও।
আপ্‌নাকে মোর লুকিয়ে-রাখা
ধূলায়-ঢাকা
ধুইয়ে দাও।
যে-জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে
ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে
তা'র কপালে
এই অরুণ আলোর সোনার কাঠি
ছুঁইয়ে দাও!
বিশ্ব-হৃদয় হ'তে ধাওয়া
আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার
নুইয়ে দাও ॥
আজ নিখিলের আনন্দ-ধারায়
ধুইয়ে দাও

মনের কোণের মলিনতা
সব দীনতা
ধুইয়ে দাও।
আমার পরাণ-বীণায় ঘুমিয়ে আছে
অমৃত গান
তা'র নাইকো বাণী নাইকো ছন্দ
নাইকো তান।
তা'রে আনন্দের এই জাগরণী
ছুঁইয়ে দাও!
বিশ্ব-হৃদয় হ'তে ধাওয়া
প্রাণে পাগল গানের হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার
নুইয়ে দাও।

মাতৃমন্দির পুণ্য-অঙ্গন করো মহোজ্জ্বল আজ হে,
বর-পুত্র-সঙ্ঘ বিরাজো হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ করো, লহো জ্যোতি-দীক্ষা,
যাত্রিদল সব সাজ হে,
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
বলো জয় নরোত্তম পুরুষ-সত্তম
জয় তপস্বী রাজ হে!
জয় হে!
এসো বজ্র মহাসনে মাতৃ-আশীর্ভাষণে,
সকল সাধক এসো হে, ধন্য করো এ দেশ হে!

সকল যোগী সকল ত্যাগী এসো দুঃসহ দুঃখভাগী,
এসো দুর্জ্জয় শক্তি-সম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে!
এসো জ্ঞানী, এসো কর্ম্মী, নাশো ভারত লাজ হে!
এসো মঙ্গল, এসো গৌরব,
এসো অক্ষয় পুণ্য-সৌরভ,
এসো তেজঃসূর্য্য উজ্জ্বল কীর্ত্তি-অম্বর মাঝ হে!
বীরধর্ম্মে পুণ্যকর্ম্মে বিশ্ব-হৃদয়ে রাজ' হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে!
জয় জয় নরোত্তম পুরুষ-সত্তম
জয় তপস্বী রাজ হে।
জয় হে!

দেশ দেশ নন্দিত করি' মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি'।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে?
লউক বিশ্বকর্ম্মভার, মিলি' সবার সাথে।
প্রেরণ করো, ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে!
বিঘ্নবিপদ দুঃখ-দহন তুচ্ছ করিল যারা,
মৃত্যু গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই?

নিশ্চল নির্ব্বীর্য্য বাহু কর্ম্মকীর্ত্তিহীনে,
ব্যর্থ শক্তি নিরানন্দ জীবন-ধন-দীনে,
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে ,
জাগ্রত ভগবান হে ॥
নূতন-যুগ-সূর্য্য উঠিল ছুটিল তিমির রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি' মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
গত-গৌরব হৃত আসন নত-মস্তক লাজে,
গ্লানি তা'র মোচন করো, নর-সমাজ মাঝে।
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥
জনগণ-পথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি' দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি'।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
দৈন্য জীর্ণ কক্ষ তা'র, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাস-রুদ্ধ চিত্ত তা'র, নাহি নাহি ভাষা।
কোটি-মৌন-কণ্ঠ-পূর্ণ বাণী করো দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥
যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে,
বর্জ্জিল ভয় অর্জ্জিল জয় সার্থক হ'লো কাজে।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই,
আত্ম-অবিশ্বাস তা'র নাশো কঠিন-ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হানো অশনি পাতে।
ছায়া-ভয় চকিত-মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

নিশিদিন মোর পরাণে প্রিয়তম মম
কত না বেদনা দিয়ে বারতা পাঠালে।
ভরিলে চিত্ত মম নিত্য তুমি প্রেমে প্রাণে গানে হায়
থাকি' আড়ালে।

মন, জাগো মঙ্গল লোকে অমল অমৃতময় নব আলোকে
জ্যোতি-বিভাসিত চোখে।
হেরো গগন ভরি' জাগে সুন্দর, জাগে তরঙ্গে জীবন-সাগর,
নির্ম্মল প্রাতে বিশ্বের সাথে
জাগো অভয় অশোকে ॥

রহি' রহি' আনন্দ তরঙ্গ জাগে,
রহি' রহি' প্রভু, তব পরশ-মাধুরী
হৃদয়-মাঝে আসি' লাগে।
রহি' রহি' শুনি তব চরণপাত হে
মম পথের আগে আগে।
রহি' রহি' মম মন-গগন ভাতিল
তব প্রসাদ রবি-রাগে।

মাটির প্রদীপখানি
আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি
আলো দেখ্‌বে ব'লে।

সেই আলোটি নিমেষ-হত
প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের
ভয়ের মতো দোলে ॥
সেই আলোটি নেবে জ্বলে
শ্যামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায়
ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নাম্‌লো সন্ধ্যা-তারার বাণী
আকাশ হ'তে আশীষ আনি'
অমর-শিখা আকুল হ'লো
মর্ত্ত-শিখায় উঠ্‌তে জ্ব'লে।

পথিক হে, ঐ-যে চলে, ঐ-যে চলে
সঙ্গী তোমার দলে দলে।
অন্যমনে থাকি কোণে,
চমক লাগে ক্ষণে ক্ষণে,
হঠাৎ শুনি জলে স্থলে
পায়ের ধ্বনি আকাশতলে ॥
পথিক হে, পথিক হে, যেতে যেতে পথের থেকে
আমায় তুমি যেয়ো ডেকে।
যুগে যুগে বারে বারে
এসেছিলে আমার দ্বারে,
হঠাৎ-যে তাই জানিতে পাই
তোমার চলা হৃদয়তলে ॥

অকারণে অকালে মোর প'ড়্লো যখন ডাক
তখন আমি ছিলেম শয়ন পাতি'।
বিশ্ব তখন তারার আলোয় দাঁড়ায়ে নির্ব্বাক্
ধরায় তখন তিমির-গহন রাতি।
ঘরের লোকে কেঁদে কইলো মোরে
"আঁধারে পথ চিন্‌বে কেমন ক'রে?"
আমি কইনু "চ'ল্‌বো আমি নিজের আলো ধ'রে,
হাতে আমার এই-যে আছে বাতি॥"
বাতি যতই উচ্চ শিখায় জ্বলে আপন তেজে
চোখে ততই লাগে আলোর বাধা,
ছায়ায় মিশে চারিদিকে মায়া ছড়ায় সে-যে
আধেক-দেখা করে আমায় আঁধা।
গর্ব্বভরে যতই চলি বেগে
আকাশ তত ঢাকে ধূলার মেঘে,
শিখা আমার কেঁপে ওঠে অধীর হাওয়া লেগে
পায়ে পায়ে স্বজন করে বাধা॥
হঠাৎ শিরে লাগ্‌লো আঘাত বনের শাখাজালে,
হঠাৎ হাতে নিব্‌লো আমার বাতি।
চেয়ে দেখি পথ হারিয়ে ফেলেছি কোন্ কালে
চেয়ে দেখি তিমির-গহন রাতি।
কেঁদে বলি, মাথা ক'রে নীচু
"শক্তি আমার রইলো না আর কিছু,"
সেই নিমেষে হঠাৎ দেখি কখন পিছু পিছু
এসেছে মোর চিরপথের সাথী॥

আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে
তোমারি নাম সকল তারার মাঝে।

সে-নামখানি নেমে এলো ভুঁয়ে
কখন্ আমার ললাট দিল ছুঁয়ে,
শান্তিধারায় বেদন গেল ধুয়ে,
আপন আমার আপনি মরে লাজে ॥
মন মিলে যায় আজ ঐ নীরব রাতে
তারায় ভরা ঐ গগনের সাথে।
অমনি ক'রে আমার এ হৃদয়
তোমার নামে হোক্ না নামময়!
আঁধারে মোর তোমার আলোর জয়
গভীর হ'য়ে থাক্ জীবনের কাজে ॥

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না
(সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি!) ॥
কান্নাহাসির বাঁধন তা'রা সইলো না
(সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি) ॥
আমার প্রাণের গানের ভাষা
শিখ্‌বে তা'রা ছিল আশা,
উড়ে গেল, সকল কথা কইলো না।
(সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি!)
স্বপন দেখি যেন তা'রা কার আশে
ফেরে আমার ভাঙা খাঁচার চার পাশে!
(সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি!)
এত বেদন হয় কি ফাঁকি?
ওরা কি সব ছায়ার পাখী?
আকাশ-পারে কিছুই কি গো রইলো না?
(সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি!)।

সে-যে বাহির হ'লো আমি জানি (জানি)
বক্ষে আমার বাজে তাহার পথের বাণী।
কোথায় কবে এসেছে সে
সাগরতীরে বনের শেষে,
আকাশ করে সেই কথারই কানাকানি॥
হায়রে আমি ঘর বেঁধেছি এতই দূরে,
না জানি তা'র আস্‌তে হবে কত ঘুরে'।
হিয়া আমার পেতে রেখে
সারাটি পথ দিলেম ঢেকে,
আমার ব্যথায় পড়ুক্ তাহার চরণখানি॥

তোমায় কিছু দেবো ব'লে চায়-যে আমার মন
নাইবা তোমার থাক্‌লো প্রয়োজন।
যখন তোমার পেলাম দেখা
অন্ধকারে একা একা
ফির্‌তেছিলে বিজন গভীর বন—
ইচ্ছা ছিল একটি বাতি জ্বালাই তোমার পথে
নাইবা তোমার থাক্‌লো প্রয়োজন॥
দেখেছিলেম হাটের লোকে তোমারে দেয় গালি,
গায়ে তোমার ছড়ায় ধূলাবালি।
অপমানের পথের মাঝে
তোমার বীণা নিত্য বাজে,
আপন সুরে আপনি নিমগন।
ইচ্ছা ছিল বরণমালা পরাই তোমার গলে
নাইবা তোমার থাক্‌লো প্রয়োজন॥

দলে দলে আসে লোকে রচে তোমার স্তব,
নানা ভাষায় নানান্ কলরব।
ভিক্ষা লাগি' তোমার দ্বারে
আঘাত করে বারে বারে,
কত-যে শাপ কত-যে ক্রন্দন।
ইচ্ছা ছিল বিনাপণে আপ্‌নাকে দিই পায়ে,
নাইবা তোমার থাক্‌লো প্রয়োজন॥

আমি আছি তোমার সভার
দুয়ার দেশে,
সময় হ'লেই বিদায় নেবো
কেঁদে হেসে।
মালায় গেঁথে যে-ফুলগুলি
দিয়েছিলে মাথায় তুলি',
পাপ্‌ড়ি তাহার প'ড়্‌বে ঝ'রে
দিনের শেষে॥
উচ্চ আসন না যদি রয়
নাম্‌বো নীচে,
ছোটো ছোটো গানগুলি এই
ছ'ড়িয়ে পিছে।
কিছু তো তা'র রইবে বাকি
তোমার পথের ধূলা ঢাকি',
সবগুলি কি সন্ধ্যা হাওয়ায়
যাবে ভেসে॥

আমি তোমায় যত
শুনিয়েছিলেম গান,
তা'র বদলে আমি
চাইনে কোনো দান।
ভুল্‌বে সে-গান যদি
না হয় যেয়ো ভুলে
উঠ্‌বে যখন তারা
সন্ধ্যাসাগর কূলে ;
তোমার সভায় যবে
ক'র্‌বো অবসান
এই ক-দিনের শুধু
এই ক-টি মোর তান।
তোমার গান-যে কত
শুনিয়েছিলে মোরে
সেই কথাটি তুমি
ভুল্‌বে কেমন ক'রে ?
সেই কথাটি কবি,
প'ড়্‌বে তোমার মনে
বর্ষা-মুখর রাতে
ফাগুন-সমীরণে ;
এইটুকু মোর শুধু
রইলো অভিমান,
ভুল্‌তে সে কি পারো
ভুলিয়েছো মোর প্রাণ !

ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে পাগল ঝোরা লুকিয়ে ঝরে
গোলাপ জবা পারুল পলাশ পারিজাতের বুকের 'পরে।

সেইখানে মোর পরাণখানি
যখন পারি ব'হে আনি,
নিলাজ-রাঙা পাগল-রঙে রঙিয়ে নিতে থরে থরে ॥
বাহির হ'লেম ব্যাকুল হাওয়ার উতল পথের চিহ্ন ধ'রে,
ওগো তুমি রঙের পাগল, ধ'র্‌বো তোমায় কেমন ক'রে?
কোন্ আড়ালে লুকিয়ে র'বে,
তোমায় যদি না পাই তবে
রক্তে আমার তোমার পায়ের রঙ লেগেছে কিসের তরে?

তোমারি ঝর্‌না-তলার নির্জ্জনে
মাটীর এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোন্ ক্ষণে!
রবি ঐ অস্তে নামে শৈলতলে,
বলাকা কোন্ গগনে উড়ে চলে;
আমি এই করুণ ধারার কলকলে
নীরবে কান পেতে রই আন্‌মনে;
তোমারি ঝর্‌না-তলার নির্জ্জনে।
দিনে মোর যা প্রয়োজন বেড়াই তারি খোঁজ ক'রে,
মেটে বা নাই মেটে তা ভাব্‌বো না আর তা'র তরে।
সারাদিন অনেক ঘুরে দিনের শেষে
এসেছি সকল চাওয়ার বাহির দেশে,
নেবো আজ অসীম ধারার তীরে এসে
প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে;
তোমারি ঝর্‌না-তলার নির্জ্জনে ॥

সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই
কেবল কাজে,
বুকে বাজে তোমার চোখের
ভর্ৎসনা-যে।
উধাও আকাশ উদার ধরা,
সুনীল শ্যামল সুধায় ভরা,
মিলায় দূরে, পরশ তাদের
মেলে না-যে,
বুকে বাজে তোমার চোখের
ভর্ৎসনা-যে॥
বিশ্ব-যে সেই সুরের পথের
হাওয়ায় হাওয়ায়
চিত্ত আমার ব্যাকুল করে
আসা-যাওয়ায়।
তোমায় বসাই এ হেন ঠাঁই,
ভুবনে মোর আর কোথা নাই,
মিলন হবার আসন হারাই
আপন মাঝে ;
বুকে বাজে তোমার চোখের
ভর্ৎসনা-যে॥

গানের ভিতর দিয়ে যখন
দেখি ভুবনখানি,
তখন তা'রে চিনি, আমি
তখন তা'রে জানি

তখন তারি আলোর ভাষায়
আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধূলায় ধূলায়
জাগে পরম বাণী ॥
তখন সে-যে বাহির ছেড়ে
অন্তরে মোর আসে,
তখন আমার হৃদয় কাঁপে
তারি ঘাসে ঘাসে।
রূপের রেখা রসের ধারায়
আপন সীমা কোথায় হারায়,
তখন দেখি আমার সাথে
সবার কানাকানি!

তোমার দ্বারে কেন আসি
ভুলেই-যে যাই—
কতই কী চাই,
দিনের শেষে ঘরে এসে
লজ্জা-যে পাই।
সে-সব চাওয়া সুখে দুখে
ভেসে বেড়ায় কেবল মুখে,
গভীর বুকে
যে-চাওয়াটি গোপন তাহার
কথা-যে নাই ॥
বাসনা সব বাঁধন যেন
কুঁড়ির গায়ে,
ফেটে যাবে ঝ'রে যাবে
দখিন বায়ে।

একটি চাওয়া ভিতর হ'তে
ফুট্‌বে তোমার ভোর-আলোতে—
প্রাণের স্রোতে,
অন্তরে সেই গভীর আশা
ব'য়ে বেড়াই ॥

যে-আমি ঐ ভেসে চলে
কালের ঢেউয়ে আকাশতলে
ওরি পানে দেখ্‌ছি আমি চেয়ে ;
ধূলার সাথে, জলের সাথে,
ফুলের সাথে, ফলের সাথে,
সবার সাথে চ'ল্‌ছে ও-যে ধেয়ে ।
ও-যে সদাই বাইরে আছে,
দুঃখে সুখে নিত্য নাচে,
ঢেউ দিয়ে যায় দোলে-যে ঢেউ খেয়ে,
একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে,
একটু ঘায়ে ক্ষত জাগে,
ওরি পানে দেখ্‌ছি আমি চেয়ে ॥
যে-আমি যায় কেঁদে হেসে
তাল দিতেছে মৃদঙ্গে সে,
অন্য আমি উঠ্‌তেছি গান গেয়ে—
ও-যে সচল ছবির মতো
আমি নীরব কবির মতো,
ওরি পানে দেখ্‌ছি আমি চেয়ে ।

এই-যে আমি ঐ আমি নই,
আপন মাঝে আপনি যে রই,
যাইনে ভেসে মরণধারা বেয়ে—
মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি,
শান্ত আমি, দীপ্ত আমি।
ওরি পানে দেখ্‌ছি আমি চেয়ে।

যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে
তা'রা কথার বেড়া গাঁথে কেবল
দলের পরে দলে।
একের কথা আরে
বুঝ্‌তে নাহি পারে,
বোঝায় যত, কথার বোঝা
ততই বেড়ে চলে॥
যারা কথা ছেড়ে বাজায় শুধু সুর,
তাদের সবার সুরে সবাই মেলে
নিকট হ'তে দূর।
বোঝে কি নাই বোঝে
থাকে না তা'র খোঁজে,
বেদন তাদের ঠেকে গিয়ে
তোমার চরণতলে॥

জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার র'য়েছো দাঁড়ায়ে।
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,

গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে
তাহার পানে চাই দু-বাহু বাড়ায়ে ॥
নীরব নিশি তব চরণনিছায়ে
আঁধার-কেশভার দিয়েছে বিছায়ে !
আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হ'তে আসিল নাবিয়া !
ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে
গানের বেদনায় যাই-যে হারায়ে ॥

নমি নমি চরণে
নমি কলুষহরণে ।
সুধা-রস-নির্ঝর হে,
(নমি নমি চরণে) ।
নমি চির-নির্ভর হে
মোহ-গহন-তরণে ।
নমি চিরমঙ্গল হে
নমি চিরসম্বল হে ।
উদিল তপন গেল রাত্রি,
(নমি নমি চরণে)
জাগিল অমৃতপথযাত্রী
নমি চির পথসঙ্গী,
নমি নিখিলশরণে ।
নমি সুখে দুঃখে ভয়ে
নমি জয় পরাজয়ে ।

অসীম বিশ্বতলে
(নমি নমি চরণে)
নমি চিত-কমলদলে
নিবিড় নিভৃত নিলয়ে,
নমি জীবনে মরণে।

আমি তা'রেই খুঁজে বেড়াই যে রয়
মনে আমার মনে।
সে আছে ব'লে
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে।
সে আছে ব'লে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা
অসীম শাদায় কালোয়!
সে মোর সঙ্গে থাকে ব'লে
আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায়
দখিন সমীরণে!
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পূরে
আন্‌মনা কোন্ তানের মাঝে
আমার গানের সুরে।
দুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়,
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে
আমারে কাজ ভোলায়!
সে মোর চির-দিনের ব'লে—
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে॥

আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই,
তখন যাহা পাই
সে-যে আমি হারাই বারে বারে
তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আসেন আমার দ্বারে,
বন্ধ তালা ভেঙে দেখি, আপন মাঝে গোপন রতন ভার,
হারায় না সে আর।
প্রভাত আসে তাঁহার কাছে আলোক ভিক্ষা নিতে,
সে আলো তাঁর লুটায় ধরণীতে।
তিনি যখন সন্ধ্যা কাছে দাঁড়ান্ ঊর্দ্ধকরে
তখন স্তরে স্তরে
ফুটে ওঠে অন্ধকারের আপন প্রাণের ধন,
মুকুটে তাঁর পরেন সে-রতন।

এ শুধু অলস মায়া ; এ শুধু মেঘের খেলা ;
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জ্জন,
এ শুধু আপন মনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা ;
নিমেষের হাসি কান্না গান গেয়ে সমাপন।
শ্যামল পল্লবপাতে রবি-করে সারাবেলা
আপনারি ছায়া ল'য়ে খেলা করে ফুলগুলি,
এও সেই ছায়া খেলা বসন্তের সমীরণে।
কুহকের দেশে যেন সাধ ক'রে পথ ভুলি'
হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারাদিন আনমনে।
কারে যেন দেবো ব'লে কোথা যেন ফুল তুলি,
সন্ধ্যায় বনের ফুল উড়ে যায় বনে বনে।
এ খেলা খেলিবে হায় খেলার সাথী কে আছে ?
ভুলে ভুলে গান গাই—কে শোনে, কে নাই শোনে,
যদি কিছু মনে পড়ে, যদি স্নেহ আসে কাছে।

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,
এসেছি ভুলে'।
তবু একবার চাও মুখ পানে
নয়ন তুলে'।
দেখি, ও নয়নে নিমেষের তরে
সে-দিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতা দুটি
পড়ে কি ঢুলে'।
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙাও না
এসেছি ভুলে॥
ব্যথা দিয়ে কবে কথা ক'য়েছিলে
পড়ে না মনে,
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে
নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসি মুখখানি
লাজে বাধো বাধো সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয় উছাস
নয়ন-কূলে।
তুমি-যে ভুলেছো ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে'॥
কাননের ফুল এরা তো ভোলে নি,
আমরা ভুলি?
সেই তো ফুটিছে পাতায় পাতায়
কামিনীগুলি।
চাঁপা কোথা হ'তে এনেছে ধরিয়া
অরুণ কিরণ কোমল করিয়া,
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায়
কাহার চুলে?

কেহ ভোলে, কেউ ভোলে না-যে, তাই
এসেছি ভুলে'।
এমন করিয়া কেমনে কাটিবে
মাধবী রাতি ?
দখিন বাতাসে কেহ নাই পাশে
সাথের সাথী !
চারিদিক হ'তে বাঁশি শোনা যায়
সুখে আছে যারা তা'রা গান গায় ;
আকুল বাতাসে মদির সুবাসে,
বিকচ ফুলে,
এখনো কি কেঁদে চাহিবে না কেউ,
আসিলে ভুলে' ?

ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখী
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।
দু-খানি আঁখির পাতে কী রেখেছো ঢাকি'
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস।
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী,
আঁখি-তারকার দেশে করিবারে বাস ;
ওই গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি'
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস।

সময় আমার নাই-যে বাকি,
শেষের প্রহর পূর্ণ ক'রে দেবে নাকি ?

বারে বারে কা'রা করে আনাগোনা,
কোলাহলে সুরটুকু আর যায় না শোনা,
ক্ষণে ক্ষণে গানে আমার পড়ে ফাঁকি
শেষের প্রহর পূর্ণ ক'রে দেবে নাকি ?
পণ ক'রেছি তোমার হাতে আপনারে
শেষ ক'রে আজ চুকিয়ে দেবো একেবারে।
মিটিয়ে দেবো সকল খোঁজা, সকল বোঝা,
ভোর বেলাকার একলা পথে চ'ল্‌বো সোজা,
তোমার আলোয় ডুবিয়ে নেবো সজাগ আঁখি ;
শেষের প্রহর পূর্ণ ক'রে দেবে নাকি ?

পাখী আমার নীড়ের পাখী অধীর হ'লো কেন জানি।
আকাশ-কোণে যায় শোনা কি ভোরের আলোর কানাকানি ॥
ডাক উঠেছে মেঘে মেঘে,
অলস পাখা উঠ্‌লো জেগে,
লাগ্‌লো তা'রে উদাসী ঐ নীল গগনের পরশখানি ॥
আমার নীড়ের পাখী এবার উধাও হ'লো আকাশ মাঝে।
যায় নি কারো সন্ধানে সে যায়-নি যে সে কোনো কাজে ॥
গানের ভরা উঠ্‌লো ভ'রে,
চায় দিতে তাই উজাড় ক'রে
নীরব গানের সাগরমাঝে আপন প্রাণের সকল বাণী ॥

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।
তাইতো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে ;

নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ-পারে,
নতুন রঙে ফুল ফুটে তাই ভারে ভারে ॥
ওগো আমার নিত্য নতুন, দাঁড়াও হেসে,
চ'ল্‌বো তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিব্‌লো যখন পথের আলো
সাগর-তীরে যাত্রা আমার যেই ফুরালো,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে
শূন্যে আমার উঠ্‌লো তারা সারে সারে ॥

মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি'
কোন্ নব চঞ্চল-ছন্দে।
মম অন্তর কম্পিত আজি
নিখিলের হৃদয়-স্পন্দে ॥
আসে কোন্ তরুণ অশান্ত,
উড়ে বসনাঞ্চল-প্রান্ত,
আলোকের নৃত্যে বনান্ত
মুখরিত অধীর আনন্দে
ঐ অম্বর-প্রাঙ্গণ মাঝে
নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে।
অশ্রুত সেই তালে বাজে
করতালি পল্লবপুঞ্জে।
কার পদ-পরশন-আশা
তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা;
সমীরণ বন্ধন-হারা
উন্মন কোন্ গন্ধে ॥

আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে,
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে।
বনের ছায়ায় জল ছলছল সুরে,
হৃদয় আমার কানায় কানায় পূরে।
খনে খনে ঐ গুরুগুরু তালে তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্ বাজে॥
কোন্ দূরের মানুষ যেন এলো আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তা'র বিরহ ব্যথার মালা,
গোপন মিলন অমৃতগন্ধ ঢালা;
মনে হয় তা'র চরণের ধ্বনি জানি,
হার মানি তা'র অজানা জনের সাজে॥

———

এবার রঙিয়ে গেল হৃদয়-গগন সাঁঝের রঙে।
আমার সকল বাণী হ'লো মগন সাঁঝের রঙে।
মনে লাগে দিনের পরে
পথিক এবার আস্‌বে ঘরে;
আমার পূর্ণ হবে পুণ্য লগন সাঁঝের রঙে॥
অস্তাচলের সাগর-কূলের এই বাতাসে
ক্ষণে ক্ষণে চক্ষে আমার তন্দ্রা আসে।
সন্ধ্যাযূথীর গন্ধ-ভারে,
পান্থ যখন আস্‌বে দ্বারে;
আমার আপনি হবে নিদ্রা-ভগন সাঁঝের রঙে॥

———

আমার বেলা যে যায় সাঁঝ্ বেলাতে.
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে॥
আমার একতারাটির একটি তারে
গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে
হার মেনেছি এই খেলাতে।
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে॥
আমার এ তার বাঁধা কাছের সুরে,
ঐ বাঁশি-যে বাজে দূরে।
তোমার গানের লীলার সেই কিনারে
যোগ দিতে কি সবাই পারে,
বিশ্ব-হৃদয়-পারাবারে
রাগ-রাগিণীর জাল ফেলাতে,
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে॥

আমি জাল্‌বো না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি',
আমি শুন্‌বো ব'সে আঁধার-ভরা গভীর বাণী।
আমার এ দেহ মন মিলায়ে যাক্ নিশীথ রাতে,
আমার লুকিয়ে-ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে
থাক্ না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি॥
আমার সকল হৃদয় উধাও হবে তারার মাঝে
যেখানে ঐ আধার বীণায় আলো বাজে।
আমার সকল দিনের পথ-খোঁজা এই হ'লো সারা,
এখন দিক-বিদিকের শেষে এসে দিশাহারা
কিসের আশায় ব'সে আছে অভয় মানি'॥

ঐ বুঝি কালবৈশাখী
সন্ধ্যা-আকাশ দেয় ঢাকি'!
ভয় কী রে তোর ভয় কারে
দ্বার খুলে' দিস্ চার্‌ধারে,
শোন্ দেখি ঘোর হুঙ্কারে
নাম তোরি ঐ যায় ডাকি'॥
তোর স্বরে আর তোর গানে
দিস্ সাড়া তুই ওর পানে।
যা নড়ে তায় দিক্ নেড়ে,
যা যাবে তা যাক্ ছেড়ে,
যা ভাঙা তাই ভাঙ্‌বে রে
যা র'বে তাই থাক্ বাকি।

দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন,
পার আছে রে এই সাগরের
বিপুল ক্রন্দন।
এই জীবনের ব্যথা যত
এইখানে সব হবে গত,
চির-প্রাণের আলয় মাঝে
বিপুল সান্ত্বন॥
মরণ-যে তোর নয় রে চিরন্তন,
দুয়ার তাহার পেরিয়ে যাবি
প'ড়্‌বে রে বন্ধন।
এ বেলা তোর যদি ঝড়ে
পূজার কুসুম ঝ'রে পড়ে,
যাবার বেলায় ভ'র্‌বে থালায়
মালা ও চন্দন।

আজ সবার রঙে রঙ্ মিশাতে হবে।
ওগো আমার প্রিয়,
তোমার রঙীন্ উত্তরীয়
পরো পরো পরো তবে।
মেঘ রঙে রঙে বোনা,
আজ রবির রঙে সোনা,
আজ আলোর রঙ-যে বাজ্‌লো পাখীর রবে॥
আজ রঙ্-সাগরে তুফান ওঠে মেতে।
যখন তারি হাওয়া লাগে
তখন রঙের মাতন জাগে
কাঁচা সবুজ ধানের ক্ষেতে।
সেই রাতের স্বপন-ভাঙা
আমার হৃদয় হোক্ না রাঙা।
তোমার রঙেরি গৌরবে॥

এই বুঝি মোর ভোরের তারা এলো সাঁঝের তারার বেশে?
অবাক-চোখে ঐ চেয়ে রয় চিরদিনের হাসি হেসে।
সকাল বেলা পাইনি দেখা পাড়ি দিল কখন্ একা,
নাম্‌লো আলোক-সাগর পারে অন্ধকারের ঘাটে এসে॥
সকাল বেলা আমার হৃদয় ভরিয়ে ছিল পথের গানে,
সন্ধ্যাবেলা বাজায় বীণা কোন্ সুরে-যে কেইবা জানে।
পরিচয়ের রসের ধারা কিছুতে আর হয় না হারা,
বারে বারে নতুন ক'রে চিত্ত আমার ভুলাবে সে॥

চোখ-যে ওদের ছুটে চলে গো
ধনের বাটে মানের বাটে রূপের হাটে
দলে দলে গো।
দেখ্‌বে ব'লে ক'রেছে পণ,
দেখ্‌বে কারে জানে না মন,
প্রেমের দেখা দেখে যখন
চোখ ভেসে যায় চোখের জলে গো॥
আমায় তোরা ডাকিস্‌ না রে,
আমি যাবো খেয়ার ঘাটে অরূপ রসের পারাবারে
উদাস হাওয়া লাগে পালে,
পারের পানে যাবার কালে
চোখ দুটোরে ডুবিয়ে যাবো অকূল
সুধা-সাগর তলে গো॥

বাহিরে ভুল হান্‌বে যখন
অন্তরে ভুল ভাঙ্‌বে কি ?
বিষাদ-বিষে জ্ব'লে শেষে
তোমার প্রসাদ মাঙ্‌বে কি ?
রৌদ্রদাহ হ'লে সারা
নাম্‌বে কি ওর বর্ষাধারা ?
লাজের রাঙা মিট্‌লে, হৃদয়
প্রেমের রঙে রাঙ্‌বে কি ?
যতই যাবে দূরের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হ'য়ে
টান্‌বে না কি ব্যথার টানে ?

অভিমানের কালো মেঘে
বাদল হাওয়া লাগ্‌বে বেগে
নয়ন-জলের আবেগ তখন
কোনোই বাধা মান্‌বে কি ?

আকাশ হ'তে খ'স্‌লো তারা
আঁধার রাতে পথহারা ।
প্রভাত তা'রে খুঁজ্‌তে যাবে ধরার ধূলায় খুঁজে পাবে
তৃণে তৃণে শিশিরধারা ।
দুখের পথে গেল চ'লে,
নিব্‌লো আলো, ম'র্‌লো জ্ব'লে ।
রবির আলো নেমে এসে
মিলিয়ে নেবে ভালোবেসে
দুঃখ তখন হবে সারা ॥

আগুনে হ'লো আগুনময় !
জয় আগুনের জয় !
মিথ্যা যত হৃদয় জুড়ে,
এই বেলা সব যাক্‌ না পুড়ে',
মরণ-মাঝে তোর জীবনের হোক্‌ রে পরিচয় !
আগুন এবার চ'ল্‌লো রে সন্ধানে
কলঙ্ক তোর কোন্‌খানে-যে লুকিয়ে আছে প্রাণে
আড়াল তোমার যাক্‌ না ঘুচে',
লজ্জা তোমার যাক্‌ রে মুছে',
চিরদিনের মতো তোমার ছাই হ'য়ে যাক্‌ ভয় ॥

বসন্ত, তোর শেষ ক'রে দে রঙ্গ।
ফুল ফোটাবার ক্ষ্যাপামী, তা'র
উদ্দাম তরঙ্গ।
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার
মাতন তোমার থামুক্ এবার,
নীড়ে ফিরে আসুক তোমার
পথহারা বিহঙ্গ॥
সাধের মুকুল কতই প'ড়্লো ঝ'রে
তারা ধূলা হ'লো, ধূলা দিল ভ'রে!
প্রখর তাপে জর জর
ফল ফলাবার শাসন ধরো,
হেলাফেলার পালা তোমার
এই বেলা হোক্ ভঙ্গ॥

এখনো গেল না আঁধার,
এখনো রহিল বাঁধা।
এখনো মরণ-ব্রত
জীবনে হ'লো না সাধা!
কবে-যে দুঃখ জ্বালা
হবে রে বিজয় মালা,
ঝলিবে অরুণ রাগে
নিশীথ রাতের কাঁদা!
এখনো নিজেরি ছায়া
রচিছে কত-যে মায়া।

এখনো কেন-যে মিছে
চাহিছে কেবলি পিছে,
চকিতে বিজলি আলো
চোখেতে লাগালো ধাঁদা ॥

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত,
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি
বর্ণে বর্ণে রচিত।
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে
বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে,
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে
যেন গো অস্ত আকাশে।
জীবন-শেষের শেষ জাগরণ সম
ঝলসিছে মহা বেদনা—
নিমেষে দাহিছে যাহা কিছু আছে মম
তীব্র ভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত—
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপানি,
চরম শোভায় রচিত।

ঐ ঝঙ্কার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে
বাজ্‌লো ভেরী, বাজ্‌লো ভেরী।
কখন আমার খুল্‌বে দুয়ার
নাইকো দেরি, নাইকো দেরি।

তোমার তো নয় ঘরের মেলা
কোণের খেলা নয়,
তোমার সঙ্গে বিষম রঙ্গে
জগৎ জুড়ে ফেরাফিরি ॥
মরণ তোমার পারের তরী,
কাঁদন তোমার পালের হাওয়া,
তোমার বীণা বাজায় প্রাণে
বেরিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া।
ভাঙ্‌লো যাহা প'ড়্‌লো ধূলায়
যাক্ না চুলায় গো,
ভ'র্‌লো যা তাই দেখ্ না রে ভাই,
বাতাস ঘেরি' আকাশ ঘেরি'।

আমার অভিমানের বদলে আজ নেবো
তোমার মালা।
আজ নিশি-শেষে শেষ ক'রে দিই চোখের
জলের পালা ॥
আমার কঠিন হৃদয়টারে
ফেলে দিলেম পথের ধারে,
তোমার চরণ দেবে তা'রে মধুর
পরশ পাষাণ-গলা ॥
ছিল আমার আঁধারখানি,
তা'রে তুমিই নিলে টানি',
তোমার প্রেম এলো-যে আগুন হ'য়ে
ক'র্‌লো তা'রে আলা।

সেই-যে আমার কাছে আমি
ছিল সবার চেয়ে দামী
তা'রে উজাড় ক'রে সাজিয়ে দিলেম
তোমার বরণ-ডালা ॥

অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
সে-বীণা আজি উঠিল বাজি' হৃদয়-মাঝে।
ভুবন আমার ভরিল সুরে,
ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে,
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে ॥
হাতে পাওয়ার চোখে চাওয়ার সকল বাঁধন,
গেল কেটে আজ সফল হ'লো সকল কাঁদন।
সুরের রসে হারিয়ে-যাওয়া
সেই তো দেখা সেই তো পাওয়া,
বিরহ মিলন মিলে গেল আজ সমান সাজে ॥

হৃদয়ে ছিলে জেগে,
দেখি আজ শরৎ মেঘে।
কেমনে আজকে ভোরে
গেল গো গেল সরে'
তোমার ঐ আঁচলখানি
শিশিরের ছোঁওয়া লেগে ॥
কী-যে গান গাহিতে চাই,
বাণী মোর খুঁজে না পাই।

সে-যে ঐ শিউলিদলে
ছড়ালো কাননতলে,
সে-যে ঐ ক্ষণিক ধারায়
উড়ে যায় বায়ুবেগে ॥

যখন সারা নিশি ছিলেম শুয়ে
বিজন ভুঁয়ে
মেঠো ফুলের পাশাপাশি ;
তখন শুনেছিলেম তারার বাঁশি।
যখন সকাল বেলা খুঁজে দেখি
স্বপ্নে শোনা সে-সুর এ কি,
আমার মেঠো ফুলের চোখের জলে উঠে ভাসি' ॥
এ সুর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে
শেষে ধরা দিল ধরার ধূলির 'পরে।
এ-যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা
আকাশ থেকে ভেসে-আসা,
এ-যে মাটির কোলে মাণিক-খসা হাসিরাশি।

আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে—
ওরা-যে ডাক্‌তে জানে।
আশ্বিনে ঐ শিউলি শাখে
মৌমাছিরে যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের গানে।
ঘর-ছাড়া আজ ঘর পেলো-যে,
আপন মনে রইলো ম'জে।

হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন ক'রে
খবর-যে তা'র পৌঁছলো রে,
ঘরছাড়া ঐ মেঘের কানে ॥

কেন-যে মন ভোলে আমার মন জানে না।
তা'রে মানা করে কে, আমার মন মানে না।
কেউ বোঝে না তা'রে,
সে-যে বোঝে না আপনারে,
সবাই লজ্জা দিয়ে যায়, সে তো কানে আনে না ॥
তা'র খেয়া গেল পারে
সে-যে রইলো নদীর ধারে।
কাজ ক'রে সব সারা
(ঐ) এগিয়ে গেল কা'রা
আনমনা-মন সে-দিক্‌পানে দৃষ্টি হানে না ॥

দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া
তোমায় আমায়
জনম জনম এই চ'লেছে
মরণ কভু তা'রে থামায় ?
যখন তোমার গানে আমি জাগি
আকাশে চাই তোমার লাগি',
আবার একতারাতে আমার গানে
মাটির পানে তোমায় নামায়।

ওগো তোমার সোনার আলোর ধারা
তা'র ধারি ধার,
আমার কালো মাটির ফুল ফুটিয়ে
শোধ করি তা'র।
আমার শরৎ রাতের শেফালি বন
সৌরভেতে মাতে যখন,
তখন পাল্‌টা সে-তান লাগে তব
শ্রাবণ রাতের প্রেম-বরিষায়।

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর,
শঙ্কর শঙ্কর!
জয় সংশয়ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট সংহর
শঙ্কর শঙ্কর!
তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জলদগ্নি নিদারুণ,
মরুশ্মশান সঞ্চর,
শঙ্কর শঙ্কর!
বজ্রঘোষ-বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর
শঙ্কর শঙ্কর!

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র !
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত,
তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষদংশ
ধ্বংস-বিকট দন্ত !
তব দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী
বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন
অচল চলন মন্ত্র ॥
কভু কাষ্ঠলোষ্ট্রইষ্টক দৃঢ়
ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ—
লঙ্ঘন লঘুমায়া,
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ
ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র,
তব পঞ্চভূত-বন্ধনকর
ইন্দ্রজাল তন্ত্র ॥

ও তো আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে !
ঝড়ের মুখে ভাস্‌লো তরী
কূলে আর ভিড়্‌বে না রে।
কোন্ পাগলে নিল ডেকে,
কাঁদন গেল পিছে রেখে,
ওকে তোর বাহুর বাঁধন ঘিরবে না রে ॥

আমি মরণের সাগর পাড়ি দেবো
বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।
মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে
ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে
তোমার ঐ পারেতেই যাবে তরী
ছায়াবটের ছায়ে॥
পথ আমারে সেই দেখাবে
যে আমারে চায়—
আমি অভয় মনে ছাড়্‌বো তরী
এই শুধু মোর দায়।
দিন ফুরালে জানি জানি
পৌঁছে ঘাটে দেবো আনি'
আমার দুঃখদিনের রক্তকমল
তোমার করুণ পায়ে॥

ভুলে যাই থেকে থেকে
তোমার আসন 'পরে বসাতে চাও
নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।
দ্বারী মোদের চেনে না-যে,
বাধা দেয় পথের মাঝে,
বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি,
লও ভিতরে ডেকে ডেকে॥
মোদের প্রাণ দিয়েছো আপন হাতে
মান দিয়েছো তারি সাথে।

থেকেও সে-মান থাকে না-যে
লোভে আর ভয়ে লাজে,
ম্লান হয় দিনে দিনে,
যায় ধূলাতে ঢেকে ঢেকে ॥

তোর শিকল আমায় বিকল ক'র্‌বে না।
তোর মারে মরম ম'র্‌বে না।
তার আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই-যে,
আমার মনের ভিতর র'য়েছে এই-যে,
তোদের ধরা আমায় ধ'র্‌বে না ॥
যে-পথ দিয়ে আমার চলাচল
তোর প্রহরী তা'র খোঁজ পাবে কী বল্‌?
আমি তাঁর দুয়ারে পৌঁছে গেছি রে,
মোরে তোর দুয়ারে ঠেকাবে কি রে?
তোর ডরে পরাণ ড'র্‌বে না ॥

শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে,
গুণী মোর, ও গুণী?
বাঁধা-বীণা রইবে প'ড়ে এম্‌নি ভাবে,
গুণী মোর, ও গুণী?
তাহ'লে হার হ'লো-যে হার হ'লো
শুধু বাঁধাবাঁধিই সার হ'লো
গুণী মোর, ও গুণী!

বাঁধনে যদি তোমার হাত লাগে,
তাহ'লেই সুর জাগে,
গুণী মোর, ও গুণী!
না হ'লে ধূলায় প'ড়ে লাজ কুড়াবে ॥

ফেলে রাখ্‌লেই কি প'ড়ে র'বে? (ও অবোধ)
যে তা'র দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে। (ও অবোধ)
ও-যে কোন্ রতন তা দেখ্ না ভাবি',
ওর পরে কি ধূলোর দাবী?
ও হারিয়ে গেলে তাঁরি গলার
হার গাঁথা-যে ব্যর্থ হবে ॥
ওর খোঁজ প'ড়েছে জানিস্ নে তা?
তাই দূত বের'লো হেথা সেথা।
যারে ক'র্‌লি হেলা সবাই মিলি,
আদর-যে তা'র বাড়িয়ে দিলি,
যারে দরদ দিলি, তা'র ব্যথা কি
সেই দরদীর প্রাণে স'বে?

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে
হৃদয় মাঝে, হৃদয় মাঝে।
নাচে রে নাচে চরণ নাচে,
প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে

প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে,
তারায় তারায় কাঁপন লাগে।
মরমে মরমে বেদনা ফুটে,
বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে॥

দারুণ অগ্নিবাণে
হৃদয় তৃষায় হানে।
রজনী নিদ্রাহীন,
দীর্ঘ দগ্ধ দিন
আরাম নাহি-যে জানে।
শুষ্ক কানন শাখে
ক্লান্ত কপোত ডাকে
করুণ কাতর গানে॥
ভয় নাহি, ভয় নাহি।
গগনে র'য়েছি চাহি।
জানি ঝঞ্ঝার বেশে
দিবে দেখা তুমি এসে
একদা তাপিত প্রাণে॥

এসো এসো হে তৃষ্ণার জল,
ভেদ করো কঠিনের ক্রূর বক্ষতল
কলকল ছলছল!
এসো এসো উৎস-স্রোতে গূঢ় অন্ধকার হ'তে
এসো হে নির্ম্মল,
কলকল ছলছল॥

রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায়।
তুমি-যে খেলার সাথী
সে তোমারে চায়।
তাহারি সোনার তান
তোমাতে জাগায় গান,
এসো হে উজ্জ্বল,
কলকল ছলছল ॥
হাঁকিছে অশান্ত বায়
"আয়, আয়, আয়"! সে তোমায় খুঁজে যায়।
তাহার মৃদঙ্গরবে
করতালি দিতে হবে,
এসো হে চঞ্চল,
কলকল ছলছল ॥
মরুদৈত্য কোন্ মায়াবলে
তোমারে ক'রেছে বন্দী পাষাণ-শৃঙ্খলে।
ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা
এসো বন্ধহীন ধারা,
এসো হে প্রবল,
কলকল ছলছল ॥

ঐ-যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে
আঁচলখানি দোলে।
ওরি গানের তালে তালে
আমে জামে শিরীষ শালে
নাচন লাগে পাতায় পাতায়
আকুল কল্লোলে।

আমার দুই আঁখি ঐ সুরে
যায় হারিয়ে সজল ধারায়
ঐ ছায়াময় দূরে।
ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে
কোন্ সাথী মোর যায়-যে ডেকে,
একলা দিনের বুকের ভিতর
ব্যথার তুফান তোলে॥

হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর
বৈশাখী ঝড় আসে।
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে
উদ্দাম উল্লাসে।
তোমার মোহন এলো ভীষণ বেশে
আকাশ ঢাকা জটিল কেশে,
বুঝি এলো তোমার সাধন ধন
চরম সর্ব্বনাশে॥
বাতাসে তোর সুর ছিল না
ছিল তাপে ভরা।
পিপাসাতে বুক-ফাটা তোর
শুষ্ক কঠিন ধরা।
এবার জাগ্ রে হতাশ আয় রে ছুটে'
অবসাদের বাঁধন টুটে',
বুঝি এলো তোমার পথের সাথী
বিপুল অট্টহাসে॥

কখন্ বাদল ছোঁওয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি
সবুজ মেঘে মেঘে।
ঐ ঘাসের ঘনঘোরে
ধরণীতল হ'লো শীতল
চিকণ আভায় ভ'রে ;
ওরা হঠাৎ-গাওয়া গানের মতো
এলো প্রাণের বেগে ॥
ওরা-যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা।
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।
তাই এমন গভীর স্বরে
আমার আঁখি নিল ডাকি'
ওদের খেলা-ঘরে।
ওদের দোল দেখে আজ প্রাণে আমার
দোলা ওঠে জেগে ॥

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে
আমার মনে।
আমার ভাবনা যত উতল হ'লো
অকারণে।
কেমন ক'রে যায়-যে ডেকে
বাহির করে ঘরের থেকে,
ছায়াতে চোখ ফেলে ছেয়ে
ক্ষণে ক্ষণে ॥
বাঁধন-হারা জলধারার
কলরোলে

আমারে কোন্ পথের বাণী
যায়-যে ব'লে।
সে-পথ গেছে নিরুদ্দেশে
মানস-লোকে গানের শেষে,
চিরদিনের বিরহিণীর
কুঞ্জবনে ॥

আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে,
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।
দিঘির কালো জলের 'পরে
মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে,
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥
আঁধার বাতায়নে
একলা আমার কানাকানি ঐ আকাশের সনে।
ম্লান স্মৃতির বাণী যত
পল্লব মর্ম্মরের মতো
সজল সুরে ওঠে জেগে ঝিল্লিমুখর সাঁঝে,
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥

এই সকাল বেলার বাদল-আঁধারে
আজি বনের বীণায় কী সুর বাঁধা রে।
ঝর ঝর বৃষ্টি কলরোলে
তালের পাতা মুখর ক'রে তোলে,
উতল হাওয়া বেণুশাখায় লাগায় ধাঁধা রে।

ছায়ার তলে তলে জলের ধারা ঐ
হেরো দলে দলে নাচে তাথৈ থৈ।
মন-যে আমার পথ-হারানো সুরে
সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে,
শোনে যেন কোন্ ব্যাকুলের করুণ কাঁদা রে॥

পূব সাগরের পার হ'তে কোন্
এলো পরবাসী।
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন
হাওয়ায় হাওয়ায় সনসন
সাপ খেলাবার বাঁশি।
সহসা তাই কোথা হ'তে
কুলুকুলু কলস্রোতে
দিকে দিকে জলের ধারা
ছুটেছে উল্লাসি'॥
আজ দিগন্তে ঘন ঘন
গভীর গুরু গুরু
ডমরু-রব হ'য়েছে ঐ সুরু।
তাই শুনে আজ গগনতলে
পলে পলে দলে দলে
অগ্নিবরণ নাগনাগিনী
ছুটেছে উদাসী॥

আজি বর্ষারাতের শেষে
সজল মেঘের কোমল কালোয়
অরুণ আলো মেশে।

বেণুবনের মাথায় মাথায়
রং লেগেছে পাতায় পাতায়,
রঙের ধরায় হৃদয় হারায়
কোথা-যে যায় ভেসে॥
এই ঘাসের ঝিলিমিলি
তা'র সাথে মোর প্রাণের কাঁপন
একতালে যায় মিলি'।
মাটির প্রেমে আলোর রাগে
রক্তে আমার পুলক লাগে,
বনের সাথে মন-যে মাতে
ওঠে আকুল হেসে॥

শ্রাবণমেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথ-ভোলা।
ঐ-যে পূরব গগন জুড়ে'
উত্তরী তা'র যায় রে উড়ে'
সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা॥
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে
আকাশে কি ধরায় বাসা কোন্খানে।
নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে
ঐ তো আমার লাগায় মনে
পরশখানি নানা সুরের ঢেউ-তোলা॥

বহুযুগের ওপার হ'তে আষাঢ় এলো আমার মনে,
কোন সে কবির ছন্দ বাজে ঝরঝর বরিষণে।

যে-মিলনের মালাগুলি
ধূলায় মিশে' হ'লো ধূলি
গন্ধ তারি ভেসে আসে
আজি সজল সমীরণে ॥
সেদিন এম্‌নি মেঘের ঘটা রেবা নদীর তীরে
এমনি বারি ঝ'রেছিলো শ্যামল শৈল-শিরে
মালবিকা অনিমিখে
চেয়েছিলো পথের দিকে
সেই চাহনি এলো ভেসে
কালো মেঘের ছায়ার সনে ॥

বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা
সারা বেলা ধ'রে ঝরঝরঝর ধারা।
জামের বনে ধানের ক্ষেতে
আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হ'লো সারা ॥
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।
ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে
উদাস হ'য়ে বেড়ায় ঘুরে
পূবে হাওয়া গৃহহারা ॥

এ কী গভীর বাণী এলো
ঘন মেঘের আড়াল ধ'রে
সকল আকাশ আকুল ক'রে

সেই বাণীর পরশ লাগে,
নবীন প্রাণের বাণী জাগে,
হঠাৎ দিকে দিগন্তরে
ধরার হৃদয় ওঠে ভ'রে ॥
সে কে বাঁশি বাজিয়েছিলো
কবে প্রথম সুরে তালে,
প্রাণেরে ডাক দিয়েছিলো
সুদূর আঁধার আদিকালে।
তা'র বাঁশির ধ্বনিখানি
আজ আষাঢ় দিল আনি',
সেই অগোচরের তরে
আমার হৃদয় নিল হ'রে ॥

আমার হৃদয় আজি যায়-যে ভেসে
যার পায়নি দেখা তা'র উদ্দেশে।
বাঁধন ভোলে হাওয়ায় দোলে
যায় সে বাদল মেঘের কোলে রে,
কোন্‌-যে অসম্ভবের দেশে ॥
সেথায় বিজন সাগর কূলে
শ্রাবণ ঘনায় শৈলমূলে।
রাজার পুরে তমাল গাছে
নূপুর শুনে' ময়ূর নাচে রে,
সুদূর তেপান্তরের শেষে ॥

ভোর হ'লো যেই শ্রাবণ-শর্ব্বরী
তোমার বেড়ায় উঠ্‌লো ফুটে
হেনার মঞ্জরী।
গন্ধ তারি রহি' রহি'
বাদল বাতাস আনে বহি',
আমার মনের কোণে কোণে
বেড়ায় সঞ্চরি'॥
বেড়া দিলে কবে তুমি
তোমার ফুল-বাগানে,
আড়াল ক'রে রেখেছিলে
আমার বনের পানে।
কখন্ গোপন অন্ধকারে
বর্ষারাতের অশ্রুধারে
তোমার আড়াল মধুর হ'য়ে
ডাকে মর্ম্মরি'॥

বৃষ্টিশেষের হাওয়া কিসের খোঁজে
বইছে ধীরে ধীরে।
গুঞ্জরিয়া কেন বেড়ায় ও-যে
বুকের শিরে শিরে।
অলখ্ তারে বাঁধা অচিন্ বীণা
ধরার বক্ষে রহে নিত্য লীনা, এই হাওয়া,
কত যুগের কত মনের কথা
বাজায় ফিরে ফিরে॥
ঋতুর পরে ঋতু ফিরে আসে
বসুন্ধরার কূলে।

চিহ্ন পড়ে বনের ঘাসে ঘাসে
ফুলের পরে ফুলে।
গানের পরে গানে তারি সাথে
কত সুরের কত-যে হার গাঁথে, এই হাওয়া,
ধরার কণ্ঠ বাণীর বরণ-মালায়
সাজায় ঘিরে ঘিরে॥

বাদল ধারা হ'লো সারা বাজে বিদায় সুর
গানের পালা শেষ ক'রে দে, যাবি অনেক দূর
ছাড়্‌লো খেয়া ও-পার হ'তে
ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে,
দুল্‌ছে তরী নদীর পথে তরঙ্গ-বন্ধুর॥
কদম-কেশর ঢেকেছে আজ বনতলের ধূলি,
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি'।
অরণ্যে আজ স্তব্ধ হাওয়া,
আকাশ আজি শিশির-ছাওয়া,
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস
বৃষ্টির বিন্দুর॥

মাধবী, হঠাৎ কোথা হ'তে
এলো 'ফাগুন দিনের স্রোতে
এসে হেসেই বলে, "যাই যাই যাই"
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তা'রে কানে কানে বলে
"না না না"
নাচে তাই তাই তাই।

আকাশে তারা বলে তা'রে
"তুমি এসো গগন-পারে
তোমায় চাই চাই চাই !"
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তা'রে কানে কানে বলে
"না না না"
নাচে তাই তাই তাই ॥
বাতাস দখিন হ'তে আসে
ফেরে তারি পাশে পাশে
বলে "আয় আয় আয় !"
বলে "নীল অতলের কূলে
সুদূর অস্তাচলের মূলে
বেলা যায় যায় যায় !"
বলে "পূর্ণ শশির রাতি
ক্রমে হবে মলিন ভাতি
সময় নাই নাই নাই ।"
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তা'রে কানে কানে বলে
"না না না"
নাচে তাই তাই তাই ॥

নীল দিগন্তে ঐ ফুলের আগুন লাগ্‌লো ।
বসন্তে সৌরভের শিখা জাগ্‌লো ।
আকাশের লাগে ধাঁদা
রবির আলো ঐ কি বাঁধা ?
বুঝি ধরার কাছে আপনাকে সে মাগ্‌লো ।
শর্ষে ক্ষেতে ফুল হ'য়ে তাই জাগ্‌লো ॥

নীল দিগন্তে মোর বেদনখানি লাগ্‌লো।
অনেক কালের মনে কথা জাগ্‌লো।
এলো আমার হারিয়ে-যাওয়া
কোন্ ফাগুনের পাগল হাওয়া!
বুঝি এই ফাগুনে আপনাকে সে মাগ্‌লো?
শর্ষে ক্ষেতে ঢেউ হ'য়ে তাই জাগ্‌লো॥

আজ তালের বনের করতালি
কিসের তালে
পূর্ণিমা চাঁদ মাঠের পারে
ওঠার কালে।
না-দেখা কোন্ বীণা বাজে
আকাশ মাঝে,
না-শোনা কোন্ রাগ রাগিণী
শূন্যে ঢালে!
ওর খুসীর সাথে কোন খুসীর আজ
মেলা মেশা,
কোন্ বিশ্ব-মাতন গানের নেশায়
লাগ্‌লো নেশা!
তারায় কাঁপে রিনিঝিনি
যে-কিঙ্কিনী
তারি কাঁপন লাগ্‌লো কি ওর
মুগ্ধ ভালে!

আঁধার কুঁড়ির বাঁধন টুটে'
চাঁদের ফুল উঠেছে ফুটে'।
তা'র গন্ধ কোথায় গন্ধ কোথায় রে?
গন্ধ আমার গভীর ব্যথায়
হৃদয় মাঝে লুটে।
ও কখন যাবে স'রে
আকাশ হ'তে প'ড়্‌বে ঝ'রে!
ওরে রাখ্‌বো কোথায় রাখ্‌বো কোথায় রে?
রাখ্‌বো ওরে আমার ব্যথায়
গানের পত্রপুটে!

বাদল মেঘে মাদল বাজে
গুরু গুরু গগন মাঝে।
তারি গভীর রোলে
আমার হৃদয় দোলে
আপন সুরে আপ্‌নি ভোলে।
কোথায় ছিল গহন প্রাণে
গোপন ব্যথা গোপন গানে,—
আজি সজল বায়ে
শ্যামল বনের ছায়ে
ছড়িয়ে গেল সকল খানে
গানে গানে॥

মেঘের কোলে কোলে যায় রে চ'লে বকের পাঁতি।
ওরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ঐ গাঁথি' গাঁথি'।
সুদূরের বীণার স্বরে
কে ওদের হৃদয় হরে,

দুরাশার দুঃসাহসে উদাস করে—
সে কোন্ উধাও হাওয়ার পাগ্‌লামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি' ॥
ওদের ঘুম ছুটেছে ভয় টুটেছে একেবারে,
অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য ওদের,—পিছন পানে তাকায় না রে।
যে-বাসা ছিল জানা
সে ওদের দিল হানা,
না-জানার পথে ওদের নাইরে মানা ;
ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি ॥

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।
সেই আগুনের কালোরূপ-যে
আমার চোখের 'পরে নাচে।
ও তা'র শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে
দিক্ হ'তে ঐ দিগন্তরে,
তা'র কালো আভার কাঁপন দেখো
তালবনের ঐ গাছে গাছে ॥
বাদল হাওয়া পাগল হ'লো
সেই আগুনের হুহুঙ্কারে।
দুন্দুভি তা'র বাজিয়ে বেড়ায়
মাঠ হ'তে কোন্ মাঠের পারে।
ওরে সেই আগুনের পুলক ফুটে
কদম্ববন রঙিয়ে উঠে,
সেই আগুনের বেগ লাগে আজ
আমার গানের পাখার পাছে ॥

ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়াতরীর মাঝি,
অশ্রুভরা পূরব হাওয়ায় পাল তুলে' দাও আজি
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয়
বোঝা তাহার নয় ভারি নয়,
পুলক-লাগা এই কদম্বের একটি কেবল সাজি ॥
ভোরবেলা যে খেলার সাথী ছিল আমার কাছে
মনে ভাবি তা'র ঠিকানা তোমার জানা আছে
তাই তোমারি সারি গানে
সেই আঁখি তা'র মনে আনে,
আকাশভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি' ॥

তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি'
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী।
আজি সঘন শর্ব্বরী মেঘমগন তারা,
নদীর জলে ঝর্ঝরি' ঝরিছে জলধারা,
তমাল বন মর্ম্মরি' পবন চলে হাঁকি'।
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী ॥
যে-কথা মম অন্তরে আনিছ তুমি টানি'
জানি না কোন্ মন্তরে তাহারে দিব বাণী।
র'য়েছি বাঁধা বন্ধনে, ছিঁড়িব, যাবো বাটে,
যেন এ বৃথা ক্রন্দনে এ নিশি নাহি কাটে!
কঠিন বাধা-লঙ্ঘনে দিব না আমি ফাঁকি,
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী ॥

হায়গো,

ব্যথায় কথা যায় ডুবে' যায় যায় গো,

স্থর হারালেম অশ্রুধারে।

তরী তোমার সাগর নীরে

আমি ফিরি তীরে তীরে,

ঠাঁই হ'লো না তোমার সোনার নায় গো,

পথ কোথা পাই অন্ধকারে ॥

হায়গো,

নয়ন আমার মরে ছুরাশায় গো,

চেয়ে থাকি দাঁড়িয়ে দ্বারে।

যে-ঘরে ঐ প্রদীপ জ্বলে

তা'র ঠিকানা কেউ না বলে,

ব'সে থাকি পথের নিরালায় গো

চির-রাতের পাথার পারে।

একী সুধারস আনে

আজি মম মনে প্রাণে।

সে-যে চিরদিবসেরি

নূতন তাহারে হেরি,

বাতাস সে-মুখ ঘেরি'

মাতে গুঞ্জন গানে ॥

পুরাতন বীণাখানি

ফিরে পেলো হারা বাণী।

নীলাকাশ শ্যাম-ধরা

পরশে তাহারি ভরা,

ধরা দিল অগোচরা

নব নব সুরে তানে ॥

আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও
কে আমারে কী-যে বলে ভোলাও ভোলাও।
ওরা কেবল কথার পাকে
নিত্য আমায় বেঁধে রাখে,
বাঁশির ডাকে সকল বাঁধন খোলাও॥
মনে পড়ে কত না দিন রাতি
আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথী।
আজ্‌কে তুমি তেম্‌নি ক'রে
সাম্‌নে তোমার রাখো ধ'রে,
আমার প্রাণে খেলার সে-ঢেউ তোলাও॥

আমার মনের কোণের বাইরে
জান্‌লা খুলে' ক্ষণে ক্ষণে চাই রে।
কোন্ অনেক দূরে
উদাস সুরে
আভাস-যে কার পাই রে
আছে আছে নাই রে॥
আমার দুই আঁখি হ'লো হারা
কোন্ গগনে খোঁজে কোন্ সন্ধ্যাতারা।
কার ছায়া আমায়
ছুঁয়ে-যে যায়
কাঁপে হৃদয় তাই রে,
গুন্ গুনিয়ে গাই রে॥

আমার সুরে লাগে তোমার হাসি।
যেমন ঢেউয়ে ঢেউয়ে রবির কিরণ
দোলে আসি'।
দিবানিশি আমিও-যে
ফিরি তোমার সুরের খোঁজে,
হঠাৎ এ-মন ভোলায় কখন্
তোমার বাঁশি ॥
আমার সকল কাজই রইলো বাকি
সকল শিক্ষা দিলেম ফাঁকি।
আমার গানে তোমায় ধ'র্‌বো ব'লে
উদাস হ'য়ে যাই-যে চ'লে,
তোমার গানে ধরা দিতে
ভালোবাসি ॥

আমার দোসর যে-জন ওগো তা'রে
কে জানে।
একতারা তা'র দেয় কি সাড়া
আমার গানে,
কে জানে।
আমার নদীর যে ঢেউ
ওগো জানে কি কেউ
যায় ব'হে যায় কাহার পানে,
কে জানে ॥
যখন বকুল ঝ'রে
আমার কাননতল যায় গো ভ'রে,

তখন কে আসে যায়
সেই বন-ছায়ায়,
কে সাজি তা'র ভ'রে আনে,
কে জানে।

বসন্ত তা'র গান লিখে' যায় ধূলির 'পরে
কী আদরে।
তাই সে-ধূলা ওঠে হেসে বারে বারে নবীন বেশে,
বারে বারে রূপের সাজি আপনি ভরে
কী আদরে॥
তেম্‌নি পরশ লেগেছে মোর হৃদয়-তলে
সে-যে তাই ধন্য হ'লো মন্ত্রবলে।
তাই প্রাণে কোন্ মায়া জাগে,
বারে বারে পুলক লাগে,
বারে বারে গানের মুকুল আপনি ধরে
কী আদরে॥

পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি
ভাব্‌না আমার পথ ভোলে,
যেন সিন্ধুপারের পাখী তা'রা
যায় যায় যায় চ'লে।
আলোছায়ার সুরে
অনেককালের সে কোন্ দূরে
ডাকে আয় আয় আয় ব'লে।

যেথায় চ'লে গেছে আমার
হারা ফাগুন রাতি
সেথায় তা'রা ফিরে' ফিরে'
খোঁজে আপন সাথী।
আলোছায়ায় যেথা
অনেক দিনের সে কোন্ ব্যথা
কাঁদে হায় হায় হায় ব'লে ॥

দীপ নিবে গেছে মম নিশীথ সমীরে
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে'।
এ পথে যখন যাবে
আঁধারে চিনিতে পাবে
রজনীগন্ধার গন্ধ ভ'রেছে মন্দিরে ॥
আমারে পড়িবে মনে কখন্ সে লাগি'
প্রহরে প্রহরে আমি গান গেয়ে জাগি।
ভয় পাছে শেষ রাতে
ঘুম আসে আঁখিপাতে
ক্লান্ত কণ্ঠে মোর স্বর ফুরায় যদি রে ॥

রজনীর শেষ তারা গোপনে আঁধারে আধো-ঘুমে
বাণী তব রেখে যাও প্রভাতের প্রথম কুসুমে।
সেই মতো যিনি এই জীবনের আনন্দরূপিণী
শেষক্ষণে দেন যেন তিনি
নবজীবনের মুখ চুমে'।

এই নিশীথের স্বপ্নরাজি
নব-জাগরণ-ক্ষণে নব গানে উঠে যেন বাজি'।
বিরহিনী যে ছিল রে মোর হৃদয়ের মর্ম্মমাঝে
বধূবেশে সেই যেন সাজে
নব দিনে চন্দনে কুঙ্কুমে ॥

আমার যদিই বেলা যায় গো ব'য়ে,
জেনো জেনো
আমার মন র'য়েছে তোমায় ল'য়ে।
পথের ধারে আসন পাতি,
তোমায় দেবার মালা গাঁথি,
জেনো জেনো তাইতে আছি মগন হ'য়ে ॥
চ'লে গেল যাত্রী সবে
নানান্ পথে কলরবে।
আমার চলা এমনি ক'রে
আপন হাতে সাজি ভ'রে,
জেনো জেনো আপন মনে গোপন র'য়ে ॥

আমি এলেম তারি দ্বারে
ডাক দিলেম অন্ধকারে।
আগল ধ'রে দিলেম নাড়া
প্রহর গেল পাইনি সাড়া,
দেখ্‌তে পেলেম না-যে তা'রে ॥
তবে যাবার আগে এখান থেকে
এই লিখনখানি যাবো রেখে।

দেখা তোমার পাই বা না পাই
দেখ্‌তে এলেম জেনো গো তাই,
ফিরে যাই সুদূরের পারে ॥

আমায় দাও গো ব'লে
সে কি তুমি
আমায় দাও দোলা অশান্তি দোলে
দেখ্‌তে না পাই পিছে থেকে
আঘাত দিয়ে হৃদয়ে কে
ঢেউ-যে তোলে ॥
মুখ দেখিনে তাই লাগে ভয়
জানি না-যে এ কিছু নয়।
মুছ্‌বো আঁখি উঠ্‌বো হেসে
দোলা যে দেয় যখন এসে
ধ'র্‌বে কোলে ॥

খেলার ছলে সাজিয়ে আমার
গানের বাণী
দিনে দিনে ভাসাই দিনের
তরীখানি।
স্রোতের লীলায় ভেসে ভেসে
সুদূরে কোন্ অচিন্ দেশে
কোনো ঘাটে ঠেক্‌বে কিনা
নাহি জানি ॥

না হয় ডুবে' গেলই না-হয়
গেলই বা।
না-হয় তুলে' লও গো না-হয়
ফেলোই বা।
হে অজানা, মরি মরি
উদ্দেশে এই খেলা করি,—
এই খেলাতেই আপন মনে
ধন্য মানি॥

বুঝেছি কি বুঝি নাইবা
সে-তর্কে কাজ নাই,
ভালো আমার লেগেছে-যে
রইলো সেই কথাই।
ভোরের আলোয় নয়ন ভ'রে
নিত্যকে পাই নূতন ক'রে,
কাহার মুখে চাই॥
প্রতিদিনের কাজের পথে
ক'র্‌তে আনাগোনা
কানে আমার লেগেছে গান
ক'রেছে আন্‌মনা।
হৃদয়ে মোর কখন জানি
প'ড়্‌লো পায়ের চিহ্নখানি
চেয়ে দেখি তাই॥

দিন অবসান হোলো।
আমার আঁখি হ'তে অস্ত-রবির
আলোর আড়াল তোলো।
অন্ধকারের বুকের কাছে,
নিত্য-আলোর আসন আছে,
সেথায় তোমার দুয়ারখানি খোলো॥
সব কথা সব কথার শেষে
এক হ'য়ে যাক মিলিয়ে এসে।
স্তব্ধ বাণীর হৃদয় মাঝে
গভীর বাণী আপনি বাজে,
সেই বাণীটি আমার কানে বোলো॥

কোথা হ'তে শুন্‌তে যেন পাই
আকাশে আকাশে বলে, যাই।
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে
জেগে ওঠে দীর্ঘশ্বাসে
হায়, তা'রা নাই, তা'রা নাই॥
কতদিনের কত ব্যথা
হাওয়ায় ছড়ায় ব্যাকুলতা।
চ'লে যাওয়ার পথ যে-দিকে
সে-দিক্ পানে অনিমিখে
আজ ফিরে চাই ফিরে চাই॥

তোমরা যা বলো তাই বলো, আমার
লাগে না মনে।
আমার যায় বেলা যায় ব'য়ে, কেমন
বিনা কারণে।
এই পাগল হাওয়া
কী গান গাওয়া
ছড়িয়ে দিয়ে গেল আজি
শরৎ গগনে॥
সে-গান আমার লাগ্‌লো-যে গো
লাগ্‌লো মনে,
আমি কিসের মধু খুঁজে বেড়াই
ভ্রমর গুঞ্জনে।
ঐ আকাশ-ছাওয়া
কাহার চাওয়া
এমন ক'রে লাগে আজি
আমার নয়নে।

আমার মনের মাঝে যে-গান বাজে
শুন্‌তে কি পাও গো;
আমার চোখের 'পরে আভাস দিয়ে
যখনি যাও গো!
রবির কিরণ নেয়-যে টানি'
ফুলের বুকের শিশির খানি
আমার প্রাণের সে-গান তুমি
তেম্‌নি কি নাও গো!

আমার উদাস হৃদয় যখন আসে
বাহির পানে
আপনাকে-যে দেয় ধরা সে
সকলখানে।
কচিপাতা প্রথম প্রাতে
কী কথা কয় আলোর সাথে,
আমার মনের আপন কথা
বলে-যে তাও গো॥

আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া।
বাতাসে আজ কোন্ পরশের লাগে হাওয়া।
অনেক দিনের বিদায় বেলার ব্যাকুল বাণী
আজ উদাসীর বাঁশির সুরে কে দেয় আনি',
বনের ছায়ায় তরুণ চোখের করুণ চাওয়া॥
কোন্ ফাগুনে যে-ফুল ফোটা হ'লো সারা
মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কাঁদে তা'রা।
বকুলতলায় কাজ-ভোলা সেই কোন্ দুপুরে
যে-সব কথা ভাসিয়ে দিলেম গানের সুরে
ব্যথায় ভ'রে ফিরে আসে সে গান-গাওয়া॥

হেমন্তে কোন্ বসন্তেরি বাণী
পূর্ণ শশী ঐ-যে দিল আনি'।
বকুল ডালের আগায়
জ্যোৎস্না যেন ফুলের স্বপন লাগায়
কোন্ গোপন কানাকানি
পূর্ণ শশী ঐ-যে দিল আনি'॥

আবেশ লাগে বনে
শ্বেত করবীর অকাল-জাগরণে।
ডাক্‌ছে থাকি' থাকি'
ঘুমহারা কোন্ নাম-না-জানা পাখী
কার মধুর স্মরণখানি
পূর্ণ শশী ঐ-যে দিল আনি'॥

শীতের হাওয়ার লাগ্‌লো নাচন্
আম্‌লকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শির্‌শিরিয়ে
ঝরিয়ে দিল তালে তালে।
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে
কাঙাল তা'রে ক'র্‌লো শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার
রইলো না আর অন্তরালে॥
শূন্য ক'রে ভ'রে-দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি' রইনু ব'সে সকল বেলা।
শীতের পরশ থেকে থেকে
যায় বুঝি ঐ ডেকে ডেকে,
সব খোয়াবার সময় আমার
হবে কখন কোন্ সকালে!

এই কথাটি মনে রেখো
তোমাদের এই হাসি খেলায়।
আমি-যে গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।

শুকনো ঘাসে শূন্য বনে, আপন মনে
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে-গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় ॥
দিনের পথিক মনে রেখো
আমি চ'লেছিলেম রাতে
সন্ধ্যা-প্রদীপ নিয়ে হাতে।
যখন আমায় ওপার থেকে গেল ডেকে
ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়।
আমি যে-গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় ॥

ফিরবে না তা জানি
আহা তবু তোমার পথ চেয়ে
জ্বলুক প্রদীপ খানি।
গাঁথবে না মালা জানি মনে
আহা তবু ধরুক মুকুল আমার বকুল বনে,
প্রাণে ঐ পরশের পিয়াস আনি' ॥
কোথায় তুমি পথ-ভোলা,
তবু থাক্ না আমার দুয়ার খোলা।
রাত্রি আমার গীতহীনা
আহা তবু বাঁধুক সুরে বাঁধুক তোমার বীণা,
তা'রে ঘিরে' ফিরুক্ কাঙাল বাণী।

শিউলি-ফোটা ফুরোলো যেই
শীতের বনে
এলে-যে সেই শূন্যক্ষণে।

তাই গোপনে সাজিয়ে ডালা
দুখের সুরে বরণ মালা
গাঁথি মনে মনে
শূন্যক্ষণে ॥
দিনের কোলাহলে
ঢাকা সে-যে রইবে হৃদয়তলে।
রাতের তারা উঠ্‌বে যবে
সুরের মালা বদল হবে
তখন তোমার সনে
মনে মনে ॥

পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়—
পাছে ছিন্ন তারের জয় হয়।
পাছে উৎসবক্ষণ তন্দ্রালসে হয় নিমগন
পুণ্য লগন
হেলায় খেলায় ক্ষয় হয়,
পাছে বিনা গানেই মিলন বেলা ক্ষয় হয় ॥
যখন তাণ্ডবে মোর ডাক পড়ে
পাছে তা'র তালে মোর তাল না মেলে
সেই ঝড়ে।
যখন মরণ এসে ডাক্‌বে শেষে বরণ গানে,
পাছে প্রাণে
মোর বাণী সব লয় হয়,
পাছে বিনা গানেই বিদায় বেলা লয় হয় ॥

সেদিন আমায় ব'লেছিলে
আমার সময় হয় নাই—
ফিরে ফিরে চ'লে গেলে তাই।
তখনো খেলার বেলা
বনে মল্লিকার মেলা
পল্লবে পল্লবে বায়ু উতলা সদাই॥
আজি এলো হেমন্তের দিন
কুহেলি বিলীন ভূষণ বিহীন।
বেলা আর নাই বাকি
সময় হ'য়েছে নাকি,
দিন-শেষে দ্বারে ব'সে পথপানে চাই॥

———

সময় কারো-যে নাই,
ওরা চলে দলে দলে,
গান হায় ডুবে যায় কোন্ কোলাহলে।
পাষাণে রচিছে কত কীর্ত্তি ওরা সবে
বিপুল গরবে
যায় আর বাঁশি পানে চায় হাসি-ছলে।
বিশ্বের কাজের মাঝে জানি আমি জানি
তুমি শোনো মোর গান খানি।
আঁধার মথন করি' যবে লও তুলি'
গ্রহতারাগুলি,
শোনো-যে নীরবে তব নীলাম্বর-তলে॥

———

এলো-যে শীতের বেলা বরষ পরে,
এবার ফসল কাটো লও গো ঘরে।
করো ত্বরা করো ত্বরা
কাজ আছে মাঠ ভরা,
দেখিতে দেখিতে দিন আঁধার করে॥
বাহিরে কাজের পালা হইবে সারা
আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যা-তারা—
আসন আপন হাতে পেতে রেখো আঙিনাতে
যে-সাথী আসিবে রাতে তাহারি তরে॥

ফাগুনের সুরু হ'তেই শুক্‌নো পাতা ঝ'র্‌লো যত
তা'রা আজ কেঁদে শুধায়
"সেই ডালে ফুল ফুট্‌লো কি গো?
ওগো কও ফুট্‌লো কত?"
তা'রা কয়, "হঠাৎ হাওয়ায় এলো ভাসি'
মধুরের সুদূর হাসি—হায়!
ক্ষ্যাপা হাওয়ায় আকুল হ'য়ে ঝ'রে গেলেম শত শত॥
তা'রা কয়, "আজ কি তবে এসেছে সে
নবীন বেশে?
আজ কি তবে এতক্ষণে জাগ্‌লো বনে
যে-গান ছিল মনে মনে?
সেই বারতা কানে নিয়ে
যাই চ'লে এই বারের মতো॥"

তা'র বিদায়-বেলার মালাখানি
আমার গলে রে
দোলে দোলে বুকের কাছে
পলে পলে রে।
গন্ধ তাহার ক্ষণে ক্ষণে
জাগে ফাগুন সমীরণে
গুঞ্জরিত কুঞ্জতলে রে ॥
দিনের শেষে যেতে যেতে
পথের 'পরে
ছায়াখানি মিলিয়ে দিল
বনান্তরে,
সেই ছায়া এই আমার মনে,
সেই ছায়া ঐ কাঁপে বনে
কাঁপে সুনীল দিগঞ্চলে রে ॥

ফাগুনের পূর্ণিমা এলো কার লিপি হাতে?
বাণী তা'র বুঝি না রে, ভরে মন বেদনাতে!
উদয়-শৈল-মূলে জীবনের কোন্ কূলে
এই বাণী জেগেছিলো কবে কোন্ মধুরাতে ॥
মাধবীর মঞ্জরী মনে আনে বারে বারে
বরণের মালা গাঁথা স্মরণের পরপারে।
সমীরণে কোন্ মায়া ফিরিছে স্বপন-কায়া
বেণুবনে কাঁপে ছায়া অলথ চরণ-পাতে।

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায়
তারি পারে
দেবে কি গো বাসা আমায়
একটি ধারে।
আমি শুন্‌বো ধ্বনি কানে
আমি ভ'র্‌বো ধ্বনি প্রাণে,
সেই ধ্বনিতে চিত্ত-বীণায়
তার বাঁধিব বারে বারে ॥
আমার নীরব বেলা সেই তোমারি
সুরে সুরে
ফুলের ভিতর মধুর মতো
উঠ্‌বে পূরে।
আমার দিন ফুরাবে যবে
যখন রাত্রি আঁধার হবে,
হৃদয়ে মোর গানের তারা
উঠ্‌বে ফুটে সারে সারে ॥

অনেক দিনের মনের মানুষ এলে কে
কোন্ ভুলে-যাওয়া বসন্ত থেকে ?
যা-কিছু সব গেছো ফেলে
খুঁজ্‌তে এলে (হৃদয়ে)।
পথ চিনেছো চেনা ফুলের
চিহ্ন দেখে ॥
বুঝি মনে তোমার আছে আশা
আমার ব্যথায় তোমার মিল্‌বে বাসা।

দেখ্‌তে এলে সেই-যে বীণা
বাজে কিনা (হৃদয়ে)
তারগুলি তা'র ধূলায় ধূলায়
গেছে কি ঢেকে ?

রাতে রাতে আলোর শিখা রাখি জ্বেলে
ঘরের কোণে আসন মেলে।
বুঝি সময় হ'লো এবার
আমার প্রদীপ নিবিয়ে দেবার
পূর্ণিমা চাঁদ তুমি এলে ॥
এতদিন সে ছিল তোমার পথের পাশে
তোমার দরশনের আশে।
আজ তা'রে যেই পরশিবে
যাক্‌ সে নিবে যাক্‌ সে নিবে,
যা আছে সব দিক্‌ সে ঢেলে

এনেছো ঐ শিরীষ বকুল আমের মুকুল
সাজিখানি হাতে ক'রে।
কবে-যে সব ফুরিয়ে দেবে
চ'লে যাবে দিগন্তরে !
পথিক, তোমায় আছে জানা, কর্‌বো না গো তোমায় মানা,
যাবার বেলায় যেয়ো যেয়ো বিজয়-মালা মাথায় প'রে ॥
তবু তুমি আছ যতক্ষণ
অসীম হ'য়ে ওঠে হিয়ায় তোমারি মিলন।
যখন যাবে তখন প্রাণে বিরহ মোর ভ'র্‌বে গানে,
দূরের কথা সুরে বাজে সকল বেলা ব্যথায় ভ'রে ॥

ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী,
আমের মঞ্জরী,
আজ হৃদয় তোমার উদাস হ'য়ে
প'ড়্‌ছে কি ঝরি' ?
আমার গান-যে তোমার গন্ধে মিশে
দিশে দিশে
ফিরে ফিরে ফেরে গুঞ্জরি' ॥
পূর্ণিমা চাঁদ তোমার শাখায় শাখায়
তোমার গন্ধ সাথে আপন আলো মাখায়,
ঐ দখিন বাতাস গন্ধে পাগল
ভাঙ্‌লো আগল
ঘিরে ঘিরে ফিরে সঞ্চরি' ॥

পুরাতনকে বিদায় দিলে না-যে,
ওগো নবীন রাজা।
শুধু বাঁশি তোমার বাজালে তা'র
পরাণ মাঝে।
মন্ত্র-যে তা'র লাগ্‌লো প্রাণে
মোহন গানে, হায়,
বিকশিয়া উঠ্‌লো হিয়া নবীন সাজে,
ওগো নবীন রাজা ॥
তোমার রঙে দিলে তুমি রাঙিয়া
তা'র আঙিয়া,
ওগো নবীন রাজা।

তোমার মালা, দিলে গলে
খেলার ছলে, হায়,
তোমার সুরে সুরে তাহার বীণা বাজে,
ওগো নবীন রাজা ॥

ঝর ঝর ঝর ঝর ঝরে রঙের ঝর্‌না !
আয় আয় আয় সে-রসের সুধায় হৃদয় ভর্‌ না !
সেই মুক্ত বন্যাধারায় ধারায়
চিত্ত মৃত্যু-আবেশ হারায়,
সেই রসের পরশ পেয়ে ধরা নিত্য নবীন বর্ণা ॥
তা'র কলধ্বনি দখিন হাওয়ায় ছড়ায় গগনময়,
মর্ম্মরিয়া আসে ছুটি' নবীন কিশলয়।
বনের বীণায় বীণায় ছন্দ জাগে
বসন্ত পঞ্চমের রাগে,
সেই সুরে সুরে সুর মিলিয়ে আনন্দ গান ধর্‌ না।

ফিরে চল্‌ মাটির টানে ;
যে-মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে
মুখের পানে।
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে,
হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে,
ডাক দিল-যে গানে গানে ॥
দিক্ হ'তে ঐ দিগন্তরে
কোল র'য়েছে পাতা,

জন্মমরণ ওরি হাতের
অলখ সুতোয় গাঁথা।
ওর হৃদয়-গলা জলের ধারা
সাগর পানে আত্মহারা রে,
প্রাণের বাণী ব'য়ে আনে॥

কার যেন এই মনের বেদন
চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায় ;
ঝুম্‌কো লতার চিকন পাতা
কাঁপে রে কার চম্‌কে-চাওয়ায়।
হারিয়ে-যাওয়া কার সে-বাণী,
কার সোহাগের স্মরণখানি,
আমের বোলের গন্ধে মিশে
কাননকে আজ কান্না পাওয়ায়॥
কাঁকন ছুটির রিনিঝিনি
কার বা এখন মনে আছে?
সেই কাঁকনের ঝিকিমিকি
পিয়াল বনের শাখায় নাচে।
যার চোখের ঐ আভাস দোলে
নদী-ঢেউয়ের কোলে কোলে
তা'র সাথে মোর দেখা ছিল
সেই সে-কালের তরী-বাওয়ায়॥

নিদ্রাহারা রাতের এ গান
বাঁধ্‌বো আমি কেমন সুরে ?
কোন্ রজনীগন্ধা হ'তে
আন্‌বো সে-তান কণ্ঠে পূরে ।
সুরের কাঙাল আমার ব্যথা—
ছায়ার কাঙাল রৌদ্র যথা,—
সাঁঝ সকালে বনের পথে
উদাস হ'য়ে বেড়ায় ঘুরে ॥
ওগো সে কোন্ বিহান বেলায়
এই পথে কার পায়ের তলে
নাম-না-জানা তৃণকুসুম
শিউরেছিলো শিশির জলে ।
অলকে তা'র একটি গুচ্ছ
করবীফুল রক্তরুচি ;
নয়ন করে কী ফুল চয়ন
নীল গগনে দূরে দূরে ॥

এক ফাগুনের গান সে আমার
আর ফাগুনের কূলে কূলে
কার খোঁজে আজ পথ হারালো
নতুন কালের ফুলে ফুলে ?
শুধায় তা'রে বকুল, হেনা
"কেউ আছে কি তোমার চেনা ?"
সে বলে, "হায়, আছে কি নাই
না বুঝে তাই বেড়াই ভুলে
নতুন কালের ফুলে ফুলে ।"

এক ফাগুনের মনের কথা
আর ফাগুনের কানে কানে
গুঞ্জরিয়া কেঁদে শুধায়
"মোর ভাষা আজ কেউ কি জানে ?"
আকাশ বলে, "কে জানে সে
কোন্ ভাষা-যে বেড়ায় ভেসে !"
"হয়তো জানি, হয়তো জানি",
বাতাস বলে দুলে দুলে
নতুন কালের ফুলে ফুলে ॥

আসা-যাওয়ার পথের ধারে
গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন।
যাবার বেলায় দেবো কারে
বুকের কাছে বাজ্‌লো যে-বীণ ?
সুরগুলি তা'র নানাভাগে
রেখে যাবো পুষ্পরাগে,
মীড়গুলি তা'র মেঘের রেখায়
স্বর্ণলেখায় কর্‌বো বিলীন ॥
কিছু বা সে মিলন-মালায়
যুগল গলায় রইবে গাঁথা,
কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে
দুই চাহনির চোখের পাতা।
কিছুবা কোন্ চৈত্র মাসে
বকুল-ঢাকা বনের ঘাসে
মনের কথার টুক্‌রো আমার
কুড়িয়ে পাবে কোন্ উদাসীন ॥

পূর্ব্বাচলের পানে তাকাই
অস্তাচলের ধারে আসি'।
ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই
তা'র লাগি আজ বাজাই বাঁশি।
যখন এ কূল যাবো ছাড়ি',
পারের খেয়ায় দেবো পাড়ি,
মোর ফাগুনের গানের বোঝা
বাঁশির সাথে যাবে ভাসি'॥
সেই-যে আমার বনের গলি
রঙীন ফুলে ছিল আঁকা,
সেই ফুলেরি ছিন্ন দলে
চিহ্ন-যে তা'র প'ড়্‌লো ঢাকা।
মাঝে মাঝে কোন্‌ বাতাসে
চেনা দিনের গন্ধ আসে,
হঠাৎ বুকে চমক লাগায়
আধ্‌-ভোলা সেই কান্না হাসি॥

ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী
বাজে শেষের রাতে।
শুকনো ফুলের মালা এখন
দাও তুলে মোর হাতে।
সুরখানি ঐ নিয়ে কানে
পাল তুলে দিই পারের পানে,
চৈত্র রাতের মলিন মালা
রইবে আমার সাথে।

পথিক আমি এসেছিলেম
তোমার বকুলতলে,
পথ আমারে ডাক দিয়েছে
এখন যাবো চ'লে ।
ঝরা যূথীর পাতায় ঢেকে
আমার বেদন গেলেম রেখে,
কোন ফাগুনে মিল্‌বে সে-যে
তোমার বেদনাতে ॥

প্রখর তপন তাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে,
বায়ু করে হাহাকার ।
দীর্ঘপথের শেষে ডাকি মন্দিরে এসে
খোলো খোলো খোলো দ্বার !
বাহির হ'য়েছি কবে
কার আহ্বান রবে,
এখনি মলিন হবে প্রভাতের ফুলহার ।
খোলো খোলো খোলো দ্বার !
বুকে বাজে আশাহীনা
ক্ষীণ-মর্ম্মর বীণা,
জানি না কে আছে কিনা, সাড়া তো না পাই তা'র
আজি সারাদিন ধ'রে
প্রাণে সুর ওঠে ভ'রে,
একেলা কেমন ক'রে বহিব গানের ভার !
খোলো খোলো খোলো দ্বার !

বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া
আসে মৃদু মন্দ।
আনে আমার মনের কোণে
সেই চরণের ছন্দ।
স্বপ্নশেষের বাতায়নে
হঠাৎ-আসা ক্ষণে ক্ষণে
আধো-ঘুমের প্রান্ত-ছোঁওয়া
বকুলমালার গন্ধ।
বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া
বহে কিসের হর্ষ!
যেন রে সেই উড়ে-পড়া
এলোকেশের স্পর্শ।
চাঁপা-বনের কাঁপন ছলে
লাগে আমার বুকের তলে
আরেকদিনের প্রভাত হ'তে
হৃদয়-দোলার স্পন্দ॥

বৈশাখ হে, মৌনী তাপস, কোন্ অতলের বাণী
এমন কোথায় খুঁজে পেলে?
তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢাকি' মন্থর মেঘখানি
এলো গভীর ছায়া ফেলে।
রুদ্রতপের সিদ্ধি এ কি ঐ-যে তোমার বক্ষে দেখি?
ওরি লাগি আসন পাতো হোমহুতাশন জ্বেলে?
নিঠুর তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যুক্ষুধার মতো
তোমার রক্তনয়ন মেলে।

ভীষণ তোমার প্রলয়সাধন প্রাণের বাঁধন যত
যেন হান্‌বে অবহেলে।
হঠাৎ তোমার কণ্ঠে এ-যে আশার ভাষা উঠ্‌লো বেজে,
দিলে তরুণ শ্যামলরূপে করুণ সুধা ঢেলে॥

অনেক কথা ব'লেছিলেম কবে তোমার কানে কানে,
কত নিশীথ অন্ধকারে কত গোপন গানে গানে।
সে কি তোমার মনে আছে
তাই শুধাতে এলেম কাছে,
রাতের বুকের মাঝে তারা মিলিয়ে আছে সকল খানে
কত নিশীথ অন্ধকারে কত গোপন গানে গানে॥
ঘুম ভেঙে তাই শুনি যবে দীপ-নেভা মোর বাতায়নে
স্বপ্নে-পাওয়া বাদল হাওয়া ছুটে আসে ক্ষণে ক্ষণে,
বৃষ্টি-ধারার ঝরঝরে
ঝাউ-বাগানের মরমরে
ভিজে মাটির গন্ধে হঠাৎ সেই কথা সব মনে আনে
কত নিশীথ অন্ধকারে কত গোপন গানে গানে॥

আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে।
ঐ আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন
হোথায় ছিল কোন্‌ যুগে মোর নিমন্ত্রণ,
আমার লাগ্‌লো না মন লাগ্‌লো না,
তাই কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চ'লে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে।

হেথায় মন্দমধুর কানাকানি জলেস্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙীন ফুলের আলিম্পন
বনের পথে আঁধার আলোয় আলিঙ্গন,
হেথা লাগ্‌লো রে মন লাগ্‌লো রে,
তাই এইখানেতেই দিন কাটে মোর খেলার ছলে,
নিদ্রাবিহীন গগনতলে ॥

যতখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখো বাহির বাটে
ততখন গানের পরে গান গেয়ে মোর প্রহর কাটে।
শুনি শুভক্ষণে ডাক পড়ে সেই ভিতর সভার মাঝে
এ গান লাগ্‌বে বুঝি কাজে,
তোমার সুরের রঙের রঙীন নাটে ॥
তোমার ফাগুন দিনের বকুল চাঁপা, শ্রাবণ দিনের কেয়া
তাই দেখে তো শুনি তোমার কেমন-যে তান দেয়া।
আমি উতল প্রাণে আকাশ পানে হৃদয়খানি তুলি'
বীণায় বেঁধেছি গানগুলি
তোমার সাঁঝ-সকালের সুরের ঠাটে ॥

বারে বারে পেয়েছি-যে তা'রে
চেনায় চেনায় অচেনারে।
যারে দেখা গেল তারি মাঝে
না দেখারি কোন্ বাঁশি বাজে,
যে আছে বুকের কাছে কাছে
চ'লেছি তাহারি অভিসারে।

অপরূপ সে-যে রূপে রূপে
কী খেলা খেলিছে চুপে চুপে।
কানে কানে কথা উঠে পূরে'
কোন্ সুদূরের সুরে সুরে,
চোখে চোখে চাওয়া নিয়ে চলে
কোন্ অজানারি পথপারে ॥

(১৭৭৮)

আমি কান পেতে রই আমার আপন
হৃদয় গহন দ্বারে ;
কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির
গোপন কথা শুনিবারে।
ভ্রমর সেথায় হয় বিরাগী নিভৃত নীল পদ্ম লাগি'-যে
কোন্ রাতের পাখী গায় একাকী সঙ্গিবিহীন অন্ধকারে ॥
কে সে মোর কেই বা জানে
কিছু তা'র দেখি আভা।
কিছু পাই অনুমানে
কিছু তা'র বুঝি না বা।
মাঝে মাঝে তা'র বারতা
আমার ভাষায় পায় কি কথা রে,
ও সে আমায় জানি পাঠায় বাণী
গানের তানে লুকিয়ে তা'রে ॥

আসা-যাওয়ার মাঝখানে
একলা আছ চেয়ে কাহার পথপানে।
আকাশে ঐ কালোয় সোনায়
শ্রাবণ মেঘের কোণায় কোণায়

আঁধার আলোয় কোন্ খেলা-যে কে জানে
আসা-যাওয়ার মাঝখানে ॥
শুক্‌নো পাতা ধুলায় ঝরে,
নবীন পাতায় শাখা ভরে।
মাঝে তুমি আপন-হারা,
পায়ের কাছে জলের ধারা
যায় চ'লে ঐ অশ্রুভরা কোন্ গানে
আসা-যাওয়ার মাঝখানে !

৭১

একলা ব'সে একে একে অন্যমনে
পদ্মের দল ভাসাও জলে অকারণে।
হায়রে বুঝি কখন্ তুমি গেছো ভুলে'
ও-যে আমি এনেছিলেম আপনি তুলে,
রেখেছিলেম প্রভাতে ঐ চরণ মূলে
অকারণে,
কখন্ তুলে নিলে হাতে যাবার ক্ষণে
অন্যমনে ॥
দিনের পরে দিনগুলি মোর এমনি ভাবে
তোমার হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে।
সবগুলি এই শেষ হবে যেই তোমার খেলায়
এম্‌নি তোমার আলসভরা অবহেলায়,
হয়তো তখন বাজ্‌বে ব্যথা সন্ধ্যেবেলায়
অকারণে,
চোখের জলের লাগ্‌বে আভাস নয়ন কোণে
অন্যমনে ॥

শুষ্কতাপের দৈত্যপুরে দ্বার ভাঙ্‌বে ব'লে
রাজপুত্র, কোথা হ'তে হঠাৎ এলে চ'লে।
সাত সমুদ্র পারের থেকে বজ্রস্বরে এলে হেঁকে
দুন্দুভি-যে উঠ্‌লো বেজে বিষম কলরোলে।
রাজপুত্র, কোথা হ'তে হঠাৎ এলে চ'লে॥
বীরের পদপরশ পেয়ে মূর্চ্ছা হ'তে জাগে,
বসুন্ধরার তপ্তপ্রাণে বিপুল পুলক লাগে।
মরকত-মণির থালা সাজিয়ে, গাঁথে বরণ মালা,
উতলা তা'র হিয়া আজি সজল হাওয়ায় দোলে
রাজপুত্র, কোথা হ'তে হঠাৎ এলে চ'লে॥

কত-যে তুমি মনোহর
মনই তাহা জানে,
হৃদয় মম থরথর
কাঁপে তোমার গানে।
আজিকে এই প্রভাত বেলা
মেঘের সাথে রোদের খেলা,
জলে নয়ন ভরভর
চাহি তোমার পানে॥
আলোর অধীর ঝিলিমিলি
নদীর ঢেউয়ে ওঠে,
বনের হাসি খিলিখিলি
পাতায় পাতায় ছোটে।
আকাশে ওই দেখি কী-যে,
তোমার চোখের চাহনি-যে,
সুনীল সুধা ঝরঝর
ঝরে আমার প্রাণে॥

আমার কণ্ঠ হ'তে গান কে নিল
ভুলায়ে,
সে যে বাসা বাঁধে নীরব মনের
কুলায়ে।
মেঘের দিনে শ্রাবণ মাসে
যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে
আমার প্রাণে সে দেয় পাখার ছায়া
বুলায়ে॥
যখন শরৎ কাঁপে শিউলি ফুলের
হরষে
নয়ন ভরে-যে সেই গোপন গানের
পরশে।
গভীর রাতে কী সুর লাগায়
আধো ঘুমে আধো জাগায়,
আমার স্বপন মাঝে দেয়-যে কী দোল
দুলায়ে॥

মনের মধ্যে নিরবধি
শিকল-গড়ার কারখানা।
একটা বাঁধন কাটে যদি
বেড়ে ওঠে চারখানা।
কেমন ক'রে নাম্‌বে বোঝা
তোমার আপদ নয়-যে সোজা,
অন্তরেতে আছে যখন
ভয়ের ভীষণ ভারখানা।

রাতের আঁধার ঘোচে বটে
বাতির আলো যেই জ্বালো।
মূর্চ্ছাতে যে আঁধার ঘটে
রাতের চেয়ে ঘোর কালো।
ঝড় তুফানে ঢেউয়ের মারে
তবু তরী বাঁচ্‌তে পারে,
সবার বড়ো মার-যে তোমার
ছিদ্রটার ঐ মারখানা॥
পর তো আছে লাখে লাখে
কে তাড়াবে নিঃশেষে?
ঘরের মধ্যে পর যে থাকে
পর ক'রে দেয় বিশ্বে সে।
কারাগারের দ্বারী গেলে
তখনি কি মুক্তি মেলে?
আপনি তুমি ভিতর থেকে
চেপে আছ দ্বারখানা॥
শূন্য ঝুলির নিয়ে দাবী
রাগ ক'রে রোস্‌ কার 'পরে?
দিতে জানিস্‌ তবেই পাবি
পাবিনে তো ধার ক'রে।
লোভে ক্ষোভে উঠিস্‌ মাতি',
ফল পেতে চাস্‌ রাতারাতি,
আপন মুঠো ক'র্‌লে ফুটো
আপন থাঁড়ার ধারখানা॥

জয় হোক্ জয় হোক্ নব অরুণোদয়
পূর্ব্ব দিগঞ্চল হোক্ জ্যোতির্ম্ময়।
এসো অপরাজিত বাণী,
অসত্য হানি'
অপহৃত শঙ্কা অপগত সংশয়॥
এসো নব জাগ্রত প্রাণ,
চির যৌবন জয়গান।
এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা,
জড়ত্বনাশা।
ক্রন্দন দূর হোক্ বন্ধন হোক্ ক্ষয়॥

সব দিবি কে, সব দিবি পায়!
আয় আয় আয়!
ডাক প'ড়েছে ঐ শোনা যায়,
আয় আয় আয়!
আস্‌বে-যে সে স্বর্ণরথে,
জাগাব কা'রা রিক্ত পথে
পৌষ রজনী, তাহার আশায়।
আয় আয় আয়!
ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা;
হায় হায় হায়!
তা'র পরে তা'র যাবার বেলা;
হায় হায় হায়!
চ'লে গেলে জাগ্‌বি যবে
ধন-রতন বোঝা হবে,
বহন করা হবে-যে দায়।
হায় হায় হায়!

বাকি আমি রাখ্‌বো না কিছুই।
তোমার চলার পথে পথে
ছেয়ে দেবো ভুঁই।
ওগো মোহন তোমার উত্তরীয়
গন্ধে আমার ভ'রে নিয়ো,
উজাড় ক'রে দেবো পায়ে
বকুল বেলা জুঁই॥
দখিন সাগর পার হ'য়ে-যে
এলে পথিক তুমি
আমার সকল দেবো অতিথিরে
আমি বনভূমি।
আমার কুলায় ভরা র'য়েছে গান
সব তোমারেই ক'রেছি দান,
দেবার কাঙাল করে আমায়
চরণ যখন ছুঁই॥

ফল ফলাবার আশা আমি
মনেই রাখিনিরে।
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই
দক্ষিণ সমীরে।
বসন্ত গান পাখিরা গায়,
বাতাসে তা'র সুর ঝ'রে যায়,
মুকুল-ঝরার ব্যাকুল খেলা
আমারি সেই রাগিণীরে॥

জানিনে ভাই, ভাবিনে তাই
কী হবে মোর দশা,
যখন আমার সারা হবে
সকল ঝরা খসা।
এই কথা মোর শূন্যডালে
বাজ্‌বে সেদিন তালে তালে,
"চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি
মধুর মধু যামিনীরে ॥"

যদি তারে নাই চিনি গো
সে কি আমায় নেবে চিনে?
এই নব ফাল্গুনের দিনে?
(জানিনে জানিনে)
সে কি আমার কুঁড়ির কানে
ক'বে কথা গানে গানে
পরাণ তাহার নেবে কিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে?
(জানিনে জানিনে)
সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে?
সে কি মর্ম্মে এসে ঘুম ভাঙাবে?
ঘোমটা আমার নতুন পাতার
হঠাৎ দোলা পাবে কি তার?
গোপন কথা নেবে জিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে?
(জানিনে জানিনে)

ধীরে ধীরে ধীরে বও,
ওগো উতল হাওয়া।
নিশীথ রাতের বাঁশি বাজে
শান্ত হও গো শান্ত হও!
আমি প্রদীপশিখা তোমার লাগি'
ভয়ে ভয়ে একা জাগি,
মনের কথা কানে কানে
মৃদু মৃদু কও॥
তোমার দূরের গাথা বনের বাণী
ঘরের কোণে দেহ' আনি'॥
আমার কিছু কথা আছে
ভোরের বেলার তারার কাছে
সেই কথাটি তোমার কানে
চুপি চুপি লও॥

দখিন হাওয়া, জাগো, জাগো,
জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ।
আমি বেণু আমার শাখায়
নীরব-যে হায় কত না গান।
পথের ধারে আমার কারা
ওগো পথিক, বাঁধন-হারা,
নৃত্য তোমার চিত্তে আমার
মুক্তি দোলা করে-যে দান॥
গানের পাখা যখন খুলি
বাধা-বেদন তখন ভুলি।

তখন আমার বুকের মাঝে
তোমার পথের বাঁশি বাজে,
বন্ধ-ভাঙার ছন্দে আমার
মৌন-কাঁদন হয় অবসান ॥

সহসা ডালপালা তোর উতলা যে!
(ও চাঁপা ও করবী)
কারে তুই দেখ্‌তে পেলি
আকাশ মাঝে
জানি না-যে।
কোন্ সুরের মাতন হাওয়ায় এসে
বেড়ায় ভেসে,
(ও চাঁপা, ও করবী)
কার নাচনের নূপুর বাজে
জানি না-যে।
তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে।
কোন অজানার ধেয়ান তোমার
মনে জাগে?
কোন্ রঙের মাতন উঠ্‌লো দুলে'
ফুলে ফুলে
কে সাজালে রঙীন সাজে
জানি না-যে ॥

সে কি ভাবে গোপন র'বে
লুকিয়ে হৃদয় কাড়া?
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা
সে-যে সৃষ্টিছাড়া!

হিয়ায় হিয়ায় জাগ্‌লো বাণী,
পাতায় পাতায় কানাকানি,
“ঐ এলো-যে”, “ঐ এলো-যে”
পরাণ দিল সাড়া ॥
এই তো আমার আপনারি এই
ফুল ফোটানোর মাঝে
তা'রে দেখি নয়ন ভ'রে
নানা রঙের সাজে।
এই-যে পাখীর গানে গানে
চরণধ্বনি ব'য়ে আনে,
বিশ্ববীণার তারে তারে
এই তো দিল নাড়া ॥

ভাঙ্‌লো হাসির বাঁধ।
অধীর হ'য়ে মাত্‌লো কেন
পূর্ণিমার ঐ চাঁদ।
উতল হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে
মুকুল-ছাওয়া বকুল বনে
দোল দিয়ে যায়, পাতায় পাতায়
ঘটায় পরমাদ ॥
ঘুমের আঁচল আকুল হ'লো
কী উল্লাসের ভরে!
স্বপন যত ছড়িয়ে প'ল্লো
দিকে দিগন্তরে!

আজ রাতের এই পাগ্‌লামিরে
বাঁধবে ব'লে কে ঐ ফিরে,
শাল-বীথিকায় ছায়া গেঁথে
তাই পেতেছে ফাঁদ

ও আমার চাঁদের আলো,
আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছো-যে আমার
পাতায় পাতায় ডালে ডালে।
যে-গান তোমার সুরের ধারায়
বন্যা জাগায় তারায় তারায়,
মোর আঙিনায় বাজ্‌লো সে-সুর
আমার প্রাণের তালে তালে ॥
সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে
তোমার হাসির ইসারাতে।
দখিন হাওয়া দিশাহারা
আমার ফুলের গন্ধে মাতে।
শুভ্র, তুমি ক'র্‌লে বিলোল
আমার প্রাণে রঙের হিলোল,
মর্ম্মরিত মর্ম্ম আমার
জড়ায় তোমার হাসির জালে ॥

কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা?
আপন আলোর স্বপন মাঝে বিভোল ভোলা
কেবল তোমার চোখের চাওয়ায়
দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়

বনে বনে দোল জাগালো

ঐ চাহনি তুফান তোলা ॥

আজ মানসের সরোবরে

কোন মাধুরীর কমল কানন

দোলাও তুমি ঢেউয়ের 'পরে।

তোমার হাসির আভাস লেগে

বিশ্ব-দোলন দোলার বেগে

উঠ্‌লো জেগে আমার গানের

কল্লোলিনী কলরোলা ॥

শুকনো পাতা কে-যে ছড়ায় ঐ দূরে

উদাস-করা কোন্ সুরে?

ঘর-ছাড়া ঐ কে বৈরাগী

জানি না-যে কাহার লাগি'

ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যায় ঘুরে ॥

চিনি চিনি যেন ওরে হয় মনে,

ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে।

ছদ্মবেশে কেন খেলো,

জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো,

প্রকাশ করো চির নূতন বন্ধুরে ॥

গানগুলি মোর শৈবালেরি দল—

ওরা বন্যাধারায় পথ-যে হারায়

উদ্দাম চঞ্চল!

ওরা কেনই আসে যায় বা চ'লে,

অকারণের হাওয়ায় দোলে,

চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে

পায়না কোনো ফল ॥

ওদের সাধন তো নাই
কিছু সাধন তো নাই,
ওদের বাঁধন তো নাই
কোনো বাঁধন তো নাই।
উদাস ওরা উদাস করে
গৃহহারা পথের স্বরে,
ভুলে যাওয়ার স্রোতের 'পরে
করে টলমল।

"তোমার বাস কোথা-যে, পথিক, ওগো
দেশে কি বিদেশে?
তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা, ওগো
তুমিই সর্ব্বনেশে।"
"আমার বাস কোথা-যে জানো না কি
শুধাতে হয় সে কথা কি,
ও মাধবী ও মালতী?"
"হয়তো জানি, হয়তো জানি, হয়তো জানিনে,
মোদের ব'লে দেবে কে সে?"
"মনে করি আমার তুমি,
বুঝি নও আমার।
বলো, বলো, বলো, পথিক,
বলো তুমি কার?"
"আমি তারি যে আমারে
যেমনি দেখে চিনতে পারে
ও মাধবী, ও মালতী!"
"হয়তো চিনি হয়তো চিনি, হয়তো চিনিনে,
মোদের ব'লে দেবে কে সে!"

আজ দখিন বাতাসে
নাম-না-জানা কোন্ বনফুল
ফুট্‌লো বনের ঘাসে।
ও মোর পথের সাথী পথে পথে
গোপনে যায় আসে॥
কৃষ্ণচূড়া চূড়ায় সাজে,
বকুল তোমার মালার মাঝে,
শিরীষ তোমার ভ'রবে সাজি
ফুটেছে সেই আশে।
এ মোর পথের বাঁশির সুরে সুরে
লুকিয়ে কাঁদে হাসে॥
ওরে দেখো বা নাই দেখো, ওরে
যাও বা না যাও ভুলে'।
ওরে নাই বা দিলে দোলা, ওরে
নাই বা নিলে তুলে'।
সভায় তোমার ও কেহ নয়,
ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়,
যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে
র'য়েছে এক পাশে।
ওগো ওর সাথে মোর প্রাণের কথা
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে॥

এখন আমার সময় হ'লো,
যাবার দুয়ার খোলো খোলো।
হ'লো দেখা, হ'লো মেলা
আলো ছায়ায় হ'লো খেলা,
স্বপন-যে সে ভোলো ভোলো।

আকাশ ভরে দূরের গানে,
অলখ দেশে হৃদয় টানে।
ওগো সুদূর, ওগো মধুর,
পথ ব'লে দাও পরাণ-বঁধুর,
সব আবরণ তোলো, তোলো॥

বিদায় যখন চাইবে তুমি দক্ষিণ সমীরে
তোমায় ডাক্‌বো না তো ফিরে'।
ক'র্‌বো তোমায় কী সম্ভাষণ?
কোথায় তোমার পাত্‌বো আসন
পাতা-ঝরা কুসুম-ঝরা নিকুঞ্জ-কুটীরে?
তুমি আপনি যখন আসো তখন
আপনি করো ঠাঁই,
আপনি কুসুম ফোটাও মোরা
তাই দিয়ে সাজাই।
তুমি যখন যাও চ'লে যাও
সব আয়োজন হয়-যে উধাও,
গান ঘুচে যায়, রং মুছে যায়
তাকাই অশ্রু-নীরে॥

এ-বেলা ডাক্ প'ড়েছে কোন্ খানে
ফাগুনের ক্লান্তক্ষণের শেষ গানে।
সেখানে স্তব্ধবীণার তারে তারে
সুরের খেলা ডুব-সাঁতারে,
সেখানে চোখ মেলে যার পাইনে দেখা
তাহারে মন জানে গো মন জানে॥

এ-বেলা মন যেতে চায় কোন্‌-খানে
নিরালায় লুপ্ত পথের সন্ধানে।
সেখানে মিলন-দিনের ভোলা হাসি
লুকিয়ে বাজায় করুণ বাঁশি,
সেখানে যে-কথাটি হয় না বলা
সে-কথা রয় কানে গো রয় কানে॥

না যেয়ো না যেয়ো নাকো।
মিলন পিয়াসী মোরা
কথা রাখো, কথা রাখো।
আজো বকুল আপনহারা, হায়রে,
ফুল-ফোটানো হয়নি সারা,
সাজি ভরে নি,
পথিক ওগো, থাকো থাকো॥
চাঁদের চোখে জাগে নেশা,
তা'র আলো গানে গন্ধে মেশা।
দেখো চেয়ে কোন্ বেদনায়, হায়রে
মল্লিকা ঐ যায় চ'লে যায়
অভিমানিনী!
পথিক, তা'রে ডাকো ডাকো॥

এবার বিদায় বেলার সুর ধরো ধরো
(ও চাঁপা ও করবী)
তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো॥
যাবার পথে আকাশ তলে
মেঘ রাঙা হ'লো চোখের জলে,
ঝরে পাতা ঝর ঝর॥

হেরো হেরো ঐ রুদ্র রবি
স্বপ্ন ভাঙায় রক্ত ছবি।
খেয়া তরীর রাঙা পালে
আজ লাগলো হাওয়া ঝড়ের তালে,
বেণুবনের ব্যাকুল শাখা থর থর ॥

আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেল্‌বি আয়
সুখের বাসা ভেঙে ফেল্‌বি আয়!
মিলন-মালার আজ বাঁধন তো টুট্‌বে,
ফাগুন দিনের আজ স্বপন তো ছুট্‌বে,
উধাও মনের পাখা মেল্‌বি আয় ॥
অস্ত-গিরির ঐ শিখর-চূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কাল-বৈশাখীর হবে-যে নাচন
সাথে নাচুক্ তোর মরণ বাঁচন,
হাসি কাঁদন পায়ে ঠেল্‌বি আয় ॥

ভয় ক'র্‌বো না রে
বিদায়-বেদনারে।
আপন সুধা দিয়ে
ভ'রে দেবো তা'রে ॥
চোখের জলে সে-যে নবীন র'বে,
ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে,
প'র্‌বো বুকের হাঁরে ॥

নয়ন হ'তে তুমি আস্‌বে প্রাণে,
মিল্‌বে তোমার বাণী আমার গানে।
বিরহ ব্যথায় বিধুর দিনে
দুখের আলোয় তোমায় নেবো চিনে
এ মোর সাধনা রে॥

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ড মিলন পূর্ণ হবে!
আয়রে সবে
প্রলয় গানের মহোৎসবে।
তাণ্ডবে ঐ তপ্ত হাওয়ায় ঘূর্ণী লাগায়,
মত্ত ঈশান বাজায় বিষাণ শঙ্কা জাগায়,
ঝঙ্কারিয়া উঠ্‌লো আকাশ ঝঞ্ঝা-রবে
আয়রে সবে
প্রলয় গানের মহোৎসবে।
ভাঙন ধরার ছিন্ন করার রুদ্র নাটে
যখন সকল ছন্দ-বিকল, বন্ধ কাটে,
মুক্তি-পাগল বৈরাগীদের চিত্ততলে
প্রেম-সাধনার হোম হুতাশন জ্ব'ল্‌বে তবে
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
সব আশা জাল যায় রে যখন উড়ে' পুড়ে'
আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে',
স্তব্ধ বাণী নীরব সুরে কথা ক'বে॥
আয়রে সবে
প্রলয় গানের মহোৎসবে॥

পরিশিষ্ট

আকাশ হ'তে আকাশ পথে হাজার স্রোতে,
ঝ'রছে জগৎ ঝরনা ধারার মতো।
আমার শরীর মনের অধীর ধারা তারি সাথে বইছে অবিরত।
দুই প্রবাহের ঘাতে ঘাতে উঠতেছে গান দিনে রাতে,
সেই গানে গানে আমার প্রাণে ঢেউ লেগেছে কত!
আমার তটে চূর্ণ সে-গান ছড়ায় শত শত।
ঐ আকাশ-ডোবা ধারার দোলায় দুলি অবিরত॥
এই নৃত্য-পাগল ব্যাকুলতা বিশ্বপরাণে
নিত্য আমায় জাগিয়ে রাখে শান্তি না মানে।
চিরদিনের কান্নাহাসি উঠছে ভেসে রাশি রাশি
এ সব দেখ্‌তেছে কোন্ নিদ্রাহারা নয়ন অবনত।
ওগো সেই নয়নে নয়ন আমার হোক্ না নিমেষ-হত।
ঐ আকাশ-ভরা দেখার সাথে দেখ্‌বো অবিরত॥

(গীত-পঞ্চাশিকা।)

গীত-বিতান

তৃতীয় খণ্ড

আকাশভরা সূর্য্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥
অসীম কালের যে-হিল্লোলে
জোয়ার ভাঁটায় ভুবন দোলে,
নাড়ীতে মোর রক্ত-ধারায় লেগেছে তা'র টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে।
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরি দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি,
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে ক'রেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥

তুমি খুসি থাকো আমায় চেয়ে
তোমার আঙিনাতে বেড়াই যখন গেয়ে গেয়ে ॥
তোমার পরশ আমার মাঝে
সুরের নাচে বুকে বাজে,
পুলকে তা'র ঝলক লাগে সকল ভুবন ছেয়ে ছেয়ে ॥
ফিরে ফিরে চিত্তবীণায় দাও যে নাড়া,
গুঞ্জরিয়া দেয় সে সাড়া।
তোমার আঁধার তোমার আলো
দুই আমারে লাগ্‌লো ভালো,
আমার হাসি বেড়ায় ভাসি তোমার হাসি বেয়ে বেয়ে ॥

গানের ভেলায় বেলা-অবেলায়
প্রাণের আশা
ভোলা মনের স্রোতে ভাসা ॥
কোথায় জানি ধায় সে-বাণী ;
দিনের শেষে
কোন্ ঘাটে-যে ঠেকে এসে
চিরকালের কাঁদা-হাসা ॥
এম্‌নি খেলার ঢেউয়ের দোলে
খেলার পারে যাবি চ'লে।
পালের হাওয়ার ভর্‌সা তোমার ;
করিস্‌নে ভয়
পথের কড়ি না যদি রয়,
সঙ্গে আছে বাঁধন-নাশা ॥

আমার যে-গান তোমার পরশ পাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ॥
সুরে সুরে খুঁজি তা'রে
অন্ধকারে,
যে-আঁখিজল তোমার পায়ে নাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ॥
যখন শুষ্ক প্রহর বৃথা কাটাই
চাহি গানের লিপি তোমায় পাঠাই।
কোথায় দুঃখ সুখের তলায়
সুর-যে পলায়,
যে-শেষ বাণী তোমার দ্বারে যাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ॥

যায় নিয়ে যায় আমায় আপন গানের টানে
ঘরছাড়া কোন্ পথের পানে ॥
নিত্যকালের গোপন কথা
বিশ্বপ্রাণের ব্যাকুলতা
আমার বাঁশী দেয় এনে দেয় আমার কানে ॥
মনে-যে হয় আমার হৃদয় কুসুম হ'য়ে ফোটে
আমার হিয়া উচ্ছলিয়া সাগরে ঢেউ ওঠে।
পরাণ আমার বাঁধন হারায়
নিশীথ রাতের তারার তারায়
আকাশ আমায় কয় কী-যে কয় কেই বা জানে ॥

গানের ঝরণা-তলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে।
দাও আমারে সোনার বরণ সুরের ধারা ঢেলে॥
যে-সুর গোপন গুহা হ'তে
ছুটে' আসে আকুল স্রোতে,
কান্না-সাগর পানে যে যায় বুকের পাথর ঠেলে॥
যে-সুর উষার বাণী ব'য়ে আকাশে যায় ভেসে,
রাতের কোলে যায় গো চ'লে সোনার হাসি হেসে
যে-সুর চাঁপার পেয়ালা ভ'রে
দেয় আপনায় উজাড় ক'রে,
যায় চ'লে যায় চৈত্রদিনের মধুর খেলা খেলে॥

কণ্ঠে নিলেম গান আমার শেষ পারাণীর কড়ি,
একলা ঘাটে রইব না গো পড়ি'॥
আমার সুরের রসিক নেয়ে,
তা'রে ভোলাবো গান গেয়ে,
পারের খেয়ায় সেই ভরসায় চড়ি॥
পার হবো কি নাই হবো তা'র খবর কে রাখে,
দূরের হাওয়ায় ডাক দিল এই সুরের পাগলাকে।
ওগো তোমরা মিছে ভাবো,
আমি যাবোই যাবোই যাবো,
ভাঙলো দুয়ার কাটলো দড়া দড়ি॥

আমার ঢালা গানের ধারা সেইতো তুমি পিয়েছিলে।
আমার গাঁথা স্বপন মালা কখন চেয়ে নিয়েছিলে॥
মন যবে মোর দূরে দূরে
ফিরেছিলো আকাশ ঘুরে
তখন আমার ব্যথার সুরে আভাস দিয়ে গিয়েছিলে॥

যবে বিদায় নিয়ে যাবো চ'লে
মিলন পালা সাঙ্গ হ'লে
শরৎ আলোয় বাদল মেঘে
এই কথাটি রইবে লেগে
এই শ্যামলে এই নীলিমায় আমায় দেখা দিয়েছিলে ॥

তোর গোপন প্রাণে একলা মানুষ যে,
তা'রে কাজের পাকে জড়িয়ে রাখিস্‌নে ॥
তা'র একলা ঘরের ধেয়ান হ'তে
উঠুক্ না গান নানা স্রোতে,
তা'র আপন সুরের ভুবনমাঝে তা'রে থাক্‌তে দে ॥
তোর প্রাণের মাঝে একলা মানুষ যে,
তা'রে দশের ভিড়ে ভিড়িয়ে রাখিস্‌নে।
কোন্ আরেক একা ওরে খোঁজে,
সেই তো ওরি দরদ বোঝে,
যেন পথ খুঁজে পায় কাজের ফাঁকে ফিরে না যায় সে ॥

খেলাঘর বাঁধ্‌তে লেগেছি
মনের ভিতরে।
কত রাত তাই তো জেগেছি,
ব'ল্‌বো কী তোরে ॥
প্রভাতে পথিক ডেকে যায়,
অবসর পাইনে আমি, হায়,
বাহিরের খেলায় ডাকে-যে,
যাবো কী ক'রে ॥

যা আমার সবার হেলাফেলা,
যাচ্ছে গড়াগড়ি,
পুরানো ভাঙা দিনের ঢেলা
তাই দিয়ে ঘর গড়ি
যে আমার নিত্য খেলার ধন,
তারি এই খেলার সিংহাসন,
ভাঙারে জোড়া দেবে সে
কিসের মন্তরে ॥

দূর-দেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটে বটের ছায়ায় সারা বেলা গেল খেলে ॥
গাইল কী গান সেই তা জানে,
সুর বাজে তা'র আমার প্রাণে,
বলো দেখি তোমরা কি তা'র কথার কিছু আভাস পেলে ॥
আমি তা'রে শুধাই যবে—"কী তোমারে দিব আনি",
সে শুধু কয়,—"আর কিছু নয়, তোমার গলার মালাখানি"।
দিই যদি তো কী দাম দেবে,—
যায় বেলা সেই ভাবনা ভেবে
ফিরে এসে দেখি,—ধুলায় বাঁশিটি তা'র গেছে ফেলে ॥

জ্বলেনি আলো অন্ধকারে,
দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে ॥
তোমার বাঁশি আমার বাজে বুকে,
কঠিন দুখে গভীর সুখে,
যে জানে না পথ কাঁদাও তা'রে ॥

চেয়ে রই রাতের আকাশ পানে,
মন-যে কী চায় তা মনই জানে।
আশা জাগে কেন অকারণে
আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে
ব্যথার টানে তোমায় আনবে দ্বারে ॥

ও আমার ধ্যানেরি ধন,
তোমায় হৃদয়ে দোলায় যে হাসি রোদন ॥
আসে বসন্ত, ফোটে বকুল,
কুঞ্জে পূর্ণিমা চাঁদ হেসে আকুল,
তা'রা তোমায় খুঁজে না পায়
প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্বপন ॥
আঁখিরে ফাঁকি দাও, এ কী ধারা।
অশ্রুজলে তা'রে করো সারা।
গন্ধ আসে, কেন দেখিনে মালা,
পায়ের ধ্বনি শুনি, পথ নিরালা,
বেলা-যে যায়, ফুল-যে শুকায়,
অনাথ হ'য়ে আছে আমার ভুবন ॥

আমায় থাকৃতে দে না আপন মনে।
সেই চরণের পরশখানি মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥
কথার পাকে কাজের ঘোরে
ভুলিয়ে রাখে কে আর মোরে,
তা'র স্মরণের বরণমালা গাঁথবো ব'সে গোপন কোণে

এই-যে ব্যথার রতনখানি
আমার বুকে দিল আনি—
এই নিয়ে আজ দিনের শেষে
একা চলি তা'র উদ্দেশে,
নয়নজলে সামনে দাঁড়াই তা'রে সাজাই তারি ধনে

যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিলো সে।
সেই যেন মোর পথের ধারে র'য়েছে ব'সে॥
আজ কেন মোর পড়ে মনে
কখন্ যেন চোখের কোণে
দেখেছিলেম অস্ফুট প্রদোষে—
সেই যেন মোর পথের ধারে র'য়েছে ব'সে॥
আজ ঐ চাঁদের বরণ হবে আলোর সঙ্গীতে।
রাতের মুখের আঁধারখানি খুল্‌বে ইঙ্গিতে।
শুক্লরাতে সেই আলোকে
দেখা হবে এক পলকে,
সব আবরণ যাবে-যে খ'সে।
সেই যেন মোর পথের ধারে র'য়েছে ব'সে॥

বাজোরে বাঁশরী, বাজো।
সুন্দরী, চন্দন মাল্যে
মঙ্গল সন্ধ্যায় সাজো॥
বুঝি মধু ফাল্গুন মাসে
চঞ্চল পান্থ সে আসে,
মধুকর পদভর-কম্পিত চম্পক
অঙ্গনে ফোটেনি কি আজো॥

রক্তিম অংশুক মাথে,
কিংশুক কঙ্কণ হাতে,
মঞ্জীর-ঝঙ্কৃত পায়ে
সৌরভ-মন্থর বায়ে
বন্দন-সঙ্গীত-গুঞ্জন-মুখরিত
নন্দন কুঞ্জে বিরাজো ॥

দিন-শেষের রাঙা মুকুল জাগ্‌লো চিতে।
সঙ্গোপনে ফুট্‌বে প্রেমের মঞ্জরীতে ॥
মন্দবায়ে অন্ধকারে
দুল্‌বে তোমার পথের ধারে,
গন্ধ তাহার লাগ্‌বে তোমার আগমনীতে—
ফুট্‌বে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে ॥
রাত যেন না বৃথা কাটে প্রিয়তম হে,
এসো এসো প্রাণে মম গানে মম হে।
এসো নিবিড় মিলন-ক্ষণে
রজনীগন্ধার কাননে,
স্বপন হ'য়ে এসো আমার নিশীথিনীতে
ফুট্‌বে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে ॥

মরণের মুখে রেখে দূরে দূরে যাও চ'লে,
আবার ব্যথার টানে নিকটে ফিরাবে ব'লে ॥
আঁধার আলোর পারে
খেয়া দিই বারে বারে,
নিজেরে হারায়ে খুঁজি, দুলি সেই দোলে দোলে ॥

সকল রাগিণী বুঝি বাজাবে আমার প্রাণে
কভু ভয়ে কভু জয়ে কভু অপমানে মানে।
বিরহে ভরিবে সুরে,
তাই রেখে দাও দূরে,
মিলনে বাজিবে বাঁশি, তাই টেনে আনো কোলে॥

আমায় মুক্তি যদি দাও বাঁধন খুলে'
আমি তোমার বাঁধন নেবো তুলে॥
যে-পথে যাই নিরবধি
সে-পথ আমার ঘোচে যদি
যাবো তোমার মাঝে পথের ভুলে॥
যদি নেবাও ঘরের আলো,
তোমার কালো আঁধার বাস্‌বো ভালো।
তীর যদি আর না যায় দেখা
তোমার আমি হবো একা
দিশাহারা সেই অকূলে॥

তোমার হাতের রাখীখানি বাঁধো আমার দখিন হাতে,
সূর্য্য যেমন ধরার করে আলোক রাখী জড়ায় প্রাতে॥
তোমার আশিষ আমার কাজে
সফল হবে বিশ্ব মাঝে
জ্ব'ল্‌বে তোমার দীপ্ত শিখা আমার সক'ল বেদনাতে॥
কর্ম্ম করি যে-হাত ল'য়ে কর্ম্ম-বাঁধন তা'রে বাঁধে।
ফলের আশা শিকল হ'য়ে জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে।
তোমার রাখী বাঁধো আঁটি',—
সকল বাঁধন যাবে কাটি',
কর্ম্ম তখন বীণার মতো বাজ্‌বে মধুর মূর্চ্ছনাতে॥

যারে   নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে দুঃখধারার ভরাস্রোতে
তা'রে   ডাক দিলে আজ কোন্ খেয়ালে আবার তোমার ওপার হ'তে ॥
শ্রাবণ রাতে বাদলধারে
উদাস ক'রে কাঁদাও যারে
আবার তা'রে ফিরিয়ে আনো ফুল-ফোটানো ফাগুন রাতে ॥
এপার হতে ওপার ক'রে
বাটে বাটে ঘোরাও মোরে।
কুড়িয়ে আনা, ছড়িয়ে ফেলা
এই কি তোমার একই খেলা,
লাগাও ধাঁধা বারে বারে এই আঁধারে এই আলোতে ॥

এবার   দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হোলো-যে পার হোলো।
তোমার   পায়ে এসে ঠেক্‌লো শেষে সকল সুখের সার হোলো ॥
এতদিন   নয়নধারা
বয়েছে   বাঁধন হারা,
কেন বয়   পাইনি যে তা'র কূল কিনারা,
আজ   গাঁথ্‌লো কে সেই অশ্রুমালা, তোমার গলার হার হোলো ॥
তোমার   সাঁজের তারা ডাক্‌লো আমায় যখন অন্ধকার হোলো।
বিরহের ব্যথাখানি
খুঁজে তো পায়নি বাণী,
এতদিন নীরবে ছিল সরম মানি'।
আজ   পরশ পেয়ে উঠ্‌লো গেয়ে তোমার বীণার তার হোলো ॥

কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি আঁধার তোমার সবই মিছে।
ভরসা কি মোর সাম্‌নে শুধু না হয় আমায় রাখ্‌বি পিছে ॥
আমায় দূরে যেই তাড়াবি
সেই তো রে তোর কাজ বাড়াবি,
তোমায় নীচে নাম্‌তে হবে আমায় যদি ফেলিস্ নীচে ॥

যাচাই ক'রে নিবি মোরে
এই খেলা কি খেল্‌বি ওরে ?
যে তোর হাত জানে না, মারকে জানে
ভয় লেগে রয় তাহার প্রাণে,
যে তোর মার ছেড়ে তোর হাতটি দেখে আসল জানা সেই জানিছে ॥

আমার আঁধার ভালো,—আলোর কাছে
বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে।
আলোরে যে লোপ ক'রে খায়
সেই কুয়াসা সর্ব্বনেশে ॥
অবুঝ শিশু মায়ের ঘরে
সহজ মনে বিহার করে,
অভিমানী জ্ঞানী তোমার
বাহির দ্বারে ঠেকে এসে ॥
তোমার পথ আপনায় আপনি দেখায়
তাই বেয়ে মা, চ'ল্‌বো সোজা।
যারা পথ দেখাবার ভীড় করে গো
তা'রা কেবল বাড়ায় খোঁজা ॥
ওদের সমারোহে ভুলিয়ে আনে,
এসে দেখি দেউল পানে,
আপন মনের বিকারটাকে
সাজিয়ে রাখে দেবতা-বেশে ॥

আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে।
বলে শুধু বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে
আমি-যে তোর আলোর ছেলে,
আমার সামনে দিলি আঁধার মেলে,

মুখ লুকালি, মরি আমি সেই খেদে,
বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে ॥
অন্ধকারে অস্ত-রবির লিপি লেখা,
আমারে তা'র অর্থ শেখা।
তোর প্রাণের বাঁশির তান সে নানা,
সেই আমারই ছিল জানা,
আজ মরণ বীণার অজানা সুর নেবো সেধে।
বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে ॥

জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে নমি নমি।
জয় জয় পরমা নির্বিৃতি হে নমি নমি ॥
নমি নমি তোমারে, হে অকস্মাৎ
গ্রন্থিচ্ছেদন খর সংঘাত,
লুপ্তি, সুপ্তি, বিস্মৃতি হে, নমি নমি ॥
অশ্রু শ্রাবণ প্লাবন হে, নমি নমি।
পাপ ক্ষালন পাবন হে, নমি নমি।
সব ভয় ভ্রম ভাবনার
চরমা আবৃতি হে, নমি নমি ॥

যেদিন সকল মুকুল গেল ঝ'রে
আমায় ডাকলে কেন এমন ক'রে ॥
যেতে হবে যে-পথ বেয়ে
শুকনো পাতা আছে ছেয়ে,
হাতে আমার শূন্য ডালা কী ফুল দিয়ে দেবো ভ'রে ॥

গান হারা মোর হৃদয়তলে
তোমার ব্যাকুল বাঁশি কী-যে বলে।
নেই আয়োজন নেই মম ধন,
নেই আভরণ, নেই আবরণ,
রিক্ত বাহু এই তো আমার বাঁধ্‌বে তোমায় বাহু ডোরে॥

তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে
চ'লে এসেছি,
কেউ কি তা জানে॥
তোমার আছে গানে গানে গাওয়া,
আমার কেবল চোখে চোখে চাওয়া,
মনে মনে মনের কথাখানি
ব'লে এসেছি,
কেউ কি তা জানে॥
ওদের তখন নেশা ধ'রেছিলো,
রঙীন রসে প্যালা ভ'রেছিলো।
তখনো তো কতই আনাগোনা,
নতুন লোকের নতুন চেনাশোনা,
আমি কেবল ফিরে-আসার আশা
দ'লে এসেছি,
কেউ কি তা জানে॥

যে-পথ দিয়ে গেলরে তোর বিকেল বেলার যুঁই,
পথিক পরাণ, চল্‌ সে-পথে তুই॥
সে-পথ দিয়ে গেছেরে তোর সন্ধ্যা মেঘের সোনা,
প্রাণের ছায়াবীথি তলে প্রাণের আনাগোনা
রইল না কিছুই॥

যে-পথে তা'র পাপড়ি দিয়ে বিছিয়ে গেল ভুঁই
পথিক পরাণ, চল্ সে-পথে তুই।
অন্ধকারে সন্ধ্যাযূথীর স্বপনময়ী ছায়া
উঠ্‌বে ফুটে তারার মতো কায়াবিহীন মায়া,
ছুঁই তা'রে না ছুঁই।
পথিক পরাণ, চল্ সে-পথে তুই ॥

নাই বা এলে সময় যদি নাই,
ক্ষণেক এসে বোলো না গো যাই যাই যাই ॥
আমার প্রাণে আছে জানি
সীমাবিহীন গভীর বাণী,
সেই চিরদিনের কথাখানি ব'ল্‌তে যেন পাই ॥
যখন দখিন হাওয়া কানন ঘিরে'
এক কথা কয় ফিরে ফিরে,
পূর্ণিমা চাঁদ কারে চেয়ে
একতানে দেয় আকাশ ছেয়ে,
যেন সময়হারা সেই সময়ে
চরম সে-গান গাই ॥

দ্বারে কেন দিলে নাড়া, ওগো মালিনী।
কার কাছে পাবে সাড়া, ওগো মালিনী ॥
তুমি তো তুলেছো ফুল, গেঁথেছো মালা,
আমার আঁধার ঘরে লেগেছে তালা,
খুঁজে তো পাই নি পথ, দীপ জ্বালিনি ॥

ঐ দেখো গোধূলির ক্ষীণ আলোতে
দিনের শেষের সোনা ডোবে কালোতে।
আঁধার নিবিড় হ'লে আসিয়ো পাশে,
যখন দূরের আলো জ্বালে আকাশে
অসীম পথের রাতি দীপশালিনী॥

তুমি তো সেই যাবেই চ'লে কিছু তো না র'বে বাকি।
আমায় ব্যথা দিয়ে গেলে জেগে র'বে সেই কথা কি॥
তুমি পথিক আপন মনে
এলে আমার কুসুম বনে,
চরণপাতে যা দাও দ'লে সে-সব আমি দেবো ঢাকি'॥
বেলা যাবে আঁধার হবে, একা ব'সে হৃদয় ভ'রে
আমার বেদনখানি আমি রেখে দেবো মধুর ক'রে।
বিদায় বাঁশির করুণ রবে
সাঁঝের গগন মগন হবে,
চোখের জলে দুখের শোভা নবীন ক'রে দেবো রাখি॥

ভরা থাক্ স্মৃতি সুধায়
বিদায়ের পাত্রখানি।
মিলনের উৎসবে তায়
ফিরায়ে দিয়ো আনি॥
বিষাদের অশ্রুজলে
নীরবের মর্ম্মতলে
গোপনে উঠুক ফ'লে
হৃদয়ের নূতন বাণী॥

যে-পথে যেতে হবে
সে-পথে তুমি একা,
নয়নে আঁধার র'বে,
ধেয়ানে আলোক রেখা।
সারাদিন সঙ্গোপনে
সুধারস ঢাল্‌বে মনে
পরাণের পদ্মবনে
বিরহের বীণাপাণি॥

আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো ধর্‌লি রে কে তুই।
আমার শেষ পেয়ালা চোখের জলে ভর্‌লি রে কে তুই॥
দূরে পশ্চিমে ঐ দিনের পারে
অস্ত-রবির পথের ধারে
রক্তরাগের ঘোমটা মাথায় পর্‌লি রে কে তুই॥
সন্ধ্যাতারায় শেষ চাওয়া তোর রইল কি ঐ-যে।
সন্ধ্যা হাওয়ায় শেষ বেদনা বইল কি ঐ যে।
তোর হঠাৎ-খসা প্রাণের মালা
ভ'র্‌লো আমার শূন্য ডালা,
মরণ পথের সাথী আমায় কর্‌লি রে কে তুই॥

যদি হ'লো যাবার ক্ষণ,
তবে যাও দিয়ে যাও শেষের পরশন॥
বারে বারে যেথায় আপন গানে
স্বপন ভাসাই দূরের পানে,
মাঝে মাঝে দেখে যেয়ো শূন্য বাতায়ন,
সে মোর শূন্য বাতায়ন॥

বনের প্রান্তে ঐ মালতীর লতা
করুণ গন্ধে কয় কী গোপন কথা।
ওরি ডালে আর-শ্রাবণের পাখী
স্মরণখানি আন্‌বে না কি,
আজ-শ্রাবণের সজল ছায়ায় বিরহ মিলন,
আমাদের বিরহ মিলন ॥

কেন আমায় পাগল ক'রে যাস্‌
ওরে চ'লে-যাওয়ার দল ॥
আকাশে বয় বাতাস উদাস-
পরাণ টলমল ॥
প্রভাত তারা দিশাহারা,
শরৎ মেঘের ক্ষণিকধারা,
সভা-ভাঙার শেষ বীণাতে তান লাগে চঞ্চল,
ওরে চ'লে-যাওয়ার দল ॥
নাগ-কেশরের ঝরা কেশর ধূলার সাথে মিতা
গোধূলি-সে্ রক্ত আলোয় জ্বালে আপন চিতা
শীতের হাওয়ায় ঝরায় পত্র,
আম্‌লকী বন মরণ-মত্ত,
বিদায় বাঁশির সুরে বিধুর সাঁঝের দিগঞ্চল,
ওরে চ'লে-যাওয়ার দল ॥

যাবো, যাবো, যাবো তবে,
যেতে যদি হয় হবে।
লেগেছিলো কত ভালো
এই-যে আঁধার আলো

খেলা করে শাদা কালো
উদার নভে।
গেল দিন ধরামাঝে
কত ভাবে কত কাজে,
সুখে দুখে কভু লাজে,
কভু গরবে।
যেতে যদি হয় হবে॥
প্রাণপণে কতদিন
শুধেছি কঠিন ঋণ,
কখনো বা উদাসীন
ভুলেছি সবে।
কভু ক'রে গেনু খেলা,
স্রোতে ভাসাইনু ভেলা,
আনমনে কত বেলা
কাটানু ভবে।
যেতে যদি হয় হবে॥
জীবন হয় নি ফাঁকি,
ফলে ফুলে ছিল ঢাকি',
যদি কিছু রহে বাকি
কে তাহা লবে।
দেওয়া-নেওয়া যাবে চুকে,
বোঝা-খ'সে-যাওয়া বুকে
যাবো চ'লে হাসিমুখে
যাবো নীরবে।
যেতে যদি হয় হবে॥

কে বলে, "যাও যাও"—আমার
যাওয়া তো নয় যাওয়া ॥
টুটবে আগল বারে বারে
তোমার দ্বারে
লাগ্‌বে আমায় ফিরে ফিরে ফিরে-আসার হাওয়া ॥
ভাসাও আমায় ভাঁটার টানে
অকূল পানে,
আবার জোয়ার জলে তীরের তলে ফিরে' তরী বাওয়া ॥
পথিক আমি পথেই বাসা,
আমার যেমন যাওয়া তেম্‌নি আসা।
ভোরের আলোয় আমার তারা
হোক্ না হারা,
আবার জ্ব'ল্‌বে সাঁজে আঁধার মাঝে তারি নীরব চাওয়া।

কালের মন্দিরা-যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুইহাতে
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে নিত্য নূতন সংঘাতে ॥
বাজে ফুলে বাজে কাঁটায়,
আলোছায়ার জোয়ার ভাঁটায়,
প্রাণের মাঝে ঐ-যে বাজে দুঃখে সুখে শঙ্কাতে ॥
তালে তালে সাঁঝ-সকালে রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।
শাদাকালোর দ্বন্দ্বে যে ঐ ছন্দে নানান্ রং জাগে ॥
এই তালে তোর গান বেঁধে নে,
কান্না-হাসির তান সেধে নে,
ডাক দিল শোন্ মরণ বাঁচন নাচন-সভার ডঙ্কাতে ॥

অবেলায় যদি এসেছো আমার বনে
দিনের বিদায় ক্ষণে
গেয়ো না গেয়ো না চঞ্চল গান
ক্লান্ত এ সমীরণে ॥
ঘন বকুলের ম্লান বীথিকায়
শীর্ণ যে-ফুল ঝ'রে ঝ'রে যায়
তাই দিয়ে হার কেন গাঁথো হায়
লাজ বাসি তায় মনে,
চেয়ো না চেয়ো না মোর দীনতায়
হেলায় নয়নকোণে ॥
এসো এসো কালি রজনীর অবসানে
প্রভাত-আলোক-দ্বারে।
যেয়ো না যেয়ো না অকালে হানিয়া
সকালের কলিকারে।
এসো এসো যদি কভু সুসময়
নিয়ে আসে তা'র ভরা সঞ্চয়,
চির নবীনের যদি ঘটে জয়,
সাজি ভরা হয় ধনে।
নিয়ো না নিয়ো না মোর পরিচয়
এ ছায়ার আবরণে ॥

—

তা'র হাতে ছিল হাসির ফুলের হার
কত রঙে রঙ্-করা।
মোর সাথে ছিল দুখের ফলের ভার
অশ্রুর রসে ভরা ॥
সহসা আসিল কহিল সে সুন্দরী,
"এসো না বদল করি",

মুখ পানে তা'র চাহিলাম মরি মরি
নিদয়া সে মনোহরা ॥
সে লইল মোর ভরা বাদলের ডালা,
চাহিল সকৌতুকে।
আমি ল'য়ে তা'র নব ফাগুনের মালা
তুলিয়া ধরিনু বুকে।
"মোর হ'লো জয়" যেতে যেতে কয় হেসে,
দূরে চ'লে গেল ত্বরা,
সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা ॥

আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা,
অন্ধকারের ললাটমাঝে পরানু রাজটীকা।
তা'র স্বপনে মোর আলোর পরশ
জাগিয়ে দিল গোপন হরষ,
অন্তরে তা'র রইল আমার
প্রথম প্রেমের লিখা ॥
আমার নির্জ্জন উৎসবে
অম্বরতল হয়নি উতল পাখীর কলরবে।
যখন তরুণ রবির চরণ লেগে
নিখিল ভুবন উঠ্‌বে জেগে
তখন আমি মিলিয়ে যাবো
ক্ষণিক মরীচিকা ॥

মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে-জল মিলিয়ে থাকে,
মাটি পায় না তাকে ॥
কবে 'কাটিয়ে বাঁধন পালিয়ে যখন যায় সে দূরে
আকাশ পুরে,
তখন কাজল মেঘের সজল ছায়া শূন্যে আঁকে,
মাটি পায় না তাকে ॥
শেষে বজ্র তা'রে বাজায় ব্যথা বহ্নি জ্বালায়,
ঝঞ্ঝা তা'রে দিগ্বিদিকে কাঁদিয়ে চালায়।
তখন কাছের ধন যে দূরের থেকে কাছে আসে
বুকের পাশে।
তখন চোখের জলে নামে সে-যে চোখের জলের ডাকে,
মাটি পায়রে তাকে ॥

অগ্নিশিখা, এসো এসো আনো আনো আলো
দুঃখে সুখে ঘরে ঘরে গৃহদীপ জ্বালো।
আনো শক্তি, আনো দীপ্তি,
আনো শান্তি, আনো তৃপ্তি,
আনো স্নিগ্ধ ভালোবাসা আনো নিত্য ভালো
এসো পুণ্যপথ বেয়ে এসো হে কল্যাণী।
শুভ সুপ্তি শুভ জাগরণ দেহ আনি।
দুঃখরাতে মাতৃবেশে
জেগে থাকো নির্নিমেষে,
আনন্দ উৎসবে, তব শুভ্র হাসি ঢালো ॥

যখন ভাঙ্‌লো মিলন মেলা
ভেবেছিলেম ভুল্‌বো না আর চক্ষের জল ফেলা ॥
দিনে দিনে পথের ধূলায়
মালা হ'তে ফুল ঝ'রে যায়,
জানিনে তো কখন এলো বিস্মরণের বেলা ॥
দিনে দিনে কঠিন হ'লো কখন্‌ বুকের তল,
ভেবেছিলেম ঝ'র্‌বে না আর আমার চোখের জল
হঠাৎ দেখা পথের মাঝে
কান্না তখন থামে না-যে,
ভোলার তলে তলে ছিল অশ্রুজলের খেলা ॥

আমার এ পথ তোমার পথের থেকে
অনেক দূরে গেছে বেঁকে ॥
আমার ফুলে আর কি কবে,
তোমার মালা গাঁথা হবে,
তোমার বাঁশি দূরের হাওয়ায় কেঁদে বাজে কারে ডেকে
শ্রান্তি লাগে পায়ে পায়ে,
বসি পথের তরুছায়ে।
সাথীহারার গোপন ব্যথা
ব'ল্‌বো যারে সে-জন কোথা,
পথিকরা যায় আপন মনে, আমারে যায় পিছে রেখে ॥

সে আমার গোপন কথা
শুনে যা, ও সখী।
ভেবে না পাই ব'ল্‌বো কী ॥
প্রাণ আমার বাঁশি শোনে
নীল গগনে,
গান হ'য়ে যায় নিজের মনে যাহাই বকি

সে যেন আস্‌বে আমার মন ব'লেছে,
হাসির 'পরে তাই তো চোখের জল গ'লেছে।
দেখ্‌লো তাই দেয় ইসারা
তারায় তারা,
চাঁদ হেসে ঐ হ'লো সারা তাহাই লখি'॥

যেন কোন্ ভুলের ঘোরে
চাঁদ চ'লে যায় স'রে স'রে॥
পাড়ি দেয় কালো নদী,
আয় রজনী, দেখ্‌বি যদি,
কেমনে তুই রাখবি ধ'রে,
দূরের বাঁশি ডাক্‌লো ওরে॥
প্রহরগুলি বিলিয়ে দিয়ে
সর্ব্বনাশের সাধন কি এ।
মগ্ন হ'য়ে রইবে ব'সে
মরণ ফুলের মধুকোষে,
নতুন হ'য়ে আবার তোরে
মিল্‌বে বুঝি সুধায় ভ'রে॥

তুমি মোর পাও নাই পরিচয়।
তুমি যারে জানো সে-যে কেহ নয়, কেহ নয়॥
মালা দাও তারি গলে,
শুকায় তা পলে পলে,
আলো তা'র ভয়ে ভয়ে রয়,
বায়ু পরশন নাহি সয়॥

এসো এসো, দুঃখ, জ্বালো শিখা,
দাও ভালে অগ্নিময়ী টীকা।
মরণ আসুক চুপে
পরম প্রকাশরূপে,
সব আবরণ হোক্ লয়,
ঘুচুক্ সকল পরাজয়॥

না-ব'লে যায় পাছে সে
আঁখি মোর ঘুম না জানে।
কাছে তা'র রই, তবুও
ব্যথা-যে রয় পরাণে॥
যে-পথিক পথের ভুলে
এলো মোর প্রাণের কূলে
পাছে তা'র ভুল ভেঙে যায়
চ'লে যায় কোন্ উজানে
আঁখি মোর ঘুম না জানে॥
এলো যেই এলো আমার আগল টুটে',
খোলা দ্বার দিয়ে আবার যাবে ছুটে।
খেয়ালের হাওয়া লেগে
যে-ক্ষ্যাপা ওঠে জেগে
সে কি আর সেই অবেলায়
মিনতির বাধা মানে॥

আছ আকাশ পানে তুলে মাথা,
কোলে আধেকখানি মালা গাঁথা॥
ফাগুন বেলায় ব'হে আনে
আলোর কথা ছায়ার কানে,

তোমার মনে   তারি সনে

ভাবনা যত ফেরে যা'-তা' ॥

কাছে থেকে রইলে দূরে,

কায়া মিলায় গানের সুরে।

হারিয়ে যাওয়া হৃদয় তব

মূর্তি ধরে নব নব,

পিয়াল বনে উড়ালো চুল

বকুল বনে আঁচল পাতা ॥

না, না গো না,

কোরো না ভাবনা,

যদি বা নিশি যায় যাব না, যাব না ॥

যখনি চ'লে যাই

আসিব ব'লে যাই,

আলো ছায়ার পথে   করি আনাগোনা ॥

দোলাতে দোলে মন মিলনে বিরহে।

বারে বারেই জানি তুমিত চির হে।

ক্ষণিক আড়ালে

বারেক দাঁড়ালে,

মরি ভয়ে ভয়ে পাব কি পাব না ॥

পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভ'রে,

জানিয়ে দে তাই সাহস ক'রে ॥

দেয় যদি তোর দুয়ার নাড়া

থাকিস্ কোণে, দিস্‌নে সাড়া,

বলুক্ সবাই, "সৃষ্টিছাড়া,"

বলুক সবাই "কী কাজ তোরে ॥"

বলিস্ "আমি কেহই না গো,
কিছুই নহি যে-হই না গো।"
শুনে বনে উঠ্‌বে হাসি,
দিকে দিকে বাজবে বাঁশি,
বল্‌বে বাতাস, "ভালোবাসি,"
বাঁধবে আকাশ অলখ-ডোরে ॥

ঐ মরণের সাগরপারে চুপে চুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপনরূপে ॥
কান্না আমার সারা প্রহর তোমায় ডেকে
ঘুরেছিল চারিদিকের বাধায় ঠেকে,
বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে,
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে ॥
আজ কী দেখি কালো চুলের আঁধার ঢালা,
স্তরে স্তরে সন্ধ্যাতারার মাণিক জ্বালা।
আকাশ আজি গানের ব্যথায় ভ'রে আছে,
ঝিল্লিরবে কাঁপে তোমার পায়ের কাছে,
বন্দনা তোর পুষ্পবনের গন্ধধূপে,
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে ॥

জয় যাত্রায় যাওগো,
ওঠ জয় রথে তব।
মোরা জয় মালা গেঁথে
আশা চেয়ে ব'সে র'ব

আঁচল বিছায়ে রাখি
পথ-ধূলা দিব ঢাকি,
ফিরে এলে হে বিজয়ী, হৃদয়ে বরিয়া লবো।
আঁকিয়ো হাসির রেখা
সজল আঁখির কোণে,
নব বসন্ত শোভা
এনো এ কুঞ্জ বনে।
সোনার প্রদীপে জ্বালো
আঁধার ঘরের আলো,
পরাও রাতের ভালে চাঁদের তিলক নব ॥

হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে
মন আজি মোর উদাস বিভোর কোন্ সে ভাবের বশে ॥
তব পিঙ্গল জটা
হানিছে দীপ্ত ছটা,
তব দৃষ্টির বহ্নিবৃষ্টি অন্তরে গিয়ে পশে ॥
বুঝি না, কিছু না জানি
মর্ম্মে আমার মৌন তোমার কী বলে রুদ্র বাণী।
দিগদিগন্ত দহি'
দুঃসহ তাপ বহি'
তব নিশ্বাস আমার বক্ষে রহি রহি নিশ্বসে ॥
সারা হ'য়ে এলে দিন
সন্ধ্যামেঘের মায়ার মহিমা নিঃশেষে হবে লীন।
দীপ্তি তোমার তবে
শান্ত হইয়া র'বে,
তারায় তারায় নীরব মন্ত্রে ভরি দিবে শূন্য সে ॥

নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা।
খেল' খেল' তব নীরব ভৈরব খেলা॥
যদি ঝ'রে পড়ে পড়ুক পাতা,
ম্লান হ'য়ে যাক্ মালা গাঁথা,
থাক্ জনহীন পথে পথে মরীচিকা জাল ফেলা॥
শুষ্কধূলায় খ'সে-পড়া ফুলদলে
ঘূর্ণী আঁচল উড়াও আকাশতলে।
প্রাণ যদি করো মরুসম,
তবে তাই হোক, হে নির্ম্মম,
তুমি একা আর আমি একা, কঠোর মিলন মেলা॥

মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে
ক্লান্তিভরা কোন্ বেদনার মায়া
স্বপ্নাভাসে ভাসে মনে মনে॥
কৈশোরে যেই সলাজ কানাকানি
খুঁজেছিল প্রথম প্রেমের বাণী
আজ কেন তাই তপ্ত হাওয়ায় হাওয়ায়
মর্ম্মরিছে গহন বনে বনে॥
যে-নৈরাশা গভীর অশ্রুজলে
ডুবেছিল বিস্মরণের তলে
আজ কেন সে বনযূথীর বাসে
উচ্ছ্বসিল মধুর নিশ্বাসে,
সারাবেলা চাঁপার ছায়ায় ছায়ায়
গুঞ্জরিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে॥

আকাশ তলে দলে দলে মেঘ-যে ডেকে যায়,
আয় আয় আয়।
জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই,
যাই, যাই যাই।
উড়ে যাওয়ার সাধ জাগে তার পুলক-ভরা ডালে
পাতায় পাতায়॥
নদীর ধারে বারে বারে মেঘ-যে ডেকে যায়—
আয় আয় আয়,
কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠেছে তাই
যাই, যাই, যাই।
মেঘের গানে তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে
পাল-তোলা পাখায়॥

কদম্বেরি কানন ঘেরি আষাঢ় মেঘের ছায়া খেলে,
পিয়ালগুলি নাটের ঠাটে হাওয়ায় হেলে॥
বরষণের পরশনে
শিহর লাগে বনে বনে,
বিরহী এই মন-যে আমার সুদূর পানে পাখা মেলে॥
আকাশপথে বলাকা ধায় কোন্ সে অকারণের বেগে,
পূব হাওয়াতে ঢেউ খেলে যায় ডানার গানের তুফান লেগে
ঝিল্লিমুখর বাদল সাঁঝে
কে দেখা দেয় হৃদয় মাঝে,
স্বপনরূপে চুপে চুপে ব্যথায় আমার চরণ ফেলে॥

আষাঢ় কোথা হ'তে আজি পেলি ছাড়া।
মাঠের শেষে শ্যামল বেশে ক্ষণেক দাঁড়া॥

জয়ধ্বজা ওই যে তোমার গগন জুড়ে
পূব হ'তে কোন্ পশ্চিমেতে যায়রে উড়ে,
গুরু গুরু ভেরী কারে দেয় যে সাড়া ॥
নাচের নেশা লাগ্‌ল তালের পাতায় পাতায়,
হাওয়ার দোলায়-দোলায় শালের বনকে মাতায়
আকাশ হ'তে আকাশে কার ছুটোছুটি,
বনে বনে মেঘের ছায়ায় লুটোপুটি,
ভরা নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে কে দেয় নাড়া ॥

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে,
গগনে গগনে ডাকে দেয়া।
কবে নবঘন বরিষণে
গোপনে গোপনে এলি কেয়া ॥
পূরবে নীরব ইসারাতে
একদা নিদ্রাহীন রাতে
হাওয়াতে কী পথে দিলি খেয়া।
যে-মধু হৃদয়ে ছিল মাখা
কাঁটাতে কী ভয়ে দিলি ঢাকা।
বুঝি এলি যার অভিসারে
মনে মনে দেখা হ'লো তা'রে
আড়ালে আড়ালে দেয়া-নেয়া।

এই শ্রাবণ-বেলা বাদলঝরা
যূথীবনের গন্ধে ভরা।
কোন্ ভোলা-দিনের বিরহিণী
যেন তাঁরে চিনি চিনি

ঘন বনের কোণে কোণে

ফেরে ছায়ার ঘোমটা পরা ॥

কেন বিজন বাটের পানে

তাকিয়ে আছি কে তা জানে।

যেন হঠাৎ কখন অজানা সে

আস্‌বে আমার দ্বারের পাশে,

বাদল সাঁঝের আঁধার মাঝে

গান গাবে প্রাণ-পাগল-করা ॥

শ্রাবণ বরিষণ পার হয়ে

কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে ॥

গোপন কেতকীর পরিমলে,

সিক্ত বকুলের বনতলে,

দূরের আঁখিজল বয়ে বয়ে

কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে ॥

কবির হিয়াতলে ঘুরে ঘুরে

আঁচল ভরে লয় সুরে সুরে।

বিজনে বিরহীর কানে কানে

সজল মল্লার গানে গানে

কাহার নাম খানি কয়ে কয়ে—

কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে ॥

আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার,

দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার—হায় রে ॥

মনে ছিল আস্‌বে বুঝি,
আমায় সে কি পায়নি খুঁজি,
না-বলা তার কথাখানি জাগায় হাহাকার ॥
সজল হাওয়ায় বারে বারে
সকল আকাশ ডাকে তারে।
বাদল দিনের দীর্ঘশ্বাসে
জানায় আমায় ফিরবে না সে,
বুক ভরে সে নিয়ে গেল বিফল অভিসার ॥

গহনরাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে,
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে ?
এখনো দুটি আঁখির কোণে যায় যে দেখা,
জলের রেখা,
না-বলা বাণী রয়েছে যেন অধর ভরে ॥
না হয় যেয়ো গুঞ্জরিয়া বীণার তারে
মনের কথা শয়ন দ্বারে।
না হয় রেখো মালতী-কলি শিথিল কেশে
নীরবে এসে,
না হয় রাখী পরায়ে যেয়ো ফুলের ডোরে।
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে ॥

যেতে দাও গেল যারা,
তুমি যেয়োনা যেয়োনা,
আমার বাদলের গান হয়নি সারা ॥
কুটীরে কুটীরে বন্ধ দ্বার,
নিভৃত রজনী অন্ধকার,

বনের অঞ্চল কাঁপে চঞ্চল,
অধীর সমীর তন্দ্রাহারা ॥
দীপ নিবেছে নিবুক নাকো,
আঁধারে তব পরশ রাখো।
বাজুক কাঁকন তোমার হাতে
আমার গানের তালের সাথে,
যেমন নদীর ছল ছল জলে
ঝরে ঝর ঝর শ্রাবণধারা।

সখী, আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না।
কিসেরি পিয়াসে কোথা যে যাবে সে
পথ জানে না ॥
ঝর ঝর নীরে নিবিড় তিমিরে
সজল সমীরে গো
যেন কার বাণী কভু কানে আনে,
কভু আনে না ॥

ভেবেছিলেম আস্‌বে ফিরে
তাই ফাগুন শেষে দিলেম বিদায়।
তুমি 'গেলে ভাসি নয়ন নীরে
এখন শ্রাবণ দিনে মরি দ্বিধায় ॥
এখন বাদল সাঁঝের অন্ধকারে
আপনি কাঁদাই আপনারে,
একা ঝর ঝর বারি ধারে
ভাবি কী ডাকে ফিরাব তোমায় ॥

যখন থাক আঁখির কাছে
তখন দেখি ভিতর বাহির সব ভরে আছে।
সেই ভরা দিনের ভরসাতে
চাই বিরহের ভয় ঘোচাতে,
তবু তোমাহারা বিজন রাতে,
কেবল হারাই হারাই বাজে হিয়ায়॥

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে
মরি হায় হায় হায়।
হাওয়ার নেশায় উঠ্‌ল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে,
মরি হায় হায় হায়॥
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুসি হোলো।
ঘরেতে আজ কে রবে গো খোলো দুয়ার খোলো।
আলোর হাসি উঠ্‌লো জেগে,
ধানের শীষে শিশির লেগে,
ধরার খুসি ধরে না গো, ঐ যে উথলে,
মরি হায় হায় হায়॥

আয়রে মোরা ফসল কাটি।
মাঠ আমাদের মিতা, ওরে, আজ তারি সওগাতে
ঘরের আঙন সারাবছর ভর্‌বে দিনে রাতে।

নেব তারি দান,
তাই-যে কাটি ধান,
তাই-যে গাহি গান,
তাই-যে সুখে খাটি॥
বাদল এসে রচেছিল ছায়ার মায়াঘর,
রোদ এসেছে সোনার যাদুকর।
শ্যামে সোনায় মিলন হোলো মোদের মাঠের মাঝে,
ভালোবাসার মাটি যে তাই সাজ্‌লো এমন সাজে।
নেব তারি দান,
তাই-যে কাটি ধান,
তাই-যে গাহি গান,
তাই-যে সুখে খাটি॥

ওরে বকুল, পারুল ওরে, শাল পিয়ালের বন,
কোন্‌খানে আজ পাই
এমন মনের মতো ঠাঁই
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন॥
সারা গগন তলে
তুমুল রঙের কোলাহলে
মাতামাতির নেই সে বিরাম কোথাও অনুক্ষণ,
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন॥
ওরে বকুল, পারুল ওরে, শাল পিয়ালের বন,
আকাশ নিবিড় করে
তোরা দাঁড়াস্‌নে ভিড় করে,
চাইনে এমন গন্ধ রঙের বিপুল আয়োজন।

অকূল অবকাশে
যেথায় স্বপ্নকমল ভাসে
দে আমারে একটি এমন গগন-জোড়া কোণ
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন ॥

নিশীথ রাতের প্রাণ
কোন্‌ সুধা-যে চাঁদের আলোয় আজ করেছে পান ॥
মনের সুখে তাই
গোপন কিছু নাই,
আঁধার ঢাকা ভেঙে ফেলে সব করেছে দান ॥
দখিন হাওয়ায় তার
সব খুলেছে দ্বার।
তারি নিমন্ত্রণে
ফিরি বনে বনে,
সঙ্গে করে এনেছি এই রাত-জাগা মোর গান ॥

রুদ্র বেশে কেমন খেলা, কালো মেঘের ভ্রূকুটী।
সন্ধ্যাকাশের বক্ষ যে ঐ বজ্রবাণে যায় টুটি ॥
সুন্দর হে তোমায় চেয়ে
ফুল ছিল সব শাখা ছেয়ে,
ঝড়ের বেগে আঘাত লেগে ধূলায় তারা যায় লুটি ॥

মিলন দিনে হঠাৎ কেন লুকাও তোমার মাধুরী।
ভীরুকে ভয় দেখাতে চাও এ কী দারুণ চাতুরী।
যদি তোমার কঠিন ঘায়ে
বাঁধন দিতে চাও ঘুচায়ে
কঠোর বলে টেনে নিয়ে বক্ষে তোমার দাও ছুটি ॥

পাখী বলে, "চাঁপা, আমারে কও,
কেন তুমি হেন নীরবে রও ॥
প্রাণ ভরে আমি গাহি যে-গান
সারা প্রভাতের সুরের দান,
সে কি তুমি তব হৃদয়ে লও।
কেন তুমি তবে নীরবে রও ॥"
চাঁপা শুনে বলে, "হায় গো হায়,
যে আমার গাওয়া শুনিতে পায়
নহ নহ, পাখী, সে তুমি নও ॥"
পাখী বলে, "চাঁপা, আমারে কও,
কেন তুমি হেন গোপনে রও ॥
ফাগুনের প্রাতে উতলা বায়
উড়ে যেতে সে-যে ডাকিয়া যায়,
সে কি তুমি তব হৃদয়ে লও।
কেন তবে হেন গোপনে রও ॥"
চাঁপা শুনে বলে, "হায় গো হায়,
যে আমার ওড়া দেখিতে পায়
নহ নহ, পাখী, সে তুমি নও ॥"

তোমার বীণায় গান ছিল আর আমার ডালায় ফুল ছিল গো।
এক-ই দখিন হাওয়ায় সেদিন দোঁহায় মোদের দুল দিল গো॥
সেদিন সেতো জানেনা কেউ
আকাশ ভরে কিসের সে ঢেউ,
তোমার সুরের তরী, আমার রঙীন ফুলে কূল নিল গো॥
সেদিন আমার মনে হোলো তোমার গানের তান ধরে
আমার প্রাণে ফুল-ফোটানো রইবে চিরকাল ধরে॥
গান তবু তো গেল ভেসে
ফুল ফুরালো দিনের শেষে,
ফাগুন বেলার মধুর খেলায় কোন্‌খানে হায় ভুল ছিল গো॥

চৈত্র পবনে মম চিত্ত-বনে
বাণী-মঞ্জরী সঞ্চলিতা
ওগো ললিতা॥
যদি বিজনে দিন বহে যায়,
খর তপনে ঝরে পড়ে হায়,
অনাদরে হবে ধূলি-দলিতা,
ওগো ললিতা॥
তোমার লাগিয়া আছি পথ চাহি,
বুঝি বেলা আর নাহি, নাহি।
বন-ছায়াতে তারে দেখা দাও,
করুণ হাতে তুলে নিয়ে যাও,
কণ্ঠহারে করো সঙ্কলিতা
ওগো ললিতা॥

যৌবন সরসীনীরে
মিলন শতদল,
কোন্ চঞ্চল বন্যায় টলমল টলমল ॥
সরম-রক্তরাগে
তার গোপন স্বপ্ন জাগে,
তারি গন্ধ-কেশর-মাঝে
এক বিন্দু নয়ন-জল ॥
ধীরে বও ধীরে বও সমীরণ—
সবেদন পরশন ॥
শঙ্কিত চিত্ত মোর
পাছে ভাঙে বৃন্তডোর,
তাই অকারণ করুণায়
মোর আঁখি করে ছল ছল ॥

আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী।
নয়ন আমার কাঙাল হ'য়ে মরে না ঘুরি'।
চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে
গুঞ্জরিল একতারা যে,
মনোরথের পথে পথে বাজ্‌লো বাঁশুরী,
রূপের কোলে ঐ যে দোলে অরূপ মাধুরী ॥
কূলহারা কোন্ রসের সরোবরে,
মূলহারা ফুল ভাসে জলের পরে।
হাতের ধরা ধ'র্‌তে গেলে
ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে,
আপন মনে স্থির হ'য়ে রই, করিনে চুরি।
ধরা দেওয়ার ধন সে তো নয়, অরূপ মাধুরী ॥

হাটের ধূলা সয় না যে আর কাতর করে প্রাণ।
তোমার সুর-সুরধুনীর ধারায় করাও আমায় স্নান
জাগাক্ তারি মৃদঙ্গ-রোল,
রক্তে তুলুক্ তরঙ্গ-দোল,
অঙ্গ হতে ফেলুক্ ধুয়ে সকল অসম্মান,
সব কোলাহল দিক্ ডুবায়ে তাহার কলতান।
সুন্দর হে, তোমার ফুলে গেঁথেছিলেম মালা,
সেই কথা আজ মনে করাও ভুলাও সকল জ্বালা।
তোমার গানের পদ্মবনে
আবার ডাকো নিমন্ত্রণে,
তারি গোপন সুধাকণা আবার করাও পান,
তারি রেণুর তিলক-লেখা আমায় করো দান॥

আজ কি তাহার বারতা পেলরে কিশলয়?
ওরা কার কথা কয় বন-ময়?
আকাশে আকাশে দূরে দূরে
সুরে সুরে
কোন্ পথিকের গাহে জয়?
যেথা চাঁপা-কোরকের শিখা জ্বলে
ঝিল্লি-মুখর ঘন-বনতলে,
এসো কবি, এসো, মালা পরো
বাঁশি ধরো,
হোক্ গানে গানে বিনিময়॥

নাই যদি বা এলে তুমি, এড়িয়ে যাবে তাই ব'লে?
অন্তরেতে নাই কি তুমি, সাম্‌নে আমার নাই ব'লে?

মন যে আছে তোমায় মিশে,
আমায় তবে ছাড়্‌বে কিসে ?
প্রেম কি আমার হারায় দিশে, অভিমানে যাই বলে ॥
বিরহ মোর হোক্‌না অকূল, সেই বিরহের সরোবরে
মিলন-কমল উঠছে দুলে অশ্রুজলের ঢেউয়ের পরে।
তবু তৃষায় মরে আঁখি,
তোমার লাগি চেয়ে থাকি,
চোখের পরে পাব নাকি, বুকের পরে পাই ব'লে ॥

ফিরে ফিরে ডাক্ দেখিরে পরাণ খুলে,
দেখ্‌বো কেমন রয় সে ভুলে ॥
সে ডাক বেড়াক্ বনে বনে,
সে ডাক শুধাক্ জনে জনে
সে ডাক বুকে দুঃখে সুখে ফিরুক্ দুলে ॥
সাঁঝ সকালে রাত্রি বেলায় ক্ষণে ক্ষণে,
একলা ব'সে ডাক্ দেখি তায় মনে মনে।
নয়ন তোরি ডাকুক্ তারে,
শ্রবণ রহুক্ পথের ধারে,
থাক্‌না সে ডাক গলায় গাঁথা মালার ফুলে ॥

এ কী মায়া, লুকাও কায়া জীর্ণ শীতের সাজে ?
আমার সয় না প্রাণে, কিছুতে সয় না যে ॥
কৃপণ হয়ে হে মহারাজ,
রইবে কি আজ
আপন ভুবন-মাঝে ॥

বুঝ্‌তে নারি বনের বীণা
তোমার প্রসাদ পাবে কিনা ?
হিমের হাওয়ায় গগন-ভরা ব্যাকুল রোদন বাজে ॥
কেন মরুর পারে কাটাও বেলা রসের কাণ্ডারী ?
লুকিয়ে আছে কোথায় তোমার রূপের ভাণ্ডারী
রিক্ত-পাতা শুষ্ক শাখে
কোকিল তোমার কই গো ডাকে,
শূন্য সভা, মৌন বাণী, আমরা মরি লাজে ॥

ভাঙ্‌বো, তাপস, ভাঙ্‌বো তোমার কঠিন তপের বাঁধন,
এই আমাদের সাধন ॥
চল্ কবি চল্ সঙ্গে জুটে,
কাজ ফেলে তুই আয়রে ছুটে,
গানে গানে উদাস প্রাণে, জাগারে উন্মাদন ॥
বকুল বনে মুগ্ধ হৃদয় উঠুক্ না উচ্ছ্বাসি',
নীলাম্বরের মর্ম্মমাঝে বাজাও সোনার বাঁশি।
পলাশ-রেণুর রঙ মাখিয়ে
নবীন বসন এনেছি এ,
সবাই মিলে দিই ঘুচিয়ে পুরানো আচ্ছাদন ॥

লহো লহো, তুলে লহো নীরব বীণাখানি।
নন্দন-নিকুঞ্জ হ'তে সুর দেহ তায় আনি,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর ॥
আঁধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে
তোমারি আশ্বাসে,
তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোকভরা বাণী,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর ॥

পাষাণ আমার কঠিন দুঃখে তোমায় কেঁদে বলে,
পরশ দিয়ে সরস করো ভাসাও অশ্রুজলে,
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর ॥
শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে
আমার চিত্ত মাঝে,
শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহ টানি',
ওহে সুন্দর, হে সুন্দর ॥

ওকি এলো, ওকি এলো না,
বোঝা গেল না।
ওকি মায়া, কি স্বপন-ছায়া,
ওকি ছলনা ॥
ধরা কি পড়ে ও রূপেরি ডোরে,
গানেরি তানে কি বাঁধিবে ওরে,
ও যে চির বিরহেরি সাধনা ॥
ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে
বিরহ-মিলন-মিলিত রাগে।
সুখে কি দুখে ও পাওয়া-না-পাওয়া,
হৃদয়-বনে ও উদাসী-হাওয়া,
বুঝি শুধু ও পরম-কামনা।

কুসুমে কুসুমে চরণ-চিহ্ন দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
ওহে চঞ্চল, বেলা নাহি যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে
চকিত চোখের অশ্রু-সজল
বেদনায় তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চল,

কোথা সে পথের শেষ,
কোন্ সুদূরের দেশ,
সবাই তোমায় তাই পুছে ॥
বাঁশরীর ডাকে কুঁড়ি ধরে শাখে, ফুল যবে ফোটে নাই দেখা,
তোমার লগন যায় যে কখন, মালা গেঁথে আমি রই একা।
এসো এসো এসো, আঁখি কয় কেঁদে,
তৃষিত বক্ষ বলে, রাখি বেঁধে,
যেতে যেতে ওগো প্রিয়,
কিছু ফেলে রেখে দিয়ো,
ধরা দিতে যদি নাই রুচে ॥

যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়
ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে ভরা
বসন্তের এই সঙ্গীতে ॥
ওকি তার উত্তরীয় অশোক শাখায় উঠল দুলি',
আজি কি পলাশ বনে ঐ সে বুলায় রঙের তুলি,
ওকি তার চরণ পড়ে তালে তালে
মল্লিকার ঐ ভঙ্গীতে ॥
না গো না দেয়নি ধরা, হাসির ভরা
দীর্ঘশ্বাসে যায় ভেসে।
মিছে এই হেলা-দোলায় মনকে ভোলায়
ঢেউ দিয়ে যায় স্বপ্নে সে।
সে বুঝি লুকিয়ে আসে বিচ্ছেদেরি রিক্তরাতে,
নয়নের আড়ালে তার নিত্যজাগার আসন পাতে,
ধেয়ানের বর্ণছটায় ব্যথার রঙে
মনকে সে রয় রঙ্গিতে ॥

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এসো করো স্নান নবধারা জলে ॥
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ,
কাজল নয়নে যূথীমালা গলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে ॥
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখি,
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লার গানে তব মধুস্বরে
দিক্ বাণী আনি বনমর্ম্মরে।
ঘন বরিষণে জল-কলকলে
এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে ॥

ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর,
বিরহকাতর শর্ব্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন
কানন কানন মর্ম্মরি ॥
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।
হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সঞ্চরি ॥

কোথা যে উধাও হ'লো মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে ॥
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে,
ঝরঝর নামে দিকে দিগন্তে জলধারা,
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে
অশান্ত বাতাসে ॥

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস্ বল্,
হাসির কানায় কানায় ভরা কোন্ নয়নের জল ॥
বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
যূথীবনের বেদন আসে,
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল ॥
কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,
ফেরে সে কোন্ স্বপন-লোকে।
মন বসে রয় পথের ধারে,
জানে না সে পাবে কারে,
আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল ॥

বজ্র-মাণিক দিয়ে গাঁথা
আষাঢ় তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে
বিদ্যুতেরি জ্বালা ॥
তোমার মন্ত্রবলে
পাষাণ গলে, ফসল ফলে,
মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা ॥
মরমর পাতায় পাতায়
ঝরঝর বারির রবে,
গুরুগুরু মেঘের মাদল
বাজে তোমার কী উৎসবে?
সবুজ সুধার ধারায় ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ঙ্করী
বন্যা মরণ ঢালা ॥

পূব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি।
হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী॥
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে
বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ঐ আসে তোমার সুরেরই তরী॥
ব্যথা আমার কূল মানে না বাধা মানে না,
পরাণ আমার ঘুম জানে না জাগা জানে না।
মিল্‌বে যে আজ অকূল পানে,
তোমার গানে আমার গানে,
ভেসে যাবে রসের বানে আজি বিভাবরী॥

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা॥
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কা'র তার গানে ধ্বনিছে,
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা॥

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল-বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসব সভা মাঝে
শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে॥
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।

কাঁপিছে বনের হিয়া
বরষণে মুখরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘন মন্দ্রে ॥

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ গগন অঙ্গনে।
মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে ॥
দিক-হারানো দুঃসাহসে
সকল বাঁধন পড়ুক খসে,
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে ॥
বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে।
সর্ব্বনাশের করিস্ সাধন বজ্র-মন্তরে,
অজানাতে করবি গাহন,
ঝড় সে পথের হবে বাহন,
শেষ করে দিস আপনারে তুই
প্রলয় রাতের ক্রন্দনে ॥

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণ প্রাতে ॥
ছিলে কি মোর স্বপনে
সাথীহারা রাতে ॥
বন্ধু বেলা বৃথা যায় রে
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে
কথা কও মোর হৃদয়ে
হাত রাখো হাতে ॥

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে,
ঘন গৌরবে নব-যৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে;
নিখিল-চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা॥
কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা॥
আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধুরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ্জ পাতায় করো নবগীত রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী॥
কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভী,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি ল'য়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।

তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকশিত বয়নে।
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে ॥

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন ভরসা,
দুলিছে পবনে সন সন বন-বীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা ॥

একলা বসে বাদল শেষে শুনি কত কী।
"এবার আমার গেল বেলা" বলে কেতকী ॥
বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তা'রে
ডেকে গেল আকাশ পারে,
তাইতো সে যে উদাস হ'লো
নইলে যেত কি ॥
ছিল সে যে একটি ধারে বনের কিনারায়,
উঠ্‌ত কেঁপে তড়িৎ আলোর চকিত ইসারায়
শ্রাবণ-ঘন অন্ধকারে
গন্ধ যেত অভিসারে,
সন্ধ্যাতারা আড়াল থেকে
খবর পেত কি ॥

শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া, নাই বা গেলে
সজল বিলোল আঁচল মেলে ॥
পূব হাওয়া কয়, "ওর যে সময় গেল চ'লে,"
শরৎ বলে, "ভয় কি সময় গেল ব'লে,
বিনা কাজে আকাশ মাঝে কাটবে বেলা
অসময়ের খেলা খেলে" ॥
কালো মেঘের আর কি আছে দিন ?
ও যে হ'লো সাথীহীন।
পূব হাওয়া কয়, "কালোর এবার যাওয়াই ভালো,"
শরৎ বলে, "মিল্‌বে যুগল কালোয় আলো,
সাজ্‌বে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে
কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে" ॥

দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে
আয় আয় আয় ॥
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টীপ,
ও যে কার আগমনী গায়—
আয় আয় আয় ॥
জাগো জাগো, সখি,
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি'।
মালতীর বনে বনে
ঐ শোনো ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশির বায়
আয় আয় আয় ॥

ওলো শেফালি,
সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি॥
তারার বাণী আকাশ থেকে
তোমার রূপে দিল এঁকে
শ্যামল পাতায় থরে থরে আখর রূপালি॥
বুকের খসা গন্ধ আঁচল রইল পাতা সে
কানন বীথির গোপন কোণের বিবশ বাতাসে।
সারাটা দিন বাটে বাটে
নানা কাজে দিবস কাটে,
আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি॥

যে ছায়ারে ধ'রব ব'লে করেছিলেম পণ
আজ সে মেনে নিল আমার গানেরি বন্ধন॥
আকাশে যার পরশ মিলায়
শরৎ মেঘের ক্ষণিক লীলায়
আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুর গুঞ্জন॥
অলস দিনের হাওয়ায়
গন্ধখানি মেলে যেত গোপন আসা যাওয়ায়।
আজ শরতের ছায়ানটে
মোর রাগিণীর মিলন ঘটে,
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ॥

এসো শরতের অমল মহিমা,
এসো হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে॥
বিরহ-তরঙ্গে অকূলে সে দোলে
দিবা যামিনী আকুল সমীরে॥

এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হ'লো॥
শিউলি-সুরভি রাতে
বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্ম্মর গানে তব মর্ম্মের বাণী বোলো॥
গোপন অশ্রুজলে মিলুক সরম হাসি—
মালতী বিতানতলে বাজুক বঁধুর বাঁশি।
শিশিরসিক্ত বায়ে
বিজড়িত আলো ছায়ে
বিরহ-মিলনে গাঁথা
নব প্রণয়-দোলায় দোলো॥

তোমার নাম জানিনে সুর জানি।
তুমি শরৎ প্রাতের আলোর বাণী।
সারা বেলা শিউলি বনে
আছি মগন আপন মনে,
কিসের ভুলে রেখে গেলে
আমার ব্যথার বাঁশিখানি॥
আমি যা বলিতে চাই হ'লো বলা,
ঐ শিশিরে শিশিরে অশ্রুগলা।
আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে
সেই মূরতি এই বিরাজে,
ছায়াতে আলোতে আঁচল গাঁথা
আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি॥

কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে ?
ফুটে দিগন্তে অরুণ-কিরণ-কলিকা ॥
শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে,
হৃদয় কুঞ্জবনে মঞ্জরিল
মধুর শেফালিকা ॥

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া ॥
কোন্ অমরার বিরহিণীরে
চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশির নীরে
এলে নাহিয়া ॥
ওগো অকরুণ, কী মায়া জানো,
মিলন ছলে বিরহ আনো।
চলেছ পথিক আলোক-যানে
আঁধার পানে,
মন-ভুলানো মোহন তানে
গান গাহিয়া ॥

আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে।
বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে ॥
তোমার বুকে বাজ্‌লো ধ্বনি
বিদায় গাথা, আগমনী, কত যে,
ফাল্গুনে শ্রাবণে, কত প্রভাতে রাতে ॥

যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি ক'রে।
সময় যে তা'র হ'লো গত
নিশিশেষের তারার মতো
তারে শেষ ক'রে দাও শিউলি ফুলের মরণ সাথে॥

গান আমার যায় ভেসে যায়,
চাস্‌নে ফিরে দে তা'রে বিদায়॥
সে যে দখিন হাওয়ায় মুকুল ঝরা,
ধূলার আঁচল হেলায় ভরা,
সে যে শিশির ফোঁটার মালা গাঁথা বনের আঙিনায়॥
কাঁদন হাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা,
মেঘের গায়ে রঙের মায়া খেলার পরে খেলা।
ভুলে যাওয়ার বোঝাই ভরি
গেল চ'লে কতই তরী
উজান বায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়॥

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা,
নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হ'য়ে গেল ঢালা
পিয়ো হে পিয়ো।
ভরা সে পাত্র তারে বুকে করে'
বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে'
লও তুলে লও আজি নিশি ভোরে
প্রিয় হে প্রিয়।
বাসনার রঙে লহরে লহরে
রঙীন হোলো।

করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো হে তোলো।
এ রসে মিশাক্ তব নিশ্বাস
নবীন উষার পুষ্প সুবাস,
এরি পরে তব আঁখির আভাস
দিয়ো হে দিয়ো।

উজাড় করে' লও হে আমার সকল সম্বল।
শুধু ফিরে চাও ফিরে চাও ওহে চঞ্চল।
চৈত্র রাতের বেলায়
না হয় এক প্রহরের খেলায়
আমার স্বপন-স্বরূপিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল।
যদি এই ছিল গো মনে,
যদি পরম দিনের স্মরণ ঘুচাও চরম অযতনে
তবে ভাঙা খেলার ঘরে
না হয় দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,
ধূলায় ধূলায় ছড়াও হেলায় ছিন্ন ফুলের দল।

তোমায় চেয়ে আছি ব'সে পথের ধারে, সুন্দর হে!
জ'ম্‌লো ধূলা প্রাণের বীণার তারে তারে, সুন্দর হে॥
নাই যে কুসুম, মালা গাঁথবো কিসে, কান্নারি গান বীণায় এনেছি
দূর হ'তে তাই শুন্‌তে পাবে অন্ধকারে, সুন্দর হে!
দিনের পরে দিন কেটে যায়, সুন্দর হে।
মরে হৃদয় কোন্ পিপাসায়, সুন্দর হে।
শূন্য ঘাটে আমি কী যে করি, রঙীন্ পালে কবে আস্‌বে তরী?
পাড়ি দেবো কবে সুধারসের পারাবারে, সুন্দর হে॥

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,
কী জানি, কী জানি।
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে
কী জানি কী জানি।
নানাকাজে নানামতে
ফিরি ঘরে, ফিরি পথে
সে কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে
কী জানি, কী জানি।
সে কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়,
একি ভয়, একি জয়।
সে কথা কি কানে কানে বারে বারে কয়
"আর নয়, আর নয়।"
সে কথা কি নানাসুরে
বলে মোরে, "চলো দূরে,"
সে কি বাজে বুকে মম, বাজে কি গগনে,
কী জানি, কী জানি।

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে
খুঁজিতে আমার আপনারে ?
তোমারি যে ডাকে
কুসুম গোপন হ'তে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে,
সেই ডাকে ডাকো আজি তা'রে॥
তোমারি সে ডাকে বাধা ভোলে,
শ্যামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে।
সে ডাকে তোমারি
সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি,
দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে॥

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে,
ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে ॥
যাঁহার হাতের বিজয়মালা
রুদ্রদাহের বহ্নি জ্বালা,
নমি নমি নমি সে ভৈরবে ॥
কাল-সমুদ্রে আলোর যাত্রী
শূন্যে যে ধায় দিবসরাত্রি।
ডাক এল তার তরঙ্গেরি
বাজুক বক্ষে বজ্রভেরী
অকূল প্রাণের সে উৎসবে ॥

আর রেখো না আঁধারে আমায়
দেখ্‌তে দাও।
তোমার মাঝে আমার আপনারে
আমায় দেখ্‌তে দাও ॥
কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার,
সুখের গ্লানি সয় না যে আর,
যাক্ না ধুয়ে নয়ন আমার
অশ্রুধারে,
আমায় দেখ্‌তে দাও ॥
জানি না তো কোন্ কালো এই ছায়া,
আপন ব'লে ভুলায় যখন
ঘনায় বিষম মায়া।
স্বপ্নভারে জ'মল বোঝা,
চিরজীবন শূন্য খোঁজা,
যে মোর আলো লুকিয়ে আছে
রাতের পারে
আমায় দেখ্‌তে দাও ॥

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি যাব যে কী করে॥
এসেছে নিবিড় নিশি,
পথরেখা গেছে মিশি,
সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে॥
ভয় হয় পাছে ঘুরে ঘুরে
যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে।
মনে করি আছ কাছে,
তবু ভয় হয় পাছে
আমি আছি তুমি নাই কালীনিশি ভোরে॥

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ।
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও, পরাও জ্যোতির টীকা,
করো হে আমার লজ্জাহরণ॥
পরশ রতন তোমারি চরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ,
যা-কিছু মলিন, যা কিছু কালো
যা-কিছু বিরূপ হোক্ তা ভালো,
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ॥

হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান।
ক্ষীণ হাতে জ্বালা
ম্লান দীপের থালা
হল খান্ খান্।

এবার তবে জ্বালো
আপন তারার আলো,
রঙীন ছায়ার এই গোধূলি হোক্ অবসান ॥
এসো পারের সাথী,
বইল পথের হাওয়া, নিবল ঘরের বাতি।
আজি বিজন বাটে
অন্ধকারের ঘাটে
সব-হারানো নাটে
এনেছি এই গান ॥

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমঃ
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে ॥
আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাইনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে ॥
এ কি পরম ব্যথায় পরাণ কাঁপায়
কাঁপন বক্ষে লাগে,
শান্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়
সুন্দর তায় জাগে।
আমার সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ যে কী আরাধনা,
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে।

তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে ॥
আমি কানন হ'তে তুলিনি ফুল,
মেলেনি মোরে ফল।
কলস মম শূন্য সম
ভরিনি তীর্থজল।
আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা
হৃদয় ঢালে অধরা ধারা,
তোমার চরণে হোক্ তা সারা
পূজার পুণ্য কাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে ॥

মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে ?
লাগল পালে নেশার হাওয়া পাগল পরাণ চলে গেয়ে ॥
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা
তোর দুলিয়ে দিয়ে না,
তোর সুদূর ঘাটে চল্‌রে বেয়ে।
আমার ভাবনা তো সব মিছে,
আমার সব প'ড়ে থাক্ পিছে।
তোমার ঘোম্‌টা খুলে দাও,
তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরাণ ছেয়ে ॥

তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে,
তবে মরণ-রসে নে পেয়ালা ভ'রে।

সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা
সব শূন্যকে সে অট্ট হেসে দেয় যে রঙীন ক'রে ॥
তোর সূর্য্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন ম'রেছে অকাজেরি কাজে,
তবে আসুক্ না সেই তিমির রাতি,
লুপ্তি-নেশার চরম সাথী,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক্ সে ঢাকি দিক্-ভোলাবার ঘোরে

তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো,
ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাকো,
ওগো দুখ-জাগানিয়া ॥
এলো আঁধার ঘিরে',
পাখী এল নীড়ে,
তরী এল তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো,
ওগো দুখ-জাগানিয়া।
আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাহাসির দোলা তুমি থাম্‌তে দিলে না যে।
আমায় পরশ ক'রে,
প্রাণ সুধায় ভ'রে,
তুমি যাও যে স'রে,
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো,
ওগো দুখ-জাগানিয়া।

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে,
হ'লো কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ঐ পারে।
আমার 'তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেল খুলে',
তারে হাওয়ায়-হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্ অচেনার ধারে॥

ভালোবাসি ভালোবাসি—
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশী।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।
সেই সুরে সাগর-কূলে
বাঁধন খুলে'
অতল রোদন উঠে দুলে'।
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে'-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদন-হাসি।

প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠ্‌ল বেজে যেই
নীড়-বিরাগী হৃদয় আমার উধাও হ'লো সেই।
নীল অতলের কোথা থেকে
উদাস তারে করল যে কে!
গোপনবাসী সেই উদাসীর ঠিক-ঠিকানা নেই।
"সুপ্তি শয়ন আয় ছেড়ে আয়"
জাগে যে তার ভাষা,
সে বলে "চল্ আছে যেথায়
সাগরপারের বাসা।"

দেশবিদেশের সকল ধারা
সেইখানে হয় বাঁধন হারা,
কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা জ্যোতিঃসমুদ্রেই ॥

আজি মর্ম্মরধ্বনি কেন জাগিল রে
মম পল্লবে পল্লবে,
হিল্লোলে হিল্লোলে
থরথর কম্পন লাগিল রে।
কোন্ ভিখারী, হায়রে
এল আমারি এ অঙ্গন দ্বারে,
বুঝি সব মন ধন মম মাগিল রে।
হৃদয় বুঝি তারে জানে
কুসুম ফোটায় তারি গানে।
আজি মম অন্তর মাঝে
সেই পথিকেরি পদধ্বনি বাজে,
তাই চকিতে চকিতে ঘুম ভাঙিল রে ॥

ধরণী দূরে চেয়ে
কেন আজ আছিস জেগে
যেন কার উত্তরীয়ের
পরশের হরষ লেগে।
আজিকার মিলন গীতি
ধ্বনিছে কানন-বীথি
মুখে চায় কোন্ অতিথি
আকাশের নবীন মেঘে।
ঘিরেছিস্ মাথায় বসন
কদমের কুসুম ডোরে,

সেজেছিস্ নয়ন-পাতে
নীলিমার কাজল পরে।
তোমার ঐ বক্ষতলে
নবশ্যাম দুর্ব্বাদলে
আলোকের ঝলক ঝলে
পরাণের পুলক বেগে।

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥
তোমার চরণ-পবন-পরশে
সরস্বতীর মানস সরসে
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে,
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও
অমল কমল গন্ধ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক্ চিত্ত মম।
নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া,
বিশ্বতনুতে অণুতে-অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায়
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়,
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে;

অন্ত কে তার সন্ধান পায়

ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে ॥

নমো নমো নমো—

তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত

ভরুক চিত্ত মম।

নৃত্যের বশে সুন্দর হ'লো

বিদ্রোহী পরমাণু;

পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে

বাজিল চন্দ্র ভানু।

তব নৃত্যের প্রাণ-বেদনায়

বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,

যুগে যুগে কালে কালে

সুরে সুরে তালে তালে,

সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়

তোমার পরমানন্দ হে ॥

নমো নমো নমো—

তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত

ভরুক চিত্ত মম।

মোর সংসারে তাণ্ডব তব,

কম্পিত জটাজালে।

লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার

নাচের ঘূর্ণি তালে।

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,

ওগো শঙ্কর হে ভয়ঙ্কর,

যুগে যুগে কালে কালে

সুরে সুরে তালে তালে

জীবন-মরণ নাচের ডমরু

বাজাও জলদ-মন্দ্র হে ॥

নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক্ চিত্ত মম।

এসো, এসো, এসো, হে বৈশাখ!
তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জ্জনা দূর হ'য়ে যাক্।
যাক্ পুরাতন স্মৃতি, যাক্ ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক্।
মুছে যাক্ সব গ্লানি, ঘু'চে যাক্ জরা,
অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে শুচি হোক্ ধরা।
রসের আবেশ রাশি শুষ্ক করি দাও আসি'
আনো, আনো, আনো তব প্রলয়ের শাঁখ,
মায়ার কুজ্ঝটি-জাল যাক্ দূরে যাক্॥

নমো নমো, হে বৈরাগী!
তপোবহ্নির শিখা জ্বালো জ্বালো,
নির্ব্বাণহীন নির্ম্মল আলো
অন্তরে থাক্ জাগি'।
নমো নমো, হে বৈরাগী।

মধ্যদিনে যবে গান
বন্ধ করে পাখী,
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী।

শান্ত প্রান্তরের কোণে
রুদ্র বসি তাই শোনে,
মধুরের ধ্যানাবেশে
স্বপ্নমগ্ন আঁখি।
হে রাখাল, বেণু যবে
বাজাও একাকী॥
সহসা উচ্ছ্বসি উঠে
ভরিয়া আকাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস।
অম্বর প্রান্তের দূরে
ডম্বরু গম্ভীর সুরে
জাগায় বিদ্যুৎ ছন্দে
আসন্ন বৈশাখী।
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী॥

নমো, নমো, নম করুণাঘন নম হে।
নয়ন স্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জন পরশে,
জীবন পূর্ণ সুধারস বরষে,
তব দর্শনধন-সার্থক মন হে,
অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে॥

তপের তাপের বাঁধন কাটুক
রসের বর্ষণে,
হৃদয় আমার, শ্যামল-বঁধুর
করুণ স্পর্শ নে॥

অঘোর-ঝরণ শ্রাবণ জলে,
তিমির-মেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক্ সোনার কদম্ব-ফুল
নিবিড় হর্ষণে ॥
ভরুক্ গগন, ভরুক্ কানন,
ভরুক নিখিল ধরা,
দেখুক ভুবন মিলন-স্বপন
মধুর বেদনা-ভরা।
পরাণ-ভরানো ঘন ছায়াজাল
বাহির আকাশ করুক্ আড়াল,
নয়ন ভুলুক, বিজুলি ঝলুক্
পরম দর্শনে ॥

ঐ কি এলে আকাশ পারে
দিক-ললনার প্রিয়
চিত্তে আমার লাগল তোমার
ছায়ার উত্তরীয়।
মেঘের মাঝে মৃদঙ্ তোমার
বাজিয়ে দিলে কিও,
ঐ তালেতেই মাতিয়ে আমায়
নাচিয়ে দিয়ো দিয়ো।

গগনে গগনে আপনার মনে
কী খেলা তব।
তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে
নিতুই নব ॥
জটার গভীরে লুকালে রবিরে,
ছায়াপটে আঁকো এ কোন্ ছবিরে!

মেঘমল্লারে কী বলো আমারে
কেমনে কবো ॥
বৈশাখী ঝড়ে সেদিনের সেই
অট্টহাসি
গুরু গুরু সুরে কোন্ দূরে দূরে
যায় যে ভাসি।
সে সোনার আলো শ্যামলে মিশালো,
শ্বেত উত্তরী আজ কেন কালো।
লুকালে ছায়ায় মেঘের মায়ায়
কী বৈভব ॥

শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার
আভাস পেলে।
পথে তারি সকল বারি
দিলে ঢেলে।
কেয়া কাঁদে, যায় যায় যায়।
কদম ঝরে, হায় হায় হায়।
পুব হাওয়া কয় "ওর ত সময় নাই বাকি আর,"
শরৎ বলে, "যাক্ না সময় ভয় কিবা তার,—
কাটবে বেলা আকাশমাঝে বিনা কাজে
অসময়ের খেলা খেলে।"
কালো মেঘের আর কি আছে দিন
ওযে হ'লো সাথীহীন।
পুব হাওয়া কয়, কালোর এবার যাওয়াই ভালো,
শরৎ বলে, গেঁথে দেব কালোয় আলো,
সাজ্‌বে বাদল আকাশ মাঝে
সোনার সাজে
কালিমা ওর মুছে ফেলে ॥

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা।
কোন্ শূন্য হ'তে এল কার বারতা।
নয়ন কিসের প্রতীক্ষা রত
বিদায় বিষাদে উদাস মতো,
ঘন-কুন্তলভার ললাটে নত
ক্লান্ত তড়িৎবধূ তন্দ্রাগতা ॥
কেশর-কীর্ণ কদম্ব বনে
মর্মর মুখরিত মৃদুপবনে,
বর্ষণ-হর্ষভরা ধরণীর
বিরহ-বিশঙ্কিত করুণ কথা।
ধৈর্য্য মানো ওগো ধৈর্য্য মানো,
বর-মাল্য গলে তব হয়নি ম্লান,
আজো হয়নি ম্লান,
ফুল গন্ধ নিবেদন-বেদন সুন্দর
মালতী তব চরণে প্রণতা ॥

যাত্রা বেলায় রুদ্র রবে
বন্ধন-ডোর ছিন্ন হবে।
ছিন্ন হবে, ছিন্ন হবে
মুক্ত আমি, রুদ্ধ দ্বারে
বন্দী করে কে আমারে।
যাই চ'লে যাই অন্ধকারে
ঘণ্টা বাজায় সন্ধ্যা যবে।

নির্ম্মল কান্ত, নমোহে নমঃ
স্নিগ্ধ সুশান্ত নমোহে নমঃ।
বন অঙ্গনময় রবিকররেখা
লেপিল আলিম্পনলিপি-লেখা
আঁকিব তাহে প্রণতি মম।
নমো হে নমঃ।

আলোর অমল কমলখানি
কে ফুটালে,
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে॥
আমার মনের ভাবনা গুলি
বাহির হ'লো পাখা তুলি,
ঐ কমলের পথে তাদের
সেই জুটালে॥
শরৎবাণীর বীণা বাজে
কমলদলে।
ললিত রাগের সুর ঝরে তাই
শিউলি তলে।
তাইতো বাতাস বেড়ায় মেতে
কচি ধানের সবুজ ক্ষেতে,
বনের প্রাণে মর্ম্মরানির
ঢেউ উঠালে॥

সেই তো তোমার পথের বঁধু
সেই তো।
দূর কুসুমের গন্ধ এনে খোঁজায় মধু—
এই তো।

সেই তো তোমার পথের বঁধু
সেই তো।
এই আলো তার এই তো আঁধার
এই আছে এই নেইতো।

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল,
কেমন ভুল, এমন ভুল?
রাতের বায় কোন্ মায়ায়
আনিল হায় বন-ছায়ায়,
ভোর বেলায় বারে বারেই
ফিরিবারে হ'লি ব্যাকুল॥
কেনরে তুই উন্মনা,
নয়নে তোর হিমকণা?
কোন্ ভাষায় চাস্ বিদায়,
গন্ধ তোর কী জানায়,
সঙ্গে হায় পলে পলেই
দলে দলে যায় বকুল॥

চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি?
অশোক-রেণুগুলি রাঙালো যার ধূলি
তারে যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি?
ফুরোয় ফুল ফোটা, পাখীও গান ভোলে,
দখিন বায়ু সেও উদাসী যায় চ'লে।
তবু কি ভরি' তা'রে অমৃত ছিল নারে
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি?

নম, নম, নম।
তুমি ক্ষুধার্ত্তজন শরণ্য,
অমৃত-অন্ন-ভোগ ধন্য
করো অন্তর মম।

হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা—
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা।
সন্ধ্যাপ্রদীপ তোমার হাতে মলিন হেরি কুয়াষাতে
কণ্ঠে তোমার বাণী যেন করুণ বাষ্পে মাখা॥
ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে।
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।
আপন দানের আড়ালেতে রইলে কেন আসন পেতে,
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন ক'রে রাখা॥

হিমের রাতে ঐ গগনের
দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন
আঁচল ঘিরে।
ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো—
"দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে"॥
শূন্য এখন ফুলের বাগান,
দোয়েল কোকিল গাহে না গান,
কাশ ঝ'রে যায় নদীর তীরে।

যাক অবসাদ বিষাদ কালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
শুনাও আলোর জয়-বাণীরে ॥
দেবতারা আজ আছে চেয়ে
জাগো ধরার ছেলে মেয়ে,
আলোয় জাগাও যামিনীরে।
এলো আঁধার, দিন ফুরালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
জয় করো এই তামসীরে ॥

শীতের বনে কোন্ সে কঠিন
আস্‌বে ব'লে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন
বনের কোলে।
আম্‌লকি ডাল সাজ্‌লো কাঙাল,
খসিয়ে দিল পল্লবজাল,
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি
যায় যে চ'লে ॥
সইবে না সে পাতায় ঘাসে
পাণ্ডুরতা
তাই তো আপন রঙ ঘুচালো
ঝুম্‌কোলতা।
উত্তর বায় জানায় শাসন,
পাতলো তপের শুষ্ক আসন,
সাজ খসাবার এই লীলা কা'র
অট্টরোলে ॥

নম, নম, নম নম !
নির্দ্দয় অতি করুণা তোমার
বন্ধু তুমি হে নির্ম্মম,
যা-কিছু জীর্ণ করিবে দীর্ণ
দণ্ড তোমার দুর্দ্দম ॥

হে সন্ন্যাসী,
হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে
কিসের জন্য ?
কুন্দমালতী করিছে মিনতি
হও প্রসন্ন ।
যাহা কিছু ম্লান বিরস জীর্ণ
দিকে দিকে দিলে করি বিকীর্ণ,
বিচ্ছেদ ভারে বনচ্ছায়ারে
করে বিষণ্ণ,
হও প্রসন্ন ॥
সাজাবে কি ডালা, গাঁথিবে কি মালা
মরণ-সত্রে ?
তাই উত্তরী নিলে ভরি ভরি
শুকানো পত্রে ?
ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথী
প্রলয়-বেদনা নিল বুকে পাতি',
রুদ্র এবারে বরবেশে তারে
করো গো ধন্য,
হও প্রসন্ন ॥

নম নম নম নম

তুমি সুন্দরতম।

দূর হইল দৈন্যদ্বন্দ্ব,

ছিন্ন হইল দুঃখবন্ধ

উৎসবপতি মহানন্দ

তুমি সুন্দরতম।

তোমার আসন পাতব কোথায়,

হে অতিথি?

ছেয়ে গেছে শুকনো পাতায়

কানন-বীথি।

ছিল ফুটে মালতী ফুল, কুন্দ কলি,

উত্তর বায় লুঠ্ ক'রে তায় গেল চলি,

হিমে বিবশ বনস্থলী

বিরল-গীতি,

হে অতিথি॥

সুর-ভোলা ঐ ধরার বাঁশী

লুটায় ভুঁয়ে,

মর্ম্মে তাহার তোমার হাসি

দাও না ছুঁয়ে।

মাতবে আকাশ নবীন রঙের তানে তানে,

পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে আত্মদানে,

জাগ্‌বে বনের মুগ্ধ মনে

মধুর স্মৃতি,

হে অতিথি॥

রঙ লাগালে বনে বনে,
ঢেউ জাগালে সমীরণে।
আজ ভুবনের দুয়ার খোলা,
দোল দিয়েছে বনের দোলা,
কোন্ ভোলা-সে ভাবে ভোলা
খেলায় প্রাঙ্গণে ॥
আন বাঁশি তোর আন্‌রে,
লাগলো সুরের বান রে,
বাতাসে আজ দে ছড়িয়ে শেষ বেলাকার গান রে।
সন্ধ্যাকাশের বুকফাটা সুর
বিদায়রাতি করবে মধুর
মাতলো আজি অস্তসাগর সুরের প্লাবনে ॥

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার জানি,
তবু মনে মনে প্রবোধ যে নাহি মানি।
বিদায়-লগনে ধরিয়া দুয়ার
তাইত তোমায় বলি বারবার
"ফিরে এসো এসো বন্ধু আমার,"
বাষ্প-বিভল বাণী ॥
যাবার বেলায় কিছু মোরে দিয়ো দিয়ো
গানের সুরেতে তব আশ্বাস, প্রিয়।
বন পথে যবে যাবে, সে ক্ষণের
হয়তো বা কিছু র'বে স্মরণের,
তুলি' লবো সেই তব চরণের
দলিত কুসুমখানি ॥

মনে র'বে কি না র'বে আমারে
সে আমার মনে নাই গো।
ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে
অকারণে গান গাই গো ॥
চ'লে যায় দিন যতখন আছি
পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি
তোমার মুখের চকিত সুখের
হাসি দেখিতে-যে চাই গো,
তাই অকারণে গান গাই গো ॥
ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া
ফাগুনের অবসানে।
ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া
আর কিছু নাহি জানে।
ফুরাইবে দিন আলো হবে ক্ষীণ,
গান সারা হবে থেমে যাবে বীণ,
যতখন থাকি ভরে দিবে না কি
এ খেলারি ভেলাটাই গো।
তাই অকারণে গান গাই গো ॥

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে যে
পরশ করিল তোরে!
অস্ত রবির তুলিখানি চুরি ক'রে।
বাতাসের বুকে যে-চঞ্চলের বাসা
বনে বনে তুই বহিস্ তাহারি ভাষা,
অপ্সরীদের দোল-খেলা ফুল-রেণু
পাঠায় কে তোর দু-খানি পাখায় ভ'রে ॥

যে-গুণী তাহার কীর্ত্তি নাশায় নেশায়
চিকন রেখার লিখন শূন্যে মেশায়,
সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় ভুলে
গান গেয়ে চলে ভোলা রাগিণীর কূলে,
তা'র হারা সুর নাচের হাওয়ার বেগে
ডানাতে তোমার কখন পড়েছে ঝরে ॥

রাঙিয়ে দিয়ে যাওগো এবার
যাবার আগে,—
আপন রাগে,
গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে,
অশ্রুজলের করুণ রাগে ॥
রং যেন মোর মর্ম্মে লাগে
আমার সকল কর্ম্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে,
গভীর রাতের জাগায় লাগে ॥

যাবার আগে যাওগো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণ-দোলা
লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণ গুহার কক্ষে নিঝর-ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
বিশ্ব-নাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও
যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,
কাঁদন-বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে ॥

তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া
তাই ভয়ে ঘোরায় দিক্ বিদিকে
শেষে অন্তরে পাই সাড়া।
যখন হারাই বদ্ধ-ঘরের তালা,
যখন অন্ধ নয়ন শ্রবণ কালা,
তখন অন্ধকারে লুকিয়ে দ্বারে
শিকলে দাও নাড়া।
যত দুঃখ আমার দুঃস্বপনে,
সে যে ঘুমের ঘোরেই আসে মনে,—
ঠেলা দিয়ে মায়ার আবেশ
করো গো দেশছাড়া।
আমি আপন মনের মারেই মরি
শেষে দশ জনারে দোষী করি—
আমি চোখ বুজে পথ পাইনে ব'লে
কেঁদে ভাসাই পাড়া।

নাই ভয়, নাই ভয় নাই রে।
থাক্ পড়ে থাক্ ভয় বাইরে!
জাগো মৃত্যুঞ্জয় চিত্তে
থৈ থৈ নর্ত্তন নৃত্যে,
ওরে মন বন্ধন-ছিন্ন
দাও তালি তাই তাই তাই রে॥

আমার পথে পথেই পাথর ছড়ানো
তাইতো তোমার বাণী বাজে
ঝর্না-ঝরানো।

আমার বাঁশি তোমার হাতে
ফুটোর পরে ফুটো তাতে,
তাই শুনি সুর অমন মধুর
পরাণ-ভরানো ॥

তোমার হাওয়া যখন জাগে
আমার পালে বাধা লাগে,
এমন ক'রে গায়ে প'ড়ে
সাগর-তরানো ॥

ছাড়া পেলে একেবারে
রথ কি তোমার চল্‌তে পারে,
তোমার হাতে আমার ঘোড়া
লাগাম-পরানো ॥

তুমি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন—
তাই হঠাৎ-পাওয়ায় চম্‌কে ওঠে মন।
গোপন পথে আপন মনে
বাহির হও যে কোন্ লগনে,
হঠাৎ-গন্ধে মাতাও সমীরণ!
নিত্য যেথায় আনাগোনা
হয় না সেথায় চেনাশোনা,
উড়িয়ে ধুলো আস্‌ছে কতই জন।
কখন পথের বাহির থেকে
হঠাৎ বাঁশি যায়-যে ডেকে
পথ-হারাকে করে সচেতন ॥

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।

তোমার অভিসারে
যাব অগম পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে ॥
পরাণে বাজে বাঁশি নয়নে বহে ধারা—
দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা ॥
সকলি নিবে কেড়ে
দিবে না তবু ছেড়ে,—
মন সরে না যেতে ফেলিলে এ কী দায়ে ॥

আমার নয়ন তোমার নয়নতলে
মনের কথা খোঁজে,
সেথায় কালো ছায়ার মায়ার ঘোরে
পথ হারালো ও-যে।
নীরব দিঠে শুধায় যত
পায় না সাড়া মনের মতো,
অবুঝ হয়ে রয় সে চেয়ে
অশ্রুধারায় ম'জে ॥
তুমি আমার কথার আভাখানি
পেয়েছ কি মনে?
এই যে আমি মালা আনি
তা'র বাণী কেউ শোনে?
পথ দিয়ে যাই, যেতে যেতে
হাওয়ায় ব্যথা দিই-যে পেতে,
বাঁশি বিছায় বিষাদ ছায়া
তা'র ভাষা কেউ বোঝে?

ফুল তুলিতে ভুল করেছি
প্রেমের সাধনে।
বঁধু তোমায় বাঁধ্‌ব কিসে
মধুর বাঁধনে।
ভোলাব না মায়ার ছলে,
রইব তোমার চরণতলে,
মোহের ছায়া ফেল্‌ব না মোর
হাসি-কাঁদনে॥
রইল শুধু বেদনভরা আশা,
রইল শুধু প্রাণের নীরব ভাষা।
নিরাভরণ যদি থাকি,
চোখের কোণে চাইবে না কি,
যদি আঁখি নাই-বা ভোলাই
রঙের ধাঁদনে॥

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে
উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার
গন্ধ সুধা ঢালো।
পাগল হাওয়া বুঝ্‌তে নারে
ডাক পড়েছে কোথায় তা'রে,
ফুলের বনে যার পাশে যায়
তারেই লাগে ভালো।
নীলগগনের ললাটখান
চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন
মেলেছে আজ পাখা।

পারিজাতের কেশর নিয়ে
ধরায়, শশি, ছড়াও কী এ?
ইন্দ্রপুরীর কোন্ রমণী
বাসর প্রদীপ জ্বালো?

ডাকিল মোরে জাগার সাথী।
প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে
প্রভাত হোলো আঁধার রাতি।
বাজায় বাঁশী তন্দ্রাভাঙা,
ছড়ায় তারি বসন রাঙা,
ফুলের বাসে এই বাতাসে
কী মায়াখানি দিয়েছে গাঁথি।
গোপনতম অন্তরে কী
লেখন রেখা দিয়েছে লেখি।
মন তো তারি নাম জানে না,
রূপ আজিও নয় যে চেনা,
বেদনা মম বিছায়ে দিয়ে
রেখেছি তারি আসন পাতি'।

হায়রে, ওরে যায় না কি জানা।
নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়
পায় না ঠিকানা॥
অলখ পথেই যাওয়া-আসা,
শুনি চরণধ্বনির ভাষা,
গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায়
রইল নিশানা॥

কেমন ক'রে জানাই তারে
বসে আছি পথের ধারে।
প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা,
আলোয় ছায়ায় রঙীন খেলা,
ঝরে-পড়া বকুলদলে বিছায় বিছানা ॥

যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও ব'লে,
কোন্‌খানে যে মন লুকানো দাও ব'লে ॥
চপল লীলা ছলনা ভরে
বেদনখানি আড়াল ক'রে,
যে-বাণী তব হয়নি বলা নাও ব'লে ॥
হাসির বাণে হেনেছ কত শ্লেষকথা,
নয়নজলে ভরো গো আজি শেষকথা।
হায়রে অভিমানিনী নারী
বিরহ হলো দ্বিগুণ ভারি
[illegible]নের ডালি ফিরায়ে নিতে চাও ব'লে ॥

কাছে যবে ছিল, পাশে
হোলোনা যাওয়া।
চলে যবে গেল, তারি
লাগিল হাওয়া ॥
যবে ঘাটে ছিল নেয়ে
তারে দেখি নাই চেয়ে,
দূর হ'তে শুনি স্রোতে
তরণী বাওয়া ॥

যেখানে হোলো না খেলা
সে খেলাঘরে
আজি নিশিদিন মন
কেমন করে।
হারানো দিনের ভাষা
স্বপ্নে আজি বাঁধে বাসা,
আজ শুধু আঁখিজলে
পিছনে চাওয়া ॥

এবার মিলন-হাওয়ায় হাওয়ায় হেলতে হবে
ধরা দেবার খেলা এবার খেল্‌তে হবে।
ওগো পথিক পথের টানে
চলেছিলে মরণ পানে
আঙিনাতে আসন এবার মেলতে হবে ॥
মাধবিকার কুঁড়িগুলি আনো তুলে—
মালতিকার মালা গাঁথো নবীন ফুলে।
স্বপ্ন স্রোতে ভিড়বি পারে,
বাঁধবি দুজন দুইজনারে,
সেই মায়াজাল হৃদয় ঘিরে ফেল্‌তে হবে।

———

লুকালেই বলেই খুঁজে বাহির করা
ধরা যদি দিতে তবে যেত না ধরা।
পাওয়া ধন আনমনে
হারাই যে অযতনে,
হারাধন পেলে সে যে হৃদয়-ভরা।
আপনি যে কাছে এল দূরে সে আছে,
কাছে যে টানিয়া আনে সে আসে কাছে

দূরে বারি যায় চ'লে,
লুকায় মেঘের কোলে,
তাই সে ধরায় ফেরে পিপাসাহরা ॥

মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে,
ফিরেছ কি ফের নাই, বুঝিব কেমনে ॥
আসন দিয়েছি পাতি, মালিকা রেখেছি গাঁথি,
বিফল হোলো কি তাহা ভাবি মনে মনে ॥
গোধূলি-লগনে পাখী ফিরে আসে নীড়ে,
ধানে-ভরা তরীখানি ঘাটে এসে ভিড়ে।
আজো কি খোঁজার শেষে
ফের নি আপন দেশে,
বিরাম-বিহীন তৃষা জ্বলে কি নয়নে ॥

জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম হায় রে।
আশার আলোয় তবুও ভরসা পায় না,
মুখে হাসি তবু চোখে জল না শুকায় রে ॥
বিরহের দাহ আজি হোলো যদি সারা,
ঝরিল মিলন-রসের শ্রাবণ-ধারা,
তবুও এমন গোপন বেদন তাপে
অকারণ দুখে পরাণ কেন দুখায় রে ॥
যদিবা ভেঙেছে ক্ষণিক মোহের ভুল,
এখনো প্রাণে কি যাবে না মানের মূল।
যাহা খুঁজিবার সাঙ্গ হোলো তো খোঁজা,
যাহা বুঝিবার শেষ হয়ে গেল বোঝা,
তবু কেন হেন সংশয় ঘন ছায়ে
মনের কথাটি নীরব মনে লুকায় রে ॥

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে
সেই আমাদের ভালো।
আমাদের এই আঁধার ঘরে
সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালো।।
কেউবা অতি জ্বল জ্বল কেউবা ম্লান ছল-ছল,
কেউবা কিছু দহন করে, কেউবা স্নিগ্ধ আলো।।
নূতন প্রেমে নূতন বধূ, আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল-মধুর, একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে, চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা,
তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমার কথা বল্‌তে কবির কথা ফুরালো।
যে-মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে,
কেউবা দিব্যি গৌরবরণ, কেউবা দিব্যি কালো!

সর্ব্ব খর্ব্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ,
হে ভৈরব, শক্তি দাও ভক্তপানে চাহো॥
দূর করো মহারুদ্র,
যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র,
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।।
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে
নির্ঝরিয়া গলিবে-যে,
প্রস্তর শৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ।।

মন-যে বলে, চিনি চিনি
যে-গন্ধ বয় এই সমীরে।
কে ওরে কয় বিদেশিনী
চৈত্র-রাতের চামেলীরে॥
রক্তে রেখে গেছে ভাষা,
স্বপ্নে ছিল যাওয়া-আসা,
কোন্ যুগে কোন্ হাওয়ার পথে
কোন্ বনে কোন্ সিন্ধুতীরে॥
এই সুদূরে পরবাসে
ওর বাঁশি আজ প্রাণে আসে।
মোর পুরাতন দিনের পাখী
ডাক শুনে তার উঠল ডাকি,
চিত্তলে জাগিয়ে তোলে
অশ্রুজলের ভৈরবীরে॥

আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ঐ,
তিমির-জয়ী বীর, তোরা আজ কই।
এই কুয়াশা-জয়ের দীক্ষা
কাহার কাছে লই।
মলিন হল শুভ্র বরণ,
অরুণ সোনা করল হরণ,
লজ্জা পেয়ে নীরব হল
উষা জ্যোতির্ময়ী।
সুপ্তি-সাগর তীর বেয়ে সে
এসেছে মুখ ঢেকে,
অঙ্গে কালী মেখে।

রবির রশ্মি, কইগো তোরা,
কোথায় আঁধার-ছেদন ছোরা,
উদয়-শৈল-শৃঙ্গ হতে
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ

জাগো হে রুদ্র জাগো,
সুপ্তি-জড়িত তিমির-জাল
সহে না সহে না গো ॥
এসো নিরুদ্ধ দ্বারে
বিমুক্ত করো তারে,
তনুমনপ্রাণ ধনজনমান
হে মহাভিক্ষু, মাগো ॥

বকুল গন্ধে বন্যা এল দখিন হাওয়ার স্রোতে।
পুষ্পধনু, ভাসাও তরী নন্দন-তীর হতে ॥
পলাশ কলি দিকে দিকে
তোমার আখর দিল লিখে,
চঞ্চলতা জাগিয়ে দিল অরণ্যে পর্ব্বতে।
আকাশ-পারে পেতে আছে একলা আসনখানি,—
নিত্যকালের সেই বিরহীর জাগল আশার বাণী।
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে
নবীন প্রাণের পত্র আসে,
পলাশ জবায় কনক চাঁপায় অশোকে অশ্বথে ॥

প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে ॥

জাহ্নবী তাই মুক্তধারায়
উন্মাদিনী দিশা হারায়,
সঙ্গীতে তার তরঙ্গদল উঠল দুলে ।।
রবির আলো সাড়া দিল আকাশপারে,
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘর-ছাড়ারে।
আপন স্রোতে আপনি মাতে,
সাথী হল আপন সাথে,
সব-হারা যে সব পেল তার কূলে কূলে ॥

দিনের পরে দিন-যে গেল আঁধার ঘরে,
তোমার আসনখানি দেখে মন-যে কেমন করে ।।
ওগো বঁধু, ফুলের সাজি
মঞ্জরীতে ভরল আজি,
ব্যথার হারে গাঁথব তারে রাখব চরণ পরে ॥
পায়ের ধ্বনি গণি গণি রাতের তারা জাগে,
উত্তরীয়ের হাওয়া এসে ফুলের বনে লাগে।
ফাগুন বেলার বুকের মাঝে
পথ-চাওয়া সুর কেঁদে বাজে,
প্রাণের কথা ভাষা হারায় চোখের জলে ঝরে ॥

তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর, পূর্ণ করো,
ঐ-যে দেখি বসুন্ধরা কাঁপল থরো থরো ।।
বাজল তূর্য্য আকাশ-পথে,
সূর্য্য আসেন অগ্নি-রথে,
এই প্রভাতে দখিন হাতে বিজয়-খড়্গ ধরো ।।
ধর্ম্ম তোমার সহায়, তোমার সহায় বিশ্ববাণী,
অমর বীর্য্য সহায় তোমার, সহায় বজ্রপাণি।

দুর্গম পথ সগৌরবে
তোমার চরণ চিহ্ন লবে,
চিত্তে অভয় বর্ম তোমার বক্ষে তাহাই পরো ॥

জাগো জাগো
আলস-শয়ন-বিলগ্ন।
জাগো জাগো
তামস-গহন-নিমগ্ন ॥
ধৌত করুক করুণারুণ বৃষ্টি
সুপ্তি-জড়িত যত আবিল দৃষ্টি,
জাগো, জাগো
দুঃখভারনত উদ্যম ভগ্ন ॥
জ্যোতিঃসম্পদ ভরি দিক্ চিত্ত
ধন-প্রলোভন-নাশন বিত্ত,
জাগো, জাগো
পুণ্যবসন পরো লজ্জিত নগ্ন ॥

আমার অন্ধপ্রদীপ শূন্য পানে চেয়ে আছে
সে যে লজ্জা জানায় ব্যর্থরাতের তারার কাছে ॥
ললাটে তার পড়ুক লিখা
তোমার লিখন, ওগো শিখা,
বিজয়টীকা দাও গো এঁকে এই সে যাচে।
হায় কাহার পথে বাহির হলে বিরহিণী,
তোমার আলোক ঋণে করো তুমি আমায় ঋণী।
তোমার রাতে আমার রাতে
এক আলোকের সূত্রে গাঁথে,
এমন ভাগ্য হায় গো আমার
হারায় পাছে ॥

শুভ্র নব শঙ্খ তব গগন ভরি বাজে,
ধ্বনিল শুভ জাগরণ গীত।
অরুণরুচি আসনে চরণ তব রাজে,
মম হৃদয়কমল বিকশিত॥
গ্রহণ করো তারে
তিমির পরপারে,
বিমলতর পুণ্যকরপরশ-হরষিত।

অনেক দিনের আমার যে-গান
আমার কাছে ফিরে আসে
তারে আমি শুধাই, তুমি
ঘুরে বেড়াও কোন্ বাতাসে॥
যে-ফুল গেছে সকল ফেলে
গন্ধ তাহার কোথায় পেলে,
যার আশা আজ শূন্য হল
কী সুর জাগাও তাহার আশে।
সকল গৃহ হারাল যার
তোমার তানে তারি বাসা,
যার বিরহের নাই অবসান
তার মিলনের আনে ভাষা।
শুকাল যেই নয়নবারি
তোমার সুরে কাঁদন তারি,
ভোলা দিনের বাহন তুমি
স্বপ্ন ভাসাও দূর আকাশে॥

আজি ঐ আকাশ পরে সুধায় ভরে
আষাঢ় মেঘের ফাঁক।

আমার হৃদয় মাঝে মধুর বাজে
কী উৎসবের শাঁখ।
একি হাসির বাঁশির তান,
একি চোখের জলের গান,
পাইনে দিশে কে জানি সে
দিল আমায় ডাক॥
আমায় নিরুদ্দেশের পানে
কেমন করে টানে
এমন করুণ গানে।
ঐ পথের পারের আলো
আমার লাগল চোখে ভালো,
গগনপারে দেখি তারে
সুদূর নির্বাক।

আমার মাঝে তোমারি মায়া
জাগালে তুমি কবি।
আপন মনে আমারি পটে
আঁকো মানস-ছবি।
তাপস তুমি ধেয়ানে তব
কী দেখো মোরে কেমনে কব,
আপন মনে মেঘ-স্বপন
আপনি রচ রবি।
তোমার জটে আমি তোমারি
ভাবের জাহ্নবী॥
তোমারি সোনা বোঝাই হল
আমি তো তার ভেলা,
নিজেরে তুমি ভোলাবে বলে
আমারে নিয়ে খেলা।

কণ্ঠে মম কী কথা শোন
অর্থ আমি বুঝি না কোনো,
বীণাতে মোর কাঁদিয়া ওঠে
তোমারি ভৈরবী।
মুকুল মম সুবাসে তব
গোপনে সৌরভী ॥

আমায় যাবার বেলায় পিছু ডাকে
ভোরের আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ॥
বাদল প্রাতের উদাস পাখী
ওঠে ডাকি
বনের গোপন শাখে শাখে
পিছু ডাকে ॥
ভরা নদী ছায়ার তলে
ছুটে চলে,
খোঁজে কাকে, পিছু ডাকে।
আমার প্রাণের ভিতর সে কে
থেকে থেকে
বিদায় প্রাতের উতলাকে
পিছু ডাকে ॥

এস আমার ঘরে।
বাহির হয়ে এস তুমি যে আছ অন্তরে ॥
স্বপন-দুয়ার খুলে এস অরুণ আলোকে
মুগ্ধ এ চোখে।
ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে
এস আমার ঘরে ॥

দুঃখ-সুখের দোলে এস,
প্রাণের হিল্লোলে এস।
ছিলে আশার অরূপ বাণী ফাগুন বাতাসে
বনের আকুল নিঃশ্বাসে,
এবার ফুলের প্রফুল্ল রূপ এস বুকের পরে॥

ঐ শুনি যেন চরণধ্বনি রে
শুনি আপন মনে।
বুঝি আমার মনোহরণ আসে গোপনে॥
পাবার আগে কিসের আভাস পাই,
চোখের জলের বাঁধ ভেঙেছে তাই,
মালার গন্ধ এল যারে জানি স্বপনে॥
ফুলের মালা হাতে ফাগুন চেয়ে আছে (ঐ যে)
তার চলার পথের কাছে (ঐ যে)।
দিগঙ্গনার অঙ্গনে যে আজি
ক্ষণে ক্ষণে শঙ্খ ওঠে বাজি,
আশার হাওয়া লাগে
ঐ নিখিল গগনে।

ওগো আষাঢ়ের পূর্ণিমা আমার
আজি রইলে আড়ালে।
স্বপনের আবরণে লুকিয়ে দাঁড়ালে॥
আপনারি মনে জানিনা একেলা
হৃদয়-আঙিনায় করিছ কী খেলা।
তুমি আপনায় খুঁজিয়া ফের,
কী তুমি আপনায় হারালে॥
একি মনে রাখা, একি ভুলে যাওয়া,
একি স্রোতে ভাসা, একি কূলে যাওয়া।

কভু-বা নয়নে কভু-বা পরাণে
কর লুকোচুরি কেন-যে কে জানে,
কভু-বা ছায়ায় কভু-বা আলোয়
কোন্ দোলায়-যে নাড়ালে ॥

জানি হল যাবার আয়োজন,
তবু পথিক থাম কিছুক্ষণ ॥
শ্রাবণ-গগন বারি ঝরা
কানন-বীথি ছায়ায় ভরা,
শুনি জলের ঝরঝরে
যূথীবনের ফুলঝরা ক্রন্দন ॥

যেয়ো,
যখন বাদল শেষের পাখী
পথে পথে উঠবে ডাকি।
শিউলি বনে মধুর স্তবে
জাগবে শরৎ-লক্ষ্মী যবে
শুভ্র আলোর শঙ্খরবে
পরবে ভালে মঙ্গল-চন্দন ॥

তোমার সুর শুনায়ে যে-ঘুম ভাঙাও
সে-ঘুম আমার রমণীয়।
জাগরণের সঙ্গিনী সে,
তারে তোমার পরশ দিয়ো ॥
অন্তরে তার গভীর ক্ষুধা,
গোপনে চায় আলোক-সুধা,
আমার রাতের বুকে সে-যে
তোমার প্রাতের আপন প্রিয় ॥

তারি লাগি আকাশ রাঙা
আঁধার-ভাঙা অরুণ-রাগে,
তারি লাগি পাখীর গানে
নবীন আশার আলাপ জাগে।
নীরব তোমার চরণধ্বনি
শুনায় তারে আগমনী,
সন্ধ্যাবেলার কুঁড়ি তারে
সকাল বেলায় তুলে নিয়ো।

নীল আকাশের কোণে কোণে
ঐ বুঝি আজ শিহর লাগে। (আহা)
শাল পিয়ালের বনে বনে
কেমন যেন কাঁপন জাগে॥ (আহা)
সুদূরে কার পায়ের ধ্বনি
গণি গণি দিন রজনী
ধরণী তার চরণ মাগে॥ (আহা)
দখিণ হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে
কেন ডাকিস্ "জাগো, জাগো,"
ফিরিস্ মেতে শিরীষ বনে,
শোনাস্ কানে কোন্ কথা গো।
পুজো তোমার, ওগো প্রিয়,
উত্তরীয় উড়্‌ল কি ও
রবির আলোর রঙীন রাগে॥ (আহা)

পথিক পরাণ চল্ চল্ সে-পথে তুই
যে-পথ দিয়ে গেল-রে তোর বিকেল বেলার জুঁই॥

সে-পথ দিয়ে গেছে রে তোর সন্ধ্যা মেঘের সোনা
প্রাণের ছায়াবীথি-তলে গানের আনাগোনা।
রইল না কিছুই।
পথিক পরাণ চল্ চল্ সে-পথে তুই,
যে পথে তার পাপড়ি দিয়ে বিছিয়ে গেল ভুঁই
পথিক পরাণ চল্ চল্ সে-পথে তুই।
অন্ধকারে সন্ধ্যাযূথীর স্বপনময়ী ছায়া
উঠবে ফুটে তারার মতো কায়াবিহীন মায়া
ছুঁই তারে না ছুঁই।
পথিক পরাণ চল্ চল্ সে-পথে তুই।

প্রভাত আলোরে মোর
কাঁদায়ে গেলে,
মিলন মালার ডোর ছিঁড়িয়া ফেলে॥
পড়ে যা রহিল পিছে
সব হয়ে গেল মিছে,
বসে আছি দূর পানে নয়ন মেলে॥
একে একে ধূলি হতে কুড়ায়ে মরি
যে ফুল বিদায় পথে পড়িছে ঝরি।
ভাবিনি রবে না লেশ
সেদিনের অবশেষ,
কাটিল ফাগুন বেলা কী খেলা খেলে॥

বিনা সাজে সাজি দেখা দিয়েছিলে কবে
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে॥
ভালোবাসা যদি মেশে আধাআধি মোহে
আলোতে আঁধারে দোঁহারে হারাব দোঁহে

ধেয়ে আসে হিয়া তোমার সহজ রবে
আভরণ দিয়া আবরণ কেন তবে ॥
ভাবের রসেতে যাহার নয়ন ডোবা,
ভূষণে তাহারে দেখাও কিসের শোভা।
কাছে এসে তবু কেন রয়ে গেলে দূরে,
বাহির বাঁধনে বাঁধিবে কি বন্ধুরে;
নিজের ধনে কি নিজে চুরি করে লবে।
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে ॥

মরু-বিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে,
হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য কর করুণার পুণ্যে
হে কোমল প্রাণ ॥
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে,
হে মোহন প্রাণ ॥
পথিক-বন্ধু ছায়ার আসন পাতি
এস শ্যামসুন্দর,
এস বাতাসের অধীর খেলার সাথী,
মাতাও নীলাম্বর।
উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা,
সন্ধ্যায় আনো বিরামগভীর ভাষা,
রচি দাও রাতে সুপ্ত গীতের বাসা,
হে উদার প্রাণ ॥

শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে
শেষ বরষার ধারা ঢেলে ॥
সময় যদি ফুরিয়ে থাকে
হেসে বিদায় কর তাকে,
এবার না হয় কাটুক বেলা অসময়ের খেলা খেলে ॥
মলিন তোমার মিলাবে লাজ,
শরৎ এসে পরাবে সাজ।
নবীন রবি উঠবে হাসি,
বাজাবে মেঘ সোনার বাঁশি,
কালোয় আলোয় যুগলরূপে
শূন্যে দেবে মিলন মেলে।

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী,
দিক প্রান্তে, বনে বনান্তে
শ্যাম প্রান্তরে আম্রছায়ে,
সরোবর-তীরে নদী-নীরে,
নীল আকাশে মলয় বাতাসে,
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী ॥
নগরে গ্রামে কাননে
দিনে নিশীথে
পিক-সঙ্গীতে নৃত্য-গীত-কলনে
বিশ্ব আনন্দিত ॥
ভবনে ভবনে
বীণা তান রণ-রণ ঝঙ্কৃত।
মধুমদমোদিত হৃদয়ে হৃদয়েরে
নব প্রাণ উচ্ছ্বসিল আজি,
বিচলিত চিত উচ্ছলি' উন্মাদনা
ঝন ঝন ঝনিল মঞ্জীরে মঞ্জীরে ॥

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা,

মোরা সুরের কাঙাল এই আমাদের ভিক্ষা॥

মন্দাকিনীর ধারা,

উষার শুকতারা,

কনকচাঁপা কানে কানে যে সুর পেল শিক্ষা॥

তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত

যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।

কোলাহলের বেগে

ঘূর্ণি উঠে জেগে,

নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা॥

তুমি সুন্দর যৌবনঘন

রসময় তব মূর্তি,

দৈন্যভরণ বৈভব তব

অপচয় পরিপূর্তি॥

নৃত্য গীত কাব্য ছন্দ

কল গুঞ্জন বর্ণ গন্ধ,

মরণহীন চির নবীন

তব মহিমা স্ফূর্তি॥

আন্ গো তোরা কার কী আছে,

দেবার হাওয়া বইল দিকে দিগন্তরে,

এই সুসময় ফুরায় পাছে॥

কুঞ্জবনের অঞ্জলি-যে ছাপিয়ে পড়ে,

পলাশ কানন ধৈর্য হারায় রঙের ঝড়ে,

বেণুর শাখা তালে মাতাল পাতার নাচে॥

প্রজাপতি রঙ ভাসাল নীলাম্বরে
মৌমাছিরা ধ্বনি উড়ায় বাতাস 'পরে।
দখিন হাওয়া হেঁকে বেড়ায় জাগো জাগো,
দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে না গো,
রক্ত রঙের জাগ্‌ল প্রলাপ অশোক গাছে ॥

ফাগুন তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়
করেছি যে দান
আমার আপনহারা প্রাণ,
আমার বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণ ॥
তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রং লাগ্‌ল আমার অকারণের সুখে,
তোমার ঝাউএর দোলে
মর্ম্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান ॥
পূর্ণিমা সন্ধ্যায়
তোমার রজনী-গন্ধায়
রূপ সাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়।
তোমার প্রজাপতির পাখা
আমার আকাশ-চাওয়া মুগ্ধচোখের রঙীন স্বপন মাখা।
তোমার চাঁদের আলোয়
মিলায় আমার দুঃখ সুখের সকল অবসান ॥

গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে—
আয় গো তোরা, আয় গো তোরা, আয় গো চলে
চাঁপার কলি চাঁপার গাছে
সুরের আশায় চেয়ে আছে,
কান পেতেছে নতুন পাতা, গাইবি বলে ॥

কমল বরণ গগন মাঝে
কমল চরণ ঐ বিরাজে।
ঐখানে তোর সুর ভেসে যাক্,
নবীন প্রাণের ঐ দেশে যাক্,
ঐ যেখানে সোনার আলোর দুয়ার খোলে॥

নিবিড় অমা-তিমির হতে
বাহির হল জোয়ার স্রোতে
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী॥
ভরিল ভরা অরূপ ফুলে,
সাজাল ডালা অমরা-কুলে
আলোর মালা চামেলি-বরণী।
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী॥
তিথির পরে তিথির ঘাটে
আসিছে তরী দোলের নাটে,
নীরবে হাসে স্বপনে ধরণী।
উৎসবের পসরা নিয়ে
পূর্ণিমার কূলেতে কি এ
ভিড়িল শেষে তন্দ্রাহরণী।
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী॥

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্,
লাগল-যে দোল্।
স্থলে জলে বন-তলে
লাগল-যে দোল।
খোল্ দ্বার খোল্॥

রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।
খোল্ দ্বার খোল্ ॥

বেণুবন মর্মরে দখিন বাতাসে,
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে—
মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিণা,
পাখায় বাজায় তার ভিখারীর বীণা,
মাধবী-বিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।
খোল্ দ্বার খোল্ ॥

হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি,
আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি ॥
বাতাসে লুকায়ে থেকে
কে-যে তোরে গেছে ডেকে,
পাতায় পাতায় তোরে পত্র সে-যে গেছে লিখি ॥
কখন্ দখিন হতে কে দিল দুয়ার ঠেলি
চমকি উঠিল জাগি চামেলি নয়ন মেলি।
বকুল পেয়েছে ছাড়া,
করবী দিয়েছে সাড়া,
শিরীষ শিহরি উঠে দূর হতে কারে দেখি ॥

ওরা অকারণে চঞ্চল।
ডালে ডালে দোলে, বায়ুহিল্লোলে
নব পল্লবদল ॥
ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলো,
দিকে দিকে ওরা কী খেলা খেলাল,

মর্ম্মর তানে প্রাণে ওরা আনে
কৈশোর কোলাহল ॥
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে
নীরবের কানাকানি,
নীলিমার কোন্ বাণী।
ওরা প্রাণঝরনার উচ্ছল ধার,
ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চির-তাপসিনী ধরণীর ওরা
শ্যামশিখা হোমানল ॥

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার
করুণ রঙীন পথ।
এসেছে এসেছে অঙ্গনে, মোর
দুয়ারে লেগেছে রথ ॥
সে-যে সাগর পারের বাণী
মোর পরাণে দিয়েছে আনি,
তার আঁখির তারায় যেন গান গায়
অরণ্য পর্ব্বত ॥
দুঃখসুখের এপারে ওপারে
দোলায় আমার মন,
কেন অকারণ অশ্রু-সলিলে
ভরে যায় দু-নয়ন।
ওগো নিদারুণ পথ, জানি,
জানি পুন নিয়ে যাবে টানি
তারে, চিরদিন মোর যে দিল ভরিয়া,
যাবে সে স্বপনবৎ ॥

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
দিল তারে বনবীথি
কোকিলের কলগীতি
ভরি দিল বকুলের গন্ধে॥
মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙাল দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুলি'
পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে॥

বেদনা কী ভাষায় রে
মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে।
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,
চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা।
দিবানিশা আছি নিদ্রাহরা বিরহে,
তব নন্দনবন অঙ্গন দ্বারে, মনোমোহন বন্ধু,
আকুল প্রাণে
পারিজাত মালা সুগন্ধ হানে॥

চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন।
দূর শাখে পিক ডাকে বিরামবিহীন॥
অধীর সমীর ভরে
উচ্ছ্বসি বকুল ঝরে;
গন্ধ সনে হল মন সুদূরে বিলীন॥
পুলকিত আম্রবীথি ফাল্গুনেরি তাপে,
মধুকর গুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপে।

কেন জানি অকারণে
সারাবেলা আনমনে
পরাণে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন॥

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক,
যায় যদি সে যাক॥
রইল তাহার বাণী রইল ভরা সুরে,
রইবে না সে দূরে।
হৃদয় তাহার কুঞ্জে তোমার
রইবে না নির্বাক॥
ছন্দ তাহার রইবে বেঁচে
কিশলয়ের নবীন নাচে নেচে নেচে।
তারে তোমার বীণা যায় না যেন ভুলে,
তোমার ফুলে ফুলে
মধুকরের গুঞ্জরণে বেদনা তার থাক্॥

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি
তোমার লাগিয়া তখনি, বন্ধু,
বেঁধেছিনু অঞ্জলি॥
তখনো কুহেলিজালে
সখা, তরুণী উষার ভালে
শিশিরে শিশিরে অরুণ-মালিকা
উঠিতেছে ছলছলি॥
এখনো বনের গান
বন্ধু হয়নি তো অবসান,
তবু এখনি যাবে কি চলি।

ও মোর করুণ মল্লিকা,
তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝর-ঝর হল এই বেলা তোর
শেষ কথা দিস্ বলি' ॥

ঝরা পাতাগো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায়-মন্ত্র
আমার হিয়াতলে ॥
ঝরা পাতাগো, বসন্তী রং দিয়ে
শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ,
খেলিলে হোলি ধূলায় ঘাসে ঘাসে
বসন্তের এই চরম ইতিহাসে।
তোমারি মত আমারো উত্তরী
আগুন রঙে দিয়ো রঙীন করি,
অস্তরবি লাগাক্ পরশমণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে ॥

কখন্ দিলে পরায়ে
স্বপনে বরণ মালা, ব্যথার মালা।
প্রভাতে দেখি জেগে
অরুণ মেঘে
বিদায় বাঁশরী বাজে অশ্রু গালা ॥
গোপনে এসে গেলে
দেখি নাই আঁখি মেলে।
আঁধারে দুঃখ-ডোরে
বাঁধিলে মোরে,
ভূষণ পরালে বিরহ-বেদন-ঢালা ॥

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল
মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন।
সৌরভ-ধনে তখন তুমি হে শাল
বসন্তে কর ধন্য।
সান্ত্বনা মাগি দাঁড়ায় কুঞ্জভূমি
রিক্তবেলায় অঞ্চল যবে শূন্য।
বন-সভাতলে সবার ঊর্ধ্বে তুমি,
সব অবসানে তোমার দানের পুণ্য॥

তুমি কিছু দিয়ে যাও
মোর প্রাণে গোপনে গো।
ফুলের গন্ধে, বাঁশির গানে,
মর্মর-মুখরিত পবনে।
তুমি কিছু নিয়ে যাও
বেদনা হ'তে বেদনে।
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন
যে বাণী নীরব নয়নে॥

বাজে করুণ সুরে, (হায় দূরে,)
তব চরণ-তল-চুম্বিত পন্থবীণা।
এ মম পান্থ-চিত চঞ্চল
জানি না কী উদ্দেশে॥
যূথী-গন্ধ অশান্ত সমীরে
ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে,
তেমনি চিত্ত উদাসী রে
নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে॥

নীলাঞ্জন ছায়া,
প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত,
বনবীথিকা ঘন সুগন্ধ।
মন্থর নব নীলনীরদ-
পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থহারা
কান্ত-বিরহ কান্তারে।

তোমার কটি-তটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া,
কোমল গায়ে দিল পরায়ে
রঙীন আঙিয়া।
বিহান বেলা আঙিনা তলে
এসেছ তুমি কী খেলাছলে,
চরণ দুটি চলিতে ছুটি'
পড়িছে ভাঙিয়া।

কিসের সুখে সহাস মুখে
নাচিছ বাছনি,
দুয়ার পাশে জননী হাসে
হেরিয়া নাচনি।
তাথেই থেই তালির সাথে
কাঁকন বাজে মায়ের হাতে,
রাখাল বেশে ধরেছ হেসে
বেণুর পাচনী।

নিখিল গানে আকুল মনে
নূপুর-বাজনা।
তপন শশী হেরিছে বসি
তোমার সাজনা।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে
নয়ন-মাজনা॥

সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান
সঙ্কটের কল্পনাতে হয়োনা ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়
আপনা মাঝে শক্তি ধরো নিজেরে করো জয়।
দুর্ব্বলেরে রক্ষা করো দুর্জ্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্তো করো ভয়
নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।
ধর্ম্ম যবে শঙ্খ-রবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়
দুরূহ কাজে নিজেরি দিয়ো কঠিন পরিচয়॥

সাধন কি মোর আসন নেবে
হট্টগোলের কাঁধে,
খাঁটি জিনিষ হয় রে মাটি
নেশার পরমাদে।
কথায় তো শোধ হয় না দেনা
গায়ের জোরে জোড় মেলে না,

গোলেমালে ফল কি ফলে
জোড়াতাড়ার ছাঁদে।
কে বলো তো বিধাতারে
তাড়া দিয়ে ভোলায়।
সৃষ্টিকরের ধন কি মেলে
জাদুকরের ঝোলায়।
মস্ত বড়োর লোভে শেষে
মস্ত ফাঁকি জোটে এসে,
ব্যস্ত আশা জড়িয়ে পড়ে
সর্বনাশার ফাঁদে॥

আজি সাঁঝের যমুনায় গো
তরুণ চাঁদের কিরণ-তরী
কোথায় ভেসে যায় গো।
তারি সুদূর সারি গানে
বিদায়-স্মৃতি জাগায় প্রাণে,
সেই যে দুটি উতল আঁখি
উছল করুণায় গো॥
আজ মনে মোর যে-সুর বাজে
কেউ তা শোনে নাই কি,
একলা প্রাণের কথা নিয়ে
একলা এদিন যায় কি।
যায় যদি যাক, ফিরে ফিরে
লুকিয়ে তুলে নেয়নি কি রে
আমার পরম বেদনখানি
আপন বেদনায় গো॥

মনরে ওরে মন
তুমি কোন্ সাধনার ধন।
পাইনে তোমায় পাইনে
শুধু খুঁজি সারাক্ষণ।
রাতের তারা চোখ না বোজে
অন্ধকারে তোমায় খোঁজে,
দিকে দিকে বেড়ায় ডেকে
দখিন সমীরণ।
সাগর যেমন জাগায় ধ্বনি
খোঁজে নিজের রতনমণি,
তেমনি করে আকাশ ছেয়ে
অরুণ আলো যায়-যে চেয়ে,
নাম ধরে তোর বাজায় বাঁশি
কোন্ অজানা জন॥

সকালবেলায় কুঁড়ি আমার
বিকালে যায় টুটে।
মাঝখানে হায় হয়নি দেখা,
উঠল যখন ফুটে॥
ঝরা ফুলের পাপড়িগুলি
ধুলো থেকে আনিস্ তুলি,
শুকনো পাতার গাঁথ্‌ব মালা
হৃদয় পত্রপুটে॥
যখন সময় ছিল দিল ফাঁকি,
এখন আন্ কুড়ায়ে দিনের শেষে
অসময়ের ছিন্ন বাকি।

কৃষ্ণরাতের চাঁদের কণা
আঁধারকে দেয় যে-সান্ত্বনা,
তাই নিয়ে মোর মিটুক আশা,
স্বপন গেছে টুটে ॥

ওগো জলের রাণী
ঢেউ দিয়োনা ঢেউ দিয়োনা গো
আমি-যে ভয় মানি।
কখন্ তুমি শান্ত গভীর কখন্ টলোমলো,
কখন্ আঁখি অধীর হাস্যমদির কখন ছলোছলো।
কিছুই নাহি জানি।
যাও কোথা চঞ্চলি,
লওগো ব্যাকুল বকুলবনের মুকুল-অঞ্জলি।
দখিন হাওয়ায় বনে বনে জাগ্‌ল মরমরো
বুকের পরে পুলক ভরে কাঁপুক্ থরোথরো
সুনীল আঁচলখানি।
হাওয়ার দুলালী
নাচের তালে শ্যামল কূলের মন ভুলালি।
অরুণ আলোর মাণিকমালা দোলাব ঐ স্রোতে,
দেব হাতে গোপন রাতে আঁধার গগন হতে
তারার ছায়া আনি ॥

আপনহারা মাতোয়ারা আছি তোমার আশা ধরে,
ওগো সাকী দেবে নাকি পেয়ালা মোর ভ'রে ভ'রে।
রসের ধারা সুধায় ছাঁকা
মৃগনাভির আভাস মাখা,
বাতাস বেয়ে সুবাস তারি দূরের থেকে মাতায় মোরে।

মুখ তুলে চাও ওগো প্রিয়ে।
তোমার হাতের প্রসাদ দিয়ে
এক রজনীর মতো এবার দাওনা আমায় অমর ক'রে।
নন্দন নিকুঞ্জ শাখে
অনেক কুসুম ফুটে থাকে
এমন মোহন রূপ দেখি নাই, গন্ধ এমন কোথায় ওরে।

সে যে মনের মানুষ কেন তারে
বসিয়ে রাখিস্ নয়ন দ্বারে।
ডাক্‌না রে তোর বুকের ভিতর
নয়ন ভাসুক নয়ন ধারে।
যখন নিববে আলো আস্‌বে রাতি
হৃদয়ে দিস্ আসন পাতি',
আসবে সে যে সঙ্গোপনে
বিচ্ছেদেরি অন্ধকারে॥
তার আসা-যাওয়ার গোপন পথে
সে আসবে যাবে আপন মতে।
তারে বাঁধবে বলে যেই করো পণ
সে থাকে না থাকে বাঁধন,
সেই বাঁধনে মনে মনে
বাঁধিস্ কেবল আপনারে॥

বনে যদি ফুট্‌ল কুসুম
নেই কেন সেই পাখী,
কোন্ সুদূরের আকাশ হ'তে
আন্‌ব তারে ডাকি।

হাওয়ায় হাওয়ায় মাতন জাগে,
পাতায় পাতায় নাচন লাগে,
এমন মধুর গানের বেলায়
সেই শুধু রয় বাকি।
উদাস-করা হৃদয়হরা
না জানি কোন্ ডাকে,
সাগরপারের বনের ধারে
কে ভুলাল তাকে।
আমার হেথায় ফাগুন বৃথায়
বারে বারে ডাকে-যে তায়
এমন রাতের ব্যাকুল ব্যথায়
কেন সে দেয় ফাঁকি।

পরবাসী চলে এস ঘরে
অনুকূল সমীরণ ভরে।
ঐ দেখো কতবার
হল খেয়া পারাপার,
সারি গান উঠিল অম্বরে।
আকাশে আকাশে আয়োজন,
বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ।
মন-যে দিল না সাড়া,
তাই তুমি গৃহছাড়া,
নির্ব্বাসিত বাহিরে অন্তরে।

দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা হৃদয়-আকাশে,
দোল্ ফাগুনের চাঁদের আলোর সুধায় মাখা সে।
কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে
বচনহারা ধ্যানের পারে,
কোন্ স্বপনের পর্ণপুটে ছিল ঢাকা সে।
দখিন হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল গোপন রেণুকা
গন্ধে তারি ছন্দে মাতে কবির বেণুকা।
কোমল প্রাণের পাতে পাতে
লাগ্‌ল যে রং পূর্ণিমাতে,
আমার গানের সুরে সুরে রইল আঁকা সে।

অনন্তের বাণী তুমি বসন্তের মাধুরী উৎসবে
আনন্দের মধুপাত্র পরিপূর্ণ করি দিবে কবে।
বঞ্জুল নিকুঞ্জতলে
সঞ্চরিবে লীলাচ্ছলে
চঞ্চল অঞ্চলগন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে।
মন্থর মঞ্জুল ছন্দে মঞ্জীরের গুঞ্জনকল্লোল
আন্দোলিবে ক্ষণে ক্ষণে অরণ্যের হৃদয় হিন্দোল,
নয়নপল্লবে হাসি
হিল্লোলি উঠিবে ভাসি,
মিলন মল্লিকামাল্য পরাইবে পরাণ-বল্লভে।

তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
কখনো শুনি কখনো ভুলি কখনো শুনিনা যে।
আকাশ যবে শিহরি উঠে গানে,
গোপন কথা কহিতে থাকে ধরার কানে কানে,

তাহার মাঝে সহসা মাতে বিষম কোলাহলে
আমার মনে বাঁধনহারা স্বপন দলে দলে।
হে বীণাপাণি তোমার সভাতলে
আকুল হিয়া উন্মাদিয়া বেসুর হয়ে বাজে।
তোমার বাণী কখনো শুনি কখনো শুনিনা-যে।
চলিতেছিনু তব কমলবনে
পথের মাঝে ভুলাল পথ উতলা সমীরণে।
তোমার সুর ফাগুন রাতে জাগে,
তোমার সুর অশোক-শাখে অরুণ রেণুরাগে।
সে সুর বাহি চলিতে চাহি আপন-ভোলা মনে
গুঞ্জরিত ত্বরিত-পাখা মধুকরের সনে।
কুহেলি কেন জড়ায় আবরণে,
আঁধারে আলো আবিল করে, আঁখি যে মরে লাজে,
তোমার বাণী কখনো শুনি কখনো শুনিনা-যে।

চপল তব নবীন আঁখি দুটি
সহসা যত বাঁধন হতে আমারে দিল ছুটি।
হৃদয় মম আকাশে গেল খুলি,
সুদূর বনগন্ধ আসি করিল কোলাকুলি।
ঘাসের ছোঁওয়া নিভৃত তরুছায়ে
চুপি চুপি কী করুণ কথা কহিল সারাগায়ে।
আমের বোল ঝাউয়ের দোল ঢেউয়ের লুটোপুটি
বুকের কাছে সবাই এল জুটি॥
চপল তব নবীন আঁখি দুটি
যা কিছু মোর ভাবনা ছিল সকলি নিল লুটি।
সকল-ভোলা ডাকিয়া মোরে আনিল লীলাভরে
দুয়ার খোলা পুরাণো খেলাঘরে,

যেথায় ছিনু সবার কাছাকাছি
অজানা ভাবে অবুঝ গান যেখানে গাহিয়াছি।
প্রাণের মাঝে বানের মতো খ্যাপামি এল ছুটি
কাজের বাধা সকলি গেল টুটি।
চপল তব নবীন আঁখি দুটি
সে আঁখিপাতে আকাশ উঠে ফুলের মতো ফুটি।
ইসারা তার চমক দেয় চিতে
অশোক বন বাজিয়া উঠে রঙীন রাগিণীতে।
অলস হাওয়া আধেক জেগে জেগে
গগন পটে কী ছেলেখেলা খেলায় মেঘে মেঘে।
কমল কলি বুলায় বুকে কোমল কচি মুঠি,
পরাণে মনে নিখিলে জেগে উঠি॥

নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি
আমার মন কয় চিনি চিনি।
গন্ধ রেখে যায় মধুবায়ে
মাধবী বিতানের ছায়ে ছায়ে,
ধরণী শিহরায় পায়ে পায়ে
কলসে কঙ্কনে কিনিকিনি
আমার মন কয় চিনি চিনি।
পারুল শুধাইল, কে তুমি গো,
অজানা কাননের মায়ামৃগ।
কামিনী ফুলকুল বরষিছে
পবন এলোচুল পরশিছে
আঁধারে তারাগুলি হরষিছে
ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনিঝিনি
আমার মন কয় চিনি চিনি॥

লিখন তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি,
হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি।
চৈত্ররজনী আজ বসে আছি একা
মনে হয় কেন পুন বুঝি দিল দেখা,
বনে বনে তব লেখনী-লীলার রেখা,
নব কিশলয়ে কোন্ ভুলে এল ভুলি,
তোমার আখরগুলি।
মল্লিকা আজি কাননে কাননে কত
সৌরভে ভরা তোমারি নামের মতো।
কোমল তোমার অঙ্গুলি-ছোঁওয়া বাণী
দখিন পবনে মনে দিল আজি আনি,
বিরহব্যথার প্রথম পত্রখানি।
মাধবীশাখায় উঠিতেছে দুলি দুলি,
তোমার আখরগুলি।

জানি তোমার অজানা নাহি গো
কী আছে আমার মনে,
আমি গোপন করিতে চাহি গো
ধরা পড়ে দুনয়নে।
কী বলিতে পাছে কী বলি
তাই দূরে চ'লে যাই কেবলি
পথপাশে দিন বাহি গো।
তুমি দেখে যাও আঁখি কোণে
কী আছে আমার মনে॥
চির—নিশীথ তিমির গহনে
আছে মোর পূজাবেদী
তুমি চকিত হাসির দহনে
সে তিমির দাও ভেদি।

বিজন দিবস রাতিয়া
কাটে ধেয়ানের মালা গাঁথিয়া,
আনমনে গান গাহি গো,
তুমি শুনে যাও খনে খনে
কী আছে আমার মনে

কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে
গন্ধ ছড়াল ঘুমের প্রান্তপারে।
গোধূলি আলোকে একা এসেছিল ভুলে
পথহারা ফুল অন্ধরাতের কূলে
অরুণ আলোর বন্দনা করিবারে।
ক্ষীণ দেহে মরি মরি
সে যে নিয়েছিল বরি
অসীম সাহসে নিষ্ফল সাধনারে।
কী যে তার রূপ দেখা হল না তো চোখে,
জানি না কী নামে স্মরণ করিব ওকে।
আঁধারের যারা পথিক গোপনে চলে
পরিচয়হীন সেই তারাদের দলে
এসে ফিরে গেল বিরহের ধারে ধারে।
করুণ মাধুরীখানি
কহিতে জানে না বাণী।
কেন এসেছিল রাতের বন্ধ দ্বারে।

আমার লতার প্রথম মুকুল চেয়ে আছে মোর পানে,
শুধায় আমারে এসেছি এ কোন্‌খানে।
এসেছ আমার জীবন-লীলার রঙ্গে
এসেছ আমার তরল ভাবের ভঙ্গে
এসেছ আমার স্বর তরঙ্গ গানে।

আমার লতার প্রথম মুকুল প্রভাত আলোক মাঝে
শুধায় আমারে এসেছি এ কোন্ কাজে।
টুটিতে গ্রন্থি কাজের জটিল বন্ধে
বিবশ চিত্ত ভরিতে অলস গন্ধে
বাজাতে বাঁশরী প্রেমাতুর দুনয়ানে॥

কেনরে এতই যাবার ত্বরা,
বসন্ত, তোর হয়েছে কি ভোর গানের ভরা।
এখনি মাধবী ফুরাল কি সবি,
বনছায়া গায় শেষ ভৈরবী
নিল কি বিদায় শিথিল করবী
বৃন্তঝরা।
এখনি তোমার পীত উত্তরী দিবে কি ফেলে
তপ্ত দিনের শুষ্ক তৃণের আসন মেলে।
বিদায়ের পথে হতাশ বকুল
কপোতকূজনে হল-যে আকুল
চরণপূজনে ঝরাইছে ফুল
বসুন্ধরা।

কাঁদার সময় অল্প, ওরে, ভোলার সময় বড়ো
যাবার দিনের শুকনো বকুল মিথ্যে করিস্ জড়ো।
আগমনীর নাচের তালে
নতুন মুকুল নামল ডালে,
নিঠুর হাওয়ায় পুরাণ ফুল ঐ যে পড়ো-পড়ো।
ছিন্নবাঁধন পান্থরা যায় ছায়ার পানে চ'লে,
কান্না তাদের রইল পড়ে শীর্ণ তৃণের কোলে।

জীর্ণ পাতা উড়িয়ে ফেলা
করব খেলা সেই শিশুর খেলা,
নতুন গানে কাঁচা সুরের প্রাণের বেদী গড়ো।

কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে
মন মোর নহে রাজি।
আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে
বাঁশরী উঠেছে বাজি।
ভালো বেসেছিনু এই ধরণীরে
সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে,
কত বসন্তে দখিন সমীরে
ভরেছে আমারি সাজি।
নয়নের জল গভীর গহনে
আছে হৃদয়ের স্তরে,
বেদনার রসে গোপনে গোপনে
সাধনা সফল করে।
মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার
তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার,
সুর তবু লেগেছিল বারেবার
মনে পড়ে তাই আজি॥

সেই ভালো সেই ভালো
আমায় না হয় না জান।
দূরে গিয়ে নয় দুঃখ দেবে
কাছে কেন লাজে লাজান।
মোর বসন্তে লেগেছে তো সুর,
বেণুবন ছায়া হয়েছে মধুর,

থাক্‌না এমনি গন্ধে বিধুর
মিলন কুঞ্জ সাজান।
গোপনে দেখেছি তোমার ব্যাকুল
নয়নে ভাবের খেলা।
উতল আঁচল এলোখেলো চুল
দেখেছি ঝড়ের বেলা।
তোমাতে আমাতে হয়নি যে কথা
মর্মে আমার আছে সে বারতা,
না-বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা
আমার বাঁশিটি বাজান।

অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি
তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।
যে আছে মম গভীর প্রাণে ভেদিবে তারে হাসির বাণে
চকিতে চাহো মুখের পানে তুমি যে কুতূহলী।
তোমারে তাই এড়াতে চাই ফিরিয়া যাই চলি।
আমার চোখে যে-চাওয়াখানি ধোওয়া সে আঁখিলোরে,
তোমারে আমি দেখিতে পাই তুমি না পাও মোরে।
তোমার মনে কুয়াশা আছে আপনি ঢাকা আপন কাছে
নিজের অগোচরেই পাছে আমারে যাও ছলি,
তোমারে তাই এড়াতে চাই ফিরিয়া যাই চলি॥

দে পড়ে দে আমায় তোরা
কী কথা আজ লিখেছে সে।
তার দূরের বাণীর পরশমাণিক
লাগুক আমার প্রাণে এসে।

শস্যক্ষেতের গন্ধখানি
একলা ঘরে দিক সে আনি,
ক্লান্তগমন পান্থ হাওয়া
লাগুক্‌ আমার মুক্তকেশে।
নীল আকাশের সুরটি নিয়ে
বাজাক আমার বিজন মনে,
ধূসর পথের উদাস বরণ
মেলুক্‌ আমার বাতায়নে।
সূর্য ডোবার রাঙা বেলায়
ছড়াব প্রাণ রঙের খেলায়,
আপন মনে চোখের কোণে
অশ্রু আভাস উঠবে ভেসে॥

পাতার ভেলা ভাসাই নীরে
পিছন পানে চাইনে ফিরে।
কর্ম আমার বোঝাই ফেলা,
খেলা আমার চলার খেলা,
হয়নি আমার আসন মেলা,
ঘর বাঁধিনি স্রোতের তীরে॥
বাঁধন যখন বাঁধতে আসে
ভাগ্য আমার তখন হাসে।
ধুলা ওড়া হাওয়ার ডাকে
পথ যে টেনে লয় আমাকে,
নতুন নতুন বাঁকে বাঁকে
গান দিয়ে যাই ধরিত্রীরে॥

এবার এল সময় রে তোর শুকনো পাতাঝরা
যায় বেলা যায় রৌদ্র হল খরা।
অলস ভ্রমর ক্লান্ত পাখা, মলিন ফুলের দলে
অকারণে দোল দিয়ে যায় কোন্ খেয়ালের ছলে।
স্তব্ধ বিজন ছায়াবীথি বনের ব্যথাভরা।
মনের মাঝে গান থেমেছে সুর নাহি আর লাগে
শ্রান্ত বাঁশি আর তো নাহি জাগে।
যে গেঁথেছে মালাখানি সে গিয়েছে ভুলে
কোন্‌কালে সে পারে গেল সুদূর নদীকূলে।
রইল রে তোর অসীম আকাশ অবাধ প্রসার ধরা।

শেষ বেলাকার শেষের গানে
ভোরের বেলার বেদন আনে।
তরুণ মুখের করুণ হাসি
গোধূলি আলোয় উঠেছে ভাসি,
প্রথম ব্যথার প্রথম বাঁশি
বাজে দিগন্তে কী সন্ধানে
শেষের গানে।
আজি দিগন্তে মেঘের মায়া
সে আঁখি-পাতার ফেলেছে ছায়া।
খেলায় খেলায় যে কথাখানি
চোখে চোখে যেত বিজলি হানি,
সেই প্রভাতের নবীন বাণী
চলেছে রাতের স্বপন পানে
শেষের গানে॥

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায়।
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে পরশে মৃদুবায়।
বনের ছায়া মনের সাথী বাসনা নাহি কিছু
পথের ধারে আসন পাতি, না চাহি ফিরে পিছু,
বেণুর পাতা মিশায় গাথা নীরব ভাবনায়।
মেঘের খেলা গগনতটে অলস লিপি-লিখা,
সুদূর কোন্ স্মরণপটে জাগিল মরীচিকা।
চৈত্র দিনে তপ্ত বেলা তৃণ আঁচল পেতে
শূন্যতলে গন্ধভেলা ভাসায় বাতাসেতে।
কপোত ডাকে মধুকশাখে বিজন বেদনায়।

এ-পথে আমি-যে গেছি বারবার
ভুলিনি তো একদিনো।
আজ কি ঘুচিল চিহ্ন তাহার
উঠিল বনের তৃণ।
তবু মনে মনে জানি, নাই ভয়,
অনুকূল বায়ু সহসা-যে বয়,
চিনিব তোমায় আসিবে সময়
তুমি-যে আমায় চিন।
একেলা যেতাম যে-প্রদীপ হাতে
নিবেছে তাহার শিখা।
তবু জানি মনে তারার ভাষাতে
ঠিকানা রয়েছে লিখা।
পথের ধারেতে ফুটিল যে-ফুল
জানি জানি তারা ভেঙে দেবে ভুল,
গন্ধে তাদের গোপন মৃদুল
সঙ্কেত আছে লীন॥

আমার প্রাণে গভীর গোপন
মহা আপন সে কি,
অন্ধকারে হঠাৎ তারে দেখি।
যবে দুর্দম ঝড়ে
আগল খুলে পড়ে,
কার সে নয়ন পরে
নয়ন যায় গো ঠেকি।
যখন আসে পরম লগন
তখন গগন মাঝে
তাহারি ভেরী বাজে।
বিদ্যুৎ উল্লাসে
বেদনারি দূত আসে,
আমন্ত্রণের বাণী
যায় হৃদয়ে লেখি॥

দিন পরে যায় দিন বসি পথপাশে
গান পরে গাই গান বসন্ত বাতাসে।
ফুরাতে চায় না বেলা তাই সুর গেঁথে খেলা,
রাগিণীর মরীচিকা স্বপ্নের আভাসে।
দিন পরে যায় দিন নাই তব দেখা,
গান পরে গাই গান রই বসে একা।
সুর থেমে যায় পাছে তাই নাহি আস কাছে,
ভালোবাসা ব্যথা দেয় যারে ভালোবাসে॥

আপনারে দিয়ে রচিলিরে কি এ
আপনারি আবরণ,
খুলে দেখ্ দ্বার অন্তরে তার
আনন্দ নিকেতন।

মুক্তি আজিকে নাই কোনোধারে
আকাশ সেও যে বাঁধে কারাগারে,
বিষ-নিঃশ্বাসে তাই ভরে আসে
নিরুদ্ধ সমীরণ।
ঠেলে দে আড়াল ঘুচিবে আঁধার,
আপনারে ফেল্ দূরে,
সহজে তখনি জীবন তোমার
অমৃতে উঠিবে পূরে।
শূন্য করিয়া রাখ্ তোর বাঁশি,
বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি,
ভিক্ষা না নিবি তখনি জানিবি
ভরা আছে তোর ধন।

হে চিরনূতন আজি এ দিনের প্রথম গানে,
জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার পানে।
তোমার বাণীতে সীমাহীন আশা,
চির দিবসের প্রাণময়ী ভাষা,
ক্ষয়হীন ধন ভরি দেয় মন
তোমার হাতের দানে।
এ শুভ লগনে জাগুক্ গগনে অমৃত বায়ু,
আসুক্ জীবনে নবজনমের অমল আয়ু।
জীর্ণ যা কিছু যাহা কিছু ক্ষীণ
নবীনের মাঝে হোক্ তা বিলীন
ধুয়ে যাক্ যত পুরানো মলিন
নব আলোকের স্নানে।

মরণসাগর পারে তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারি ঘর
তোমাদের স্মরি।
সংসারে জেলে গেলে যে নব আলোক
জয় হোক্ জয় হোক্ তারি জয় হোক
তোমাদের স্মরি।
বন্দীরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা
তোমাদের স্মরি।
সত্যের বরমালে সাজালে বসুধা,
তোমাদের স্মরি।
রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক
জয় হোক্ জয় হোক্ তারি জয় হোক্
তোমাদের স্মরি।

তপস্বিনী হে ধরণী ঐ যে তাপের বেলা আসে
তপের আসনখানি প্রসারিল মৌন নীলাকাশে।
অন্তরে প্রাণের লীলা হোক তবে অন্তঃশীলা
যৌবনের পরিসর শীর্ণ হোক্ হোমাগ্নি নিঃশ্বাসে।
যে তব বিচিত্র তান উচ্ছ্বসি উঠিত বহুগীতে
এক হয়ে মিশে যাক্ মৌনমন্ত্রে ধ্যানের শান্তিতে।
সংযমে বাঁধুক লতা কুসুমিত চঞ্চলতা
সাজুক লাবণ্যলক্ষ্মী দৈন্যের ধূসর ধূলিবাসে।

বিরস দিন, বিরল কাজ, প্রবল বিদ্রোহে
এসেছ প্রেম এসেছ আজ কী মহা সমারোহে।

একেলা রই অলস মন নীরব এই ভবন-কোণ,
ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ অপরাজিত ওহে।
কানন পর ছায়া বুলায়, ঘনায় ঘনঘটা।
গঙ্গা যেন হেসে দুলায় ধূর্জটির জটা।
যেথা যে রয় ছাড়িল পথ, ছুটালে ঐ বিজয়রথ,
আঁখি তোমার তড়িৎবৎ ঘনঘুমের মোহে।

দয়া করো দয়া করো, প্রভু, ফিরে ফিরে
শত শত অপরাধে অপরাধিনীরে।
অন্তরে রয়েছ জাগি,
তোমার প্রসাদ লাগি
দুর্বল পরাণ বাধা
ঘটায় বাহিরে।
শঙ্কা আসে, লজ্জা আসে,
মরি অবসাদে
দৈন্যরাশি ফেলে গ্রাসি,
ঘেরে পরমাদে।
ক্লান্ত দেহে তন্দ্রা লাগে,
ধূলায় শয়ন মাগে,—
অপথে জাগিয়া উঠি
ভাসি আঁখিনীরে॥

সে কোন্ পাগল যায় পথে তোর
যায় চলে ঐ একলা রাতে
তারে ডাকিস্‌নে তোর আঙিনাতে।

গান ফেরে তার গগন খুঁজে
কোন্ বেদনায় কেই তা বুঝে,
ঘুম-ভাঙা তার একতারাতে
কোন্ বাণী কয় একলা রাতে!
কাল সকালে রইবে না তো,
মিথ্যা তাহার আসন পাতো।
বাঁধন-ছেঁড়ার মহোৎসবে
গান যে ওরে গাইতে হবে।
নবীন আলোর বন্দনাতে,
তারে ডাকিস্‌নে তোর আঙিনাতে॥

কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন,
তাই কেমন হয়ে আছিস্ সারাক্ষণ।
হাসি যে তাই অশ্রুভারে নোওয়া,
ভাবনা-যে তাই মৌন দিয়ে ছোঁওয়া,
ভাষায়-যে তোর সুরের আবরণ।
তোর পরাণে কোন্ পরশমণির খেলা
তাই হৃদ্‌গগনে সোনার মেঘের মেলা।
দিনের স্রোতে তাইতো পলকগুলি
ঢেউ খেলে যায় সোনার ঝলক তুলি,
কালোয় আলোয় কাঁপে আঁখির কোণ।

রয় যে কাঙাল শূন্যহাতে দিনের শেষে
দেয় সে দেখা নিশীথরাতে স্বপন বেশে।
আলোয় যারে মলিন মুখে মৌন দেখি,
আঁধার হলে আঁখিতে তার দীপ্তি এ কী,
বরণমালা কে যে দোলায় তাহার কেশে

দিনের বীণায় যে-ক্ষীণ তারে ছিল হেলা
ঝঙ্কারিয়া ওঠে যে তাই রাতের বেলা।
তন্দ্রাহারা অন্ধকারের বিপুল গানে
মন্দ্রি ওঠে সারা আকাশ কী আহ্বানে,
তারার আলোয় কে রয় চেয়ে নির্নিমেষে।

ছুটির বাঁশি বাজল যে ঐ নীলগগনে,
আমি কেন একলা বসে এই বিজনে।
বাঁধন টুটে উঠবে ফুটে শিউলিগুলি,
তাই তো কুঁড়ি কানন জুড়ি উঠছে দুলি,
শিশির-ধোওয়া হাওয়ার ছোঁওয়া লাগল বনে
সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই আপন মনে।
বনের পথে কী মায়াজাল হয় যে বোনা,
সেইখানেতে আলোছায়ার চেনাশোনা।
ঝরে-পড়া মালতী তার গন্ধশ্বাসে
কান্না-আভাস দেয় মেলে ঐ ঘাসে ঘাসে,
আকাশ হাসে শুভ্র কাশের আন্দোলনে।
সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই আপন মনে॥

আকাশ তোমায় কোন্ রূপে মন চিন্‌তে পারে,
তাই ভাবি-যে বারে বারে।
গহন রাতের চন্দ্র তোমার মোহন ফাঁদে
স্বপন দিয়ে মনকে বাঁধে।
প্রভাত সূর্য শুভ্র জ্যোতির তরবারে
ছিন্ন করি ফেলে তারে।
বসন্ত বায় পরাণ ভুলায় চুপে চুপে,
বৈশাখী ঝড় গর্জি উঠে রুদ্ররূপে।

শ্রাবণ মেঘের নিবিড় সজল কাজল ছায়া
দিগ্‌দিগন্তে ঘনায় মায়া।
আশ্বিনে এই অমল আলোর কিরণ-ধারে
যায় নিয়ে কোন্ মুক্তি পারে।

তোর ভিতরে জাগিয়া কে যে,
তারে বাঁধনে রাখিলি বাঁধি।
হায় আলোর পিয়াসী সে যে
তাই গুমরি উঠিছে কাঁদি।
যদি বাতাসে বহিল প্রাণ
কেন বীণায় বাজে না গান,
যদি গগনে জাগিল আলো,
কেন নয়নে লাগিল আঁধি।
পাখী নব প্রভাতের বাণী
দিল কাননে কাননে আনি,
ফুলে নবজীবনের আশা
কত রঙে রঙে পায় ভাষা।
হোথা ফুরায়ে গিয়েছে রাতি,
হেথা জ্বলে নিশীথের বাতি,
তোর ভবনে ভুবনে কেন
হেন হয়ে গেল আধাআধি।

নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়
খুলে যাবে এই দ্বার,—
জানি জানি তোর বন্ধন ডোর
ছিঁড়ে যাবে বারেবার।

খনে খনে তুই হারায়ে আপনা
সুপ্তি নিশীথ করিস্ যাপনা
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে
বিশ্বের অধিকার ॥
স্থলে জলে তোর আছে আহ্বান
আহ্বান লোকালয়ে,
চিরদিন তুই গাহিবি যে গান
সুখে দুখে লাজে ভয়ে।
ফুল পল্লব নদী নির্ঝর
সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর,
ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে
আলোক অন্ধকার।

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে।
দেহমনের সুদূর পারে
হারিয়ে ফেলি আপনারে,
গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্দ্ধে ভাসে ॥
আমার মুক্তি সর্ব্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজে।
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা
আত্মহোমের বহ্নিজ্বালা
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি আশে ॥

সকাল বেলার আলোয় বাজে বিদায় ব্যথার ভৈরবী।
আন্ বাঁশি তোর আয় কবি।
শিশির-শিহর শরৎ-প্রাতে
শিউলি ফুলের গন্ধ সাথে

গান রেখে যাস্ আকুল হাওয়ায়,
নাই যদি রোস্ নাই র'বি।
এমন উষা আস্‌বে আবার সোনায় রঙীন দিগন্তে
কুন্দের ফুল সীমন্তে।
কপোত-কূজন-করুণ ছায়ায়,
শ্যামল কোমল মধুর মায়ায়
তোমার গানের নূপুর-মুখর
জাগবে আবার এই ছবি।

মধুর তোমার শেষ যে না পাই, প্রহর হল শেষ,
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ আবেশ॥
দিনান্তের এই এক কোণাতে
সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে
মন-যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ॥
সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার পরে
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।
এই গোধূলির ধূসরিমায়
শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়
শুনি বনে বনান্তরে অসীম গানের রেশ॥

চাহিয়া দেখ রসের স্রোতে স্রোতে
রঙের খেলাখানি।
চেয়োনা তারে মায়ার ছায়া হতে
নিকটে নিতে টানি।
রাখিতে চাহ বাঁধিতে চাহ যারে
আঁধারে তাহা মিলায় বারে বারে,
বাজিল যাহা প্রাণের বীণা তারে
সে তো কেবলি গান কেবলি বাণী।

দিবস রাত্রি সুর-সভার মাঝে
যে সুধা করে পান,
পরশ তার মেলেনা, মেলেনা-যে
নাহিরে পরিমাণ।
নদীর স্রোতে, ফুলের বনে বনে,
মাধুরী-মাখা হাসিতে আঁখিকোণে,
সে সুধাটুকু পিয়ো আপন মনে
মুক্তরূপে নিয়ো তাহারে জানি।

তুমি উষার সোনার বিন্দু প্রাণের সিন্ধুকূলে,
শরৎ প্রাতের প্রথম শিশির প্রথম শিউলি ফুলে।
আকাশ পারের ইন্দ্রধনু ধরার পারে নোওয়া,
নন্দনেরি নন্দিনী গো চন্দ্রলেখায় ছোঁওয়া,
স্বর্গলোকের গোপন কথা মর্ত্ত্যে এলে ভুলে॥
তুমি কবির ধেয়ান ছবি পূর্ব্বজনম-স্মৃতি
তুমি আমার কুড়িয়ে-পাওয়া হারিয়ে-যাওয়া গীতি।
যে কথাটি যায় না বলা কইলে চুপে চুপে,
তুমি আমার মুক্তি হয়ে এলে বাঁধনরূপে
অমল আলোর কমল বনে ডাকলে দুয়ার খুলে।

আপন গানের টানে তোমার বন্ধন যাক টুটে,
রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে কাঁদন জেগে উঠে।
বিশ্বকবির চিত্তমাঝে
ভুবনবীণা যেথায় বাজে,
জীবন তোমার সুরের ধারায় পড়ুক সেথায় লুটে।
ছন্দ তোমার ভেঙে গিয়ে দ্বন্দ্ব বাঁধায় প্রাণে
অন্তরে আর বাহিরে তাই তান মেলেনা তানে।

সুরহারা প্রাণ বিষম বাধা,
সেই ত আঁধি সেই ত ধাঁধা,
গান ভোলা তুই গান ফিরে নে, যাক্ সে আপদ ছুটে।

আপনি আমার কোন্‌খানে
বেড়াই তারি সন্ধানে।
নানান্‌রূপে নানান্ বেশে
ফেরে যেজন ছায়ার দেশে
তার পরিচয় কেঁদে হেসে
শেষ হবে কি কে জানে।
আমার গানের গহন মাঝে শুনেছিলাম যার ভাষা,
খুঁজে না পাই তার বাসা।
বেলা কখন যায়গো বয়ে,
আলো আসে মলিন হয়ে,
পথের বাঁশি যায় কী কয়ে
বিকাল বেলার মূলতানে।

ওগো সুন্দর, একদা কী জানি কোন্ পুণ্যের ফলে
আমি বনফুল তোমার মালায় ছিলাম তোমার গলে।
তখন প্রভাতে প্রথম তরুণ আলো
ঘুমভাঙা চোখে ধরার লেগেছে ভালো,
বিভাসে ললিতে নবীনের বীণা জেগেছে জলে স্থলে।
আজি এ ক্লান্ত দিবসের অবসানে,
লুপ্ত আলোয় পাখীর সুপ্ত গানে
শ্রান্তি আবেশে যদি অবশেষে ঝরে ফুল ধরাতলে,
সন্ধ্যাবাতাসে অন্ধকারের পারে
পিছে পিছে তব উড়ায়ে চলুক তারে,
ধুলায় ধুলায় দীর্ণ জীর্ণ না হোক্ সে পলে পলে।

কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে।
অশেষ হয়ে সেই তো আছে এই ভুবনে।
তারি বাণী দুহাত বাড়ায় শিশুর বেশে,
আলো ভাসায় ডাকে তোমার বুকে এসে
তারি ছোঁওয়া লেগেছে ঐ কুসুম বনে।
কোথায় ফিরিস ঘরের লোকের অন্বেষণে,
পর হয়ে সে দেয় যে দেখা ক্ষণে ক্ষণে।
তার বাসা যে সকল ঘরের বাহির দ্বারে,
তার আলো যে সকল পথের ধারে ধারে
তাহারি রূপ গোপন রূপে জনে জনে।

আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি
অলস যেন না রয় ডানা দুটি।
ওরে পাখী, ঘন বনের তলে
বাসা তোরে ভুলিয়ে রাখে ছলে,
রাত্রি তোরে মিথ্যে করে বলে
শিথিল কভু হবে না তার মুঠি।
জানিসনে কি কিসের আশা চেয়ে
ঘুমের ঘোরে উঠিস্ গেয়ে গেয়ে।
জানিসনে কি ভোরের আঁধার মাঝে
আলোর আশা গভীর সুরে বাজে,
আলোর আশা গোপন রহে না যে,
রুদ্ধ কুঁড়ির বাঁধন ফেলে টুটি।

পথ এখনো শেষ হল না
মিলিয়ে এল দিনের ভাতি।
তোমার আমার মাঝখানে হায়
আস্‌বে কখন আঁধার রাতি।

এবার তোমার শিখা আনি
জ্বালাও আমার প্রদীপখানি,
আলোয় আলোয় মিলন হবে
পথের মাঝে পথের সাথী ॥
ভালো করে মুখ যে তোমার
যায় না দেখা, সুন্দর হে।
দীর্ঘ পথের দারুণ গ্লানি
তাই তো আমায় জড়িয়ে রহে।
ছায়ায় ফেরা, ধূলায় চলা
মনের কথা যায় না বলা,
শেষ কথাটি জ্বাল্‌বে এবার
তোমার বাতি আমার বাতি।

দিনের বেলায় বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে অনেক সুরে
গানের পরশ প্রাণে এল, আপনি তুমি রইলে দূরে।
শুধাই যত পথের লোকে এই বাঁশিটি বাজাল কে
নানান্ নামে ভোলায় তারা নানান্ দ্বারে বেড়াই ঘুরে।
এখন আকাশ ম্লান হল, ক্লান্ত দিবা চক্ষু বোজে,
পথে পথে ফেরাও যদি মরব তবে মিথ্যা খোঁজে।
বাহির ছেড়ে ভিতরেতে আপনি লহ আসন পেতে
তোমার বাঁশি বাজাও আসি আমার প্রাণের অন্তঃপুরে।

পান্থপাখীর রিক্ত কুলায় বনের গোপন ডালে
কান পেতে ঐ তাকিয়ে আছে পাতার অন্তরালে।
বাসায়-ফেরা ডানার শব্দ
নিঃশেষে সব হল স্তব্ধ,
সন্ধ্যাতারার জাগল মন্ত্র দিনের বিদায় কালে।

চন্দ্র দিল রোমাঞ্চিয়া তরল সিন্ধুর,
বনচ্ছায়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লাগল আলোর সুর।
সুপ্তিবিহীন শূন্যতা-যে
সারা প্রহর বক্ষে বাজে
রাতের হাওয়ায় মর্মরিত বেণুশাখার ডালে।

অরূপ, তোমার বাণী
অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক্ সে আনি॥
নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা,
আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা
নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি॥
যেমন তোমার বসন্তবায় গীতলেখা যায় লিখে
বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে বনে বনে দিকে দিকে,
তেমনি আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিঃশ্বাস দাও পূরে,
শূন্য তাহার পূর্ণ করিয়া ধন্য করুক সুরে,
বিঘ্ন তাহার পুণ্য করুক তব দক্ষিণ পাণি॥

বাঁশি আমি বাজাই নি কি পথের ধারে ধারে।
গান গাওয়া কি হয়নি সারা তোমার বাহির দ্বারে।
ঐ যে দ্বারের যবনিকা, নানা বর্ণে চিত্রে লিখা
নানা সুরের অর্ঘ্য হোথায় দিলেম বারে বারে।

আজ যেন কোন্ শেষের বাণী শুনি জলে স্থলে
পথের বাঁধন ঘুচিয়ে ফেল এই কথা সেই বলে।
মিলন-ছোঁওয়া বিচ্ছেদেরি অন্তবিহীন ফেরাফেরি
কাটিয়ে দিয়ে যাওগো নিয়ে আনাগোনার পারে।

ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে
নিমেষের কুশাঙ্কুর পড়ে রবে নীচে।
কী হল না, কী পেলে না
কে তব শোধেনি দেনা,
সে সকলি মরীচিকা মিলাইবে পিছে।
এই যে হেরিলে চোখে অপরূপ ছবি
অরুণ গগনতলে প্রভাতের রবি,—
এই তো পরম দান
সফল করিল প্রাণ
সত্যের আনন্দরূপ এই তো জাগিছে

যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে
দু-হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই শিশুর মতো হেসে।
যাবার বেলা সহজেরে যাই যেন মোর প্রণাম সেরে
সকল পন্থা যেথায় মেলে সেথা দাঁড়াই এসে।
খুঁজতে যারে হয় না কোথাও চোখ যেন তায় দেখে,
সদাই যে রয় কাছে তারি পরশ যেন ঠেকে।
নিত্য যাহার থাকি কোলে তারেই যেন যাইগো বলে
এই জীবনে ধন্য হলেম তোমায় ভালোবেসে।

আপন মনে গোপন কোণে
লেখাজোখার কারখানাতে
দুয়ার রুধে বচন কুঁদে
খেলনা আমায় হয় বানাতে।
এই জগতের সকাল সাঁঝে
ছুটি আমার অন্য কাজে,
মিলে মিলে মিলিয়ে কথা
রঙে রঙে হয় মানাতে॥

কেগো আছে ভুবনমাঝে
নিত্য শিশু আনন্দেতে,
ডাকে আমায় বিশ্বখেলায়
খেলাঘরের জোগান দিতে।
বনের হাওয়ায় সকালবেলা
ভাসায় সে যে গানের ভেলা,
সেই তো কাঁপায় সুরের কাঁপন
মৌমাছিদের নীলডানাতে॥

তোমার হাতের অরুণলেখা
পাবার লাগি রাতারাতি
শুদ্ধ আকাশ জাগে একা
পূবের পানে বক্ষ পাতি।
তোমার রঙীন তুলির পাকে
নামাবলীর আঁকন আঁকে
তাই নিয়ে তো ফুলের বনে
হাওয়ায় হাওয়ায় মাতামাতি॥

এই কামনা রইল মনে
গোপনে আজ তোমায় কব,
পড়বে আঁকা মোর জীবনে
রেখায় রেখায় আখর তব॥
দিনের শেষে আমায় যবে
বিদায় নিয়ে যেতেই হবে,
তোমার হাতের লিখনমালা
সুরের সুতোয় যাব গাঁথি॥

ওরে কী শুনেছিস্ ঘুমের ঘোরে
তোর নয়ন এল জলে ভরে।
এতদিনে তোমায় বুঝি
আঁধার ঘরে পেল খুঁজি,
পথের বঁধু দুয়ার ভেঙে
পথের পথিক করবে তোরে॥
তোর দুখের শিখায় জাল্‌রে প্রদীপ জাল্‌রে
তোর সকল দিয়ে ভরিস্ পূজার থালরে।
যেন জীবন মরণ একটি ধারায়
তাঁর চরণে আপনা হারায়
সেই পরশে মোহের বাঁধন
রূপ যেন পায় প্রেমের ডোরে॥

পুরানো জানিয়া চেয়োনা আমারে
আধেক আঁখির কোণে
অলস অন্যমনে।

আপনারে আমি দিতে আসি যেই
কেন কেন সেই শুভ নিমেষেই
জীর্ণ কিছুই নেই কিছু নেই
ফেলে দেই পুরাতনে।
আপনারে দেয় ঝরনা আপন
ত্যাগরসে উচ্ছলি,
লহরে লহরে নূতন নূতন
অর্ঘ্যের অঞ্জলি।
মাধবীকুঞ্জ বার বার করি
বনলক্ষ্মীর ডালা দেয় ভরি
বারবার তার দানমঞ্জরী
নব নব ক্ষণে ক্ষণে।
তোমার প্রেমে যে লেগেছে আমায়
চিরনূতনের সুর।
সব কাজে মোর সব ভাবনায়
জাগে চিরসুমধুর।
মোর দানে নেই দীনতার লেশ,
যত নেবে তুমি নাহি পাবে শেষ,
আমার দিনের সকল নিমেষ
ভরা অশেষের ধনে।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃত বাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধু-নিষ্যন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।
এস দানবীর দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু লও সবার অহঙ্কার ভিক্ষা।
লোক লোক ভুলুক শোক খণ্ডন কর মোহ
উজ্জ্বল হোক্ জ্ঞান-সূর্য্য উদয়-সমারোহ,
প্রাণ লভুক্ সকল ভুবন নয়ন লভুক্ অন্ধ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।
ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহনদীপ্ত,
বিষয়-বিষ-বিকার-জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষ গ্লানি,
তব মঙ্গল শঙ্খ আন, তব দক্ষিণ পাণি,
তব শুভ সঙ্গীত রাগ তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী
একা একা করি খেলা,
আন্‌মনা যেন দিক্‌বালিকার
ভাসানো মেঘের ভেলা।
যেমন হেলায় অলস ছন্দে
কোন্ খেয়ালীর কোন্ আনন্দে
সকালে ধরানো আমের মুকুল
ঝরানো বিকাল বেলা।

যে বাতাস নেয় ফুলের গন্ধ
ভুলে যায় দিন শেষে,
তাঁর হাতে দিই আমার ছন্দ
কোথা যায় কে জানে সে।
লক্ষ্যবিহীন স্রোতের ধারায়
জেনে জেনে মোর সকলি হারায়
চিরদিন আমি পথের নেশায়
পাথেয় করেছি হেলা।

ওকে বাঁধবি কে রে,
হবে যে ছেড়ে দিতে,
ওর পথ খোলে রে
বিদায় রজনীতে॥
গগন তার মেঘ-দুয়ার ঝেঁপে
বুকেরি ধন বুকেতে ছিল চেপে,
প্রভাত বায়ে গেল সে-দ্বার কেঁপে,
এল-যে ডাক ভোরের রাগিণীতে॥
শীতল হোক বিমল হোক প্রাণ
হৃদয়ে শোক রাখুক তার দান।
যা ছিল ঘিরে শূন্যে সে মিলাল
সে-ফাঁক দিয়ে আসুক তবে আলো,
বিজনে বসি পূজাঞ্জলি ঢাল
শিশিরে ভরা সেঁউতি-ঝরা গীতে॥

মুখখানি কর মলিন বিধুর
যাবার বেলা,
জানি আমি জানি সে তব মধুর
ছলের খেলা॥

গোপন চিহ্ন এঁকে যাবে তব রথে,
জানি তুমি তারে ভুলিবে না কোনোমতে,
যার সাথে তব হল একদিন
মিলন মেলা॥
জানি আমি যবে আঁখিজল ভরে
রসের স্নানে,
মিলনের বীজ অঙ্কুর ধরে
নবীন প্রাণে।
খনে খনে এই চিরবিরহের ভান,
খনে খনে এই ভয়-রোমাঞ্চ দান,
তোমার প্রণয়ে সত্য সোহাগে
মিথ্যা হেলা।

আরাম-ভাঙা উদাস সুরে
আমার বাঁশির শূন্য হৃদয়
কে দিল আজ ব্যথায় পূরে।
বিরামহারা ঘরছাড়াকে
ব্যাকুল বাঁশি আপনি ডাকে,
ডাকে স্বপন জাগরণে
কাছের থেকে ডাকে দূরে॥
আমার প্রাণের কোন্ নিভৃতে
লুকিয়ে কাঁদায় গোধূলিতে।
মন আজো তার নাম জানে না,
রূপ আজো তার নয় কো চেনা,
কেবল যে সে ছায়ার বেশে
স্বপ্নে আমার বেড়ায় ঘুরে॥

তোমার গীতি জাগাল স্মৃতি
নয়ন ছলছলিয়া।
বাদল শেষে করুণ হেসে
যেন চামেলি কলিয়া।
সজল ঘন মেঘের ছায়ে
মৃদু সুবাস দিল বিছায়ে
না-দেখা কোন পরশঘায়ে
পড়িছে টলটলিয়া।
তোমার বাণী-স্মরণখানি
আজি বাদল পবনে
নিশীথে বারি-পতনসম
ধ্বনিছে মম শ্রবণে।
সে বাণী যেন গানেতে লেখা
দিতেছে আঁকি সুরের রেখা,
যে পথ দিয়ে তোমারি প্রিয়ে,
চরণ গেল চলিয়া।

সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে।
তাহারি রাগিণী লাগিল গায়ে।
সে সুর বাহিয়া ভেসে আসে কার
সুদূর বিরহ বিধুর হিয়ার
অজানা বেদনা, সাগর বেলার
অধীর বায়ে
বনের ছায়ে।
তারি গুঞ্জন লাগিল গায়ে।
তাই শুনে আজি বিজন প্রবাসে হৃদয় মাঝে
শরৎ-শিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে।

ছবি মনে আসে আলোতে ও গীতে,—
যেন জনহীন নদী পথটিতে
কে চলেছে জলে কলস ভরিতে
অলস পায়ে
বনের ছায়ে
তাহারি আভাস লাগিল গায়ে।

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে
ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।
এই স্মৃতিটুকু কভু ক্ষণে ক্ষণে
যেন জাগে মনে ভুলো না।
সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জান
আমারি মনের প্রলাপ জড়ান
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ান
তোমার হাসির তুলনা।
যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে
চাঁদ উঠেছিল গগনে
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে
কী জানি কী মহা লগনে।
এখন আমার বেলা নাহি আর
বহিব একাকী বিরহের ভার,
বাঁধিনু যে রাখী পরাণে তোমার
সে রাখী খুলো না খুলো না

খর বায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো

তুমি কসে ধর হাল আমি তুলে বাঁধি পাল,
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।
শৃঙ্খলে বারবার ঝন্‌ঝন্‌ ঝঙ্কার,
নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার,
বন্ধন দুর্ব্বার সহ্য না হয় আর,
টলমল করে আজ তাইও,
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো॥
গণি গণি দিনখণ চঞ্চল করি মন
বলোনা যাই কি নাই যাইরে।
সংশয় পারাবার অন্তরে হবে পার,
উদ্বেগে তাকায়োনা বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
হয়োনাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল,
জয় জয় জয় গান গাইয়ো।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো॥

নয়ন ছেড়ে গেলে চলে এলে সকল মাঝে,
তোমায় আমি হারাই যদি তবু হারাও না যে।
ফুরায় যবে মিলনরাতি তবু নিত্য সাথের সাথী
লাগে তোমার পাওয়ার হাওয়া, এস স্বপন সাজে
তোমার সুধারসের ধারা মর্ম্মপথে এসে
ব্যথারে মোর উছল করি নয়নে যায় ভেসে।
শ্রবণে মোর নব নব শুনিয়েছিলে যে-সুর তব
বীণা থেকে বিদায় নিয়ে, চিত্তে আমার বাজে।

তোমারি সোনা বোঝাই হল
আমি তো তার ভেলা
নিজেরে তুমি ভোলাবে বলে
আমারে নিয়ে খেলা।
কণ্ঠে মম কী কথা শোনো
অর্থ আমি বুঝি না কোনো,
বীণাতে মোর কাঁদিয়া ওঠে তোমারি ভৈরবী

তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে
সত্য করে পায় সে আপনারে।
দুঃখে শোকে নিন্দা পরিবাদে
চিত্ত তার ডোবে না অবসাদে,
টুটে না বল সংসারের ভারে।
পথে যে তার গৃহের বাণী বাজে
বিরাম জাগে কঠিন তার কাজে।
নিজেরে সে যে তোমারি মাঝে দেখে
জীবন তার বাধায় নাহি ঠেকে,
দৃষ্টি তার আঁধার পরপারে।

যে-ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তাই জীবনগানে।
গগনে তব বিমল নীল,
হৃদয়ে লব তাহারি মিল,
শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে।
বাজায় উষা নিশীথকূলে যে গীত-ভাষা,
সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর নবীন আশা

ফুলের মতো সহজ সুরে
প্রভাত মম উঠিবে পূরে
সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন মরিতে জানে।

তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে।
তবু যে পরাণমাঝে
গোপনে বেদনা বাজে,
এবার সেবার কাজে ডেকে লও সন্ধ্যাকালে।
বিশ্ব হতে থাকি দূরে
অন্তরের অন্তঃপুরে
চেতনা জড়ায়ে রহে ভাবনার স্বপ্নজালে।
দুঃখ সুখ আপনারি
সে বোঝা হয়েছে ভারি
যেন সে সঁপিতে পারি চরম পূজার থালে॥

অনেক দিনের শূন্যতা মোর ভরতে হবে
মৌনবীণার তন্ত্র আমার জাগাও সুধারবে।
বসন্ত সমীরে তোমার ফুল-ফুটানো বাণী
দিক্ পরাণে আনি,—
ডাক তোমার নিখিল উৎসবে।
মিলন শতদলে
তোমার প্রেমের অরূপ মূর্তি দেখাও ভুবনতলে
সবার সাথে মিলাও আমায়, ভুলাও অহঙ্কার,
খুলাও রুদ্ধদ্বার,—
পূর্ণ কর প্রণতি গৌরবে।

জানি তোমার প্রেমে সকল প্রেমের বাণী মেশে
আমি সেইখানেতেই মুক্তি খুঁজি দিনের শেষে।
সেথায় প্রেমের চরম সাধন,
যায় খসে তার সকল বাঁধন,
মোর হৃদয়-পাখীর গগন তোমার হৃদয়দেশে॥
ওগো জানি আমার শ্রান্ত দিনের সকল ধারা
তোমার গভীর রাতের শান্তিমাঝে ক্লান্তিহারা।
আমার দেহে ধরার পরশ
তোমার সুধায় হল সরস
আমার ধূলারি ধন তোমার মাঝে নূতন বেশে।

পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্ খানে
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে।
কী অচেনা কুসুমের গন্ধে,
কী গোপন আপন আনন্দে,
কোন্ পথিকের কোন্ গানে॥
সহসা দারুণ দুঃখতাপে
সকল ভুবন যবে কাঁপে,
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন
সকল বাঁধন যবে ছিন্ন,
মৃত্যু আঘাত লাগে প্রাণে।

নীরবে আছ কেন বাহির দুয়ারে,
আঁধার লাগে চোখে দেখিনা তুহারে।
সময় হল জানি
নিকটে লবে টানি
আমার তরীখানি
ভাসাবে জুয়ারে।

সফল হোক প্রাণ এ শুভ লগনে,
সকল তারা তাই গাহুক গগনে।
কর গো সচকিত
আলোকে পুলকিত
স্বপন-নিমীলিত
হৃদয়-গুহারে॥

আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে।
নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে,
না-দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে,
লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে,
অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে॥
ক্ষণে ক্ষণে আমি না জেনে করেছি দান
তোমায় আমার গান।
পরাণের সাজি সাজাই খেলার ফুলে,
জানি না কখন নিজে বেছে লও তুলে,
অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে
প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে॥

দিন যদি হল অবসান
নিখিলের অন্তরমন্দির প্রাঙ্গণে
ঐ তব এল আহ্বান।
চেয়ে দেখ মঙ্গলরাতি
জ্বালি দিল উৎসব বাতি,
স্তব্ধ এ সংসার প্রান্তে ধর তব বন্দনগান।
কর্মের কলরব ক্লান্ত
কর তবু অন্তর শান্ত।

চিত্ত আসন দাও মেলে
নাই যদি দর্শন পেলে
আঁধারে মিলিবে তার স্পর্শ,
হর্ষে জাগায়ে দিবে প্রাণ ॥

আঁধার এল বলে
তাইতো ঘরে উঠল আলো জ্বলে।
ভুলেছিলেম দিনে
রাতে নিলেম চিনে
জেনেছি কার লীলা আমার
বক্ষদোলার দোলে।
ঘুমহারা মোর বনে
বিহঙ্গগান জাগল ক্ষণে ক্ষণে।
যখন সকল শব্দ
হয়েছে নিস্তব্ধ
বসন্ত বায় মোরে জাগায়
পল্লব কল্লোলে ॥

দিনশেষে বসন্ত যা প্রাণে গেল বলে
তাই নিয়ে বসে আছি বীণাখানি কোলে ॥
তারি সুর নেব ধরে
আমারি গানেতে ভরে,
ঝরা মাধবীর সাথে যায় সে যে চলে ॥
থাম থাম দখিন পবন,
কী বারতা এনেছ তা কোরো না গোপন।
যেদিনেরে নাই মনে
সেদিনেরি উপবনে
কী ফুল পেয়েছ খুঁজে গন্ধে প্রাণ ভোলে ॥

কাহার গলায় পরাবি গানের
রতনহার
তাই কি বীণায় লাগালি যতনে
নূতন তার।
কানন পরেছে শ্যামল দুকূল,
আমের শাখাতে নূতন মুকুল,
নবীনের মায়া করিল আকুল
হিয়া তোমার।
যে-কথা তোমার কোনোদিন আর
হয়নি বলা
নাহি জানি কারে তাই বলিবারে
করে উতলা।
দখিন পবনে বিহ্বলা ধরা
কাকলী কূজনে হয়েছে মুখরা,
আজি নিখিলের বাণী-মন্দিরে
খুলেছে দ্বার।

দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি,
বরষ ফুরায়ে যাবে ভুলে যাবে জানি।
তবু তো ফাল্গুনরাতে
এ গানের বেদনাতে
আঁখি তব ছলছল এই বহু মানি।
চাহি না রহিতে বসে ফুরাইলে বেলা,
তখনি চলিয়া যাব শেষ হলে খেলা।
আসিবে ফাল্গুন পুনঃ
তখন আবার শুনো
নব পথিকেরি গানে নূতনের বাণী॥

একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি,
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।
কিছু পলাশের নেশা,
কিছু বা চাঁপায় মেশা
তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনি।
যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে,
চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আঁকে।
যেটুকু যায়রে দূরে
ভাবনা কাঁপায় সুরে,
তাই নিয়ে যায় বেলা নূপুরের তাল গুণি।

স্বপনপারের ডাক শুনেছি, জেগে তাই তো ভাবি—
কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি।
নয় তো সেথায় যাবার তরে,
নয় কিছু তো পাবার তরে,
নাই কিছু তার দাবী,
বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের চাবী।
চাওয়া-পাওয়ার বুকের ভিতর না-পাওয়া ফুল ফোটে,
দিশাহারা গন্ধে তারি আকাশ ভরে ওঠে।
খুঁজে যারে বেড়াই গানে,
প্রাণের গভীর অতল পানে
যে জন গেছে নাবি
সেই নিয়েছে চুরি করে স্বপ্নলোকের চাবি।

পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা
রিক্ত হাতে চাস্‌নে তারে
সিক্ত চোখে যাস্‌নে দ্বারে।
রত্নমালা আন্‌বি যবে
মাল্যবদল তখন হবে,
পাত্‌বি কি তোর দেবীর আসন
শূন্য ধুলায় পথের পরে।
বৈশাখে বন রুক্ষ যখন
বহে পবন দৈন্যজ্বালা
হায়রে তখন শুক্‌নো ফুলে
ভর্‌বি কি তোর বরণডালা।
অতিথিরে ডাক্‌বি যবে
ডাকিস্‌ যেন সগৌরবে,
লক্ষ শিখায় জ্বল্‌বে যখন
দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকারে॥

হায় অতিথি, এখনি কি
হল তোমার যাবার বেলা।
দেখ আমার হৃদয়তলে
সারারাতের আসন মেলা।
এসেছিলে দ্বিধাভরে
কিছু বুঝি চাবার তরে,
নীরব চোখে সন্ধ্যালোকে
খেয়াল নিয়ে কর্‌লে খেলা॥

জানালে না গানের ভাষায়
এনেছিলে যে-প্রত্যাশা।
শাখার আগায় বসল পাখী,
ভুলে গেল বাঁধতে বাসা।
দেখা হল, হয়নি চেনা,
প্রশ্ন ছিল, শুধালে না,
আপন মনের আকাঙ্ক্ষারে
আপনি কেন করলে হেলা।

আয় আমাদের অঙ্গনে
অতিথি বালক তরুদল,
মানবের স্নেহ-সঙ্গ নে
চল্ আমাদের ঘরে চল্।
শ্যাম বঙ্কিম ভঙ্গীতে
চঞ্চল কল সঙ্গীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায়
প্রাণ-আনন্দ কোলাহল।
তোদের নবীন পল্লবে
নাচুক্ আলোক সবিতার,
দে পবনে বন-বল্লভে
মর্ম্মর গীত উপহার।
আজি শ্রাবণের বর্ষণে
আশীর্ব্বাদের স্পর্শ নে,
পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায়
অমরাবতীর ধারাজল॥

ওরে ঝড় নেবে আয় আয়রে আমার
শুকনো পাতার ডালে।
এই বরষায় নবশ্যামের
আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন,
যা আনন্দহারা
চরম রাতের অশ্রুধারায়
আজি হয়ে যাক সারা,
যাবার যাহা যাক্ সে চলে
রুদ্র নাচের তালে॥

আসন আমায় পাততে হবে
রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে
সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে
কূল গেল তার ভেসে,
যূথীবনের গন্ধবাণী
ছুট্‌ল নিরুদ্দেশে,—
পরাণ আমার জাগ্‌ল বুঝি
মরণ-অন্তরালে॥

আহ্বান আসিল মহোৎসবে
অম্বরে গম্ভীর ভেরীরবে।
পূর্ববায়ু চলে ডেকে
শ্যামলের অভিষেকে,
অরণ্যে অরণ্যে নৃত্য হবে॥

নির্ঝর-কল্লোল-কলকলে
ধরণীর আনন্দ উচ্ছলে।

শ্রাবণের বীণাপাণি
মিলাল বর্ষণ-বাণী
কদম্বের পল্লবে পল্লবে॥

কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে
ছুটেছে মন মাটির পানে।
চোখ ডুবে যায় নবীন ঘাসে
ভাবনা ভাসে পূব বাতাসে,
মল্লার গান প্লাবন জাগায়
মনের মধ্যে শ্রাবণ গানে॥
লাগল যে-দোল বনের মাঝে
অঙ্গে সে মোর দেয় দোলা-যে।
যে-বাণী ঐ ধানের ক্ষেতে
আকুল হল অঙ্কুরেতে,
আজ এই মেঘের শ্যামল মায়ায়
সেই বাণী মোর সুরে আনে॥

নীল অঞ্জনঘন-পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর,
হে গম্ভীর,
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্চল অন্তর
ঝঙ্কৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর
হে গম্ভীর।
বর্ষণ-গীত হ'লো মুখরিত
মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন
আনন্দঘন গন্ধে,
নন্দিত তব উৎসব-মন্দির।